



**The sweetest Children!**  
**Manmana Bava! Mathyaji Bava!**  
**Daily Murli Bengali**  
**March 2021**

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের পরস্পরের সঙ্গে অত্যন্ত আত্মিক স্নেহময় হয়ে থাকতে হবে, কখনও মতভেদ হওয়া উচিত নয়"

\*প্রশ্ন:- প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চারই নিজের হৃদয়কে(মন) কোন্ কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত ?

\*উত্তর:- নিজের হৃদয়কে প্রশ্ন করো -- ১) আমি কী ঈশ্বরের হৃদয়ে স্থান পেয়েছি ! ২) আমার মধ্যে দিব্যগুণের ধারণা কতখানি এসেছে ? ৩) আমি ব্রাহ্মণ ঈশ্বরীয় সার্ভিসে বিঘ্ন ঘটাই না তো! ৪) সদা ক্ষীরখন্ড অর্থাৎ মিলেমিশে থাকি কী! পরস্পরের সঙ্গে মতের মিল আছে তো ? ৫) আমি কী সর্বদা শ্রীমত পালন করি ?

\*গীত:- ভোলানাথের থেকেও অনন্য আর কেউ নেই....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়। পূর্বে ছিলে আসুরীক সম্প্রদায়। আসুরীয় সম্প্রদায়রা জানেই না যে ভোলানাথ কাকে বলে। এও জানে না যে, শিব-শঙ্করের মধ্যে অন্তর রয়েছে। সেই শঙ্কর হলেন দেবতা, শিব হলেন পিতা। কিছুই জানে না। এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় অথবা ঈশ্বরীয় পরিবার। ওটা হলো রাবণের আসুরীয় পরিবার। কত পার্থক্য রয়েছে। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় পরিবারে ঈশ্বর দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত করছো যে পরস্পরের সঙ্গে আত্মিক প্রেম কেমন থাকা উচিত। ব্রাহ্মণ কুলে পরস্পরের মধ্যে এই আত্মিক প্রেম এখান থেকেই ভরতে হবে। যাদের সম্পূর্ণ ভালবাসা থাকবে না তারা (উচ্চ) পদও পাবে না। ওখানে তো হয়ই এক ধর্ম, এক রাজ্য। পরস্পরের সঙ্গে কোনো ঝগড়া-বিবাদ হয় না। এখানে তো রাজস্ব নেই। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও দেহ-অভিমানের কারণে মত-পার্থক্য হয়ে যায়। এইরকম মতের অমিল থাকে যাদের তারা সাজা ভোগ করে তারপর পাশ করবে। তারপর সেখানে যখন এক ধর্ম হয়, তখন সেখানে শান্তি বিরাজ করে। এখন ওইদিকে হলো আসুরীক সম্প্রদায় বা আসুরীক পরিবারের মতন। এখানে হলো ঈশ্বরীয় পরিবারভুক্ত। ভবিষ্যতের জন্য দৈবী-গুণ ধারণ করছে। বাবা সর্বগুণসম্পন্ন করে দেন। সকলেই তো হয় না। যে শ্রীমতানুসারে চলে সে-ই বিজয়মালার দানা হয়ে যায়। যে হবে না সে প্রজায় চলে আসবে। ওখানে তো দৈব গভর্নমেন্ট রয়েছে। ১০০ শতাংশ পবিত্রতা, শান্তি, সমৃদ্ধি থাকে। এখন এই ব্রাহ্মণ কুলেই দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে। কেউ তো ভালভাবে দৈবী-গুণ ধারণ করে, অন্যান্যদেরকেও করিয়ে থাকে। ঈশ্বরীয় কুলেও পরস্পরের মধ্যে আত্মিক স্নেহ তখনই হবে যখন দেহী-অভিমानी হবে, সেইজন্য পুরুষার্থ করতে থাকে। অন্তিমেও সকলের অবস্থা একরস, একইরকমের তো হতে পারে না। তখন সাজাভোগ করে পদব্রষ্ট হয়ে পড়বে। স্বল্প পদ প্রাপ্ত করবে। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কেউ যদি পরস্পরের সঙ্গে ক্ষীরখন্ড অর্থাৎ মিলেমিশে না থাকে, পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে, দৈবী-গুণ ধারণ না করে তাহলে সে উচ্চপদ কীভাবে প্রাপ্ত করতে পারবে ? বিরোধী হওয়ার কারণে কোথাও ঈশ্বরীয় সেবাতেও বিঘ্ন ঘটতে থাকে। যার ফলে কি হয় সে এতটা উচ্চপদ লাভ করতে পারে না। একদিকে ক্ষীরখন্ড হওয়ার পুরুষার্থ করে, অন্যদিকে মায়া বিরোধী করে দেয়, যার কারণে সার্ভিসের বদলে ডিসসার্ভিস করে। বাবা বসে-বসে বোঝান যে, তোমরা হলে ঈশ্বরীয় পরিবারভুক্ত। থাকোও তো ঈশ্বরের সঙ্গে। কেউ সঙ্গে থাকে, কেউ-কেউ অন্যান্য গ্রামে থাকে কিন্তু হও তো তোমরা একত্রিতই, তাই না! বাবাও ভারতেই আসেন। মানুষ একথা জানে না যে, বাবা কবে আসেন, এসে কি করেন ? তোমরা বাবার মাধ্যমে এখনই পরিচয় পেয়েছো। এখন তোমরা রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। দুনিয়া জানে না যে এই চক্র কিভাবে আবর্তিত হয়, এখন কোন্ সময় চলছে, সম্পূর্ণভাবে গভীর অন্ধকারে রয়েছে। বাচ্চারা, রচয়িতা বাবা এসে তোমাদের সব সমাচার শুনিয়েছেন। সঙ্গে-সঙ্গে বুঝিয়ে থাকেন যে -- হে শালিগ্রামেরা আমায় স্মরণ করো। এ'কথা শিববাবা বলেন তাঁর সন্তানদের। তোমরা তো পবিত্র হতে চাও, তাই না! আহ্বান করে এসেছো। এখন আমি এসেছি। শিববাবা আসেনই ভারতকে পুনরায় শিবালয়ে পরিনত করতে, রাবণ বেশ্যালয়ে পরিনত করে। নিজেরাই গায় যে আমরা হলাম পতিত বিকারী। ভারত সত্যযুগে সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল। নির্বিকারী দেবতাদের বিকারী মানুষ পূজা করে। পুনরায় নির্বিকারীই বিকারী হয়ে যায়। তা কারোর জানা নেই। পূজ্যরাই তো নির্বিকারী ছিল পুনরায় পূজারী বিকারী হয়ে গেছে, তবেই তো আহ্বান করে -- হে পতিত-পাবন এসো, এসে নির্বিকারী করো। বাবা বলেন -- এই অস্তিম জন্মে তোমরা পবিত্র হও। মামেকম্ স্মরণ করো তবেই তোমাদের পাপস্ফলন হবে আর তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে, তারপরে আবার চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় পরিবারভুক্ত হবে। এইসময় হলে ঈশ্বরীয় পরিবারভুক্ত পরে আবার ২১ জন্ম দৈবী পরিবারে থাকবে। এই ঈশ্বরীয় পরিবারে তোমরা অস্তিম জন্ম অতিবাহিত করো। এখানে তোমাদের পুরুষার্থ করে আবার সর্বগুণসম্পন্ন হতে হবে। তোমরা সর্বগুণসম্পন্ন ছিলে -- বরাবর রাজস্ব করতে পরে পূজারী হয়েছো। এ তো বোঝাতে হবে, তাই না! ভগবান হলেন বাবা। আমরা ওঁনার

সন্তান তাহলে ফ্যামিলি হলো, তাই না! গাওয়াও হয় -- তুমি মাতা-পিতা আমরা বালক তোমার..... তাহলে ফ্যামিলিই তো হলো, তাই না! এখন বাবার থেকে গভীর সুখ প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন, তোমরা অবশ্যই আমার পরিবারের। কিন্তু ড্রামার প্ল্যান অনুসারে রাবণ রাজ্যে আসার পর পুনরায় তোমরা দুঃখের মাঝে আসো তখনই ডাকো। এইসময় তোমাদের ফ্যামিলি হলো অ্যাকিউরেট। পুনরায় তোমাদের ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রদান করি। এই উত্তরাধিকার আবার দৈবী-পরিবারে ২১ জন্ম পর্যন্ত বজায় থাকবে। দৈবী-পরিবার সত্যযুগ, ত্রেতা পর্যন্ত চলে। পুনরায় রাবণ-রাজ্য হওয়ার কারণে ভুলে যায় যে আমরা দৈবী পরিবারের। বাম-মার্গে চলে যাওয়ার ফলে আসুরীয় পরিবারভুক্ত হয়ে যায়। ৬৩ জন্ম সিড়ি ধরে নীচে নেমে এসেছে। এই সমস্ত নলেজ তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। যেকোনো কাউকে তোমরা বোঝাতে পারো। প্রকৃতপক্ষে তোমরা হলে দেবী-দেবতা ধর্মের। সত্যযুগের পূর্বে ছিল কলিযুগ। সঙ্গমে তোমাদের মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করা হয়। মাঝে মাঝে রয়েছে এই সঙ্গম। তোমাদের ব্রাহ্মণধর্ম থেকে পুনরায় দৈবী ধর্মে নিয়ে আসা হয়। বোঝানো হয় যে, লক্ষ্মী-নারায়ণ এই রাজ্য কিভাবে প্রাপ্ত করেছে। তার পূর্বে আসুরীয় রাজ্য ছিল পুনরায় দৈবী-রাজ্য কিভাবে হয়েছে। বাবা বলেন -- প্রতি কল্পের সঙ্গমে এসে তোমাদের ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্রিয় ধর্মে নিয়ে আসে। এ হলো ঈশ্বরের পরিবার। সকলেই বলে গডফাদার। কিন্তু বাবাকে না জানার কারণে অনাথ হয়ে গেছে, সেইজন্যই বাবা আসেন গভীর অন্ধকার থেকে আলোকিত করতে। এখন স্বর্গ স্থাপিত হচ্ছে। বাচ্চারা, তোমরা পড়ছো, দৈবী-গুণ ধারণ করছো। এও জানা উচিত --- শিব-জয়ন্তী পালন করে, শিব-জয়ন্তীর পর কি হবে? অবশ্যই দৈবী রাজ্যের জয়ন্তী হয়েছে, তাই না! হেভেনলী গডফাদার হেভেন স্থাপন করতে হেভেনে(স্বর্গে) তো আসবে না। তিনি বলেন -- আমি নরক এবং স্বর্গের মধ্যবর্তী সঙ্গমে আসি। শিবরাত্রি বলা হয়, তাই না! তাহলে আমি রাত্রিতেই আসি। বাচ্চারা, এটা তোমরা বুঝতে পারো। যে বোঝে সে অন্যদেরও ধারণ করায়। হৃদয়েও সে-ই স্থান পায় যে মন-বাণী-কর্মের দ্বারা সার্ভিসে তৎপর থাকে। যেমন-যেমনভাবে সেবা তেমনভাবেই হৃদয়ে স্থান অধিকার করা। কেউ-কেউ অলরাউন্ড ওয়ার্কাস হয়। সবরকমের কাজ শেখা উচিত। ভোজন তৈরী, রুটি তৈরী, বাসনপত্র পরিষ্কার করা.... এগুলোও তো সেবা, তাই না! বাবার স্মরণ হলো ফার্স্ট। ওঁনার স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হয়। এখানকার উত্তরাধিকার পাওয়া হয়ে গেছে। ওখানে সর্বগুণসম্পন্ন হয়। যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা। দুঃখের কোনো কথাই থাকে না। এ'সময় সকলেই নরকবাসী। সকলেরই অবতরণ-কলা (উতরণী)। পুনরায় এখন আরোহণ-কলা হবে। বাবা সকলকে দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে সুখে নিয়ে যান, সেইজন্যই বাবাকে মুক্তিদাতা বলা হয়। এখানে তোমাদের নেশা থাকে যে আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি, যোগ্য হয়ে উঠছি। যোগ্য তো তাকেই বলা হয় যে অন্যদেরও রাজপদ পাওয়ার যোগ্য করে তোলে। এও বাবা বুঝিয়েছেন যে, শিক্ষা নিতে অর্থাৎ স্টুডেন্ট তো অনেক আসবে। কিন্তু এমন নয় যে সকলেই ৮৪ জন্ম নেবে। যারা কম পড়বে তারা দেবীতে আসবে, তাহলে জন্মও তো কম হবে, তাই না! কেউ ৮০, কেউ ৮২, কে পূর্বে আসবে, কে পরে আসবে.... সবকিছু পড়ার উপর নির্ভর করে। সাধারণ প্রজা পরে আসবে। তাদের ৮৪ জন্ম হবে না। পরে আসতেই থাকে। যে একদম শেষে থাকবে সে ত্রেতার শেষে এসে জন্ম নেবে। তারপর বাম-মার্গে চলে যায়। অবতরণ শুরু হয়ে যায়। ভারতবাসীরা কিভাবে ৮৪ জন্ম নিয়েছে, এ হলো তারই সিড়ি। এই গোলক (ড্রামা হুইল) হলো ড্রামার চিত্রের। যে পবিত্র ছিল সে-ই এখন পতিত হয়ে গেছে পুনরায় পবিত্র দেবতা হয়ে যায়। বাবা যখন আসেন তখন সকলের কল্যাণ সাধিত হয়, সে'জন্য একে অস্পিসীয়াস যুগ বলা হয়। এত কৃতিত্ব (বলিহারী) বাবার, যিনি সকলের কল্যাণ করো। সত্যযুগে সকলের কল্যাণ হতো, কেউ দুঃখী ছিল না, এ তো বোঝাতে হবে যে আমরা ঈশ্বরীয় পরিবারভুক্ত। ঈশ্বর সকলের পিতা। এখানেই তোমরা মাতা-পিতার গায়ন করো। ওখানে তো শুধু ফাদার বলা হয়। বাচ্চারা, এখানে তোমরা মা-বাবা পাও। এখানে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের দত্তক নেওয়া হয়। বাবা রচয়িতা তাহলে মা-ও থাকবে। তা নাহলে রচনা হবে কিভাবে! হেভেনলী গডফাদার কিভাবে স্বর্গের স্থাপনা করেন, তা না ভারতবাসীরা জানে, না বিদেশীরা জানে। এখন তোমরা জানো নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরানো দুনিয়ার বিনাশ, তা অবশ্যই সঙ্গমেই হবে। এখন তোমরা সঙ্গমে রয়েছে। এখন বাবা বুঝিয়ে থাকেন যে -- মামেকম্ স্মরণ করো অর্থাৎ একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো। আত্মাকে স্মরণ করতে হবে -- পরমপিতা পরমাত্মাকে। আত্মারা এবং পরমাত্মা আলাদা হয়ে রয়েছে বহুকাল ধরে.... সুন্দর মেলা কোথায় হবে। পরমাত্মা পিতা এখানে আসেন। একে বলা হয় কল্যাণকারী সুন্দর মেলা। জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার সকলকেই দেন। জীবনবন্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। সকলেই শান্তিধামে যাবে -- পুনরায় যখন আসে তখন সতোপ্রধান থাকে। ধর্ম স্থাপনের জন্য আসে। নীচে যখন তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তখন রাজত্বের জন্য পুরুষার্থ করে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ঝগড়া দি থাকে না। সতোপ্রধান থেকে রজঃ-তে যখন আসে তখন লড়াই-ঝগড়া শুরু করে। প্রথমে সুখ তারপর দুঃখ। এখন সম্পূর্ণ দুর্গতিতে রয়েছে। এই কলিযুগীয় দুনিয়ার বিনাশ পুনরায় সত্যযুগীয় দুনিয়ার স্থাপনা হবে। বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা করছেন ব্রহ্মার দ্বারা। যে যেমন পুরুষার্থ করে সেই অনুযায়ী বিষ্ণুপুরীতে এসে প্রালব্ধ(ফল ভোগ) পায়। এ'সব বোঝার জন্য অনেক ভাল-ভাল কথা আছে। বাচ্চারা, এইসময় তোমাদের অত্যন্ত খুশী হওয়া উচিত এইকারণে যে আমরা ঈশ্বরের থেকে ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। যতখানি

পুরুষার্থ করে নিজেদের ত্রুটিহীন (অ্যাকিউরেট) করবে.... তোমাদের অ্যাকিউরেট হতে হবে। ঘড়িও লিভার এবং সিলিন্ডর হয়, তাই না! লীভার অত্যন্ত অ্যাকিউরেট হয়। বাম্বাদের মধ্যে কেউ কেউ অ্যাকিউরেট হয়ে যায়। কেউ আবার ত্রুটিবিশিষ্টও হয়ে যায়, তখন কম পদলাভ করে। পুরুষার্থ করে অ্যাকিউরেট হওয়া উচিত। এখনও সকলে অ্যাকিউরেটলী চলে না। প্রয়াস করান তো একমাত্র বাবা-ই। সৌভাগ্য গঠনের পুরুষার্থে স্বল্পতা থাকায় পদ কম পায়। শ্রীমতে না চলার কারণে, আসুরীয়-গুণ পরিত্যাগ না করার কারণে, যোগে না থাকার কারণে এ'সব হয়। যোগে তো থাকে না তবু যেন পন্ডিত। যোগ কম তাই শিববাবার প্রতি ভালবাসা থাকে না। ধারণাও কম হয় সে'জন্য সেই খুশীও থাকে না। চেহারাই যেন মৃতলোকের মতন হয়ে থাকে। তোমাদের চেহারা সদা প্রফুল্লিত থাকা উচিত। যে'রকম দেবতাদের থাকে। বাবা তোমাদের কত অপরিমেয় উত্তরাধিকার প্রদান করেন। কোনো গরীবের সন্তান যদি ধনবানের কাছে যায় তখন তার কত খুশী হবে। তোমরা অত্যন্ত গরীব ছিলে। এখন বাবা অ্যাডস্ট করেছেন তাই খুশী হওয়া উচিত। আমরা ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের হয়ে গেছি। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে কি আর করা যেতে পারে। পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। পাটরানী হতে পারবে না। বাবা তো আসেই পাটরানী বানাতে। বাম্বারা, তোমরা যেকোনো কাউকে বোঝাতে পারো যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর এই তিনজনেই হলো শিবের সন্তান। ভারতকে পুনরায় স্বর্গে পরিনত করেন ব্রহ্মার দ্বারা। শঙ্করের দ্বারা পুরোনো দুনিয়ার বিনাশসাধন হয়, ভারতেই বাকি সামান্য ভারতেই বেঁচে থাকে। প্রলয় তো হয় না, কিন্তু অনেকেই শেষ হয়ে যায় তখন যেন মনে হয় প্রলয় হয়ে গেছে। রাত-দিনের পার্থক্য হয়ে যায়। তারা সকলেই মুক্তিধামে চলে যাবে। এ হলো পতিত-পাবন বাবার কাজ। বাবা বলেন -- দেহী-অভিমানী হও। তা নাহলে পুরোনো আত্মীয়-পরিজন স্মরণে আসতে থাকবে। ত্যাগ করেও দিয়েছো তবুও বুদ্ধি যেতে থাকবে। নষ্টমোহ হয়নি, একে বলা হয় ব্যাভিচারী স্মরণ। সঙ্গতি হবে না কারণ তারা দুর্গতি-সম্পন্নদের (কলিযুগীয়) স্মরণ করতে থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাম্বাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাম্বাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-\***

১ ) বাপদাদার হৃদয়ে স্থান পাওয়ার জন্য মন-বাণী-কর্মের দ্বারা সেবা করতে হবে। অ্যাকিউরেট এবং অলরাউন্ডার হতে হবে।

২ ) এমন দেহী-অভিমানী হতে হবে যাতে কোনো পুরোনো সম্বন্ধ স্মরণে না আসে। একে অপরের সাথে অত্যন্ত আত্মিক ভালবাসার সাথে থাকতে হবে, বিরোধিতা (লুন-পানি) যেন না হয়।

**\*বরদানঃ-\*** সদা সঙ্গলাভের অনুভব দ্বারা পরিশ্রম সম্বন্ধে অবিদ্যা থাকা অতীন্দ্রিয় সুখ বা আনন্দ-স্বরূপ ভব বাম্বা যদি বাবার কোলে থাকে তখন তার ক্লান্তি থাকে না। যদি নিজের পায়ে চলে তখন ক্লান্তও হবে, কান্নাকাটিও করবে। বাম্বারা, এখানেও তোমরা বাবার কোলে বসে চলছো। এতটুকুও পরিশ্রম বা অসুবিধার অনুভূতি নেই। সঙ্গমযুগে যে সকল এইরকম সদা সাথে থাকা আত্মারা রয়েছে তাদের পরিশ্রম সম্বন্ধে অবিদ্যা থাকে। পুরুষার্থ এক স্বাভাবিক কার্য বা প্রক্রিয়া হয়ে যায়। সে'জন্য সদা অতীন্দ্রিয় সুখ বা আনন্দ-স্বরূপ স্বততঃ-ই হয়ে যায়।

**\*স্নোগানঃ-\*** রুহে (আত্মা-রূপী) গোলাপ হয়ে নিজের আত্মিক বৃত্তির দ্বারা বায়ুমন্ডলে আত্মিকতার সৌরভ ছড়িয়ে দাও।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা সদগতির জন্য সব থেকে অনন্য মত পেয়েছো যে, দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে আত্ম অভিমানী ভব, মামেকম্ ( আমাকে ) স্মরণ করো"

\*প্রশ্ন:- যারা পরমাত্মাকে নাম - রূপ থেকে পৃথক বলে, তাদের তোমরা কোন্ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারো ?

\*উত্তর:- তাদের জিজ্ঞেস করো - গীতাতে যে দেখানো হয়, অর্জুনের অথও জ্যোতি স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়েছিলো, তিনি বলেছিলেন, এবার থামো, আমি সহ্য করতে পারছি না । তাহলে কিভাবে নাম - রূপ থেকে পৃথক বলো । বাবা বলেন, আমি তো তোমাদের বাবা । বাবার রূপ দেখে বাচ্চারা তো খুশী হবে, তারা কিভাবে বলবে যে, আমি সহ্য করতে পারছি না ।

\*গীত:- তোমার দ্বারে হাজির ভগবান, রে ভক্ত ভরে দে ভগবানের কুলি...

ওম শান্তি । ভক্তরা বলে যে, আমরা খুব কাঙ্গাল হয়ে গেছি । হে বাবা, আমাদের সকলের কুলি ভরে দাও । জন্ম - জন্ম ভক্তরা এই গান গাইতে থাকে । সত্যযুগে ভক্তি থাকে না । ওখানে পবিত্র দেবী - দেবতারা থাকেন । ভক্তদের কখনো দেবতা বলা যায় না । যে দেবী - দেবতারা স্বর্গবাসী হন, তাঁরাই আবার পুনর্জন্ম নিতে নিতে নরকবাসী, পূজারী, ভক্ত, কাঙ্গাল হয়ে যায় । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান । বাবাকে একজন মানুষও জানে না । বাবা যখন আসেন, তখন তিনি এসেই নিজের পরিচয় দান করেন । ভগবানকেই বাবা বলা হয় । সব ভক্তদের হলো এক ভগবান । বাকি সবাই হলো ভক্ত । চার্চ ইত্যাদিতে যায়, তাহলে অবশ্যই তো ভক্ত হলো, তাই না । এই সময় সকলেই পতিত এবং তমোপ্রধান, তাই সবাই ডাকতে থাকে, হে পতিতদের পবিত্রতা দানকারী, এসো । হে বাবা, আমাদের মতো ভক্তদের কুলি ভরে দাও । ভক্তরা ভগবানের কাছে ধন প্রার্থনা করে । বাচ্চারা, তোমরা কি চাও ? তোমরা বলো যে, বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানাও । ওখানে তো অগাধ ধন থাকে । হীরে - জহরতের মহল থাকে । এখন তোমরা জানো যে, আমরা ভগবানের কাছে রাজস্বের উত্তরাধিকার লাভ করছি । এই হলো প্রকৃত গীতা । ওই গীতা নয় । সে তো পুস্তক ইত্যাদি ভক্তিমার্গের জন্য বানানো হয়েছে । ওতে ভগবান জ্ঞান দান করেননি । ভগবান তো এই সময় নর থেকে নারায়ণ বানানোর জন্য রাজযোগ শেখান । রাজার সঙ্গে অবশ্যই প্রজাও থাকবে । কেবলমাত্র লক্ষ্মী - নারায়ণ তো আর তৈরী হবেন না । সম্পূর্ণ রাজধানী তৈরী হয় । তোমরা এখন জানো যে, ভগবান কে, আর কোনো মনুষ্য মাত্র জানে না । বাবা বলেন যে, তোমরা বলো - ও গড ফাদার, তাহলে বলো তোমাদের গড ফাদারের নাম - রূপ - দেশ - কাল কোথায় ? না ভগবানকে জানে, না তাঁর রচনাকে জানে । বাবা এসে বলেন, আমি কল্প - কল্প এই সপ্তম যুগেই আসি । সম্পূর্ণ রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য আমি 'রচয়িতাই' এসে বোঝাই । কেউ - কেউ তো বলে দেয় - তিনি নাম - রূপ থেকে পৃথক, তিনি আসতে পারেন না । তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন । শিব জয়ন্তীও নিরকারের মহিমা করা হয়েছে, কৃষ্ণ জয়ন্তীও মহিমা করা হয় । এখন শিব জয়ন্তী কখন হয়, সেকথা তো জানা চাই, তাই না । খ্রীস্টানরা যেমন জানে যে, ক্রাইস্টের জন্ম কবে হয়েছিলো, খ্রীস্টান ধর্ম কবে স্থাপন হয়েছিলো । এ তো হলো ভারতের কথা । ভগবান ভারতের কুলি কখন ভরে দেন ? ভক্তরা ডাকতে থাকে - হে ভগবান, কুলি ভরে দাও । সদগতিতে নিয়ে যাও, কেননা আমরা দুর্গতিতে পড়ে আছি, তমোপ্রধান হয়ে গেছি । আত্মাই শরীরের সঙ্গে ভোগ করে । কোনো কোনো মনুষ্য, সাধু - সন্ত ইত্যাদি বলে দেয় যে, আত্মা নির্লিপ্ত । এমনও বলে যে, ভালো বা মন্দ সংস্কার আত্মার মধ্যেই থাকে । এই আধারেই আত্মা জন্মগ্রহণ করে । আবারও বলে দেয় যে, আত্মা নির্লিপ্ত । কোনো বুদ্ধিমান মানুষই নেই যিনি বুঝিয়ে বলবেন । এখানেও অনেক মত আছে । গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী যে, সে শাস্ত্র লেখে । শ্রীমৎ ভাগবত গীতা হলো এর মধ্যে এক । ব্যাস যে শ্লোক ইত্যাদি লিখেছেন, তা কোনো ভগবান বলেননি । ভগবান নিরাকার, যিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি বসেই বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন, ভগবান হলেন এক । ভারতবাসীরা একথা জানে না । এমন মহিমাও আছে যে, ঈশ্বরের গতি - মতি পৃথক । আত্মা, কোন গতি - মতি পৃথক ? ঈশ্বরের গতি - মতি পৃথক, একথা কে বলেছে ? আত্মা বলে যে, তার সদগতির জন্য যে মত, তাকে শ্রীমৎ বলা হয় । কল্প - কল্প তোমাদের এসে বোঝাই - মন্বন্তাভব । দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে আত্ম - অভিমানী ভব । মামেকম্ ( আমাকে ) স্মরণ করো । তোমরা এখন মানুষ থেকে দেবতা তৈরী হচ্ছে । এই রাজযোগের এইম অবজেক্টই হলো লক্ষ্মী - নারায়ণ হওয়া । লৌকিক পাঠে কেউ রাজা তৈরী হয় না । এমন কোনো স্কুলই নেই । গীতাতেও আছে - বাচ্চারা, আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই । আমি তখনই আসি, যখন কোনো রাজার আর রাজ্য থাকে না । আমাকে একজন মানুষও সম্পূর্ণ ভাবে জানে না । বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, তোমরা যে এতবড় লিপ্স তৈরী করেছো, এ আমার কোনো রূপ নয় । মানুষ বলে দেয় যে অথও জ্যোতি রূপ

পরমাত্মা, তিনি তেজোময়। অর্জুন দেখে বলেছিলো - এবার থামো, আমি সহ্য করতে পারছি না। আরে, বাচ্চা বাবার রূপ দেখে সহ্য করতে পারবে না, এ কিভাবে হতে পারে। বাচ্চারা বাবাকে দেখে খুশী হবে, তাই না। বাবা বলেন যে, আমার কোনো এমন রূপই নেই। আমি হলাম পরমপিতা, অর্থাৎ দূরের থেকেও দূরের নিবাসী, পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। আবার এমনও মহিমা করা হয়, পরমাত্মা মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। তাঁর ভক্তরা মহিমা করে। সত্যযুগ, ত্রেতাযুগে কেউ মহিমা করে না, কেননা ওখানে তো সুখই সুখ। এমনও গেয়ে থাকে - দুঃখে সবাই স্মরণ করে, সুখে কেউই করে না। এর অর্থও মানুষ বুঝতে পারে না। তোতার মতো সবাই বলতে থাকে। সুখ কবে থাকে আর দুঃখ কবে হয়। এ তো ভারতেরই তো কথা, তাই না। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গ ছিলো, এরপর ত্রেতাতে দুই কলা কম হয়ে গিয়েছিলো। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে দুঃখের নামমাত্র থাকে না। সে হলো সুখধাম। স্বর্গ বললে মুখ মিষ্টি হয়ে যায়। তাহলে হেভেনে আবার দুঃখ কোথা থেকে আসবে। মানুষ বলে থাকে, ওখানেও কংস, জরাসন্ধ আদি ছিলো, কিন্তু এ তো হতে পারে না।

ভক্তরা মনে করে, আমরা অতি ভক্তি করি, তাই দর্শন হয়। দর্শন হওয়া অর্থাৎ আমি ভগবানকে পেয়েছি। লক্ষ্মীর পূজা করেছি, তাঁর দর্শন হয়েছে, ব্যাস আমি তো পার হয়েই গেছি, এতেই খুশী হয়ে যায়, কিন্তু এতে কিছুই নেই। কেবল অল্পকালের জন্য সুখ প্রাপ্ত হয়। দর্শন হলো, তারপর শেষ। এমন তো নয় যে, মুক্তি - জীবনমুক্তি পেয়ে গেলো, কিছুই নয়। বাবা সিঁড়ির উপরও বুলিয়েছিলেন - ভারত উঁচুর থেকেও উঁচু ছিলো। ভগবানও উঁচুর থেকেও উঁচু। ভারতে উঁচুর থেকেও উঁচু উত্তরাধিকার এই লক্ষ্মী - নারায়ণের। যখন স্বর্গ ছিলো, সবাই সতোপ্রধান ছিলেন, তারপর কলিযুগে অন্তে সবাই তমোপ্রধান হয়ে যায়। তারা ডাকতে থাকে, আমরা সম্পূর্ণ পতিত হয়ে গেছি। বাবা বলেন, আমি কল্পের সপ্তম যুগে আসি তোমাদের রাজযোগ শেখাতে। আমি যা বা যেমন, আমাকে যথার্থ রীতিতে কেউই জানে না। তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে সবাই জানতে পারে। তোমাদের সিঁড়ির চিত্র দেখাতে হবে। এ হলো ভারতের সিঁড়ি। সত্যযুগে দেবী - দেবতা ছিলো। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারত এমন ছিলো। শাস্ত্রে লাখ বছরের কল্প লিখে দিয়েছে। বাবা বলেন, লাখ বছরের নয়, কল্প হলো পাঁচ হাজার বছরের। সত্যযুগ, ত্রেতা নতুন দুনিয়া, দ্বাপর, কলিযুগ পুরানো দুনিয়া। অর্ধেক - অর্ধেক হয়, তাই না। নতুন দুনিয়াতে তোমরা ভারতবাসীরাই ছিলে। বাবা বোঝান যে - মিষ্টি বাচ্চারা, এখন তোমরা নিজের জন্মকে জানো, বাকি কোনো রথ ইত্যাদির কথাই নেই। কৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রিন্স ছিলেন। কৃষ্ণের সেই রূপ দিব্য দৃষ্টি ছাড়া দেখা যায় না। এই চৈতন্য রূপে তো সত্যযুগে ছিলে তারপর কখনোই এই রূপ পাওয়া যায় না। এরপর তো নাম - রূপ - দেশ - কাল পরিবর্তন হয়ে যায়। তোমরা ৮৪ জন্মগ্রহণ করো। ৮৪ জন্মে ৮৪ মা - বাবা পাওয়া যায়। সেইসব জন্মে ভিন্ন - ভিন্ন নাম - রূপ - কাজ হয়। এ হলো ভারতেরই সিঁড়ি। আমরা তো এখন ব্রাহ্মণ কুলভূষণ। বাবা পূর্ব কল্পে এসেও তোমাদের দেবী - দেবতা বানিয়েছিলেন। ওখানে তোমরা সর্বোত্তম কর্ম করতে। তোমরা ২১ জন্ম সম্পূর্ণ সুখী ছিলে। এরপর তোমাদের এই দুর্গতিতে কে পৌঁছে দিলো? আমি পূর্ব কল্পেও তোমাদের সদগতি দিয়েছিলাম, তারপর ৮৪ জন্মগ্রহণ করতে করতে অবশ্যই তোমাদের নামতে হয়। সূর্যবংশীতে ৮ জন্ম, চন্দ্রবংশীতে ১২ জন্ম, তারপর তোমরা নেমে এসেছো। তোমরাই সেই পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলে, তোমরাই আবার পূজারী পতিত হয়ে গেছো। ভারত এখন কাঙ্গাল। ভগবান উবাচঃ তোমরা একশো প্রতি শত পবিত্র আর সলভেন্ট, এভার হেলদি, এভার ওয়েলদি ছিলে। ওখানে কোনো রোগ বা দুঃখের কথা ছিলো না, সেখানে সুখধাম ছিলো। তাকে বলা হতো আল্লাহের বাগিচা। আল্লাহ বাগিচা স্থাপন করেছিলেন। যে দেবী - দেবতার সেখানে ছিলেন, তারা এখন কাঁটায় পরিণত হয়েছেন। এখন তা জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। জঙ্গলে কাঁটা থাকে। বাবা বলেন, কাম হলো মহাশত্রু, একে জয় করো। এ তোমাদের আদি - মধ্য এবং অন্ত দুঃখ দিয়েছে। একে অপরের উপর কাম কাটারি চালানো, এ হলো সবথেকে বড় পাপ। বাবা বসে নিজের পরিচয় দেন যে, আমি পরমধামে থাকা পরম আত্মা। আমাকে বলা হয়, আমি সৃষ্টির বীজ রূপ পরম আত্মা, আমি সকলের বাবা। সমস্ত আত্মারা বাবাকে ডাকতে থাকে, হে পরমপিতা পরমাত্মা। তোমাদের আত্মা যেমন স্টারের মতো, বাবাও পরমাত্মা স্টার। ছোটো বা বড় নয়। বাবা বলেন যে, আমি আগুলের মতোও নই। আমি হলাম পরম আত্মা। তোমাদের সকলের বাবা। তাঁকে বলা হয় সুপ্রীম সোল, পূর্ণ জ্ঞানী। বাবা বোঝান যে, আমি হলাম নলেজফুল, মনুষ্য সৃষ্টিকর্ষী বৃক্ষের বীজ রূপ। আমাকে ভক্তরা বলে যে, পরমাত্মা সং - চিং - আনন্দ স্বরূপ, তিনি জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। তাঁর কতো মহিমা। যদি নাম - রূপ - দেশ - কাল না থাকে তাহলে কাকে ডাকবে। সাধু - সন্ত ইত্যাদি সবাই তোমাদের ভক্তিমার্গের শাস্ত্র শোনায়। আমি এসে তোমাদের রাজযোগ শেখাই।

বাবা বোঝান যে, তোমরা পতিত পাবন, আমি জ্ঞানের সাগর বাবাকেই বলা। তোমরাও মাস্টার জ্ঞানের সাগর হও। জ্ঞানের দ্বারাই সদগতি পাওয়া যায়। ভারতকে বাবাই সদগতি দেবেন। সকলের সদগতিদাতা একজনই। তাহলে সকলের দুর্গতি কে করে? রাবণ। এখন তোমাদের এই কথা কে বোঝাচ্ছেন? ইনি হলেন পরম আত্মা। আত্মা তো এক স্টারের

মতো অতি সূক্ষ্ম । পরমাত্মাও এই ড্রামাতে অভিনয় করেন । তিনিই হলেন ক্রিয়েটর ডায়রেক্টর এবং মুখ্য অভিনেতা । বাবা বোঝান যে, উঁচুর থেকে উঁচু পার্টধারী কে ? উঁচুর থেকে উঁচু ভগবান । যাঁর সঙ্গে তোমরা আত্মা বাচ্চারা সবাই থাকো । এমনও বলা হয় যে, পরমাত্মাই সবাইকে পাঠান । এও বোঝান মতো কথা । এই ড্রামা তো অনাদি রূপে তৈরীই আছে । বাবা বলেন, আমাকে তোমরা জ্ঞানের সাগর, সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞাতা বোলো । এখন এই যারা শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েন, তাদের বাবা জানেন । বাবা বলেন যে, আমি এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত শাস্ত্রের সার শোনাই । । এমন দেখানো হয় যে, কৃষ্ণের নাভি থেকে ব্রহ্মা নির্গত হয়েছে । তাহলে কোথায় নির্গত হয়েছে ? মানুষ তো অবশ্যই এখানেই থাকবে, তাই না । এনার নাভি থেকে ব্রহ্মা নির্গত হয়েছেন, তারপর ভগবান বসে এনার দ্বারা সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার শুনিয়েছিলেন । তিনি নিজের নাম - রূপ - দেশ - কাল বুঝিয়ে বলেছেন । তিনি তো মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, তাই না । এই বৃষ্ণের উৎপত্তি, পালনা, বিনাশ কিভাবে হয় তা কেউই জানে না । একে বিভিন্নতার বৃষ্ণ বলা হয় । সকলেই নম্বর অনুসারে নিজের সময় মতো আসে । প্রথম নম্বরে আমি দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি, যদিও এখন সেই ধর্ম আর নেই । বাবা বলেন, তোমরা কতো তুচ্ছ বুদ্ধির হয়ে গেছো । মানুষ দেবতাদের, লক্ষ্মী - নারায়ণের পূজা করে, কিন্তু সৃষ্টিতে তাঁদের রাজ্য কখন ছিলো, সেসব কিছুই জানে না । এখন ভারতের সেই দেবতা ধর্মই আর নেই, কেবলমাত্র চিত্র রয়ে গেছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

১ ) মাস্টার জ্ঞানের সাগর হয়ে পতিত থেকে পবিত্র করার সেবা করতে হবে । বাবা শাস্ত্রের যে সব সার শুনিয়েছেন, তা বুদ্ধিতে রেখে সদা আনন্দিত থাকতে হবে ।

২ ) এক বাবার শ্রীমৎ প্রতি মুহূর্তে পালন করতে হবে । দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে আত্ম - অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে ।

**\*বরদান:-\*** নিজের দিব্য এবং অলৌকিক জন্মের স্মৃতির দ্বারা মর্যাদার গণ্ডির ভিতরে থেকে মর্যাদা পুরুষোত্তম ভব প্রতিটি কুলের যেমন মর্যাদার গণ্ডি হয়, তেমনই ব্রাহ্মণ কুলের মর্যাদার গণ্ডি আছে, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ দিব্য এবং অলৌকিক জন্মের মর্যাদা পুরুষোত্তম । তারা সঙ্কল্প মাত্রেও কোনো আকর্ষণের বশে মর্যাদার উল্লঙ্ঘন করে না । যারা মর্যাদার গণ্ডির সঙ্কল্পেও উল্লঙ্ঘন করে, তারা বাবার সাহায্যের অনুভব করতে পারে না । বাচ্চার পরিবর্তে গ্রহীতা ভক্ত হয়ে যায় । ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ডাকা বা চাওয়া বন্ধ, কখনোই প্রকৃতি বা মায়ার বশীভূত নয়, তারা সদা বাবার মাথার মুকুটে অবস্থান করে ।

**\*স্লোগান:-\*** শান্তি দূত হয়ে নিজের তপস্যার দ্বারা বিশ্বে শান্তির কিরণ ছড়িয়ে দাও ।

"মিস্টি বাচ্চারা - তোমরা সত্যিকারের সত্য পিতার কাছ থেকে সত্য কথা শুনে নর থেকে নারায়ণ হচ্ছ, তোমরা ২১ জন্মের জন্ম অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পেয়ে যাও"

\*প্রশ্নঃ - বাবার কোন্ নির্দেশ পালন করলে বাচ্চাদের বুদ্ধি পরশসম হয়ে যায় ?

\*উত্তরঃ - বাবার নির্দেশ হলো - সকল দৈহিক সম্প্রদায়কে ভুলে কেবল বাবা এবং রাজত্বকালকে স্মরণ করো। এটাই হলো সদগতি প্রাপ্তির জন্ম সদগুরুর স্রীমৎ। যারা এই স্রীমৎ পালন করে অর্থাৎ দেহী-অভিমানী হয়, তাদের বুদ্ধি পরশসম হয়ে যায়।

\*গীতঃ- আমরা মানুষরা এখন অন্ধকারে নিমজ্জিত...

ওম্ শান্তি । এটা কলিযুগের দুনিয়া। সকলে আজ অন্ধকারে নিমজ্জিত। একসময়ে এই ভারতেই রোশনাই ছিল। যখন ভারতে স্বর্গ ছিল। এই ভারতবাসীরা, যারা এখন নিজেকে হিন্দু বলে, তারা আসলে দেবী-দেবতা ছিল। ভারতবাসীরা স্বর্গবাসী ছিল। অন্য কোনো ধর্ম ছিল না, একটাই ধর্ম ছিল। স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, বেহেস্ত কিংবা হেভেন - এগুলো সবই ভারতের নাম ছিল। প্রাচীন ভারত পবিত্র এবং অনেক ধনী ছিল। এখন ভারত কাঙাল হয়ে গেছে। কারণ এখন কলিযুগ চলছে। ওটা ছিল সত্যযুগ। তোমরা সকলেই ভারতবাসী। তোমরা জানো যে এখন আমরা অন্ধকারে রয়েছি। যখন সত্যযুগে ছিলাম, তখন রোশনাই ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিল স্বর্গের রাজ রাজেশ্বর এবং রাজ রাজেশ্বরী। ওই দুনিয়াকে সুখধাম বলা হয়। নতুন বাচ্চারা এলে বাবা পুনরায় বোঝান। বাবার কাছ থেকেই তোমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার নাও যাকে মুক্ত জীবন বলা হয়। এখন সকলেই জীবনের বন্ধনে আবদ্ধ। সমগ্র দুনিয়া, বিশেষ করে ভারত এখন রাবণের জেল শোক বাটিকায় (বাগিচায়) রয়েছে। এমন নয় যে রাবণ কেবল লঙ্কায় ছিল, রাম কেবল ভারতেই ছিল আর রাবণ এসে সীতাকে হরণ করেছিল। এগুলো সব গল্পকথা। গীতা হলো মুখ্য। স্রীমৎ অর্থাৎ ভগবানের দ্বারা উচ্চারিত গীতা হলো সকল শাস্ত্রের শিরোমণি। কোনো মানুষ কারোর সদগতি করতে পারে না। সত্যযুগে মুক্ত জীবনের অধিকারী দেবী-দেবতারা ছিল, যারা কলিযুগের অন্তিমে এই উত্তরাধিকার পেয়েছিল। ভারতবাসীরা এই কথাগুলো জানত না, কোনো শাস্ত্রেরও লেখা নেই। সবই ভক্তিমার্গের শাস্ত্র, ভক্তিমার্গের জ্ঞান। কোনো মানুষের কাছেই সদগতি প্রাপ্তির জ্ঞান নেই। বাবা বলেন - একজন মানুষ কখনো অন্য কোনো মানুষের গুরু হতে পারে না। ওই গুরুরা কখনো সদগতি দিতে পারে না। ওই গুরুরা কেবল ভক্তি করতে আর দান-পূজা ইত্যাদি করার পরামর্শ দেয়। দ্বাপরযুগ থেকে এই ভক্তি চলে আসছে। সত্য আর ত্রেতাযুগে ছিল জ্ঞানের প্রারম্ভ বা পুরস্কার। এমন নয় যে ওখানেও এই জ্ঞান থাকবে। বাবার কাছ থেকে সজাময়ুগেই ভারত এই উত্তরাধিকার পেয়েছিল। এখন তোমরা পুনরায় সেটাই নিচ্ছ। ভারতবাসীরা যখন নরকবাসী অর্থাৎ চরম দুঃখী হয়ে যায়, তখনই পতিত-পাবন, দুঃখ হরণকারী এবং সুখ প্রদানকারীকে চিৎকার করে আহ্বান করে। কাদের পতিত-পাবন? সকলের। কারণ এখন সমগ্র দুনিয়ায়, বিশেষ করে ভারতে পাঁচ বিকার অবশ্যই আছে। বাবা হলেন পতিত-পাবন। বাবা বলছেন, আমি প্রত্যেক কল্পের সজাময়ুগেই আসি এবং সকলের সদগতি দাতা হই। আমাকেই অবলা, অহিল্লা, গণিকা এমনকি গুরুরদেরকেও উদ্ভার করতে হয় কারণ এই দুনিয়াটাই পতিত দুনিয়া। সত্যযুগকে বলা হয় পবিত্র দুনিয়া। ভারতে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। তবে ভারতবাসীরা জানে না যে এরাই স্বর্গের মালিক ছিল। পতিত ভূমি মানে মিথ্যার জগৎ আর পবিত্র ভূমি মানে সত্যের জগৎ। ভারত একসময়ে পবিত্র ভূমি ছিল। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের সূর্যবংশের সাম্রাজ্য ছিল। ভারত ভূমি হলো অবিনাশী ভূমি, এর কখনো বিনাশ হয় না। যখন এনাদের রাজত্ব ছিল, তখন অন্য কোনো ভূমি ছিল না। ওরা সবাই পরবর্তীকালে এসেছে। শাস্ত্রের সবথেকে বড় ভুল এটাই করেছে যে কল্পের আয়ুকেই লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। বাবা বলছেন, কল্পের আয়ুও লক্ষ বছর হয় না আর সত্যযুগের আয়ুও লক্ষ বছর হয় না। কল্পের আয়ু ৫ হাজার বছর। কিন্তু ওরা বলে যে মানুষ ৮৪ লক্ষ বার জন্ম নেয়। মানুষকে কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি বানিয়ে দেয়। কিন্তু বাস্তবে ওদের জন্ম তো আলাদা। ৮৪ লক্ষ রকমের প্রজাতি রয়েছে। মানুষের প্রজাতি কেবল একটাই, তাদের ৮৪ বার জন্ম হয়।

বাবা বলছেন - বাচ্চারা, তোমরাই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ছিলে। ভ্রামার পরিকল্পনা অনুসারে ভারতবাসীরা তাদের ধর্মকেই ভুলে গেছে। কলিযুগের অন্তিমে একেবারে পতিত হয়ে গেছে। তারপর সজাময়ুগে বাবা এসে পবিত্র বানান। এটা হলো দুঃখধাম। এরপর সুখধামের সময় আসবে। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা ভারতবাসীরাই স্বর্গবাসী ছিলে। তারপর তোমরা ৮৪ জন্মের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসেছো। সত্যো অবস্থা থেকে রজো এবং তমো অবস্থায় অবশ্যই আসতে হবে। তোমাদের মতো দেবতুল্য ধনী, সদাসুখী এবং সদা স্বাস্থ্যবান আর কেউ নেই। ভারত কতোই না ধনী ছিল। বড় বড় পাথরের মতো হীরে মানিক ছিল, তার মধ্যে অনেক ভেঙে গেছে। বাবা তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে তোমাদেরকে কতো ধনী বানিয়েছিলাম। তোমরা সর্বগুণে সম্পন্ন, ১৬ কলায় সম্পূর্ণ ছিলে। যেমন রাজা রানী, সেইরকম প্রজা। এনাদেরকে ভগবান, ভগবতীও বলতে পারো। কিন্তু বাবা বুঝিয়েছেন, ভগবান একজনই, তিনিই হলেন পিতা। কেবল ঈশ্বর কিংবা প্রভু বললে স্মরণে আসে না যে তিনি সকল আত্মার পিতা। তিনি তো সকল আত্মার পিতা। তিনি বোঝাচ্ছেন, তোমরা

ভারতবাসীরা তাঁর জয়ন্তী পালন করো কিন্তু তিনি কবে এসেছিলেন, সেটা কেউই জানে না। সকলের বুদ্ধি এখন পাথরের মতো বা লৌহযুগী হয়ে গেছে। একসময়ে পারশনাথ ছিলে, এখন প্রস্তরনাথ হয়ে গেছে। নাথও বলা যাবে না, কারণ এখন তো রাজা রানী আর নেই। আগে এখানে দিব্য রাজস্থান ছিল। পরবর্তীকালে আসুরিক রাজত্ব হয়ে গেছে। এটাই হলো খেলা। ওগুলো সব সীমাবদ্ধ দুনিয়ার নাটক। এটা অসীম জগতের নাটক। তোমরাই এখন বিশ্বের ইতিহাস এবং ভূগোল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জেনেছো। অন্য কেউ জানে না। ভারতে যখন দেবী দেবতারা ছিলেন, তখন তারা সমগ্র সৃষ্টির মালিক ছিলেন এবং এই ভারতেই ছিলেন। বাবা ভারতবাসীদেরকে এগুলো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। সত্যযুগে আদি সনাতন দেবী দেবতারা ছিল। তাদের ধর্ম এবং কর্ম স্পষ্ট ছিল। তারপর ৮৪ জন্মের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হয়েছে। বাবা স্বয়ং বসে থেকে কাহিনী শোনাচ্ছেন যে এটা তোমাদের অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম। কোনো একজনের কাহিনী নয়। এখানে কোনো যুদ্ধক্ষেত্রও নেই। ভারতবাসীরা ভুলেই গেছে যে একদিন এদের (লক্ষ্মী-নারায়ণের) রাজত্ব ছিল। সত্যযুগের আয়ুকে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাদেরকে সুদূর অতীতে নিয়ে চলে গেছে।

বাবা বোঝাচ্ছেন, কোনো মানুষকে কখনো ভগবান বলতে পারবে না। একজন মানুষ কখনো অন্য কোনো মানুষের সদগতি করতে পারে না। কথিত আছে, সকলের সদগতি দাতা, পতিত পাবন তো একজনই। এটা হলো মিথ্যার ভূমি। সৎ বাবা এসে সৎ ভূমি স্থাপন করেন। ভক্তরা পূজা করে, কিন্তু ভক্তিমাগে যাদের পূজা করে, তাদের কারোর জীবনকাহিনী জানে না। শিব জয়ন্তী পালন করে। বাবা হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। হেভেনলী গড ফাদার। অসীম সুখ প্রদান করেন। সত্যযুগে অনেক সুখ ছিল। সেটা কে কিভাবে স্থাপন করেছিল? নরকবাসীদেরকে স্বর্গবাসী বানিয়েছিল। দুর্নীতিপরায়ণ মানুষদেরকে নীতিপরায়ণ দেবতা বানিয়েছিলেন। এটা তো বাবার-ই কর্তব্য। তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে পবিত্র বানান। তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাও। কিন্তু তারপর তোমাদেরকে কে পতিত বানিয়ে দেয়? রাবণ। মানুষ বলে, সুখ-দুঃখ ঈশ্বরই দেয়। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে কেবল সুখই দিই। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা আর বাবাকে স্মরণ করবে না। তারপর যখন রাবণ রাজ্য আসবে, তখন সকলকে পূজা করতে শুরু করবে। এটা তোমাদের অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম। কেউ কেউ প্রশ্ন করে - বাবা, আমি কতগুলো জন্ম নিয়েছি? বাবা বলেন - সন্তান, তুমি নিজের জন্মগুলোকেই জানো না। তোমরা পুরো ৮৪ বার জন্ম নিয়েছ। তোমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার নিতে এসেছ। অর্থাৎ সত্যিকারের সৎ বাবার কাছ থেকে সৎ কথা বা নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জ্ঞান শুনছ। এটা জ্ঞান, আর ওটা ভক্তি। সুপ্রিম রুহ বা পরম আত্মা এসে এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করেন। বাচ্চাদেরকে দেহী-অভিমানী হতে হবে। নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে কেবল আমাকে (মামেকং) স্মরণ করো। শিববাবা সকল আত্মার পিতা। পরমধাম থেকে আত্মারা এখানে শরীরের মধ্যে ভূমিকা পালন করতে আসে। এটাকে তাই কর্মক্ষেত্র বলা হয়। অনেক বড় খেলা। আত্মার মধ্যেই ভালো কিংবা খারাপ সংস্কার থাকে। সেই অনুসারেই মানুষ ভালো কিংবা খারাপ জন্ম পায়। ইনি একসময়ে পবিত্র ছিলেন, এখন পতিত হয়ে গেছে। এই কথাটা তোমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমাকে, তোমাদের পিতাকে রাবণের এই পরের দুনিয়াতে এবং পতিত শরীরেই আসতে হয়। তার মধ্যেই আসতে হয় যিনি প্রথম হন। সূর্যবংশের আত্মমরাই পুরো ৮৪ বার জন্ম নেয়। এরা সবাই ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণ। বাবা প্রতিদিনই বোঝাতে থাকেন, কিন্তু পাথরের মতো বুদ্ধিকে পরশসম করে দেওয়া তো মুখের কথা নয়। হে আত্মারা, তোমরা এখন দেহী-অভিমানী হও। হে আত্মারা, তোমরা কেবল বাবাকে এবং রাজত্বকালকে স্মরণ করো। দৈহিক সম্বন্ধগুলো পরিত্যাগ করলেই তোমাদের বুদ্ধি পরশসম হয়ে যাবে। মরতে তো সবাইকেই হবে। এখন সকলের বানপ্রস্থ অবস্থা। কেবল সদগুরু ছাড়া কেউই সকলের সদগতি দাতা হতে পারেন না। বাবা বলছেন - হে ভারতবাসী সন্তানেরা, শুরুতে তোমাদের বুদ্ধি পরশসম ছিল। গান আছে - আত্মা এবং পরমাত্মা অনেক দিন আলাদা থেকেছে। প্রথমে তোমরা ভারতবাসীরা, অর্থাৎ যারা দেবী-দেবতা ধর্মের, তারাই এখানে এসেছ। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা পরে পরে এসেছে, তাই জন্মও কম হয়। কিভাবে সমগ্র সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হয়, সেটা বাবা বসে থেকে বোঝাচ্ছেন। যাদের ধারণা হয়ে যায়, তাদের কাছে খুবই সহজ। আত্মাই ধারণা করে। পুণ্য আত্মা এবং পাপ আত্মা তো আত্মাই হয়। এটা তোমাদের অন্তিম ৮৪তম জন্ম। তোমরা এখন বাণপ্রস্থ অবস্থায় রয়েছ। বাণপ্রস্থে গেলে গুরুর শরণ নেয় - মন্ত্র নেওয়ার জন্য। তোমাদের এখন বাইরের কোনো মানবকে গুরু করার দরকার নেই। তোমাদের সকলের আমি হলাম বাবা, টিচার এবং সন্তুর। আমাকে বলাই হয় - পতিত পাবন শিববাবা। তোমাদের এখন স্মৃতি এসেছে, সকল আত্মার ইনিই হলেন পিতা। আত্মা সৎ এবং চৈতন্য, কেননা আত্মা হল অমর। সকল আত্মার মধ্যে নিজ নিজ পটি ভরা রয়েছে। বাবাও সৎ এবং চৈতন্য। তিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ হওয়ার কারণে বলেন যে - আমি সমগ্র সৃষ্টির আদি - মধ্য - অন্তকে জানি। সেইজন্য আমাকে নলেজফুল বলা হয়। তোমাদের সমস্ত নলেজ রয়েছে যে - বীজ থেকে বৃক্ষ কীভাবে নির্গত হয়। গাছ বড় হতে তো টাইম লাগে। বাবা বলেন, আমি হলাম বীজরূপ। শেষে পুরো বৃক্ষ জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এখন দেখো দেবী দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন নেই। প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। যখন দেবী দেবতা ধর্ম অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন বাবাকে আসতে হয়। এক ধর্মের স্থাপনা করে বাকি সবার বিনাশ করিয়ে দেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা বাবা স্থাপনা করাচ্ছেন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের। তোমরা এসেছো ভ্রষ্টাচারী থেকে স্পষ্টাচারী দেবতা হতে। এই ড্রামা তৈরী হয়ে রয়েছে, এর এন্ড হয় না। বাবা আসেন। তোমরা আত্মারা হলে ব্রাদার্স, মূল লোকের বাসিন্দা তোমরা। সকলে সেই এক পিতাকে স্মরণ করে। দুঃখে সবাই তাঁকে স্মরণ করে...(সুখে কেউ করে না)। রাবণ রাজ্যে হল দুঃখ। সবাই এখানে সকলের সঙ্গতি দাতা সেই এক বাবাকেই স্মরণ করে। তাঁরই হল সকল মহিমা। বাবা না এলে পবিত্র কে বানাবে। খ্রীস্টান, ইসলাম ইত্যাদি সব মানুষই এখন হল তমোপ্রধান। সকলকে পূর্নজন্ম অবশ্যই নিতে হবে। এখন পূর্নজন্ম হয় নরকে। এমন

নয় যে তারা সুখের মধেয যায়। হিন্দু ধর্মের লোকেরা যেমন বলে স্বর্গে গমন করেছেন, সেটা অবশ্যই নরকেই, তাই না ! এখন যদি স্বর্গে যায়, তবে তোমাদের মুখে গোলাপ ! স্বর্গে যদি যায়, তাহলে নরকের আসুরিক বৈভব কেন খাওয়াও ? প্ৰেত ভোজন করায় না ! বেজালে মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাওয়ায়। আরে, তাদের এই সব খাবার খাওয়ার কী দরকার ! কেউই ফিরে যেতে পারবে না। কিন্তু প্রথম নম্বরের যারা, তাদের ৮৪ জন্ম নিতে হয়। এই জ্ঞানে কোনো কষ্ট নেই। ভক্তি মার্গে কতো পরিশ্রম। রাম নাম জপ করতে করতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে। এই সবই হল ভক্তি মার্গ। এই সূর্য, চাঁদ এ'সব কেবল আলো দেয়, এরা কখনো দেবতা হতে পারে ? বাস্তবে জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা, নকষত্ররাজি হল এখানকারই মহিমা। আচ্ছা !

\*ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-\*

১) এই অন্তিম ৮৪ তম জন্মে কোনো রকমেরই পাপ কর্ম (বিকর্ম) যেন না হয়। পুণ্য কর্ম করবার সম্পূর্ণ পুরুষাথ করতে হবে, সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে।

২) নিজের বুদ্ধিকে পরসবুদ্ধি বানানোর জন্ম দেহের সকল সম্বন্ধকে ভুলে দেহী-অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

\*বরদানঃ-\*

প্রতিনিয়ত কোম্পানি (সজ্জা) আর কম্প্যানিয়নের (সাথী) দায়িত্ব পালনকারী শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মা ভব ড্রামার ভাগ্য অনুসারে তোমরা কতিপয় আত্মাই, যাদের সর্ব প্রাপ্তি করানো শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের কোম্পানি (সজ্জা) প্রাপ্ত হয়েছে। সত্যিকারের ব্রাহ্মণদের কোম্পানি চড়তি কলার হয়ে থাকে। তারা এমন কোম্পানি করবে না যারা স্থবিরতার কলায় নিয়ে যায়। যারা সদা শ্রেষ্ঠ কোম্পানিতে থাকে আর এক বাবাকেই নিজের কম্প্যানিয়ন বানিয়ে তাঁর প্রতিই ভালবাসার দায়িত্ব পালন করে (প্রীতির রীতি), তারাই হল শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান।

\*স্লোগানঃ-\*

মন আর বুদ্ধিকে একই পাওয়ারফুল স্থিতিতে স্থিত করাই হল একান্তবাসী হওয়া।

“মিষ্টি মিষ্টি সাভিসেবল বাচ্চারা - এমন কোনও কাজ করবে না যাতে সাভিসে কোনও বিঘ্ন সৃষ্টি হয়”

\*প্রশ্নঃ -

সঙ্কাম যুগে বাচ্চারা তোমাদের একেবারে সঠিক হতে হবে, এইরূপ সঠিক কারা হতে পারবে ?

\*উত্তরঃ -

যারা সৎ পিতার সঙ্গে সর্বদা সৎ স্বরূপ থাকে, অন্তরে এক, বাইরে অন্যরকম - এমন যেন না হয়। ২ - যারা শিববাবা বয়তীত অন্য কোনো কথায় যায় না। ৩- প্রতিটি পদক্ষেপ স্রীমৎ অনুসারে চলে, কোনোরকম গাফিলতি করে না, তারাই অ্যাকুয়েট বা সঠিক হয়।

\*গীতঃ-

শৈশবের দিন গুলি ভুলে যেও না....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি আত্মরূপী বাচ্চারা গানের দুটি শব্দ শুনে এই দৃঢ় নিশ্চয় তো করছো - অসীম জগতের পিতা এখন অসীম সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করছেন। এমন পিতার আমরা সন্তান হয়েছি, অতএব বাবার স্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। নাহলে কি হবে ! এখনই খুশীতে হেসে বলো আমরা মহারাজা মহারানী হবো আর যদি হাত ছেড়ে দাও তাহলে তো গিয়ে সাধারণ প্রজা হবে। স্বর্গে তো অবশ্যই আসবে। এমনও নয় সবাই স্বর্গে আসবে। যারা সৎযুগ ত্রেতায় আসার তারাই আসবে। সৎযুগ ও ত্রেতা দুটিকে একত্রে স্বর্গ বলা হয়। তবুও যারা সর্ব প্রথমে নতুন দুনিয়ায় আসে তারা বেশি সুখের অনুভূতি করে, বাকি যারা পরে আসবে তারা জ্ঞান প্রাপ্ত করবে না। জ্ঞান প্রাপ্ত করে যারা সৎযুগ ত্রেতায় তারাই আসবে। বাকিরা আসে রাবণ রাষ্ট্রে। তারা কম মাংসায় সুখ প্রাপ্ত করবে। সৎযুগ ত্রেতায় অসীম সুখ আছে না ! তাই পুরুষার্থ করে বাবার কাছে অসীম জগতের সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা উচিত এবং এই মহান সুখের লেখো - কার্ড ইত্যাদি যা প্রিন্ট করো তাতেও এই কথা লেখা উচিত - উঁচু থেকে উঁচু অসীম জগতের পিতা প্রদত্ত সুখের। প্রদর্শনীতে তোমরা দেখাও নতুন দুনিয়া কীভাবে স্থাপন হয়। অতএব এই কথা কিলয়ার এবং বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকা উচিত। অসীম জগতের পিতা জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন, সদগতি দাতা গীতার ভগবান হলেন শিব, তিনি কীভাবে ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের দ্বারা পুনরায় কলিযুগী, সম্পূর্ণ বিকারী, ভ্রষ্টাচারী পতিত দুনিয়াকে সৎযুগী সম্পূর্ণ নিবিকারী পবিত্র স্রষ্টাচারী দুনিয়া বানাচ্ছে, এই সুখের এসে শোনো অথবা এসে বুঝে নাও। গর্ভনমেন্টের কাছেও তোমরা এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছো যে আমরা ভারতে পুনরায় সৎযুগী স্রষ্টাচারী একশত ভাগ পবিত্রতা সুখ-শান্তির দিব্য স্বরাজ্য কীভাবে স্থাপন করছি এবং এই বিকারী দুনিয়ার বিনাশ কীভাবে হবে সেসব এসে বুঝে নাও। এমন ভাবে কিলয়ার লেখা উচিত। কার্ডে এমনভাবে লেখা যাতে মানুষ ভালো করে বুঝতে পারে। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা কল্প পূর্বের মতন ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী পরমপিতা পরমাৎমা শিবের স্রীমৎ অনুসারে সহজ রাজযোগ এবং পবিত্রতার শক্তির দ্বারা, নিজের তন-মন-ধন দিয়ে ভারতকে এমন স্রষ্টাচারী পবিত্র করছে কীভাবে, এসে সে কথা বুঝে নাও। কিলয়ার করে কার্ডে ছাপানো উচিত, যাতে সবাই বুঝতে পারে। এই বি. কে.রা শিববাবার মতানুযায়ী রামরাজ্য স্থাপন করছে, গান্ধীজি যা চেয়েছিলেন। খবরের কাগজে এইরূপ নিমন্ত্রণ দিয়ে দাও। এই কথা অবশ্যই বোঝাতে হবে যে, প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা নিজের তন-মন-ধন দিয়ে এই কাজ করছে। যাতে মানুষ এমন না ভাবে এরা দান বা ডোনেশন ইত্যাদি চাইছে। দুনিয়ায় তো সব ডোনেশন দিয়েই চলে। এখানে তোমরা বলো আমরা বি.কে.রা নিজের তন-মন-ধন দ্বারা করি। তারা নিজেরা স্ব রাজ্য নিচ্ছে, অতএব নিজেরাই খরচ করবে। যারা পরিশ্রম করে তারাই ২১ জন্মের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। ভারতবাসীই ২১ জন্মের জন্ম স্রষ্টাচারী ডবল মুকুটধারী হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন ডবল মুকুটধারী, তাইনা। এখন তো কোনো মুকুট নেই। অতএব এই কথাটি ভালোভাবে বোঝাতে হয়। বাবা বোঝান এমন করে লেখা যাতে অজ্ঞানী মানুষ জানতে পারে যে বি.কে.রা কি কাজ করছে। ধনীদেব আওয়াজ হলে তবে গরিবদের কথা শোনা হবে। নাহলে তো গরিবদের কথা কেউ শোনে না। ধনীদেব আওয়াজ শোনা হয়। তোমরা প্রমাণ করে বলো যে আমরা বিশেষভাবে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করি। বাকি সবাইকে শান্তিধামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এমন করেই বোঝাতে হবে। ভারত ৫ হাজার বছর পূর্বে এমন স্বর্গ ছিল। এখন তো হয়েছে কলিযুগ, ওই যুগ তো সৎযুগ ছিল। এখন বলো সৎযুগে কতজন মানুষ ছিল। এখন কলিযুগের শেষ সময়। এই হল সেই মহাভারতের মহাতারী লড়াই। অন্য কোনও সময়ে এমন কঠিন লড়াই লাগেনি। এই খাঁড় ওয়ার শেষে হয়েছে। ট্রায়াল করা হয়। এখন তো অ্যাটোমিক বোমা বানানো হয়। কারো কথা শোনে না। তারা বলে যে বোমা তৈরি করা হয়েছে সেসব সমুদ্রে ঢেলে দাও, তাহলে আমরাও আর বানাবো না। তোমরা রাখবে আর আমরা বানাবোনা তা কি করে হয়। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা জানো এই সব হল ভবিতব্য। যতই বোঝাও বুঝবে না। বিনাশ না হলে রাজত্ব করবে কীভাবে। বাচ্চারা, তোমাদের দৃঢ় নিশ্চয় তো আছে তাইনা। যারা সংশয় বৃদ্ধি তারা পলাতক হয়ে যায়। বাবার সন্তান হয়ে পলাতক হবে না। তোমাদের তো স্মরণ করতে হবে শিববাবাকে, অন্য কোনো কথায় কি লাভ। সৎ পিতার সঙ্গে সৎ স্বরূপ হয়ে থাকতে হবে। অন্তরে এক বাইরে আরেক হয়ে থাকলে নিজের পদ ভ্রষ্ট করবে। নিজেরই কষতি করবে। কল্প-কল্পান্তরের জন্ম কখনও উঁচু পদ র্মযাদা প্রাপ্ত করতে পারবে না। তাই এই সময় খুব সঠিক হতে হবে। কোনও রকম গাফিলতি করবে না। যতখানি সম্ভব স্রীমৎ অনুযায়ী থাকতে হবে। নিরন্তর স্মরণে তো শেষে থাকবে। একমাংস বাবা বয়তীত অন্য কেউ যেন স্মরণে না থাকে। বলাও হয়, অন্তিম কালে যে স্রীকে স্মরণ করে... যার প্রতি মোহ থাকবে তার কথাই স্মরণে

থাকবে। ভবিষ্যতে তোমরা যত কাছে আসতে থাকবে, সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। বাবা সবাইকে দেখাবেন তোমরা এমন কাজ করেছে। শুরু শুরুতেও তোমরা সাক্ষাৎকার করেছে। যারা দন্দ ভোগ করেছে তারা খুব আতনাদ করেছে। বাবা বলেন, তোমাদের দেখাবার জন্য এদের একশত গুণ দন্দ বা সাজা কেটে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এমন কোনো কাজ করবে না যাতে বাবার সাভিসে বিঘন সৃষ্টি হয়। শেষে তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হবে। এমন ভাবে বাবার সাভিসে তোমরা বিঘন সৃষ্টি করে অনেক কষ্ট করেছে। আসুরিক সম্প্রদায় তাইনা। যারা বিঘন সৃষ্টি করেছে তারা অনেক দন্দ ভোগ করবে। শিববাবার বিশাল দরবার আছে। রাইট হ্যান্ডে ধর্মরাজও আছেন। ওই সব হল দৈহিক জগতের সাজা। এখানে তো ২১ জন্মের কষ্ট হয়ে যায়, পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। প্রতিটি কথায় বাবা বোঝাতে থাকেন। সুতরাং এমন কেউ যেন না বলে যে আমার জানা ছিল না। তাই বাবা সব রকমের সাবধান বাণী দিয়েছেন। দেখেন যে প্রত্যেকটি সেন্টারে অনেকে পলাতক হয়ে যায়। বিরক্ত করে। বিকারগ্রস্ত হয়। স্কুলে তো পুরোপুরি পড়াশোনা করা উচিত। নাহলে কি পদ পাবে? পদ মর্যাদায় অনেক তফাৎ হয়ে যায়। যেমন এখানে দুঃখধামে কেউ প্রেসিডেন্ট, কেউ ধনী, কেউ গরিব, ঠিক সেইরকম সেখানে সুখধামেও পদমর্যাদা তো নম্বর অনুযায়ীই হবে। যে বাচ্চারা রয়্যাল বুদ্ধিমান হবে, তারা বাবার কাছে সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার চেষ্টা করবে। এ হল মায়ার বকিসং, তাইনা। মায়ী খুব প্রবল, তাই হার জিত হতেই থাকে। অনেকে আসে, পরে পলাতক হয়ে যায়। চলতে-চলতে ফেল হয়ে যায়। অনেকে বলে এটা কীকরে সম্ভব। এই কথা তো কখনও শুনিনি গৃহস্থে থেকে পবিত্র থাকা যায়! আরে ভগবানুবাচ হল - কাম মহাশংখু। গীতায়ও এই শব্দ আছে না! তোমরা জানো সংযুগে আছে দিব্য গুণধারী মানুষ এবং কলিযুগে আছে আসুরিক অবগুণযুক্ত মানুষ। আসুরিক গুণের মানুষ দিব্যগুণী মানুষের মহিমা কীর্তন করে। কতখানি তফাৎ। এখন তোমরা বুঝেছো আমরা কিরূপ ছিলাম, কিরূপে পরিণত হচ্ছি। এখানে তোমাদের সর্বগুণ ধারণ করতে হবে। খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি সত্যগুণী খেতে হবে। দেখতে হবে দেবতাদের কি খাওয়ানো হয়। স্রীনাথ দ্বারে গিয়ে দেখো - কত রকমের ভোগ রন্ধন অথবা শুষ্ক ভোজন অর্পণ করা হয়। সেখানে হল বৈশ্ব। আর ওখানে জগন্নাথ পুরীতে দেখো কি পাওয়া যায়? চাল। সেখানে আছে বাম মার্গের অনেক অপবিত্র চিত্র। যখন রাজত্ব ছিল তখন ৩৬ প্রকারের ভোজন প্রাপ্ত হত। সুতরাং স্রীনাথ দ্বারে অনেক ভোজন রন্ধন হয়। পুরী এবং স্রীনাথ হল আলাদা-আলাদা। পুরীর মন্দিরে অনেক অপবিত্র চিত্র আছে, দেবতাদের ডেরসে। তাই ভোগ অর্পণ হয় বিশেষতঃ চালের। তাতে ঘী দেওয়া হয় না। এই তফাৎ দেখানো হয়। ভারত কি ছিল তারপরে কি হয়েছে। এখন তো দেখো কি অবস্থা হয়েছে। পুরোপুরি অন্টুকুও মেলেনা। তাদের প্জ্যান এবং শিববাবার প্জ্যানে রাত দিনের তফাৎ আছে। তাদের সব প্জ্যান মাটিতে মিশে যাবে। ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ হবে। আনাজপত্র কিছু পাওয়া যাবে না। কোথাও অতিবৃষ্টি হয়, কোথাও হয় অনাবৃষ্টি, খুব কষ্ট হয়। এইসময় তৎৎৎও হল তমোপ্রধান, ফলে বৃষ্টিপাতের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। ঝড় তুফান সবই তমোপ্রধান, সূর্যের তাপও এতই বেশি যে বলার কিছু নেই। এই ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ ড্রামাতে পূর্ব নির্দিষ্ট আছে। তাদের হল বিনাশ কালে বিপরীত বৃষ্টি। তোমাদের হল বাবার সঙ্গে স্রীতবৃষ্টি। অঞ্জ্ঞান কালে সং সন্তানদের উপরে মা বাবার ভালোবাসা থাকে তাই বাবা বলেন নম্বর অনুযায়ী পুরুষাথ অনুসারে স্মরণস্মেহ...যত সাভিস করবে...সেবা তো করতে হবে, তাইনা। বিশেষভাবে ভারতের সাধারণভাবে দুনিয়ার। ভারতকে স্র্গ বানাতে হবে। বাকি সবাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে শান্তিধাম। ভারতকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করা হয়, বাকিরা সবাই মুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। সবাই চলে যাবে। আতনাদের পরে জয়জয়কার হবে। অনেক হাহাকার হবে। এই খেলাটি হল রক্তরঞ্জিত খেলা। ন্যাচারাল ক্যালামিটিজও আসবে। মৃত্যু তো সবার হবেই।

বাবা বাচ্চাদের বোঝান পুরোপুরি পুরুষাথ করো। বাবার সঙ্গে সর্বদা অঞ্জ্ঞাকারী, সং হতে হবে। সাভিসেবল হতে হবে। যারা কল্প পূর্বে যেমন সেবা করেছে, তাদের সাক্ষাৎকার হবে। তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকবে। তোমরা এখন স্ব দর্শন চক্রধারী হয়েছো। সর্বদা বুদ্ধিতে স্বদর্শন চক্র আর্ভিত হওয়া উচিত। আমরা ৮৪ বার এমন এমন জন্ম গ্রহণ করেছি। এখন আমরা ঘরে ফিরে যাই। বাবা যেন স্মরণে থাকে, ঘরও (পরমধাম) স্মরণে থাকে, সংযুগও যেন স্মরণে থাকে। সারা দিন বুদ্ধিতে এই চিন্তন করতে থাকবে। এখন আমরা বিশ্বের মহারাজকুমার হবো। আমরা স্রী লক্ষ্মী বা স্রী নারায়ণ হবো। নেশায় বৃষ্টি হওয়া উচিত। বাবার নেশা থাকে। বাবা রোজ দিন এই (লক্ষ্মী-নারায়ণের) চিত্র দেখেন, অন্তরে নেশা থাকে তাইনা। আমরা আগামীকাল গিয়ে এমন স্রীকৃষ্ণ স্বরূপ ধারণ করবো। তারপরে স্বয়ংবরের পরে স্রী নারায়ণ হবো। তৎৎৎম্। তোমরাও তো হবে তাইনা। এই হল রাজযোগ। প্রজা যোগ নয়। আত্মারা পুনরায় নিজ রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করে। বাচ্চারা রাজত্ব হারিয়েছিল। এখন আবার রাজত্ব প্রাপ্ত করছে। বাবা এই চিত্র ইত্যাদি এই জন্ম তৈরি করেছেন যাতে বাচ্চারা এই চিত্র দেখে তোমাদের খুশী হয়। ২১ জন্মের জন্ম আমরা স্বর্গের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করছি। কতখানি সহজ। শিববাবা, প্রজাপিতা বরহমা দ্বারা এই রাজযোগ শেখান। পরে আমরা গিয়ে এমন স্বরূপ ধারণ করবো। দর্শন করলেই খুশীর পারদ উর্ধে উঠে যায়। আমরা বাবার স্মরণে থাকলে বিশ্বের রাজকুমার হবো। খুশীর অনুভূতি হওয়া উচিত। আমিও পড়া করছি, তোমরাও পড়ছো। এই পড়াশোনার পরে আমরা গিয়ে এমন স্বরূপে পরিণত হব। সম্পূর্ণ টা নির্ভর করছে পড়াশোনার উপরে। যত পড়াশোনা করবে তত উপর্জন হবে তাইনা। বাবা বলেন কোনো সার্জেন এত দক্ষ হন যে একটি কেসে এক লক্ষ উপর্জন করেন। অনেক ব্যারিস্টারও এমন থাকে। কেউ অনেক উপর্জন করে, কেউ তো জীর্ণ কোট পরে থাকে। এইখানে ও এমন আছে তাই বাবা বার বার বলেন বাচ্চারা, কোনও গাফিলতি করবে না। সর্বদা স্রীমৎ অনুসারে চলো। স্রী স্রী শিববাবা দ্বারা তোমরা স্রেষ্ট স্বরূপে পরিণত হও। তোমরা বাচ্চারা বাবার কাছে অনেক বার অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত

করেছো এবং হারিয়েছ। ২১ জন্মের উত্তরাধিকার অর্ধকল্পের জন্ম প্রাপ্ত কর। অর্ধকল্প ২৫০০ বছর সুখ প্রাপ্ত কর। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্মেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-\*

১) অন্তরে বাইরে সংঘ স্বরূপ হয়ে থাকতে হবে। পড়াশোনায় কখনও গাফিলতি করবে না। কখনও সংশয় বুদ্ধি হয়ে পড়াশোনা ত্যাগ করবে না। সাভিসে কখনো বিষ্মের কারণ হবে না।

২) সবাইকে এই খুশীর খবর দাও যে আমরা পবিত্রতার শক্তির দ্বারা, স্রীমৎ অনুসারে নিজের তন-মন-ধনের সহযোগে ২১ জন্মের জন্ম ভারতকে স্প্রেষ্ঠাচারী ডবল মুকুটধারী বানানোর সেবা করছি।

\*বরদানঃ-\*

সেকেন্ডে সজ্জকল্প গুলিকে স্টপ করে নিজের ফাউন্ডেশন শক্ত করে পাস উইথ অনার ভব  
প্রত্যেকটি পেপার পরিপক্ব বানাতে, ফাউন্ডেশন শক্ত করতে আসে, তাতে ভয় পেও না। বাইরের অস্থিরতাকে এক  
সেকেন্ডে স্টপ করার অভ্যাস করো, যতই বিস্তার হোক এক সেকেন্ডে গুটিয়ে নাও। খিদে তেষ্টা, ঠান্ডা গরম সব কিছু থাকা  
সৎৎবও (পুরানো) সংস্কার যেন পরিলক্ষিত না হয়, সমাযিত করার শক্তির সাহায্যে স্টপ লাগিয়ে দাও। অনেক সময়ের  
এই অভ্যাস পাস উইথ অনার বানিয়ে দেবে।

\*স্লেগানঃ-\*

নিজের সুখ শান্তির ভাইবেরশন দিয়ে লোকেদের সুখ শান্তির অনুভূতি করানোই হল প্রকৃত সেবা।

“মিষ্টি বাচ্চারা - যেরকম বাপদাদা দু'জনেই হলেন নিরহংকারী, দেহী-অভিমানী, এইরকম ফলো ফাদার করো, তাহলে সর্বদা উন্নতি হতে থাকবে”

\*প্রশ্নঃ - উঁচু পদের প্রাপ্তির জন্য কীরকম সতকতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরী ?

\*উত্তরঃ - উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে হলে সতর্ক রাখো কারো মনে যেন আমার দ্বারা দুঃখ না লাগে, ২ - কোনও পরিস্থিতিতে ক্রোধ না আসে, ৩ - বাবার হয়ে গিয়ে, বাবার কাজে, এই বৃন্দ যজ্ঞে বিঘ্ন রূপ যেন না হতে হয়। যদি কেউ মুখে 'বাবা বাবা' বলে আর চাল-চলন রাজকীয় না হয় তাহলে উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে না।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা খুব ভালোভাবে জানে যে, বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত করতে হবে। কিভাবে ? শ্রীমত অনুসারে। বাবা বুঝিয়েছেন, একটাই গীতা শাস্ত্র আছে, যেখানে শ্রীমৎ ভগবানুবাচ বলা হয়েছে। ভগবান তো হলেন সকলের বাবা। শ্রীমৎ ভগবানুবাচ। তো অবশ্যই ভগবান এসে স্প্রেষ্ঠ বানিয়েছিলেন তবেই তো তাঁর মহিমা হয় চলেছে, শ্রীমৎ ভগবত গীতা অর্থাৎ ভগবানুবাচ। ভগবান তো অবশ্যই উঁচুর থেকেও উঁচু হবেন। শ্রীমতও সেই একই শাস্ত্রের গাওয়া হয়েছে অন্য কোনও শাস্ত্রের শ্রীমৎ ভগবানুবাচ নেই। শ্রীমৎ কার হওয়া উচিত, সেটা লেখার সময় বুঝতে না পারার জন্যই ভুল হয়েছে। ভুল কেন হয়েছে ? সেটাও বাবা এসে বোঝাচ্ছেন। রাবণ রাজ্য শুরু হতেই সবাই রাবণ মতে চলতে শুরু করেছে। প্রথমে তো কড়া-কড়া ভুল এই রাবণ মতে যারা চলেছে তারাই করেছে। রাবণের আঘাত লেগেছে। যেরকম বলা যায় যে শঙ্কর প্রেরণাদাতা, বম্বস্ ইত্যাদি তৈরি করতে প্রেরণা দিয়েছেন। সেই রকম মানুষকে পতিত বানাতে ৫ বিকার রূপী রাবণ হল প্রেরণাকারী, তবেই তো মানুষ ডেকেছিল - পতিত-পাবন এসো। তাহলে পতিত-পাবন তো একজনই হলেন, তাই না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পতিত বানিয়েছে একজন আর পবিত্র বানাচ্ছেন আরেকজন। দু'জন এক হতে পারে না। এই কথা তোমরাই বুঝতে পেরে, পুরুষার্থ অনুসারে নমস্করের করমে। এইরকম ভেবোনা যে সকলের নিশ্চয় আছে। নমস্করের করমানুসারে আছে। যত নিশ্চয় থাকবে, ততই খুশি বৃদ্ধি হতে থাকে। বাবার মতে চলতে হয়। শ্রীমতে চলে আমাদের এই স্বরাজ্য পদ প্রাপ্ত করতে হবে। মানুষ থেকে দেবতা হতে দেবী লাগে না। তোমরা পুরুষার্থ করছো। মাম্মা-বাবাকে ফলো করছো। যেরকম তিনি নিজের সমান বানানোর সেবা করেছেন, তোমরাও মনে করো যে আমি কি সাভিস করছি আর মাম্মা বাবা কি সাভিস করছেন। বাবা বুঝিয়েছেন, শিব বাবা আর বরহমা দাদা দু'জন একত্রিত আছেন। তাই বুঝতে হবে যে সবথেকে নিকটে আছেন। এঁনারই সম্পূর্ণ রূপ দেখা যায় তো অবশ্যই ইনি তীব্র গতিতে পুরুষার্থ করেছেন। কিন্তু যেরকম বাবা হলেন নিরহংকারী, দেহী-অভিমানী, সেই রকম এই দাদাও হলেন নিরহংকারী। বলেন যে, শিব বাবা-ই বোঝাচ্ছেন। যখন মুরলী চলে তখন বাবা নিজে বলেন যে মনে করো যে শিব বাবা এঁনার দ্বারা শোনাচ্ছেন। এই বরহমাও অবশ্যই শুনছেন। ইনি যদি না শোনে আর না শোনান তাহলে উঁচু পদ কিভাবে পাবেন। কিন্তু নিজের দেহ-অভিমান ছেড়ে বলেন যে এইরকম মনে করো যে শিব বাবা-ই শোনাচ্ছেন। আমি পুরুষার্থ করছি। শিব বাবা-ই বোঝাচ্ছেন। ইনি তো পতিত ভাবনা অতিক্রম করে এসেছেন। মাম্মা তো কুমারী ছিলেন। তাই মাম্মা উঁচুতে চলে গেছেন। তোমরা কুমারীরা মাম্মাকে ফলো করো। গৃহস্থীদেরকে বাবাকে ফলো করতে হবে। প্রত্যেককে বুঝতে হবে যে, আমি হলাম পতিত, আমাকে পাবন হতে হবে। মুখ্য কথা হল বাবা স্মরণের যাত্রা করে শিখিয়েছেন। এতে দেহ-অভিমান যেন না থাকে। আচ্ছা কেউ যদি মুরলী না শোনাতে পারে তাহলে স্মরণের যাত্রায় থাকো। যাত্রায় থাকলে মুরলী চালাতে পারবে। কিন্তু যাত্রা ভুলে গেলে তবুও চিন্তা নেই। মুরলী পড়ে পুনরায় যাত্রা করতে লেগে যা, কেননা সেটা হল বাণীর থেকে উদ্ভব বাণপ্রস্থ অবস্থা। মূল কথা হলো দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো আর চক্রকে স্মরণ করতে থাকো। কাউকে দুঃখ দিও না। এটাই বোঝাতে থাকো যে বাবাকে স্মরণ করো। এটাই হলো যাত্রা। মানুষ যখন মারা যায় তখন বলে যে স্বর্গলাভ করেছে। অজ্ঞান কালে কেউ স্বর্গকে স্মরণ করে না। স্বর্গকে স্মরণ করা মানে এখান থেকে মরে যাওয়া। এইভাবে তো কেউ স্মরণ করতে পারে না। এখন বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমাদেরকে পুনরায় বাড়ি ফিরে যেতে হবে। বাবা বলছেন যে - যত তোমরা স্মরণ করবে ততোই খুশির পারদ উধবমুখী হবে, অবিনাশী উত্তরাধিকার স্মরণে থাকবে। যতটা বাবাকে স্মরণ করবে ততটা হাসি খুশিতেও থাকবে। বাবাকে স্মরণ না করলে দুঃখী হয়ে পড়বে। উদ্ভ্রান্ত হয়ে যাবে। তোমরা এতটা সময় স্মরণ করতে পারো না। বাবা প্রেমিক প্রেমিকার উদাহরণ বলেছেন। সে যদিও কাজকর্ম রোজগারপাতি করতে থাকে, তবুও তার সামনে প্রেমিক এসে দাঁড়ায়। প্রেমিকা প্রেমিককে স্মরণ করে, আবার প্রেমিকও প্রেমিকাকে স্মরণ করে। এখানে তো কেবল তোমাদেরকে এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবাকে তো তোমাদেরকে স্মরণ করতে হয়না। বাবা হলেন সকলের প্রেমিক। বাচ্চারা তোমরা লেখ যে বাবা তুমি আমাকে স্মরণ করো ?

আরে যে হল সকলের প্রিয়তম সে তোমাদের অর্থাৎ প্রিয়তমাদেরকে (আশিক) স্মরণ করবে কীকরে ? সেটা হতে পারে না। তিনি হলেনই প্রিয়তম। তিনি প্রিয়তমা হতে পারেন না। তোমাদেরকেই তাঁকে স্মরণ করতে হবে। তোমাদের প্রত্যেককে প্রিয়তমা হতে হবে সেই এক

স্বীতমের। সে যদি প্রিয়তমা হয়, তবে কতজনকে স্মরণ করবে? সেটা হওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন, আমার উপরে কী পাপের বোঝা আছে নাকি যে কাউকে স্মরণ করব? তোমাদের উপরে বোঝা রয়েছে। বাবাকে স্মরণ না করলে পাপের বোঝা উঠবে না। তাহলে আমি আর কাউকে কেন স্মরণ করতে যাব? বাবাকে স্মরণ তো তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে করতে হবে। যত বেশী স্মরণ করবে পুণ্য আত্মা হবে, পাপ কাটতে থাকবে। লক্ষ্য অনেক উঁচু। দেহী-অভিমানী হওয়াতেই হল পরিস্রম। এই সকল নলেজ তোমরা এখন পাচ্ছো। তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়েছো, পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে। পুরো চক্র তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা চাই। বাবা তোমাদেরকে বোঝান, তোমরা লাইট হাউস না! প্রত্যেকে তোমরা রাস্তা বলে দিয়ে থাকো - শান্তিধাম আর সুখধামের। এইসব নতুন কথা তোমরা শুনছো। তোমরা জানো যে আমরা হলাম বরাবরের শান্তিধামের বাসিন্দা। এখানে তোমরা ভূমিকা পালন করতে আসো। আমরা হলাম অ্যাক্টর। এই চিন্তন যদি বুদ্ধিতে চলতে থাকে তবে আনন্দের সীমা থাকবে না। বাবা তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন - আদি থেকে শুরু করে অন্ত পর্যন্ত তোমাদের পটি। এখন কর্মাতীত অবস্থাতে তোমাদেরকে অবশ্যই যেতে হবে তারপর গোল্ডেন এজে আসতে হবে। এই ধুনে থেকে নিজের কল্যাণ করতে হবে। কেবল পন্ডিত হতে হবে না। অন্যদেরকে শেখাবে কিন্তু নিজে যদি সেই অবস্থাতে না থাকো তবে কোনও প্রভাবই ফেলতে পারবে না। নিজেরও পুরুষার্থ করতে হবে। বাবাও (বরহমা) বলেন, আমিও স্মরণ করার চেষ্টা করে যাই। কখনো কখনো মায়ার এমন তুফান আসে যে, বুদ্ধির যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অনেক বাচ্চারা চটি লিখে পাঠায়। আমি (বরহমা) অবাক হয়ে যাই, এ তো আমার থেকেও তীব্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। হয়ত যখন পুরুষার্থের তীব্র বেগ আসে তখন চটি লিখতে বসে যায়। কিন্তু এমন তীব্রতা যদি বজায় থাকে, তবে নম্বর ওয়ানে চলে যাবে। কিন্তু না, সেই চটি লেখা পর্যন্তই। এমনটা লেখে না যে, বাবা এতজনকে বাবা সম বানিয়েছি, আর সেও লেখে যে, ইনি আমাকে এই রাস্তা দেখিয়েছেন। এমন সমাচার আসেনা। তো বাবা কী বুঝবেন? কেবল চটি লিখে পাঠালে কাজ চলবে না। নিজ সমও বানাতে হবে। রূপ আর বসন্ত দুইই হতে হবে। নইলে বাবা সম বলা যাবে না। রূপও বসন্তও অ্যাক্যুরেট হতে হবে, এতেই পরিস্রম রয়েছে। দেহ-অভিমান মেরে ফেলে দেয়। রাবণ দেহ-অভিমানী বানিয়েছে। এখন তোমরা দেহী-অভিমানী হয়ে উঠছো। তারপর আধা কল্প পরে মায়ার আবার দেহ-অভিমানী বানিয়ে দেয়। দেহী-অভিমানী যে হবে, সে খুবই মিষ্টি স্বভাবের হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ তো কেউই এখনও হয়নি। সেইজন্যই বাবা সবসময়ই বলেন, কারো মনেই কষ্ট দেবে না, দুঃখ দেবে না। সবাইকে বাবার পরিচিত দাও। কথা বলার মধ্যেও রয়যাকি থাকা চাই। ঈশ্বরীয় সন্তানের মুখ থেকে সব সময় রত্নই যেন নির্গত হয়। তোমরা মানুষকে জীবনদান দিয়ে থাকো। মানুষকে রাস্তা দেখাতে হবে, বোঝাতে হবে। তোমরা হলে পরমাংমার সন্তান! এনার থেকেই তোমার স্বর্গের রাজত্ব পাওয়ার কথা। তাহলে সেটা এখন নেই কেন? মনে করে দেখো বাবার থেকেই তো উত্তরাধিকার পেয়েছিলে, তাই না! তোমরা ভারতবাসীরাই দেবী দেবতা ছিলে। তোমরাই ৮৪ জন্ম নিয়েছো। তোমরা জানবে যে, আমরাই লক্ষ্মী-নারায়ণের কুলের ছিলাম। নিজেকে কম কেন ভাবো? আর যদি বলে যে, বাবা, সবাই এই রকম হবে নাকি? তো বাবা বুঝে যান যে, এ এই কুলের নয়। এখন থেকেই টলমল করতে শুরু করে দেয়। তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছো। বাবা তোমাদের দিয়ে ৮৪ জন্মের প্রালবধ জমা করিয়েছিলেন, সেগুলি তোমরা খেয়েছো, তবেই না শেষ হওয়া শুরু হয়েছে! জং ধরতে ধরতে তমোপ্রধান কড়ি তুল্য হয়ে গেছে। ভারতই ১০০ শতাংশ সলভেন্ট (সমৃদ্ধশালী) ছিল। এরা এই উত্তরাধিকার কোথা থেকে পেয়েছে? অ্যাক্টররাই (যারা এই ভূমিকা পালন করেছিল) সেটা বলতে পারবে, তাই না! মানুষই সেই ভূমিকা (অ্যাক্টর) পালন করেছিল। তাদেরও এটা জানা দরকার যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ বাদশাহী কোথা থেকে পেয়েছিলেন? কত ভালো ভালো পয়েন্ট রয়েছে। অবশ্যই আগের জন্মেই এই রাজ্য ভাণ্ড পেয়েছিলেন।

বাবাই হলেন পতিত পাবন। বাবা বলেন, আমিই তোমাদেরকে কর্ম, অর্কম আর বিকর্মের গতি বুঝিয়ে থাকি। রাবণ রাজ্যে মানুষের কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়। সেখানে তোমাদের কর্ম অর্কম হয়ে যায়। সেটা হল দৈবী সৃষ্টি। আমি হলাম রচয়িতা, তাই আমাকে অবশ্যই সৃষ্টিতে আসতে হবে। এটা হল রাবণ রাজ্য। সেটা হল ঈশ্বরীয় রাজ্য। ঈশ্বর এখন স্থাপনা করাচ্ছেন। তোমরা সবাই হলে ঈশ্বরের সন্তান। তোমরা এখন উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। ভারতবাসীই সলভেন্ট ছিল, এখন ইনসলভেন্ট হয়ে গেছে। এ হল আগে থেকেই রচিত ড্রামা, এতে কোনো রকমের তারতম্য হতে পারে না। সকলের আলাদা আলাদা বৃক্ষ। ভয়ারাইটি রকমের সব বৃক্ষ না! দেবতা ধর্মের যারা তারাই আবার দেবতা ধর্মে আসবে। খ্রীস্টান ধর্মের লোকেরা তাদের ধর্ম নিয়ে খুশী, অন্য ধর্মের লোকদেরকেও তারা নিজেদের ধর্মে নিয়ে এসেছে। ভারতবাসী নিজেদের ধর্মকে ভুলে যাওয়ার কারণে অন্য ধর্মকে ভালো মনে করে সেখানে চলে যায়। বিদেশে কত কত মানুষ চাকরির জন্য যায়। কারণ সেখানে অনেক বেশী রোজগার করতে পারবে। ড্রামা খুবই ওয়ান্ডাফুল ভাবে রচিত। একে বোঝার জন্য ভালো বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিচার সাগর মন্থন করলে সব কিছু বুঝতে পারা যায়। এ হল পূর্ব থেকে রচিত ড্রামা। তো বাচ্চারা, তোমাদের সব সময় তোমাদের মতো সদা সুখী বানাতে হবে। তোমাদের কাজ হল পতিতকে পাবন বানানো। যেমন বাবার কাজ, তেমনই তোমাদেরও। তোমাদের চেহারা সব সময় দেবতাদের মতো হাসিখুশী থাকা চাই। তোমরা জানো যে, আমরা বিশ্বের মালিক হব। তোমরা হলে লাভলি চিল্ড্রেন। ক্রোধের উপরে খুবই সাবধান থাকতে হবে। বাবা এসেছেন বাচ্চাদেরকে সুখের উত্তরাধিকার দিতে। স্বর্গের রাস্তা সবাইকে বলতে হবে। বাবা হলেন সুখ-কর্তা, দুঃখহরণকারী। তো তোমাদেরকেও সুখ-কর্তা হতে হবে। কাউকেই দুঃখ দিতে নেই। দুঃখ দেবে তো তোমাদের সাজা ১০০ গুণ বৃদ্ধি পাবে। কেউই সাজা থেকে বাঁচতে পারবে না। বাচ্চাদের জন্য বিশেষ করে টরাইবুনা বসে। বাবা বলেন, তুমি বিশ্বন সৃষ্টি করলে সাজাও অনেক বেড়ে যাবে। কল্প কল্পান্তর তোমরা সাক্ষাৎকার করবে অমুকে এইরকম পদ পাবে। তখন তোমরা যখন দেখতে তো বাবা নিষেধ করলেন, না বলবার জন্য। অন্তিম সময়ে তো অ্যাক্যুরেট জানতেই পারবে। তোমরা যত এগিয়ে যেতে থাকবে খুব তীব্রতার সাথে

সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। বৃষ্টি তো হতে থাকবে। আবু পর্যন্ত কয়ু (লাইন) লেগে যাবে। বাবার সাথে কেউই মিলিত হতে পারবে না। তখন বলতে থাকবে- অহো প্রভু তোমার লীলা...। এও প্রচলিত আছে তাই না ! বিদ্বানরা, পন্ডিতরও পিছনে আসবে। তাদের সিংহাসনেও নাড়া পড়বে। তোমরা বাচ্চারা তো খুবই আনন্দে থাকবে। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্মেহ-সুমন। এই রকম স্মরণের ভালোবাসা একবারই পাওয়া যায়। যত তোমরা স্মরণ করো ততই তোমরা ভালোবাসা পেতে থাকো। বিকর্ম বিনাশ হতে থাকে আর ধারণাও হয়। বাচ্চাদের খুশীর পারদ উধবমুখী থাকা চাই। যেই আসবে তাকে রাস্তা বলে দেবে। অসীম অবিনাশী উত্তরাধিকার, অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে পেতে হবে। এ কী কোনো কম কথা ? এইরকম পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা !

\*ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-\*

১ ) কথা বলার সময়, চলাফেরার সময় অত্যন্ত রয়যাল থাকতে হবে। মুখ থেকে সর্বদা যেন রত্ন নির্গত হয়। নিজসম বানানোর সেবা করতে হবে। কারো মনে কষ্ট দিতে নেই।

২ ) ক্রোধের উপরে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে। চেহারা সব সময় দেবতাদের মতো হাসিখুশী রাখতে হবে। নিজেকে জ্ঞান যোগবলের দ্বারা দেবতা বানাতে হবে।

\*বরদানঃ-\*

সদা পরিতাপের উর্ধেব, প্রাপ্তি স্বরূপের স্থিতির অনুভবকারী সদ-বুদ্ধিবান ভব  
যে বাচ্চা বাবাকে নিজের জীবন তরী অর্পণ করে দিয়ে আমিৎব ভাবকে সমাপ্ত করে দেয়, স্ত্রীমতে মনমতকে মিক্স করে না, তারা সদা পরিতাপের উর্ধেব প্রাপ্তি স্বরূপ স্থিতির অনুভব করে। তাকেই সদ-বুদ্ধিবান বলা হয়। এইরূপ সদ-বুদ্ধিবান, তুফানকে তোফা (উপহার) মনে করে, স্বভাব সংস্কারের সংঘাতকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আধার মনে করে, সদা বাবাকে সাথী বানিয়ে, সাক্ষী হয়ে সকল পটিকে দেখতে দেখতে সদা প্রফুল্ল থেকে এগিয়ে চলতে থাকে।

\*স্লেগানঃ-\*

যে সুখদাতা বাবার সুখদায়ী বাচ্চা, তার কাছে দুঃখের ঢেউ আসতে পারে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা - পুণ্য আত্মা হতে চাইলে এক বাবাকে স্মরণ করো, স্মরণের দ্বারাই খাদ বেরিয়ে যাবে, আত্মা পবিত্র হবে"

\*প্রশ্নঃ - কোন স্মৃতি থাকলে কোনো ব্যাপারেই বির্মষ হতে হবে না?

\*উত্তরঃ - ড্রামার। তৈরী হয়েই আছে, সেটাই আবার হচ্ছে - নতুন করে এখন কিছু হওয়ার নেই... এই অনাদি ড্রামা চলতেই থাকে। এর জন্ম কোনো ব্যাপারে বির্মষ হওয়ার প্রয়োজন নেই। কোনো কোনো বাচ্চা বলে জানি না এটা আমাদের অন্তিম ৮৪ তম জন্ম কিনা, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। বাবা বলেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ো না, মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পুরুষার্থ করো।

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের ওম্ শান্তির অর্থ তো জানা আছে যে- আমি হলাম আত্মা আর আমি অর্থাৎ এই আত্মার স্বর্ধর্ম হলো শান্তি। আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ, শান্তিধামের বাসিন্দা। এই লেসন (পাঠ) সুনিশ্চিত করতে থাকো। এটা কে বোঝায়? শিববাবা। স্মরণও করতে হবে শিববাবাকে। ঊঁনার নিজস্ব রথ (দেহ) নেই, সেইজন্য তাঁকে ষাঁড় দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরেও ষাঁড় রেখে দেওয়া হয়। একে বলা হয় সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা। বাবা বাচ্চাদের অথবা আত্মাদের (বুহদের) বোঝান। ইনি হলেন আত্মাদের পিতা শিব, ঊঁনার তো অনেক নাম। কিন্তু অনেক নামে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। বাস্তবে ঊঁনার নাম হলো শিব। শিব জয়ন্তীও ভারতে পালন করা হয়। তিনি হলেন নিরাকার পিতা, এসে পতিতদের পবিত্র করে তোলেন। কেউ ভগীরথ কেউ নন্দীগণ বলে দেয়। বাবা নিজেই বলে দেন যে আমি কোন্ ভাগ্যশালী রথে আসি। আমি বরহমার দেহে প্রবেশ করি। বরহমা দ্বারা ভারতকে স্র্গ তৈরী করি। তোমরা অর্থাৎ সমস্ত ভারতবাসীরা জানো যে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো। তোমরা এই সমগ্র ভারতবাসীরা আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের ছিলে। স্র্গবাসী ছিলে। ৫ হাজার বছর পূর্বে যখন আমি এসেছিলাম তখন সবাইকে সতোগ্রধান স্র্গের মালিক বানিয়েছিলাম। আবার অবশ্যই পূর্নজন্ম নিতে হবে। বাবা কতো সোজাসুজি বলে দেন। এখন তোমরা জয়ন্তী পালন করো, (এই ২০২১ এ লিখবে ৮৫ তম শিব জয়ন্তী), বাবার অবতরণ হয়েছে ৮৫ বছর হলো। আবার তার সাথে বরহমা বিষ্ণু শঙ্করেরও অবতরণ ঘটেছিলো। ত্রিমূর্তি বরহমার জয়ন্তী কেউ দেখায় না, দেখানো জরুরি, কারণ বাবা বলেন - আমি বরহমা দ্বারা আবার স্থাপনা করছি। বরাহমণ তৈরী করে চলেছি। সুতরাং বরহমা আর বরাহমণ বংশীয়দেরও জন্ম হয়েছে। তারপর আমি তোমাদেরকে দেখাই যে, তোমরাই বিষ্ণুপুরীর মালিক হবে। বাবার স্মরণেই তোমাদের খাদ বেরিয়ে যাবে। যদিও ভারতের প্রাচীন যোগ প্রথ্যাত, কিন্তু সেটা কে শিখিয়েছিল, তা কেউই জানে না। তিনি নিজেই বলেন - হে বাচ্চারা, তোমরা তোমাদের (প্রকৃত) পিতাকে স্মরণ করো। তোমাদের উত্তরাধিকার আমার থেকে প্রাপ্ত হয়। আমি হলাম তোমাদের পিতা। আমি প্রতি কল্পে আসি, এসে তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা করে তুলি, কারণ তোমরা দেবী - দেবতা ছিলে, আবার ৮৪ জন্ম নিতে নিতে পতিত হয়ে গেছে। রাবণের মত অনুযায়ী চলছে। ঈশ্বরীয় মতের দ্বারা তোমরা স্র্গের মালিক হয়ে যাও।

বাবা বলেন, আমি পূর্ব কল্পেও এসেছিলাম। যা কিছু পাস (অতীত হয়ে যায়) হয়, সেটাই প্রতি কল্পে কল্পে হতেই থাকে। বাবা আবারও এসে ঊঁনার মধ্যে প্রবেশ করেন, এই দাদাকে মুক্ত করবেন। আবারও সকলকে লালন পালন করবেন। তোমরা জানো যে আমরাই সৎযুগে ছিলাম। আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদেরই ৮৪ জন্ম নিতে হয়। প্রথম দিকে তোমরা সর্ব গুণ সম্পন্ন ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলে। যেমন রাজা-রাণী তেমনই প্রজা, নম্বর অনুযায়ী। সবাই তো রাজা হতে পারে না। তাই বাবা বোঝান - সৎযুগে তোমাদের ৮ জন্ম, ত্রেতাতে ১২ জন্ম...এইরকমই নিজেকে মনে করো যে আমি এই ভূমিকা পালন করে এসেছি। প্রথমে সূর্যবংশী রাজধানীতে পটি প্লে করেছি তারপর চন্দ্রবংশীতে, তারপর নীচে নেমে বাম মার্গে এসেছি। তারপর আমরা ৬৩ জন্ম নিয়েছি। ভারতবাসীরাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছে আর কোনো ধর্মের লোক এতো জন্ম গ্রহণ করে না। গুরুনানকের ৫০০ বছর হয়েছে, এর মধ্যে তার ১২-১৪ জন্ম হয়ে থাকবে। এই হিসাব বের করাই যায়। খ্রীস্টানও ২ হাজার বছরে ৬০ পূর্নজন্ম নিয়ে থাকবে, বৃন্দ্রি হতে থাকে। পূর্নজন্ম নিতে থাকে। বৃন্দ্রিতে এটা চিন্তন করো, আমরাই ৮৪ জন্ম ভোগ করেছি, আবার সতোগ্রধান হতে হবে। যা কিছু পাস হয়ে গিয়েছে-- ড্রামা। যে ড্রামা তৈরী হয়ে আছে সেটা আবার রিপটি হবে। অসীম জগতের হিস্ট্রিতে তোমাদের নিয়ে চলেছি। তোমরা পূর্নজন্ম নিতে থেকেছো। এখন তোমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছো। এখন আবার বাবা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে তোমাদের বাড়ী হলো শান্তিধাম। আত্মার রূপ কি? বিন্দু। সেইখানে যেম বিন্দুদের বৃক্ষ রয়েছে। আত্মাদেরও নম্বর অনুযায়ী বৃক্ষ থাকে। নম্বর অনুযায়ী নীচে আসতে হয়। পরমাত্মাও হলেন বিন্দু। এমন না যে এততো বড় লিঙ্গ। বাবা বলেন, তোমরা আমার বাচ্চা হলে আমি তোমাদের স্র্গের মালিক করি, প্রথমে তোমরা আমার হলে তখন তোমাদের অধ্যয়ণ করাই। তোমরা বলো - বাবা আমি হলাম তোমার। সাথে সাথে অধ্যয়ণও করতে হবে। আমার হলে তোমাদের পড়াশুনা শুরু হয়ে গেলো।

বাবা বলেন, এটা হলো তোমাদের ৮৪ জন্ম, কমল ফুল সমান পবিত্র হও। বাচ্চারা প্রতিজ্ঞা করে বাবা আমরা আপনার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্ম কখনো অপবিত্র হবো না। ৬৩ জন্ম তো অপবিত্র হয়েছে। এটা হলো ৮৪ জন্মের কাহিনী। বাবা এসে সহজ করে বলেন।

যেমন লৌকিক বাবা বলেন না! তো ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। তিনি এসে আত্মাদের সাথে বাচ্চা - বাচ্চা বলে কথা বলেন। শিবরাত্রিও পালন করেন, তাই না। তো এ হল অর্ধ- কল্পের দিন আর অর্ধ - কল্পের রাত। এখন হলো রাতের শেষ আর দিনের শেষের সন্ধ্যা। ভারত সংযুগ ছিলো তো দিন ছিলো। সংযুগ ত্রেতাকে বরহ্মার দিন বলা হয়। তোমরা তো হলে বরাহ্মণ। তোমরা অর্থাৎ বরাহ্মণরা জানো যে আমাদের হলো এখন রাত্রি। তমোপ্রধান ভক্তি। দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খেতে থাকে (মন্দিরে, মতে, পথে), সব কিছু পূজা করতে থাকে। তিন মাথার মোরকেও পূজা করতে থাকে। মানুষের শরীরেরও পূজা করতে থাকে। সন্ধ্যাসীরা নিজেদের শিবোহম্ (আমিই শিব) বলে বসে পড়ে আবার মায়েরা গিয়ে তাদের পূজা করতে থাকে। বাবা অনেক অনুভাবী। বাবা বলেন আমিও অনেক পূজা করেছি। কিন্তু সেই সময় জ্ঞান তো ছিলো না। ফল চড়াতে, ঘটি ভরে দুধ চড়াতে মানুষের উপর। এইটাও ঠিকানোই হলো, তাই না! কিন্তু এ'সব তবুও হবে। ভক্তের রক্ষক হলেন ভগবান, কারণ সকলে দুঃখী যে! বাবা বোঝান, দ্বাপর থেকে শুরু করে তোমরা গুরু করে এসেছো আর ভক্তি মাগে নেমে এসেছো। এখনো পর্যন্ত সাধুরা তো সাধনা করে। বাবা বলেন, ওদেরও আমি উদ্ভার করি। সন্ধ্যা তোমাদের সন্ধ্যা হয়ে যায় তারপর তোমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করো। বাবাকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। সং - চৈতন্য - আনন্দ স্বরূপ। তিনি কখনোই বিনাশ হন না, তাঁর মধ্যে জ্ঞান সমায়িত। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর, তাই অবশ্যই ওঁনার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। এখন বাচ্চারা, তোমাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। শিববাবা যে তিনি! তিনিও বাবা, ইনিও তোমাদের বাবা। শিববাবা বরহ্মার দ্বারা তোমাদের অধ্যয়ণ করান, সেইজন্ম প্রজাপিতা বরহ্মা কুমার কুমারী বলা হয়। অনেক সংখ্যক বি.কে আছে। তারা বলে, আমাদের পিতামহের থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। বাচ্চারা বলে, বাবা আমাদের নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী বানান। বলেন - হে বাচ্চারা, শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করলে তবে তোমাদের মাথার উপর যে পাপের বোঝা আছে সে'সব ভস্ম হয়ে যাবে। আবার তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। তোমরা হলে সত্যিকারের সোনা, সত্যিকারের অলঙ্কার ছিলে। আত্মা আর শরীর দুই-ই সতোপ্রধান ছিলো। আত্মা আবার সতো-তমো-রজো হলে তখন শরীরও ঐরকম তমোগুণী প্রাপ্ত হয়। বাবা তোমাদের নির্দেশ দেন যে, বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো। আমাকে ডাকো যে না হে পতিত - পাবন এসো। ভারতের প্রাচীন রাজযোগ বিখ্যাত। সেটাই এখন তোমাদের আমি শেখাচ্ছি যে, আমার সাথে যোগ যুক্ত হলে তোমাদের খাদ জ্বলে যাবে। যত স্মরণ করবে ততোই খাদ বের হয়ে যাবে। স্মরণ করাই হলো মুখ্য ব্যাপার। নলেজ তো বাবা দিয়েছেন - সংযুগে যথা রাজা-রাণী তথা প্রজা... সবাই পবিত্র। বাবা বলেন, এঁনার অনেক জন্মের শেষের জন্মে আমি প্রবেশ করি। এঁনাকে বলা হয় ভাণ্ডারী রথ। ইনি অধ্যয়ণ করে প্রথম নম্বরে স্থান গ্রহণ করেন। নম্বর অনুযায়ী তো তৈরী হয়, তাইনা! মুখ্য নাম একটাই হয়। বাবা খুব ভালো করে বাচ্চাদের ৮৪ জন্মের রহস্য বুঝিয়েছেন। হিন্দু ধর্ম না, তোমরা হলে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের। তোমাদের কর্ম স্রেষ্ঠ, ধর্ম স্রেষ্ঠ ছিলো। আবার রাবণের প্রবেশ হওয়াতে ধর্ম-কর্ম ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। নিজেদের দেবী-দেবতা বলতে গিয়ে লজ্জা আসে, এই জন্ম হিন্দু নাম রেখে দিয়েছে। বাস্তবে আদি সনাতন দেবী- দেবতা ধর্মের ছিলে। তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছিলে তারপর পতিত হয়ে গিয়েছো। ৮৪ জন্মের চক্র ভারতবাসীদের জন্ম। ফিরে তো যেতে হবে সবাইকেই। প্রথমে তোমরা যাবে। যেমন বরষাত্রীরা যায়! শিববাবাকে প্রিয়তমও বলে। তোমরা এই প্রিয়তমারা এই সময়ে তমোপ্রধান- ঘৃণ্য (ছিঃ ছিঃ), তাদের সুগন্ধি ফুল বানিয়ে নিয়ে যাবেন। আত্মাদের পবিত্র করে নিয়ে যাবেন। তাঁকে লিবারেটর, গাইড বলা হয়ে থাকে। অসীম জগতের পিতা নিয়ে যান। ওঁনার নাম কি? শিববাবা। নাম শরীরের পরিপ্রেক্ষিতে হয় কিন্তু পরমাৎমার নাম শিবই হয়। বরহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের তো সূক্ষ্ম শরীর আছে। শিববাবার তো কোনো শরীর নেই। ওঁনাকে শিববাবাই বলা হয়। বাচ্চারা বলে, হে মাতা - পিতা আমরা আপনার বালক হয়েছি। অন্যরাও ডাকতে থাকে, কিন্তু তাদের (তাঁর পরিচয়) জানা নেই। যদি সকলের জ্ঞাত হবে তো না জানি কি হয়ে যাবে। দৈবী বৃক্ষের এখন স্ফাপলিং (চারা রোপন) লাগে। হীরে থেকে কড়ি হতে ৮৪ জন্ম লেগে যায়। আবার নূতন করে শুরু হয়। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি- জিওগ্রাফি রিপোর্ট হবে। বাবা বোঝান - তোমরা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম ধারণ করেছো। ৮৪ লক্ষ তো হতে পারে না। এটা একটা বড় ভুল। ৮৪ লক্ষ জন্ম বোঝার কারণে কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দেয়। এ হল একেবারেই মিথ্যা। ভারত এখন হলো মিথ্যাখন্ড, সংযুগে (ভূমিতে) তোমরা সর্বদা খুশী ছিলে। এই সময় তোমরা ২১ জন্মের উত্তরাধিকার গ্রহণ করো। সমস্তটাই হল তোমাদের পুরুষার্থের উপর। রাজধানীতে যে পদ চাও সেই পদ নিয়ে নাও, এতে জাদু ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। হ্যাঁ মানুষ থেকে দেবতা অবশ্যই হবে। এটা তো দারুণ জাদু। তোমরা সেকেন্ডে জেনে নাও যে আমি বাবার বাচ্চা হয়েছি। কল্প- কল্প বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক করেন। অর্ধ - কল্প উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরেছো, স্বর্গবাসী তো কেউই হয়নি। বাবা এসে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের উপযুক্ত করে তোলেন। বরাবর এখানে মহাভারত লড়াই লেগে ছিলো আর তিনি তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। শিববাবা বলেন, আমিই এসে তোমাদের শেখাই, ক্রাইস্ট শেখায় না। এখন তোমাদের অনেক জন্মের শেষের জন্ম, মুষরে পড়ো না তোমরা। তোমরা হলে ভারতবাসী। তোমাদের ধর্ম খুবই সুখদায়ী। অন্য ধর্মের লোকেরা তো বৈকুন্ঠে আসতে পারে না। এই ভ্রামাও অনাদি চলতে থাকে। কবে হয়েছে, এটা বলা যায় না। এর নো এন্ড(শেষ নেই)। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি- জিওগ্রাফি রিপোর্ট হয়। এটা হলো সন্ধ্যা যুগ, ছোটো যুগ। শিখা (টিকি) হল বরাহ্মণদের। বাবা তোমাদের অর্থাৎ বরাহ্মণদের কে দেবতা বানাচ্ছেন। তাই তোমাদেরকে অবশ্যই বরহ্মার সন্তান হতে হবে। তোমাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় পিতামহের থেকে। যতক্ষণ না নিজেকে বি. কে. না মনে করবে ততক্ষণ উত্তরাধিকার কি করে প্রাপ্ত হবে। তবুও কেউ কিছু না কিছু জ্ঞান শুনলে প্রজা হিসেবে এসে যাবে। আসবে তো অবশ্যই। শিববাবা বরহ্মার দ্বারা বরাহ্মণ, দেবতা, কষত্রিয় ধর্মের স্থাপনা করেন। গীতা ব্যাখ্যা আর কোনো শাস্ত্র নেই। গীতা হলই সর্বোত্তম দৈবী ধর্মের শাস্ত্র, যাতে ৩ ধর্ম স্থাপন হয়। বরাহ্মণও

এখানে হতে হবে। দেবতাও এখানে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-\*

১) প্রত্যেকের সুনিশ্চিত পটিকে জেনে সর্বদা নিশ্চিন্ত থাকতে হবে। বানানো হয়ে আছে, সেটাই আবার হচ্ছে... ডরামার উপর অটল থাকতে হবে।

২) এই ছোটো সজাময়ুগে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। স্মরণের শক্তির দ্বারা খাদ বের করে নিজেকে কড়ি থেকে হীরে তুল্য বানাতে হবে। মিষ্টি বৃক্ষের স্খাপলিংএ যাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

\*বরদানঃ-\*

আশ্চর্যজনক দৃশ্যকে দেখেও পাহাড়কে সর্ষে দানা বানিয়ে দিয়ে সাক্ষীদ্বর্গটা ভব সম্পন্ন হতে গিয়ে অনেক নতুন নতুন বা আশ্চর্যজনক দৃশ্য সম্মুখে আসবে, কিন্তু সেইসব দৃশ্য তোমাকে সাক্ষীদ্বর্গটা বানাবে, অস্থির করবে না। সাক্ষীদ্বর্গটার সিটের উপর বসে দেখতে থাকলে বা নির্ণয় নিতে থাকলে খুব মজা হতে থাকে। ভয় লাগবে না। তুমি তখন অনেক বার দেখা সীন আবার দেখছো। রহস্যযুক্ত, যোগযুক্ত হয়ে বায়ুমন্ডলকে ডবল লাইট বানিয়ে নেবে। পাহাড় সমান পেপারও সর্ষের দানার মতো অনুভূত হবে।

\*স্লেগানঃ-\*

পরিস্থিতির আর্কষণে চলে যাওয়ার পরিবর্তে তাকে সাক্ষী হয়ে খেলার রূপে দেখো।

**"পূজ্য দেব আত্মা হওয়ার উপায় (সাধন) - 'পবিত্রতার শক্তি'"**

আজ রুহানী বহিঃশিখা তাঁর রুহানী বহিঃ-পতঙ্গদেরকে দেখছেন। এক একটি রুহানী বহিঃ-পতঙ্গ তাদের উৎসাহ - উদ্দীপনার ডানায় উড়তে উড়তে এই রুহানী জলসায় পৌঁছে গেছে। এই রুহানী জলসা হল বিচিত্র অলৌকিক জলসা, যাকে রুহানী বাবা জানেন আর রুহানী বাচ্চারা জানে। এই রুহানী আকর্ষণের কাছে মায়ার হরেক প্রকারের আকর্ষণ অতি তুচ্ছ, অসার মনে হয়। এই রুহানী আকর্ষণ সব সময়ের জন্য বর্তমান আর ভবিষ্যৎ অনেক জন্মের জন্য আনন্দিত করে দেওয়ার মতো, অনেক প্রকারের দুঃখ - অশান্তির ঢেউয়ের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে থাকে। সেইজন্য সকল রুহানী বহিঃ-পতঙ্গ এই জলসায় পৌঁছে গেছে।

বাপদাদা সকল বহিঃ-পতঙ্গদেরকে দেখে আনন্দিত হন। সকলের ললাটে পবিত্র স্নেহ, পবিত্র স্নেহের সম্বন্ধ, পবিত্র জীবনের পবিত্র দৃষ্টি - বৃত্তির চিহ্ন গুলি দৃশ্যমান হচ্ছে। সকলের উপরে এই সব পবিত্র চিহ্ন গুলির সিম্বল বা সূচক 'লাইটের মুকুট' ঝলমল করছে। সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব হল - পবিত্রতার চিহ্ন। এই লাইটের মুকুট, যা কিনা প্রতিটি ব্রাহ্মণ আত্মার বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। মহান আত্মা, পরমাত্মা-বহিঃ-পতঙ্গ আত্মা, উচ্চ থেকে উচ্চ আত্মাদের এই রাজমুকুট হল চিহ্ন। তো তোমরা সকলে এই রকম মুকুটধারী হয়েছো? বাপদাদা বা মাতা-পিতা প্রত্যেক বাচ্চাকে জন্ম থেকেই 'পবিত্র - ভব'র বরদান দিয়ে থাকেন। পবিত্রতা নেই তো ব্রাহ্মণ জীবন নেই। আদি স্থাপনা থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত পবিত্রতার উপরেই বিঘ্ন আসছে, কেননা পবিত্রতার ফাউন্ডেশন হল ২১ জন্মের ফাউন্ডেশন। পবিত্রতার প্রাপ্তি তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে উড়তি কলার দিকে সহজেই এগিয়ে যাওয়ার আধার।

যেমন গাওয়া হয়ে থাকে কর্মের 'গহন গতি', তো পবিত্রতার পরিভাষা অতি গুহ্য। পবিত্রতা হল মায়ার অনেক অনেক বিঘ্নের থেকে সুরক্ষার ছত্রছায়া। 'পবিত্রতাকেই সুখ - শান্তির জননী বলা হয়।' যে কোনো প্রকারের অপবিত্রতা দুঃখ বা অশান্তির অনুভব করায়। তো সারাদিনে চেক করো - কোনো সময়ে দুঃখ বা অশান্তির ঢেউ অনুভব হয়? তার বীজ হল অপবিত্রতা। তা সে প্রধান বিকার গুলির কারণেই হোক বা বিকারের সূক্ষ্ম রূপের কারণেই হোক। পবিত্র জীবন অর্থাৎ দুঃখ অশান্তির নাম নিশানও নেই। কোনো কারণে দুঃখের এতটুকুও যদি অনুভব হয়, তবে সম্পূর্ণতার অভাব রয়েছে। পবিত্র জীবন অর্থাৎ বাপদাদার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া বরদানী জীবন। ব্রাহ্মণদের সংকল্পে অথবা মুখে এই শব্দ কখনোই আসা উচিত নয় যে, এই কারণে বা এই ব্যক্তির ব্যবহারের কারণে আমার দুঃখ হয়েছে। কখনো কখনো সাধারণ ভাবে এই শব্দ উচ্চারণও করে ফেলা কিস্তি অনুভবও করবে না। এটা পবিত্র ব্রাহ্মণ জীবনের বোল নয়। ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ প্রতিটি সেকেন্ড সুখময় জীবন। দুঃখের দৃশ্যও যদি হয়, কিন্তু যেখানে পবিত্রতার শক্তি রয়েছে, সেখানে কখনোই দুঃখের দৃশ্য দুঃখের অনুভব করবে না, বরং দুঃখ-হতা সুখ-কর্তা বাবার সমান দুঃখের পরিবেশে দুঃখ ভারাক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে সুখ-শান্তির বরদানী হয়ে সুখ-শান্তির অঞ্জলি দেবে, মাস্টার সুখ-কর্তা হয়ে দুঃখকে রুহানী সুখের পরিবেশে পরিবর্তন করবে। একেই বলা হয় - 'দুঃখ-হতা সুখ-কর্তা'।

সায়েন্সের শক্তি যখন অল্প কালের জন্য কারো দুঃখ কষ্টকে সমাপ্ত করতে সমর্থ হয়, তাহলে পবিত্রতার শক্তি অর্থাৎ সাইলেন্সের শক্তি দুঃখ-কষ্টকে কী সমাপ্ত করতে পারবে না? সায়েন্সের ঔষধীতে অল্প কালের শক্তি যদি থাকে, তবে পবিত্রতার শক্তিতে, পবিত্রতার আশীর্বাদের মধ্যে কত বড়ই না শক্তি রয়েছে। সময় অনুসারে যখন আজকের ব্যক্তি ওষুধের কারণে, কারণে অকারণে বিরক্ত বোধ করবে, অসুখ বিসুখ চরমে গিয়ে পৌঁছাবে, তখন তারা সময় মতো তোমাদের, পবিত্র দেব বা দেবীদের কাছে আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য আসবে যে, আমাদেরকে দুঃখ, অশান্তির থেকে চিরদিনের জন্য মুক্ত করো। পবিত্রতার দৃষ্টি-বৃত্তি সাধারণ শক্তি নয়। যেমন এখন শারীরিক ডাক্তার এবং হাসপাতাল বেড়েই যাচ্ছে, তাও ডাক্তারদের সময়ই নেই, হাসপাতাল গুলিতে স্থানান্তর, রোগীর লাইন লেগেই থাকে। এই রকম এরপর হাসপাতাল বা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার, চিকিৎসা করাবার চেষ্টা করলেও পারবে না। মেজরিটি নিরাশ হয়ে যাবে, তখন কী করবে? যখন চিকিৎসায় নিরাশা আসবে, তখন কোথায় যাবে? তোমাদের কাছেও লাইন লাগবে। এখন যেমন তোমাদের বা বাবার জড় চিত্রের সামনে "ও দয়ালু, দয়া করো" বলে দয়া আশীর্বাদ চায়, তেমনই তোমরা চৈতন্য, পবিত্র, পূজ্য আত্মাদের কাছে "ও পবিত্র দেবীরা বা পবিত্র দেব! আমাদের উপরে দয়া করো" - এই প্রার্থনা করার জন্য আসবে।

আজকাল অল্প কালের সিদ্ধি প্রাপ্তকারীদের কাছে মানুষ, যদি কোনো অলৌকিক চমৎকার হয়ে যায় (এই আশায়) কিম্বা একটু সুখ-শান্তির দয়া নেওয়ার জন্য কত ছোটোছুটি করে ! মনে করে - দূর থেকেও যদি একটু দৃষ্টি পড়ে ! আর তোমরা তো পরমাত্ম - বিধি দ্বারা সিদ্ধি - স্বরূপ হয়েছ।

অল্প কালের জন্য যারা সিদ্ধি প্রাপ্তকারী রয়েছে, সাময়িক কিছু না কিছু পবিত্রতার বিধির দ্বারা তারা সিদ্ধি প্রাপ্ত করে। এটা চিরকাল ধরে চলতে পারবে না। এও গোল্ডেন এজেড আত্মাদের অর্থাৎ লাস্টে উপর থেকে (পরমধাম) আসা আত্মাদেরকে মুক্তিধাম থেকে আসার জন্য এবং ড্রামার নিয়ম অনুসারে, সতোপ্রধান স্টেজ অনুসারে পবিত্রতার ফল স্বরূপ সাময়িক (অল্প কালের জন্য) সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু কিছু সময়ান্তরালেই সতো, রজো, তমো - এই তিন স্টেজ প্রাপ্তকারী আত্মা তারা। সেই কারণে চিরকাল তাদের এই সিদ্ধি থাকে না। পরমাত্ম - বিধির দ্বারা তাদের সিদ্ধি নয়, সেইজন্য কোথাও না কোথাও স্বার্থ বা অহংকারে সেই সিদ্ধি অন্তর্হিত (শেষ) হয়ে যায়। কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মারা হলে সदा সিদ্ধি স্বরূপ, সदा কালের প্রাপ্তি করিয়ে থাকো তোমরা। কেবল চমৎকার দেখানোর দলের নও। অবিনাশী ভাগ্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র বানানোর নিমিত্ত তোমরা। সেইজন্য এই সব লোকেদের প্রতি নির্ভরশীলতা এখন খুব অল্প সময়ের জন্য থাকবে আর শেষ অবধি তোমাদের, পবিত্র আত্মাদের কাছেই সকলে আঁচল পেতে নেওয়ার জন্য আসবে। তো এতখানি সুখ-শান্তির জননী পবিত্র আত্মা হয়েছ তোমরা ? এতটা হওয়ার স্টক জমা করেছ নাকি নিজের জন্যও এখনও পর্যন্ত চেয়েই যাচ্ছ ?

কোনো কোনো বাচ্চারা এখনও সময়ে সময়ে বাবার কাছে প্রার্থনা করতে থাকে যে, এটার জন্য এখন একটু আশীর্বাদ করো। তবে যারা নিজেরাই চাইছে তারা দাতা হবে কীভাবে ? সেইজন্য পবিত্রতার শক্তির মহানতাকে জেনে পবিত্র অর্থাৎ পূজ্য দেব আত্মা এখন থেকেই হও। এমন নয় যে, অন্তিম সময়ে হয়ে যাবে। এ হল দীর্ঘ দিনের জমা হওয়া শক্তি, যেটা অন্তিম সময়ে কাজে আসবে। তাহলে বুঝতে পেরেছো, পবিত্রতার গূহ্য গতি কী ? সदा সুখ - শান্তির জননী আত্মা - এটাই হল পবিত্রতার গূহ্যতা ! সাধারণ কথা নয় এটা ! ব্রহ্মচারী থাকে, পবিত্র হয়ে গেছে। কিন্তু পবিত্রতা জননী - সংকল্পে হোক কিম্বা বৃত্তিতে, বায়ুমন্ডলে, বাণীতে, সম্পর্কে - সুখ-শান্তির জননী হওয়া - একেই বলা হয় - 'পবিত্র আত্মা'। তো কতখানি হতে পেরেছো - এটা নিজেকে নিজে চেক করো। আচ্ছা।

আজ অনেকে চলে এসেছে। যেমন জলের বাঁধ ভেঙে যায়, তেমন এখানে নিয়মের বাঁধ ভেঙে চলে এসেছে। তবুও নিয়ম মেনে চলার লাভ অনেক। যারা নিয়ম মেনে আসে, তারা পায়ও বেশী আর যারা ঢেউয়ের তোড়ে চলে আসে, সেই হিসেবে সেই রকমই মিলবে তাই না ! তবুও দেখো, বন্ধনমুক্ত বাপদাদাও তো বন্ধনেই আসেন, তাই না ! স্নেহের বন্ধন যে ! স্নেহের সাথে সাথে সময়েরও বাঁধন রয়েছে। শরীরেরও কিছুটা বন্ধন রয়েছে। কিন্তু বন্ধন যেহেতু ভালোবাসার, সেইজন্য বন্ধনে থেকেও স্বাধীন। বাপদাদা তো বলবেন - ঠিক আছে এসেছো ভালো কথা, নিজের বাড়িতে পৌঁছে গেছো। আচ্ছা।

চতুর্দিকের সকল পরম পবিত্র আত্মাদেরকে, সदा সুখ - শান্তির জননী পবিত্র আত্মাদেরকে, সदा পবিত্রতার শক্তির দ্বারা অনেক আত্মাদেরকে দুঃখ কষ্টের থেকে মুক্তকারী দেব আত্মাদেরকে, সदा পরমাত্ম - বিধির দ্বারা সিদ্ধি - স্বরূপ আত্মাদেরকে বাপদাদার স্নেহ সম্পন্ন স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

হোস্টেলের কুমারীদের প্রতি - (ইন্দোর গ্রুপ) -

তোমরা সবাই পবিত্র মহান আত্মা তাই না ! আজকাল যাদের মহাত্মা বলা হয় তাদের থেকেও তোমরা অনেক গুণ শ্রেষ্ঠ। পবিত্র কুমারীদের সदा পূজন হয়ে থাকে। তো তোমরা সবাই পবিত্র, পূজ্য সदा শুদ্ধ আত্মা, তাই না ! কোনো অশুদ্ধি নেই তো ? সর্বদা নিজেদের মধ্যে একমত, স্নেহী, সহযোগী হয়ে থাকা আত্মা তোমরা, তাই না ? সংস্কারের মিলন করতে পারো তোমরা তাই না ? কেননা সংস্কারের মিলন ঘটানো - এটাই হল মহানতা। সংস্কারের কোনো রকম বিরোধ যাতে না হয়, বরং সর্বদা সংস্কার মিলনের রাস করতে থাকো। খুব ভালো ভাগ্য পেয়েছো তোমরা - ছোট অবস্থা থেকেই মহান হয়ে গেছো ! সব সময় মনে খুশী থাকে তো ? কখনো কেউ মনে মনে কাঁদো না তো ? নির্মোহী হয়েছো ? কখনো লৌকিক পরিবারের কথা মনে হয় ? উভয় পঠন-পাঠনেই তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ তো ? দুটো পড়াতেই সदा এক নম্বরে থাকতে হবে। বাবা যেমন ওয়ান, তেমনি বাচ্চারাও নম্বর ওয়ানে। সবার থেকে নম্বর ওয়ান - এমন বাচ্চারাই সব সময় বাবার প্রিয়। বুঝতে পেরেছো ? আচ্ছা।

পার্টীদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার -

সর্বদা নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান মনে করো ? ঘরে বসে ভাগ্য বিধাতার দ্বারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্য পেয়ে গেছো। ঘরে বসেই ভাগ্য মিলে যাওয়া - এটা কতখানি খুশীর ব্যাপার ! অবিনাশী বাবা, অবিনাশী প্রাপ্তি করান। তো অবিনাশী অর্থাৎ সদা, কখনো কখনো নয়। তো ভাগ্যকে দেখে সদা খুশী থাকো ? সব সময় ভাগ্য আর ভাগ্য বিধাতা - দুটোই যেন স্বতঃতই স্মরণে থাকে । সদা, 'বাঃ, আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য !' - এই গীতই গাইতে থাকো। এ হল মনের সঙ্গীত। এই গান যত গাইবে ততই সদাই উড়তি কলার অনুভব করতে থাকবে। সমগ্র কল্পে এমন ভাগ্য প্রাপ্ত করবার সময়ই হল এটা। সেইজন্য স্লোগানও হল - 'এখন নয় তো কখনো নয়।' যা কিছু শ্রেষ্ঠ কর্মই করার তা এখনই করতে হবে। সব কাজে সব সময় এটাই স্মরণে রাখো, 'এখন নয় তো কখনোই নয়।' যার স্মৃতিতে এটা থাকে, সে কখনোই সময়, সংকল্প বা কর্ম ওয়েস্ট (নষ্ট) হতে দেবে না। সদা জমা করতে থাকবে। বিকর্ম করার তো প্রশ্নই নেই। কিন্তু ব্যর্থ কর্মও ধোঁকা দিয়ে দেয়। তো প্রতিটি সেকেন্ডের প্রতিটি সংকল্পের মহত্বকে তোমরা জানো তো ? জমার খাতা যেন সব সময় ভর্তি হতে থাকে। যদি প্রতিটি সেকেন্ড বা প্রতিটি সংকল্প শ্রেষ্ঠ জমা করতে থাকো, ব্যর্থ নষ্ট না করো, তবে ২১ জন্মের জন্য নিজের খাতা শ্রেষ্ঠ বানিয়ে নিতে পারবে। তো যতটা জমা করবার প্রয়োজন, ততটা করছো ? যতটা জমা করার দরকার, ততটা করছো ? এই বিষয়ে আরও বেশি করে আন্ডারলাইন করো - 'এক সেকেন্ডও, সংকল্পও যেন ব্যর্থ না যায়।' ব্যর্থ সমাপ্ত হয়ে গেলে তখন সদা সমর্থ হয়ে যাবে। আচ্ছা। অন্ধপ্রদেশে দারিদ্র্য খুব বেশী না ! আর তোমরা এই কয়জনই মাত্র বিত্তবান ? চারিদিকে দারিদ্র্যতা বেড়েই যাচ্ছে আর সেখানে তোমাদের বিত্ত বেড়েই যাচ্ছে। কেননা জ্ঞান - ধন আসতে থাকলে এই স্থূল ধনও স্বতঃতই অন্তত ডাল ভাত (রুটি) মিলেই যায়। কোনো ব্রাহ্মণ কি অভুক্ত থাকে ? তাই স্থূল ধনের দারিদ্র্যও সমাপ্ত হয়ে যায়, কেননা তোমরা সুবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে যাও যে। কাজকর্ম করে নিজের আর পরিবারের ভরণপোষণ করবার মতো বুদ্ধি এসেই যায়। সেইজন্য ডবল বিত্ত লাভের পথ খুলে যায় যে। শরীর ও মন উভয়ই ভালো থাকে। ডাল রুটি তো সহজেই পেয়ে যাচ্ছ তাই না ! ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী হওয়ার ফলে রয়্যালও হয়ে গেছো, বিত্তবানও হয়ে গেছো আর অনেক জন্ম মালামালও থাকবে। আগে যেমন চলতে ফিরতে, থাকতে, পোশাক আশাক পড়তে.... তার থেকে এখন কতো রয়্যাল হয়ে গেছো ! এখন সব সময়ই স্বচ্ছ ভাবে থাকো। পূর্বে হয়ত ময়লা পোশাকও পরে থাকবে। এখন ভিতরে বাইরে দুইই দিকেই স্বচ্ছ হয়ে গেছো। তো ব্রহ্মাকুমার হওয়াতে কত লাভ হয়ে গেছে, তাই না ! সব বদলে যায়, পরিবর্তন হয়ে যায় । আগেকার চেহারা আর ধীশক্তি দেখো আর এখনকারও দেখো, কতখানি তফাৎ তা বুঝে যাবে। এখন আধ্যাত্মিকতার (রুহানীয়ৎ) দীপ্তি এসে গেছে। সেইজন্য চেহারাও বদলে গেছে। তাই সদা এই রকম খুশীতে নাচতে থাকো।

ডবল বিদেশি ভাই বোনদের প্রতি -

ডবল বিদেশি তোমরা ? এমনিতে তো সকল ব্রাহ্মণ আত্মাই হল এই ভারত ভূমির। অনেক জন্ম তোমরা ভারতবাসী থেকেছো। এ তো সেবার জন্য নানান স্থানে গিয়ে পৌঁছেছো। সেইজন্যই এই লক্ষণই দেখতে পাওয়া যায় যে, ভারতে আসার সাথে সাথেই অর্থাৎ মধুবন ভূমিতে বা ব্রাহ্মণ পরিবারে আসার সাথে সাথেই বড়ই আপন মনে হয়। যদিও বিদেশী আত্মারা, তারা যত নিকট আত্মীয়ই হোক না কেন, নিকট সম্বন্ধেরই হোক না কেন, এখানে আত্মাদের যেমন আপন ভাব অনুভূত হয়, তেমনটি অনুভূত হবে না। যত নিকটের আত্মা হবে তত বেশী করে আপন অনুভূত হবে। ভাবতে হবে না যে, আমি ছিলাম বা আমি হতে পারি। প্রতিটি স্থূল বস্তুও অত্যন্ত প্রিয় মনে হবে। যেমন কোনো নিজের জিনিস যেন। নিজের জিনিস সব সময়ই ভালো লাগে। তো এগুলো হল লক্ষণ। বাপদাদা দেখছেন যে, দূরে থেকেও তোমরা সব সময়ই কাছের। সমগ্র পরিবার তোমাদেরকে এইরকম শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবানের নজরে দেখে থাকে। আচ্ছা।

**\*বরদান:-\*** যুদ্ধে ভীত বা পিছু হটে যাওয়ার পরিবর্তে বাবার সাথে দ্বারা সদা বিজয়ী ভব সেনা বাহিনীতে যারা যুদ্ধ করে, সেই সব যোদ্ধাদের স্লোগান হল হেরে যাওয়া বা পিছু হটে যাওয়া হল কাপুরুষতা। যোদ্ধা অর্থাৎ হয় মরো নয় মারো। তোমরাও হলে রুহানী যোদ্ধা, ভয় পেয়ে পিছু হটার দলের নও। সদা এগিয়ে গিয়ে বিজয়ী হওয়ার দলের। এমন কখনোই ভাবে না যে, কত আর যুদ্ধ করবো, এ তো সারা জীবনের ব্যাপার। কিন্তু ৫ হাজার বছরের প্রালঙ্কের হিসাবে এ তো সেকেন্ডের ব্যাপার। কেবল বিশাল বুদ্ধি হয়ে অসীমের হিসাবে দেখো আর বাবার স্মরণ বা সাথে অনুভূতির দ্বারা বিজয়ী হও।

**\*স্লোগান:-\*** সদা আশা আর বিশ্বাসের আধারে বিজয়ী হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- শ্রীমতানুযায়ী কল্যাণকারী হতে হবে, সকলকে সুখের পথ বলে দিতে হবে"

\*প্রশ্ন:- যেকোনো প্রকারের গাফিলতি হওয়ার মুখ্য কারণ কী ?

\*উত্তর:- দেহ-অভিমান। দেহ-অভিমানের কারণেই বাচ্চাদের অনেক ভুল হয়ে যায়। তারা সার্ভিসও করতে পারে না। তার দ্বারা এমন কর্ম হয়ে যায় যারফলে সকলেই তাকে ঘৃণা করে। বাবা বলেন -- বাচ্চা, আত্ম-অভিমानी হও। কোনো নিন্দনীয় বা অনুচিত কার্য করো না। ক্ষীরখন্ড হয়ে অর্থাৎ মিলেমিশে সেবার ভাল-ভাল পরিকল্পনা করো। মুরলী শুনে তা ধারণ করো, এতে বেপরোয়া হয়ো না।

\*গীত:- ছেড়ে দাও আকাশ সিংহাসন/ধরনীর মাঝে তুমি এসো হে.....

ওম্ শান্তি । আত্মা-রূপী সন্তানদের উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক পিতার শ্রীমত। এখন আমি সমস্ত সেন্টারের বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলছি। এখন যে ত্রিমূর্তি, গোলক, বৃক্ষ, সিঁড়ি, লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র আর কৃষ্ণের চিত্র রয়েছে -- এই ৬টি চিত্রই হলো মুখ্য। এ যেন সম্পূর্ণ প্রদর্শনী, এরমধ্যেই সবকিছুর সারাংশ চলে আসে। যেমন নাটকের বিজ্ঞাপনের জন্য হোর্ডিং তৈরী করা হয়। তা কখনো বৃষ্টি ইত্যাদিতে নষ্ট হয় না। এইভাবে মুখ্য-মুখ্য এই চিত্রগুলিও তৈরী করা উচিত। বাচ্চারা শ্রীমত অনুযায়ী আধ্যাত্মিক সার্ভিস বৃদ্ধি করার জন্য, ভারতের মানুষদের কল্যাণ সাধনের জন্য। তারা গানও করে -- কল্যাণকারী হলেন অসীম জগতের পিতা তাহলে অবশ্যই অকল্যাণকারীও কেউ আছে। যে কারণে বাবাকে এসে পুনরায় কল্যাণসাধন করতে হয়। আত্মিক বাচ্চারা অর্থাৎ যাদের কল্যাণ হচ্ছে, তারা এই কথাগুলোকে বুঝতে পারে। যেমন আমাদের কল্যাণ হয়েছে, আমরা তাহলে অন্যদেরও কল্যাণ করবো। যেমন বাবারও চিন্তন চলে যে কিভাবে কল্যাণ করবো। যুক্তি বলে দিতে থাকেন। ৬ বাই ৯ সাইজের কাগজে এই চিত্র তৈরী করা উচিত। দিল্লীর মতন শহরে সর্বদাই মানুষ আসে। যেখানে সরকারী সমাবেশ(গভর্নমেন্টের অ্যাসেম্বলী) ইত্যাদি হয়। সচিবালয়ের (সেক্রেটারিয়েট) দিকে অনেক লোক আসে, সেখানে এই চিত্র রাখা উচিত। অনেকের কল্যাণার্থে বাবা মত দেন। এরকম টিনের উপরেও চিত্র তৈরী করা যেতে পারে। দেহী-অভিমानी হয়ে বাবার সার্ভিস করতে হবে। বাবা রায় দেন -- এই চিত্র হিন্দী এবং ইংরেজীতে তৈরী করা উচিত। এই ৬টি চিত্র যেন মুখ্য-মুখ্য স্থানে লাগিয়ে দেওয়া হয়। যদি এইরকম মুখ্য-মুখ্য স্থানে লাগিয়ে দেওয়া যায় তবে তোমাদের কাছে শত-শতজন বুঝতে আসবে। কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে দেহ-অভিমানের কারণে অনেক ভুল হয়ে যায়। এ'রকম যেন কেউ মনে না করে যে, আমি পাঙ্কা(সম্পূর্ণ) দেহী-অভিমानी। ভুল তো অনেক হয়, সত্যি বলে না। বোঝানো হয় যে -- এরকম ভুল কার্য করো না যা কারোর মধ্যে খারাপ, ঘৃণার মনোভাব নিয়ে আসে যে এরমধ্যে দেহ-অভিমান রয়েছে। তোমরা সর্বক্ষণ যুদ্ধের ময়দানে রয়েছে। এখানে তো যুদ্ধ ১০-২০ বছর পর্যন্ত চলে। কিন্তু মায়ার সঙ্গে তোমাদের শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে। কিন্তু তা গুপ্ত, যা কেউই জানতে পারে না। গীতায় যে মহাভারতের লড়াই রয়েছে, তা শরীরী (লড়াই) দেখানো হয়েছে। কিন্তু এ হলো আত্মিক (লড়াই)। পান্ডবদের আত্মিক যুদ্ধ। সেই শারীরিক যুদ্ধ যা হলো পরমপিতা পরমাত্মার থেকে বিপরীত বুদ্ধির। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কুলভূষণদের হলো প্রীত-বুদ্ধি। তোমরা আর সকল সঙ্গ পরিত্যাগ করে একের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেছে। অনেকবার দেহ-অভিমানে আসার কারণে ভুলে গিয়ে নিজের পদ ভ্রষ্ট করে দেয়। পুনরায় অন্তে অনেক পশ্চাতাপ করতে হবে। কিছু করতে পারবে না। এ হলো প্রতি কল্পের চুক্তি। এইসময় কোনো অনুচিত কার্য করলে তখন কল্প-কল্পান্তরের জন্য পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। বাবা বলেন -- পূর্বে তোমরা ১০০ শতাংশ লোকসানের মধ্যে ছিলে। এখন বাবা ১০০ শতাংশ লাভজনক অবস্থায় নিয়ে যান। তাই শ্রীমতানুসারে চলতে হবে। প্রত্যেক বাচ্চাকে কল্যাণকারী হতে হবে। সকলকে সুখের পথ বলে দিতে হবে। সুখ তো রয়েছেই স্বর্গে, নরকে রয়েছে দুঃখ। কেন ? এটা হলো বিকারী দুনিয়া। ওটা হলো নির্বিকারী, এখন বিকারী হয়ে গেছে। পুনরায় বাবা নির্বিকারী করে দেন। এ'সমস্ত কথা দুনিয়ায় কেউই জানে না। তাহলে প্রধান-প্রধান এই চিত্রগুলি কোনো স্থায়ী জায়গায় লাগানো উচিত। প্রথম মুখ্য স্থান হলো দিল্লী, দ্বিতীয় বোম্বে(মুম্বই) আর কলকাতা। কাউকে অর্ডার দিলে কাগজের উপর বানিয়ে দিতে পারে। আগ্রাতেও অনেকে ভ্রমণ করতে যায়। বাচ্চারা অত্যন্ত ভাল সার্ভিস করছে আরো কিছু কার্য করে দেখাক। এই চিত্র তৈরী করতে কোনো অসুবিধা নেই। শুধু অভিজ্ঞতা(অনুভব) চাই। ভাল বড় চিত্র হোক যাতে কেউ যেন দূর থেকেও পড়তে পারে। গোলকও(ড্রামা হইল) বড় করে তৈরী হতে পারে। সাবধানে রাখতে হবে, যাতে কেউ নষ্ট করে দিতে না পারে। যজ্ঞে অসুরেরা বিঘ্ন সৃষ্টি করে কারণ এসব হলো নতুন কথা। তারা বলে -- তোমরা দোকান(ব্যবসা) খুলে বসেছো। শেষে সকলেই বুঝবে পারবে যে আমরা অধঃপতনে গেছি, তাহলে অবশ্যই কিছু খামতি আছে। বাবা-ই হলেন

একমাত্র কল্যাণকারী। তিনিই বলতে পারেন যে ভারতের কল্যাণ কিভাবে আর কবে হয়েছে। ভারতকে তমোপ্রধান কে করে, পুনরায় সতোপ্রধান কে করে। এই চক্র কিভাবে আবর্তিত হয়, কেউ জানে না। সঙ্গমযুগকেও জানে না। মনে করে, ভগবান যুগে-যুগে আসেন। কখনো বলে ভগবান নাম, রূপের উর্ধ্বে। ভারত প্রাচীন স্বর্গ ছিল। এও বলে যে থ্রাইস্টের জন্মের ৩ হাজার বছর পূর্বে দেবতাদের রাজ্য ছিল, পরে আবার কল্পের আয়ু দীর্ঘ করে দিয়েছে, তবে তো বাচ্চাদের দেহী-অভিমানী হতে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হবে। অর্ধেককল্প সত্যযুগ আর ত্রেতায় তোমরা আত্ম-অভিমানী ছিলে কিন্তু পরমাত্ম-অভিমানী ছিলে না। এখানে তো তোমরা পুনরায় দেহ-অভিমানী হয়ে পড়েছো। আবার দেহী-অভিমানী হতে হবে। 'যাত্রা'- শব্দটিও রয়েছে, কিন্তু অর্থ বোঝে না। "মন্মথনাভব"-র অর্থ হলো আত্মিক যাত্রায় থাকো। হে আত্মগেরা, আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। কৃষ্ণ তো এভাবে বলতে পারে না। তিনি গীতার ভগবান কিভাবে হতে পারেন। ওঁনার উপরে কেউ কলঙ্ক লাগাতে পারে না। এও বাবা বুঝিয়েছেন যে, সিঁড়িতে যখন নামে তখন অর্ধেককল্প কামচিড়ায় বসে কালো হয়ে যায়। এখন হলোই আয়রন এজ (লৌহযুগ)। ওঁনার(কৃষ্ণের) সম্প্রদায় কালোই হবে। কিন্তু সকলের রূপ শ্যামবর্ণের কিভাবে তৈরী করা যেতে পারে। চিত্রাদি যা কিছু তৈরী করেছে তা সবই অবুঝের মতন। ওঁনাকেই শ্যাম, পরে আবার সুন্দর বলা... তা কিভাবে হতে পারে। এদের বলা-ই হয় অন্ধশ্রদ্ধায় পুতুল-পূজনকারী। পুতুলের নাম-রূপ, পেশা ইত্যাদি থাকতে পারে না। তোমরাও প্রথমে পুতুলের পূজা করতে, তাই না! অর্থ কিছুই বুঝতে না। তাই বাবা বুঝিয়েছেন -- প্রদর্শনীর চিত্রই প্রধান হোক। কমিটি গঠিত হোক যারা প্রদর্শনীর পর প্রদর্শনী করতে থাকবে। বন্ধনমুক্ত তো অনেকেই। কন্যারা বন্ধনমুক্ত। বাণপ্রস্তুও বন্ধনমুক্ত। তাহলে বাচ্চাদের (বাবার) ডায়রেকশনকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এরা হলো গুপ্ত পান্ডব। কারোরই চেনা-পরিচিতির মধ্যে আসতে পারে না। বাবাও গুপ্ত, জ্ঞানও গুপ্ত। ওখানে মানুষ মানুষকে জ্ঞানদান করে। এখানে পিতা পরমাত্মা জ্ঞান প্রদান করেন আত্মাদের। কিন্তু এটা বোঝে না যে, আত্মা জ্ঞান গ্রহণ করে কারণ তারা তো আত্মাকে অলিপ্ত(নির্লেপ) বলে দিয়েছে। বাস্তবে আত্মাই সর্বকিছু করে। আত্মা পুনর্জন্ম নেয় কর্ম অনুসারে। বাবা এইসমস্ত পয়েন্টস্ ভালভাবে বুঝিতে চেষ্টা দেয়। সব সেন্টারেই নস্বরের অনুক্রমে দেহী-অভিমানী রয়েছে। যারা ভালভাবে বোঝে এবং পুনরায় বুঝিয়েও দেয়। দেহ-অভিমানী না কিছু বোঝে, না কিছু বোঝাতে পারে। আমি কিছু বুঝি না, এটাও দেহ-অভিমান। আরে! তোমরা তো আত্মা। বাবা তো আত্মাদেরকেই বসে-বসে বোঝান। মস্তিষ্ক(বুদ্ধি) খুলে যাওয়া উচিত। ভাগ্যে না থাকলে তখন খোলে না। বাবা প্রচেষ্টা করান কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে তখন পুরুষার্থও করে না। অতি সহজ, অক্ষ(বাবা) আর বে-কে (উত্তরাধিকার) বুঝতে হবে। অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তোমরা ভারতবাসীরা সকলেই গড-গডেজ ছিলে। প্রজাও এরকমই ছিল। এইসময় পতিত হয়ে পড়েছে। কত বোঝানো হয়। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমি তোমাদের দেবী-দেবতা(গড-গডেজ) করেছিলাম। এখন তোমরা কি হয়ে গেছো। এ হলো কুস্টীপাক নরক (পুরাণ বর্ণিত ভয়ানক নরক)। বিষয় বৈতরণী নদীতে মানুষ, পশু, পাখী ইত্যাদি সবই একইরকমের দেখতে লাগে। এখানে তো মানুষ আরো খারাপ হয়ে গেছে। মানুষের মধ্যে ক্রোধও কত। লক্ষ-লক্ষ-কে মেরে দেয়। যে ভারত বৈশ্যালয় হয়ে গেছে পুনরায় তাকে শিববাবাই শিবালয়ে পরিনত করেন। বাবা কত ভালভাবে বোঝান। ডায়রেকশন দেন এমন-এমনভাবে করো। চিত্র তৈরী করো। তারপর বড়-বড়(গণ্যমান্য ব্যক্তি) যেসকল মানুষেরা রয়েছে তাদের বোঝাও। এ হলো প্রাচীন যোগ, প্রাচীন জ্ঞান সকলের শোনা উচিত। হল বুক করে প্রদর্শনী করতে হবে। তাদের তো পয়সাদি কিছু নেওয়া উচিত নয়। তবুও যদি সঠিক মনে করো তাহলে ভাড়া নাও। তোমরা চিত্র তো দেখো, চিত্র দেখলে তখন আবার তৎক্ষণাৎ পয়সা ফেরৎ দিয়ে দেবে। কেবল যুক্তি সহকারে বোঝানো উচিত। অথরিটি(কতৃষ্ণ) তো হাতে থাকে, তাই না! চাইলে সবকিছুই করতে পারে। ওরা কি বুঝতে পারে নাকি, না পারে না কারণ বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি তাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। পান্ডবেরা তো ভবিষ্যতে পদ প্রাপ্ত করেছে। তাহলেও রাজ্য পরে ভবিষ্যতে প্রাপ্ত করবে। তা এখনই হবে নাকি! এই ঘর-বাড়ী ইত্যাদি সব শেষ হয়ে যাবে। বাবা এখন বোঝান যে, প্রদর্শনীও করা উচিত। অত্যন্ত ভালভাবে কার্ডের মাধ্যমে নিমন্ত্রণ করতে হবে। প্রথমে তোমরা বড়দের(গণ্যমান্যদের) বোঝাও তাহলে তারা সহায়তাও করবে। কেবল শুয়ে থাকবে না। অনেক বাচ্চারা দেহ-অভিমানের কারণে শুয়ে থাকে। কমিটি তৈরী করে ফ্রীথন্ড হয়ে অর্থাৎ মিলেমিশে প্ল্যান তৈরী করা উচিত। এছাড়া মুরলী না পড়লে ধারণা হবে কিভাবে? এইরকম অনেক দায়িত্বজ্ঞানহীনও (বেপরোয়া) রয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\***

১) দেহী-অভিমানী হয়ে সার্ভিসের বিভিন্ন রকমের যুক্তি বের করতে হবে। পরস্পর মিলেমিশে সার্ভিস করতে হবে। যেমন

বাবা কল্যাণকারী তেমনই কল্যাণকারী হতে হবে।

২) প্রীত-বুদ্ধি হয়ে, আর সকল সঙ্গ পরিত্যাগ করে একের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। এমন কোনো অনুচিত কার্য করা উচিত নয় যার ফলস্বরূপ কল্প-কল্পান্তরের জন্য ক্ষতি হয়ে যায়।

**\*বরদান:-\*** সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় থেকে চড়তি (উত্তরণ) কলার অনুভবকারী মহাবীর ভব মহাবীর বাম্বারা প্রতিটি সেকেন্ডে, প্রতিটি সঙ্কল্পে চড়তি কলার অনুভব করে। তাদের চড়তি কলায় সকলের ভালো অর্থাৎ কল্যাণের নিমিত্ত হয়ে যায় তারা। তাদের থেমে যাওয়া বা ক্লান্তির অনুভূতি হয় না, তারা ক্লান্তিহীন, সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর থাকে। যারা থেমে যায় তাদের ঘোড়-সওয়ার, যারা ক্লান্ত হয়ে যায় তাদের পেয়াদা আর যারা সর্বদাই চলতে থাকে তাদের মহাবীর বলা হয়। মায়ার কোনো প্রকারেরই রূপে অর্থাৎ প্রলোভনে তাদের চক্ষু নিমজ্জিত (ডুববে) হবে না।

**\*স্লোগান:-\*** শক্তিশালী সে-ই, যে নিজের সাধনার দ্বারা যখন ইচ্ছে শীতল-স্বরূপ এবং যখন ইচ্ছে জ্বালা-স্বরূপ (অগ্নি) ধারণ করতে পারে।

-- মাতেশ্বরীজী-র অমূল্য মহাবাক্য --

"আত্মা কখনও পরমাত্মার অংশ হতে পারে না" :-

অনেক মানুষ এই রকম মনে করে, আমরা অর্থাৎ আত্মারা পরমাত্মার অংশ, এখন অংশ তো বলা হয় টুকরোকে। একদিকে বলা হয় পরমাত্মা অনাদি এবং অবিনাশী। তাহলে এমন অবিনাশী পরমাত্মা টুকরো কিভাবে হতে পারে! কিভাবে পরমাত্মাকে ছেদন করা যেতে পারে! আত্মাই অজড়, অমর, তাহলে অবশ্যই আত্মার জন্মদাতাও অমর হবে। এরকম অমর পরমাত্মাকে টুকরো করে দেওয়া অর্থাৎ পরমাত্মাকেও বিনাশ করে দেওয়া কিন্তু আমরা তো জানি যে, আত্মা পরমাত্মার সন্তান। তাহলে আমরা অবশ্যই তাঁর বংশজ অর্থাৎ অবশ্যই সন্তান তিনি তাহলে অংশ বা টুকরো কিভাবে হতে পারেন? সেইজন্য পরমাত্মার মহাবাক্য হলো যে -- বাছা, আমি তো অবিনাশী, আগ্রত-জ্যোতি, আমি প্রদীপ, আমি কখনো নিভে যাই না। আর সব মানুষের আত্ম-দীপ জাগরিতও হয় আবার নিভেও যায়। তাদের সকলকে জাগরিত করি তো আমিই কারণ লাইট এবং মাইট প্রদান করি তো আমিই। এছাড়া আমার অর্থাৎ পরমাত্মার লাইট আর আত্মার লাইটের মধ্যে এতখানি পার্থক্য তো অবশ্যই রয়েছে। যেমন বাম্ব, কোনটা বেশী পাওয়ারের, কোনটা কম পাওয়ারের, তেমনই আত্মাও কোনোটা অধিক শক্তিসম্পন্ন, কোনোটা স্বল্প শক্তিসম্পন্ন হয়। তাছাড়া পরমাত্মার শক্তি কখনও কম-বেশী হয় না। তবেই তো পরমাত্মার উদ্দেশ্যে বলা হয় যে পরমাত্মা সর্বশক্তিমান অর্থাৎ সকল আত্মাদের থেকে ওঁনার মধ্যে শক্তি অধিকমাত্রায় রয়েছে। তিনিই সৃষ্টির অন্তে আসেন, যদি কেউ মনে করে যে তিনি সৃষ্টির মধ্যবর্তী সময়ে আসেন অর্থাৎ যুগে যুগে আসেন তার অর্থ পরমাত্মা (ড্রামার) মাঝেই চলে এসেছেন তাহলে আবার পরমাত্মা সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ হলেন কিভাবে! কেউ যদি বলে পরমাত্মা যুগে যুগে আসেন, তবে কী এটাই মনে করা হবে যে পরমাত্মা প্রতিমুহূর্তে নিজের শক্তি প্রয়োগ করেন। এরকম সর্বশক্তিমানের শক্তি এতখানি পর্যন্তই রয়েছে, যদি মধ্যভাগেই নিজের শক্তির থেকে সকলকে শক্তি বা সঙ্গতি দিয়ে দেন তবে তো ওঁনার সেই শক্তি কয়েম থাকা উচিত তাহলে (মানুষের) দুর্গতি হয় কেন? তাহলে এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, পরমাত্মা যুগে যুগে আসেন না অর্থাৎ মাঝে-মাঝে (প্রতি কল্পের সঙ্গমে) আসেন না। তিনি আসেন কল্পের অন্তিমসময়ে আর একবারেই নিজের শক্তির দ্বারা সকলের সঙ্গতি করেন। পরমাত্মা যখন এত বড় সেবা করেছেন তাই তো ওঁনার স্মৃতি-স্মারকরূপে বড় শিবলিঙ্গ তৈরী করা হয় আর এত পূজা করা হয়, তাহলে অবশ্যই পরমাত্মা সত্যও, চৈতন্যও আর আনন্দস্বরূপও। আচ্ছা -- ওম শান্তি।

"মিস্তি বাচ্চারা - চুপ থাকাও অনেক বড় গুণ, তোমরা চুপ থেকে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তাহলে অনেক উপার্জন জমা করতে পারবে"

\*প্রশ্নঃ - কোন্ বাণী (কথা) কর্ম সন্ধ্যাসকে সিদ্ধ করে, যেই বাণী তোমরা বলতে পারো না ?

\*উত্তরঃ - ড্রামাতে থাকলে করে নেবো --- বাবা বলেন, এ তো কর্ম সন্ধ্যাস হয়ে গেলো । তোমাদের তো অবশ্যই কর্ম করতে হবে । বিনা পরিশ্রমে (পুরুষার্থ) জল পাওয়াও সম্ভব নয়, তাই ড্রামা বলে ছেড়ে দেওয়া যাবে না । নতুন রাজধানীতে উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে হলে খুব পুরুষার্থ করো ।

ওম্ শান্তি । সবার প্রথমে বাচ্চাদের সাবধান করা হয় যে, বাবাকে স্মরণ করো আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো । "মন্মনাভব" । এই শব্দও ব্যাসদেব লিখেছিলেন । বাবা তো সংস্কৃততে বোঝাননি । বাবা তো হিন্দীতেই বোঝান । তিনি বাচ্চাদের বলেন যে, বাবাকে আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো । এ হলো নতুন কথা । এ হলো সহজ শব্দ যে - হে বাচ্চারা, তোমরা তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো । লৌকিক বাবা এমন বলবেন না যে, হে বাচ্চারা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো । এ হলো নতুন কথা । বাবা বলেন - হে বাচ্চারা, তোমরা তোমাদের নিরাকার বাবাকে স্মরণ করো । বাচ্চারা এও বুঝতে পারে যে, আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের সজ্ঞো কথা বলেন । প্রতি মুহূর্তে বাচ্চাদের বলা যে, বাবাকে স্মরণ করো, এ শোভা দেয় না, যেহেতু বাচ্চারা জানে যে, আমাদের দায়িত্ব হলো আত্মিক বাবাকে স্মরণ করা, তাহলেই আমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । বাচ্চাদের নিরন্তর এই স্মরণ করার প্রয়াস করা উচিত । এই সময় কেউই নিরন্তর স্মরণ করতে পারে না, এতে সময় লাগে । এই বাবা বলেন, আমিও নিরন্তর স্মরণ করতে পারি না । ওই অবস্থা পরের দিকে হবে । বাচ্চারা তোমাদের প্রথম পুরুষার্থ হিসাবে বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় । এ হলো ভারতবাসীদের কথা । এই দৈবী রাজধানীর স্থাপনা হয়, আর যারা ধর্ম স্থাপন করে, তাতে কোনো অসুবিধা হয় না, এর পিছনে পিছনে আসতে থাকে । এখানে যাঁরা দেবী - দেবতা ধর্মের, তাঁদের জ্ঞানের দ্বারা উত্থান করাতে হয় । এতে পরিশ্রম লাগে । গীতা, ভাগবত শাস্ত্রের একথা নেই যে, বাবা সজম যুগে এসে রাজধানী স্থাপন করেন । গীতাতে লেখা আছে যে, পান্ডবরা পাহাড়ে চলে গিয়েছিলো, প্রলয় হয়েছিলো....ইত্যাদি ইত্যাদি । বাস্তবে এমন কিছুই তো হয় নি তোমরা এখন ২১ জন্মের জন্ম পড়ছো । অন্যান্য স্কুলে এখানকার জন্মই পড়ানো হয় । সাধু - সন্ত ইত্যাদি যাঁরাই আছেন, তাঁরা ভবিষ্যতের জন্মই পড়ান, কেননা তাঁরা মনে করেন, আমরা শরীর ত্যাগ করে মুক্তিধামে চলে যাবো, ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাবো আত্মা পরমাত্মার সাথে মিশে যাবে । তাহলে সেও হলো ভবিষ্যতের জন্ম, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্ম পড়ান একমাত্র এই আধ্যাত্মিক পিতা । দ্বিতীয় আর কেউই নয় । এমন মহিমাও আছে যে, সকলের সদগতিদাতা একজনই । ওদের সে'গুলো অযর্থার্থ হয়ে যায় । এই বাবাই এসে বোঝান । তারাও সাধনা করে, কিন্তু ব্রহ্মতে লীন হওয়ার সাধনা হলো অযর্থার্থ । কেউই তো লীন হবে না । ব্রহ্ম হল মহাতত্ত্ব, কোনো ভগবান নয় । এ সবই হলো ভুল । মিথ্যাখন্ডে সব মিথ্যাবাদীরা থাকে । সৎযথন্ডে থাকে সৎযবাদীরা । তোমরা জানো যে, ভারতেই সৎযথন্ড ছিলো, এখন তা মিথ্যাখন্ড । বাবাও ভারতেই আসেন । মানুষ শিব জয়ন্তী পালন করে, কিন্তু এ কথা জানেই না যে, শিব এসেই ভারতকে সৎযথন্ড বানিয়েছিলেন । ওরা মনে করে তিনি আসেনই না । তিনি নাম - রূপ থেকে পৃথক । কেবল মহিমা গাওয়া হয় পতিত পাবন, জ্ঞানের সাগর । তাই এমনিই তোতারপাখির মতো বলে দেয় । বাবা এসেই বোঝান । মানুষ কৃষ্ণ জয়ন্তী পালন করে । গীতা জয়ন্তীও পালন করে । বলা হয়, কৃষ্ণ এসে গীতা শুনিয়েছিলেন । শিব জয়ন্তী সম্বন্ধে কেউই জানে না যে, শিব এসে কি করেছিলেন । আসবেনই বা কিভাবে ? যখন বলা হয়, তিনি নাম - রূপ থেকে পৃথক । বাবা বলেন, আমিও বসে বাচ্চাদের বোঝাই, তারপর এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায় । বাবা নিজেই বলেন যে, আমি এসে ভারতকে আবারও স্বর্গ বানাই । কেউ তো পতিত পাবন হবেন, তাই না । মুখ্য হলো ভারতের কথা । ভারতই পতিত । ভারতেই পতিত পাবনকে ডাকা হয় । মানুষ নিজেই বলে - বিশ্বে শয়তানের রাজত্ব চলছে । মানুষ বোম্ব ইত্যাদি বানাতে থাকে । এতে বিনাশ হয় । মানুষ এ'সব তৈরী করছে, যেন তারা রাবণের থেকে স্পেরণা পেয়েছে । রাবণের রাজ্য কবে শেষ হবে ? ভারতবাসী বলবে, যখন কৃষ্ণ আসবেন । তোমরা বোঝাও যে, এখন শিববাবা এসেছেন । তিনিই হলেন সকলের সদগতিদাতা । বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো । এই শব্দ দ্বিতীয় আর কেউই বলতে পারে না । বাবাই বলেন, আমাকে স্মরণ করলে খাদ দূর হবে । তোমরা সতাপ্রধান ছিলে । এখন তোমাদের আত্মায় খাদ জমা হয়েছে । এই খাদ স্মরণের দ্বারাই দূর হবে, একে স্মরণের যাত্ৰা বলা হয় । আমিই হলাম পতিত পাবন । আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । একে যোগ অগ্নি বলা হয় । সোনাকে আগুনে দিয়ে তার থেকে খাদ বের করা হয় । আবার সোনাতে খাদ মেশানোর জন্মও তা আবার আগুনে দিতে হয় । বাবা বলেন, সেটা হলো কাম চিতা । আর এ হলো জ্ঞান চিতা । এই যোগ অগ্নির দ্বারা খাদ দূর হবে আর তোমরা কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে । কৃষ্ণ জয়ন্তীতে কৃষ্ণের আরাধনা করা হয় । তোমরা জানো যে, কৃষ্ণও বাবার থেকে উত্তরাধিকার পায় । কৃষ্ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন । বাবা কৃষ্ণকে এই পদ প্রাপ্ত করিয়েছেন । রাধা - কৃষ্ণই আবার লক্ষ্মী - নারায়ণ হয় । রাধা - কৃষ্ণের জন্মদিন পালন করা হয় । লক্ষ্মী - নারায়ণের কথা কেউই জানে না । মানুষ সম্পূর্ণ দ্বিধাপ্রসূত হয়ে গেছে । বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো, তাই তোমাদের অন্যদেরও বোঝাতে হবে । প্রথম-প্রথম জিজ্ঞেস করতে হবে যে, গীতাতে

যা বলা আছে - মামেকম ( আমাকে ) স্মরণ করো, এই কথা কে বলেছেন ? ওরা মনে করে কৃষ্ণ বলেছেন । তোমরা জানো যে, ভগবান নিরাকার । তাঁর থেকেই উচ্চ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত পাওয়া যায় । উঁচুর থেকে উঁচু হলেন পরমপিতা পরমাৎমাই । তাঁর মতই অবশ্যই শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ হবে । সেই একের স্রীমতেই সকলেরই সদগতি হয় । বরহমা - বিষ্ণু - শঙ্করকেও গীতার ভগবান বলা যাবে না । ওরা আবার শরীরধারী স্রীকৃষ্ণকেই ভগবান বলে দেয় । এতে সিদ্ধ হয় যে, কোথাও অবশ্যই ভুল আছে । তোমরা বুঝতে পারো, মানুষের এ অনেক বড় ভুল । রাজযোগ তো বাবাই শিখিয়েছেন, তিনিই হলেন পতিত - পাবন । যতো বড় - বড় ভ্রান্তি আছে, তার উপর জোর দিতে হবে । এক তো ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা, দ্বিতীয় আবার, কৃষ্ণকে গীতার ভগবান বলা, কল্প লাখ বছরের বলে দেওয়া - এ অনেক বড় ভুল । কল্প লাখ বছরের হাতেই পারে না । পরমাৎমা সর্বব্যাপী হতে পারেন না । বলা হয়, তিনি অনুপ্রেরণার দ্বারা সবকিছু করেন, কিন্তু তা নয় । অনুপ্রেরণার দ্বারা তো পবিত্র করতেই পারবেন না । সে তো বাবা সম্মুখে বসে বোঝান যে, মামেকম ( আমাকে ) স্মরণ করো । অনুপ্রেরণা শব্দ হলো ভুল । যদিও বলা হয় শঙ্করের প্রেরণায় বোম্ব ইত্যাদি তৈরী হয়, কিন্তু এটা ভ্রামাতেই সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ আছে । এই যজ্ঞ থেকেই বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো । প্রেরণা দেওয়া হয়নি । ওসব তো বিনাশের কারণে নিমিত্ত হয়েছো । সবই ভ্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । এ হলো সম্পূর্ণ শিববাবার পটি । এর পরে আবার পটি আছে বরহমা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের । বরহমা বরাহমণের রচনা করেন । তাঁরাই আবার বিষ্ণুপুরীর মালিক হয় । তারপর ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করে তোমরা এসে বরহমাবংশী হয়েছো । লক্ষ্মী - নারায়ণ আবার এসে বরহমা - সরস্বতী তৈরী হয় । এও বোঝানো হয়েছে যে, এনার দ্বারা দত্তক নেওয়া হয়, তাই এনাকে বড় মাম্মা বলা হয় । তিনি নিমিত্ত হয়েছিলেন । কলস মাতাদেরই দেওয়া হয় । সবথেকে বড় বীণা সরস্বতীকে দেওয়া হয়েছে । তিনি সবথেকে তীক্ষ্ণ । বাকি বাজনা ইত্যাদি কিছুই নয় । সরস্বতীর জ্ঞান মুরলী তীক্ষ্ণ ছিলো । তাঁর সুন্দর মহিমা ছিলো । অনেক নামই তো দেওয়া হয়েছে । দেবীদের পূজা করা হয় । তোমরা এখন জানো যে, আমরাই এখানে পূজ্য হই তারপর পূজারী হয়ে নিজেদেরই পূজো করবো । এখন আমরা বরাহমণ, এরপর আমরাই পূজ্য দেবী - দেবতা হবো, যথা রাজা - রানী তথা প্রজা । দেবীদের মধ্যে যাঁরা উচ্চ পদ লাভ করেন, তাঁদের মন্দিরও অনেক তৈরী হয়, যাঁরা ভালোভাবে পড়ে এবং পড়ায় তাঁদের নামও অনেক উজ্জ্বল হয় । তাই তোমরা এখন জানো যে, পূজ্য এবং পূজারী আমরাই হই । শিববাবা তো সদাই পূজ্য । যাঁরা সূর্যবংশী দেবী - দেবতা ছিলেন, তাঁরাই পূজারী তারপর ভক্ত তৈরী হয় । তুমিই পূজ্য এবং তুমিই পূজারী, এই সিঁড়ি খুব ভালোভাবে বোঝান । চিত্র ছাড়াও তোমরা কাউকে বোঝাতে পারো । যারা শিখে নেয়, তাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে । ৮৪ জন্মের সিঁড়ি ভারতবাসীরাই উত্তরণ আর অবতরণ করে । ভারতবাসীরাই ৮৪ জন্ম । আমরাই পূজ্য ছিলাম আবার পূজারী হয়েছি । 'আমিই সেই.... সেই আমি'... এর অর্থও তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝেছো । আৎমাই পরমাৎমা, এ হতে পারে না । বাবা 'আমিই সেই আর সেই আমি' এর অর্থ বুঝিয়ে বলেছেন । আমরাই সেই দেবতা থেকে কষত্রিয় হয়েছি । 'আমিই সেই'... এর কোনো দ্বিতীয় অর্থ নেই । পূজ্য, পূজারী ভারতবাসীরাই হয়, অন্য ধর্মে কেউই পূজ্য পূজারী হয় না । তোমরাই সূর্যবংশী তারপর চন্দ্রবংশী হও । তোমরা কতো ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো । আমরাই সেই দেবী - দেবতা ছিলাম । আমরা আত্মারা নির্বাণধামে থাকি । এই চক্র ঘুরতে থাকে । দুঃখ যখন সামনে আসে তখনই বাবাকে স্মরণ করে । বাবা বলেন, আমি দুঃখের সময় এসে সৃষ্টিকে পরিবর্তন করি । এমন নয় যে নতুন সৃষ্টি রচনা করি । তা নয়, আমি পুরানোকে নতুন করতে আসি । বাবা সজামেই আসেন । এখন নতুন দুনিয়া তৈরী হচ্ছে । পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । এ হলো অসীম জগতের কথা ।

তোমরা তৈরী হয়ে গেলে সম্পূর্ণ রাজধানীও তৈরী হয়ে যাবে । কল্প - কল্প যারা যেই পদ পেয়েছিলেন, সেই অনুসারে পুরুষাথ চলতে থাকে । এমন নয় যে, ভ্রামাতে যে পুরুষাথ করেছিলো, তাই হবে । তোমাদের পুরুষাথ করতে হয়, তারপর বলা হয়, কল্প পূর্বেও এমন পুরুষাথই করেছিলো । সবসময় পুরুষাথকেই বড় করে রাখা হয় প্রালব্ধকে ধরে বসে যেও না । পুরুষাথ ছাড়া প্রালব্ধ লাভ সম্ভব নয় । পুরুষাথ ছাড়া জল পানও করতে পারবে না । কর্ম সম্মাস অর্থ হলো ভুল । বাবা বলেন যে, তোমরা গৃহস্থ জীবনেও থাকো । বাবা তো সবাইকে এখানে বসিয়ে দেবেন না । শরণাগতির গায়ন আছে । ভাটিটি করা হতো কারণ ওদের বিরক্ত করা হতো । তখন এসে বাবার কাছে শরণ নিয়েছিলো । শরণ তো দিতে হয়েছিলো, তাই না । শরণ তো এক পরমপিতা পরমাৎমারই নেওয়া হয় । গুরু আদিদের শরণ নেওয়া যায় না । যখন অনেক দুঃখ হয়, তখনই দুঃখে জর্জরিত হয়ে এসে শরণ নেয় । গুরুদের কাছে কেউই জর্জরিত হয়ে যায় না । ওখানে তো এমনিই যায় তোমরা রাবণের দ্বারা অনেক দুঃখ পেয়েছো । এখন রাম এসেছেন তোমাদের রাবণের থেকে মুক্ত করতে । তিনি তোমাদের শরণে নেন । তোমরা বলো, বাবা আমরা আপনার । গৃহস্থ জীবনে থেকেও তোমরা শিববাবার শরণ নিয়েছো । তোমরা বলো, বাবা আমরা আপনার মতেই চলবো ।

বাবা স্রীমৎ দান করেন -- তোমরা গৃহস্থ জীবনে থেকে আমাকে স্মরণ করো, আর সকলকে স্মরণ করা ছেড়ে দাও । আমার স্মরণেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, এখানে শরণ নেওয়ার কোনো কথা নেই । সবকিছুই এই স্মরণের উপর নির্ভর করে । বাবা ছাড়া আর কেউই এমনভাবে বোঝাতে পারে না । বাচ্চারা বুঝতে পারে, বাবার কাছে এতো লাখ - লাখ কিভাবে এসে থাকবে । প্রজারা তো নিজের ঘরেই থাকে, রাজার কাছে তো থাকেই না । তাই তোমাদের কেবল বলা হয়, এককেই স্মরণ করো । বাবা আমরা আপনার । আপনিই আমাদের এক সেকেন্ডে সদগতির উত্তরাধিকার দেন । আমাদের রাজযোগ শিখিয়ে রাজার রাজা করেন । বাবা বলেন, যারা পূর্ব কল্পে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিয়েছিলো, তারা এসেই আবার নেবে । শেষ পর্যন্ত সবাইকে এসে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে । এখন তোমরা পতিত হওয়ার কারণে নিজেদের দেবতা বলতে পারো না । বাবা সব কথাই বুঝিয়ে বলেন । তিনি বলেন - আমার নয়নের মণি রত্ন, তোমরা

যখন সৎযুগে আসো, তখন তোমরা ০১ - ০১ - ০১ থেকে রাজত্ব করো । অন্যদের রাজত্ব তো যখন লাখ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তখন শুরু হয় । তোমাদের লড়াই - ঝগড়া করার কোনো দরকার নেই । তোমরা যোগবলের দ্বারা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো । তোমরা চুপচাপ থেকে কেবল বাবাকে এবং তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো । এর পরের দিকে তোমরা মৌন হয়ে যাবে তখন এই চিত্র ইত্যাদি কোনো কাজে আসবে না । তোমরা সচেতন হয়ে যাবে । বাবা বলেন - তোমরা কেবল আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । এখন করো বা না করো, তোমাদের ইচ্ছা । কোনো দেহধারীর নাম - রূপে আটকে যেও না । বাবাকে যদি স্মরণ করো তাহলে তোমাদের অন্ত মতি তেমন গতি হয়ে যাবে । যারা সম্পূর্ণ পাস করবে তারাই রাজত্ব পাবে । সবকিছুই এই স্মরণের যাত্রার উপর নির্ভর করে । ভবিষ্যতে অনেক নতুন বাচ্চাও এগিয়ে যাবে । আচ্ছা ।

মিস্টি - মিস্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

\*ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-\*

১ ) কোনো দেহধারীর নাম - রূপে আটকে যেও না । এক বাবার স্রীমতে চলে সঙ্গতি লাভ করতে হবে । মৌন থাকতে হবে ।

২ ) ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্ম নিজে খুব ভালোভাবে পড়তে হবে এবং অন্যদেরও পড়াতে হবে । পড়লে এবং পড়ালেই নাম উজ্জ্বল হবে ।

\*বরদানঃ-\*

নিজের স্ব স্বরূপ এবং স্বদেশের স্বমানে স্থিত থেকে মাস্টার উদ্ভারকতা ভব  
আজকালকার পরিবেশে প্রতিটি আত্মা কোনো না কোনো বিষয়ের বন্ধনের বশীভূত । কেউ শরীরের দুঃখের বশীভূত, কেউ সম্বন্ধের, কেউ ইচ্ছার, কেউ নিজের দুঃখদায়ী স্বভাব - সংস্কারের, কেউ প্রভু প্রাপ্তি না মেলার কারণে, ঈশ্বরকে ডাকা চিৎকার করে, এই দুঃখের বশীভূত...এমন দুঃখ - অশান্তির বশীভূত আত্মারা নিজেদের উদ্ভার করতে চায়, তাই তাদের দুঃখময় জীবন থেকে উদ্ভার করার জন্ম নিজের স্ব - স্বরূপ আর স্বদেশের স্বমানে স্থির থেকে, দয়ালু হয়ে মাস্টার উদ্ভারকতা হও ।

\*স্লেগানঃ-\*

সদা অচল - অটল থাকার জন্ম একরস স্থিতির আসনে বিরাজমান থাকো ।

"মিস্তি বাচ্চারা - তোমাদের ঘর-পরিবারে থেকেই কমল পুষ্পের মতো পবিত্র হতে হবে, এক বাবার শ্রীমতেই চলতে হবে, কোনো রকম ডিসসাবিস করা উচিত নয়"

\*প্রশ্নঃ - কোন বাচ্চাদের মায়া সজোরে ঘুসি মারে ? সবচেয়ে বড় লক্ষ্য কোনটি ?

\*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা দেহ-অভিমাণে থাকে তাদেরকে মায়া সজোরে ঘুসি মারে, নাম-রূপেও ফেঁসে যায়। দেহ-অভিমাণ আসলেই থাপ্পড় পড়ে, এর ফলে পদভ্রষ্টও হয়ে যায়। দেহ-অভিমাণ ত্যাগ করাই হলো বড় লক্ষ্য। বাবা বলেন বাচ্চারা দেহী-অভিমাত্রী হও। যেমন বাবা ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট, নিরহঙ্কারী, তেমনই নিরহঙ্কারী হও।

\*গীতঃ- না, সে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনছে। বাচ্চারা বলে আমরা বাবার ছিলাম আর বাবাও আমাদের ছিল, যখন মূলবতনে ছিলাম। বাচ্চারা তোমরা জ্ঞান তো খুব ভালো ভাবেই পেয়েছ। তোমরা জান আমরাই চক্র ঘুরিয়ে আসছি, আবার ওঁনার হয়েছি। উনি এসেছেন রাজযোগ শিখিয়ে আমাদের স্বর্গের মালিক করে তুলতে। কল্প পূর্বের মতোই তিনি এসেছেন। এখন বাবা বলছেন বাচ্চারা, আমার বাচ্চা হওয়ার পর মধুবনে বসে থেকো না। তোমরা নিজেদের ঘর-পরিবারে থেকে কমল পুষ্পের মতো পবিত্র থাকো। কমল পুষ্প জলের মধ্যে থেকেও জল থেকে উপরে থাকে। তার মধ্যে জল লাগে না। বাবা বলেন তোমাদের ঘরেই থাকতে হবে শুধু পবিত্র হতে হবে। এটা তোমাদের অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম। সমস্ত মানুষকে আমি পবিত্র করে তুলতে এসেছি। পতিত-পাবন, সঙ্গতি দাতা একজনই। উনি ছাড়া আর কেউ পবিত্র করে তুলতে পারে না। তোমরা জান অধিকল্প ধরে আমরা সিঁড়ি বেয়ে নিচেই নেমে এসেছি। ৮৪ জন্ম তোমাদের অবশ্যই সম্পূর্ণ করতে হবে আর এই ৮৪ চক্র সম্পূর্ণ করে যখন তোমরা জরাজীর্ণ অবস্থায় পরিণত হও তখনই আমাকে আসতে হয়। এর মাঝখানে আর কেউ পতিত থেকে পাবন করে তুলতে পারে না। কেউ-ই না বাবাকে জানে, না রচনাকে জানে। ড্রামা অনুসারে সবাইকেই কলিযুগে পতিত তোমাদের হতেই হবে। বাবাই এসে সবাইকে পবিত্র করে শান্তি ধামে নিয়ে যান। তোমরা বাবার কাছ থেকে সুখধামের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে থাক। সৎযুগে কোনো দুঃখ নেই। তোমরা এখন বেঁচে থাকতেই বাবার হয়েছ। বাবা বলেন তোমাদের ঘর-পরিবারেই থাকতে হবে। বাবা কখনোই কাউকে বলতে পারেন না যে ঘর-পরিবার ত্যাগ কর। তা নয়। তোমরা ঈশ্বরীয় সেবাথে নিজেরাই ছেড়ে এসেছ। কিছু বাচ্চা আছে যারা ঘর-পরিবারে থেকেও ঈশ্বরীয় সাভিস করে থাকে, কাউকে ছাড়ানো হয় না। বাবা কাউকেই ছাড়ান না। তোমরা তো নিজেরাই সাভিস করতে বেড়িয়ে পড়েছ। বাবা কাউকে ছাড়ান না। তোমাদের লৌকিক পিতা বিবাহ করার কথা বলে। তোমরা কর না, কেননা তোমরা জান যে মৃত্যুলোকের এখন অন্তিম সময়। বিয়ে করলে সব নষ্ট হয়ে যাবে পবিত্র কিভাবে হবে? বরং আমরা ভারতকে স্বর্গ বানাবার কাজেই লেগে যাই। বাচ্চারা চায় যে রাম রাজ্য হোক। আহ্বান করে তাইনা- হে পতিত-পাবন সীতা রাম। হে রাম তুমি এসে ভারতকে স্বর্গ বানাও। ডাকে কিন্তু কিছুই জানে না। সন্ন্যাসীরা বলে থাকে এই সময়ের সুখ কাক বিষ্ঠার মতো। এখানে কোনো সুখ নেই। বলে কিন্তু কারো বুদ্ধিতেই কোনও ধারণা নেই। বাবা কি দুঃখ দেওয়ার জন্ম এই সৃষ্টি রচনা করেন? বাবা বলেন তোমরা কি ভুলে গেছ — স্বর্গে দুঃখের চিহ্ন মাত্র থাকেনা, সেখানে কংস ইত্যাদি কোথা থেকে আসবে।

অসীম জগতের পিতা যা বলেন সেই মতে চলতে হবে। নিজের মতে চললে ধবংস ডেকে আনবে। আশ্চর্যবৎ শুনন্তি (অবাক হয়ে শুনবে), কথন্তি (সবাইকে শোনাবে) তারপর ভাগন্তী বা টেরটর (বিশ্বাসঘাতক) হয়ে যাবে। কত ডিসসাবিস করে থাকে। তারপর তাদের কি হবে? হীরে তুল্য জীবন তৈরী করার পরিবর্তে কড়ি তুল্য জীবন গড়ে তোলে। শেষে গিয়ে তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হবে। এমন চাল-চলনের জন্ম এই পদ পেতে চলেছি। তোমাদের এখন কোনো পাপ করা উচিত নয় কেননা তোমরা পুণ্য আত্মা হচ্ছ। পাপের জন্ম শতগুণ সাজা বৃদ্ধি পাবে। যদিও স্বর্গে যাবে কিন্তু পদ নিম্মমানের হবে। এখানে তোমরা রাজযোগ শিখতে আস তারপর প্রজা হয়ে যাও। পদের কত তফাত হয়ে যায় না! এও বোঝান হয়েছে — যজ্ঞেও কিছু দিয়ে তারপর ফিরিয়ে নিলে চন্দাল হয়ে জন্ম নিতে হবে। কিছু বাচ্চার চালচলন এমনই হয় যার জন্ম পদ কম হয়ে যায়।

বাবা বোঝান, এমন কর্ম ক'রো না যাতে রাজা-রাণীর পরিবর্তে প্রজার মধ্যেও পদ কম পাও। যজ্ঞেও স্বাহা করে চলে গেলে কি তৈরী হবে? বাবা এও বোঝান বাচ্চারা, কোনও বিকর্ম ক'রনা, নাহলে শতগুণ সাজা খেতে হবে। তবে কেন কষতি ডেকে আনছ। এখানে (মধুবন) না থেকেও যারা ঘর-পরিবারে থেকেই সাভিস করে তারাও উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে। এমন অনেক গরিব আছে যারা ৮ আনা বা একটাকা পাঠিয়ে দেয় আর কেউ যদি হাজার টাকাও দিয়ে থাকে তবুও গরিবরাই উচ্চ পদ পাবে, কেননা ওরা কোনও পাপ কর্ম করেনা। পাপ করলে শতগুণ সাজা বৃদ্ধি পাবে। তোমাদের পুণ্য আত্মা হয়ে সবাইকে সুখ দিতে হবে। দুঃখ দিলে টরাইবয়ুনাল (বিচারসভা) বসবে। সাক্ষাৎকার হবে যে তুমি

এই করেছ, এখন সাজা খাও, সেইসাথে পদও ভরস্ট হয়ে যাবে। সব শুনেও কিছু বাচ্চা উল্টো আচরণ করে থাকে। বাবা বলেন, সবসময় কষীরখন্ড হয়ে থাকো। যদি নোনা জলের মতো থাকো তবে প্রচুর ডিসসাবিস করবে। কারো নাম-রূপে মোহিত হয়ে পড়া এটাও ঘোরতর পাপ। মায়া ঠিক হুঁদরের মতো, সে ফুঁ দিয়ে তারপর কামড়ায় এবং রক্তপাত হয় তোমরা বুঝতেও পারনা। মায়া তোমাদের রক্তাক্ত করে তোলে। এমনই কর্ম করিয়ে দেয় যে বোঝাই যায় না। ৫ বিকার মাথা মুড়িয়ে দেয়। বাবা তো সাবধানে করবেন, তাইনা। এমন যেন না হয় বিচারসভার সামনে বললে আমাদের তো সাবধান করা হয়নি। তোমরা জান ঈশ্বর তোমাদের পড়াচ্ছেন। তিনি স্বয়ং কতটা নিরহঙ্কারী, তিনি এটাও বলেন আমি ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। কিছু-কিছু বাচ্চাদের মধ্যে কত অহঙ্কার থাকে। বাবার হয়েও এমনই সব কর্ম করে যে জিজ্ঞাসা না করাই ভালো। এর চেয়ে যারা গৃহস্থ পরিবারে থাকে তারা অনেক উঁচুতে উঠতে পারে। দেহ-অভিমান এলেই মায়া সজোরে ঘুসি মারে। দেহ-অভিমান ব্যাগ করাই হলো সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। দেহ-অভিমানে এলেই থাপ্পড় এসে পড়বে। সুতরাং কেন দেহ-অভিমানে আসা যেখানে পদ ভরস্ট হয়ে যায়। এমনটা যেন না হয় যে ওখানে গিয়ে ঝাড়ু দিতে হবে। কেউ যদি বাবাকে এখন জিজ্ঞাসা করে তো বাবা বলতে পারবে। নিজেও বুঝতে পারা যায় যে আমি কতখানি সেবা করি। আমি কতজনকে সুখ দিয়েছি। বাবা মাশ্বা সবাইকে কত সুখ প্রদান করেন। কত খুশি হয়। বাবা (ব্রহ্মা বাবা) বোম্বেতে জ্ঞানের নৃত্য পরিবেশন করতেন, সেখানে অনেক চাতক ছিল, তাই না! বাবা বলেন, অনেক চাতকের (আগ্রহী) সামনে জ্ঞানের নৃত্য করতাম আর তাতে খুব ভালো-ভালো পয়েন্টস বেরিয়ে আসত। চাতকরাই নিজেদের আগ্রহে সেরে সব টেনে আনত। তোমাদেরও এমন হতে হবে, তবেই তো ফলো করবে। শ্রীমতে চলতে হবে যদি নিজের মতে চলে পিতাকে অপমান করে তবে প্রচুর কষতি হয়ে যাবে। বাবা তোমাদের বিচক্ষণ করে তুলছেন। ভারত স্বর্গ ছিল এটা তো কেউ বোঝাই না। ভারতের মতো পবিত্র কোনো দেশ নেই। ওরা বলে থাকে কিন্তু জানেনা যে আমরা ভারতবাসীরাই স্বর্গে ছিলাম, যেখানে অগাধ সুখ ছিল। গুরু নানক ভগবানের মহিমা করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি এসে মধ্যে জমে থাকা পুতিগন্ধময় কাপড় (আত্মা) ধুয়ে দেন। যাঁর মহিমায় বলা হয়েছে এক ওঁঙ্কার....। শিবলিঙ্গের পরিবর্তে অকালতথত নামকরণ করা হয়েছে। বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ সৃষ্টির রহস্য বুঝিয়ে বলেন। বাচ্চারা, একটাও পাপ ক'রো না, নয়ত শতগুণ সাজা খেতে হবে। আমার নিন্দা করলে পদ ভরস্ট হবে। অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। নিজের জীবনকে হীরে তুল্য করে তোল, না হলে অনেক অনুশোচনা হবে। যা কিছু ভুল করেছ তার জন্ম অন্তর্মন দগ্ধ হবে। তবে কি কল্পে-কল্পে এমনই কর্ম করবে যার জন্ম পদ নিচে নেমে যাবে? বাবা বলেন, মাতা-পিতাকে অনুসরণ করতে হলে সত্যতার সাথে সাভিস কর। নয়তো মায়া কোথাও না কোথা থেকে ঢুকে পড়বে। সেন্টারের হেডকেও (প্রধান) সম্পূর্ণ নিরহঙ্কারী হতে হবে। বাবাকে দেখ কেমন নিরহঙ্কারী। কিছু কিছু বাচ্চা অন্যদের কাছ থেকে সাভিস নেয়। বাবা নিরহঙ্কারী, কখনও কারো প্রতি রাগ প্রকাশ করেন না। বাচ্চারা যদি অবুঝ হয় বাবা তাদের বুঝিয়ে থাকেন। তোমরা কি করছ অসীম জগতের পিতা জানেন। সব বাচ্চারা এক সমান বাধ্য হয়না, অবাধ্যও হয়। বাবা বোঝান। অসংখ্য বাচ্চা। বৃষ্টি পেতে পেতে হাজার হয়ে যাবে। সুতরাং বাবা বাচ্চাদের সাবধান করে থাকেন। কোনো ভুল ক'রো না। এখানে যখন পতিত থেকে পবিত্র হতে এসেছ কোনও পতিত কর্ম ক'রো না। না নাম-রূপে ফাঁসা উচিত, না দেহ-অভিমানে আসা উচিত। দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। শ্রীমত অনুসারে চলতে থাকো। মায়া ভীষণ প্রবল। বাবা সবকিছুই বুঝিয়ে বলেছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঙ্গনার আত্মা বৃপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-\*

১) বাবার মতো নিরহঙ্কারী হতে হবে। কারো সেবা নেওয়া উচিত নয়। কাউকে দুঃখ দেবে না। এমন কোনও পাপ কর্ম যেন না হয়, যার জন্ম সাজা খেতে হবে। নিজেদের মধ্যে কষীরখন্ড হয়ে থাকতে হবে।

২) একমাংর বাবার শ্রীমতেই চলতে হবে, নিজের মতে নয়।

\*বরদানঃ-\*

— দিব্য বুদ্ধির বিমানের দ্বারা বিশ্বের পরিচর্যারত মাস্টার রচয়িতা ভব যার বুদ্ধি যতটা দিব্য, দিব্যতার আধারে তার স্পীড ততটাই তীব্র। সুতরাং দিব্য বুদ্ধির বিমানের দ্বারা এক সেকেন্ডে স্পন্টরূপে বিশ্ব পরিক্রমা করে সমস্ত আত্মাদের দেখা-শোনা কর। তাদের সন্তুষ্ট প্রদান কর। তোমরা যত চক্রবর্তী হয়ে পরিক্রমা করবে, ততই চতুর্দিক থেকে আওয়াজ আসবে যে আমরাও জ্যোতি দেখেছি, চলন্ত ফরিস্তা দেখেছি। এর জন্ম নিজের কল্যাণের সাথে সাথে বিশ্ব কল্যাণকারী মাস্টার রচয়িতা হও।

\*স্লেগানঃ-\*

- মাস্টার দাতা হয়ে অনেক আত্মাদের প্রাপ্তির অনুভব করানোই ব্রহ্মা বাবার সমকক্ষ হয়ে ওঠা।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য :

১) ঈশ্বর সর্ববাপী যে নেই তার প্রমাণ কী? শিরোমণি গীতায় ভগবানুবাচ, যেখানে জয় আমিও সেখানে থাকি এটাই পরমাৎমার মহাবাক্য। পর্বতগুলোর মধ্যে যে হিমালয় পর্বত, তার মধ্যে আমি আছি আর সাপের মধ্যে কালীয়নাগকে দেখানো হয়েছে, সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে পরমাৎমা যদি সব সাপেদের মধ্যে শুধুমাত্র কালীয়নাগের মধ্যেই অবস্থান করেন, তবে তো তিনি সব সাপেদের মধ্যে বিরাজ করেন না। যদি পরমাৎমা সর্বোচ্চ পর্বতে বিরাজ করেন তবে তো নীচু পর্বতমালায় তিনি থাকেন না। এবং বলা হয় যেখানে বিজয় সেখানেই জন্ম অর্থাৎ তিনি পরাজিত হন না। এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে পরমাৎমা সর্ববাপী নন। একদিকে এমন বলা হয় আবার অন্যদিকে বলা হয় পরমাৎমা অনেক রূপে আসেন, যেমন পরমাৎমাকে ২৪ অবতার রূপে দেখানো হয়েছে। বলা হয় কচ্ছপ, কুমির ইত্যাদি সমস্ত রূপে পরমাৎমা বিরাজ করেন। এ হলো তাদের মিথ্যে জ্ঞান, এভাবেই পরমাৎমাকে সর্বত্র আছেন ভেবে বসে আছে, যখন এই সময় কলিযুগে সর্বত্র মায়ার বিস্তার। সুতরাং পরমাৎমা সর্বত্র কীভাবে থাকতে পারেন? গীতাতেও উল্লেখ আছে, আমি মায়ার মধ্যে বিরাজ করিনা। এতে এটাই প্রমাণ হয় যে ঈশ্বর সর্ববাপী নন।

২) নিরাকার দুনিয়া :- আত্মা আর পরমাৎমার নিবাস স্থান :—

আমরা জানি যখন আমরা নিরাকার দুনিয়া বলে থাকি এর অর্থ এই নয় যে তার কোনো আকার নেই। নিরাকার দুনিয়া বলি যখন, নিশ্চয়ই কোনো দুনিয়া আছে, কিন্তু স্থূল সৃষ্টির মতো তার আকার নয়। যেমন পরমাৎমা নিরাকার কিন্তু তাঁর নিজের সূক্ষ্ম রূপ অবশ্যই আছে। সুতরাং আমরা আত্মা আর পরমাৎমার ধাম (ঘর) নিরাকার দুনিয়া। যখন আমরা দুনিয়া শব্দটি বলি, এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে সেটাও একটা দুনিয়া যেখানে আত্মারা থাকে, তবেই তো দুনিয়া বলা হয়। দুনিয়ার মানুষ মনে করে পরমাৎমার রূপ অখন্ড জ্যোতি তৎৎব। ওটা হলো পরমাৎমার থাকার ঠিকানা, যাকে রিটার্ডাড হোম বলা হয়। সুতরাং আমরা পরমাৎমার ঘরকে পরমাৎমা বলতে পারিনা।

দ্বিতীয় হলো আকারী দুনিয়া, যেখানে বরহমা, বিষ্ণু, শঙ্কর দেবতারা আকার রূপে বিরাজ করেন আর এটা হলো সাকার দুনিয়া, যার দুটি ভাগ আছে — এক হলো নিবিকারী স্বর্গের দুনিয়া যেখানে অর্ধকল্প সর্বদা সুখ, পবিত্রতা আর শান্তি বিরাজ করে। দ্বিতীয় হলো বিকারপ্রসূত কলিযুগের দুঃখ অশান্তির দুনিয়া। এখন এই দুনিয়ার কথা কেন বলা হয়? কেননা মানুষ বলে স্বর্গ আর নরক দুই-ই পরমাৎমার দ্বারা রচিত। এর উদ্দেশ্যে পরমাৎমার মহাবাক্য - বাচ্চারা, আমি কোনো দুঃখের দুনিয়া রচনা করিনি আমি সুখের দুনিয়া রচনা করি। এখন এই যে দুঃখ আর অশান্তির দুনিয়া সেটা মানুষ আত্মারা নিজেদের আর পরমাৎমাকে ভুলে যাওয়ার জন্ম নিজেদের হিসেব-নিকেশ ভুগে চলেছে। এমনটা নয় যে, যে সময় সুখ আর পুণ্যের দুনিয়া রচিত হয় সেখানে কোনও সৃষ্টি চলে না। তবে হয়, যখন আমরা বলি ওখানে দেবতাদের নিবাস স্থান ছিল, সেখানেও প্রবৃত্তি চলত কিন্তু বিকারপ্রসূত প্যারাদাইস ছিল না, যার জন্ম সেখানে কর্ম বন্ধন ছিল না। ঐ দুনিয়াকে কর্ম বন্ধনহীন স্বর্গের দুনিয়া বলা হয়। সুতরাং এক হলো নিরাকার দুনিয়া, দ্বিতীয় হলো আকারী দুনিয়া, তৃতীয় হলো সাকার দুনিয়া। আচ্ছা — ওম্ শান্তি।

(বিশেষ শিবজয়ন্তী নিমিত্ত)

**\*প্রশ্ন:-** বাবা বাচ্চাদেরকে সঙ্গমে সৃষ্টির সমাচার শোনান, সত্যযুগে নয়, কেন ?**\*উত্তর:-** কারণ সত্যযুগ হলই আদি কাল, সেই সময় সম্পূর্ণ সৃষ্টির খবরাখবর অর্থাৎ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান কীভাবে বলবেন, যতক্ষণ সার্কুল রিপোর্ট না হচ্ছে ততক্ষণ খবরটি দেবেন কীভাবে। সঙ্গমেই তোমরা বাচ্চারা বাবার দ্বারা সম্পূর্ণ সমাচার প্রাপ্ত কর। তোমরাই জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত কর।

ওম্ শান্তি । আজ হল ত্রিমূর্তি শিবজয়ন্তী সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ জয়ন্তী তারই সঙ্গে সঙ্গমযুগ জয়ন্তীর শুভ দিবস। অনেকে আছে যাদেরকে বাবা ঈশ্বরীয় জন্মগত অধিকারের গ্রিটিংসও দিতে পারেন না। অনেকে আছে যারা জানেনা যে শিববাবা কে, তাঁর সঙ্গে মিলন উৎসবের প্রয়োজন কেন। তারা গ্রিটিংস কি বুঝবে। নতুন বাচ্চারা কিছুই বুঝবে না। এ হল জ্ঞানের ডাম্প। বলা হয় - শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করতেন। এখানে কন্যারা রাধে-কৃষ্ণ রূপে ডাম্প করে। কিন্তু ডাম্প করার তো কথা নেই। তারা তো সেখানে সত্যযুগে শিশুরূপে প্রিন্স-প্রিন্সেসদের সঙ্গে ডাম্প করবে। বাচ্চারা জানে - ইনি হলেন বাপদাদা। দাদাকে গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। এই দাদা (ব্রহ্মা বাবা) হলেন দেহের পিতা। এখানে তো এই কথাটি ওয়ান্ডারফুল ! ওই দাদা হলেন আত্মিক এবং ইনি হলেন দৈহিক, এনাকে বলা হয় বাপদাদা। বাবার দ্বারা ঠাকুরদাদার সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। উত্তরাধিকার হল দাদার (দাদুর)। সব আত্মারা হল ব্রাদার্স, অতএব উত্তরাধিকার পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত হবে। বাবা বলেন তোমরা আত্মা, তোমাদের নিজস্ব শরীর, নিজস্ব কর্মেন্দ্রিয় আছে। আমাকে নিরাকার বলা হয় - আমারও শরীরের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই। তবে তো বাচ্চাদের রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করি বা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করি, পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জ্ঞান মার্গের বিষয়ে বলি বা পুতিগন্ধময় বস্ত্র ধুয়ে পরিষ্কার করি .... নিশ্চয়ই কোনও বড় মাপের নির্মলকর (ধোপা) হবে। সম্পূর্ণ বিশ্বের আত্মাদের এবং শরীর ধুয়ে পরিষ্কার করেন। জ্ঞান ও যোগের দ্বারা তোমাদের আত্মাকে ধুইয়ে দেওয়া হয় ।

আজ তোমরা বাচ্চারা এসেছো, জানো যে আমরা শিববাবাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি। বাবাও বলেন তোমরা যাঁকে অভিনন্দন জানাতে এসেছো সেই বাবাও তোমাদের গ্রিটিংস দিচ্ছেন কারণ তোমরা হলে অতি উত্তম সৌভাগ্যশালী ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ। দেবতারাও এত উত্তম নয় যতখানি উত্তম তোমরা। ব্রাহ্মণ হল দেবতাদের চেয়েও উঁচুতে। উঁচু থেকে উঁচু হলেন শিববাবা। তারপরে তিনি আসেন ব্রহ্মা দেহে। তোমরা তাঁর সন্তান সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ হলে তোমরা। ব্রাহ্মণদের হল শিক্ষা। তার নীচে দেবতাদের স্থান। সবচেয়ে উপরে হলেন বাবা। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বানিয়েছেন - স্বর্গের উত্তরাধিকার দিতে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের অনেক মন্দির বানিয়েছে। প্রণাম করতে যায়। ভারতবাসীদের এই কথা জানা উচিত যে লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন মানুষ। লক্ষ্মী-নারায়ণ দুইজনেই পৃথক। এখানে তো একটি মানুষের দুটি নাম রেখে দিয়েছে। একজনের নাম লক্ষ্মী-নারায়ণ অর্থাৎ নিজেকে বিষ্ণু চতুর্ভূজ বলে দিয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ অথবা রাধে-কৃষ্ণ নাম রেখেছে, সুতরাং চতুর্ভূজ হল তাইনা। বিষ্ণু তো হলেন সৃষ্টিবতনের এইম অবজেক্ট (মূল লক্ষ্য) । তোমরা এই বিষ্ণুপুত্রীর মালিক হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন বিষ্ণুপুত্রীর মালিক। বিষ্ণুর ৪-টি ভূজা আছে। দুটি লক্ষ্মীর, দুটি নারায়ণের। তোমরা বলবে আমরা বিষ্ণুপুত্রীর মালিক হচ্ছি।

আচ্ছা, বাবার মহিমার গীত শোনাও। একমাত্র শিববাবা ব্যতীত সম্পূর্ণ দুনিয়ায় শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত কারো এতখানি মহিমা বর্ণনা করা হয়নি । নস্বর অনুসারে তো আছেই। সবচেয়ে বেশী সর্বোৎকৃষ্ট মহিমা হল উঁচু থেকে উঁচু পরমপিতা পরমাত্মার, তোমরা যাঁর সন্তান। তোমরা বলো আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। ঈশ্বর তো হলেন স্বর্গের রচয়িতা তাহলে তোমরা নরকে কেন আছো। ঈশ্বরের জন্ম এখানেই হয়। খ্রিস্টানরা বলবে আমরা হলাম খ্রীষ্টের। এই কথাটি ভারতবাসী ভুলে গেছে যে আমরা পরমপিতা পরমাত্মা শিবের ডাইরেক্ট সন্তান। বাবা এখানে আসেন বাচ্চাদের আপন করে পুনরায় রাজ্য-ভাগ্য প্রদান করতে। আজ বাবা ভালো রীতি বোঝাচ্ছেন কারণ অনেক নতুন বাচ্চারাও আছে। তাদের বুঝতে কঠিন মনে হবে। হ্যাঁ, তবু স্বর্গবাসী হবে। স্বর্গে সূর্য বংশী রাজা-রানীও থাকে, দাস-দাসীরাও থাকে। প্রজাও থাকে। সেখানে কেউ গরিব, কেউ ধনী থাকে। তাদেরও দাস-দাসী থাকে। সম্পূর্ণ রাজধানী এখানে স্থাপন হচ্ছে। এই কথা তো আর কেউ জানে না। সবার আত্মা তমোপ্রধান, জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র কারো নেই। (গীত) এখনই বাবার মহিমা শুনলে। তিনি হলেন সকলের

পিতা। ভগবানকে পিতা বলা হয়, অসীম জগতের সুখ প্রদান করেন পিতা। এই সেই ভারত যেখানে অসীম জগতের সুখ ছিল, লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ শৈশবে হয় রাধে-কৃষ্ণ তারপরে স্বয়ংবর অনুষ্ঠানের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ নাম প্রাপ্ত করে। এই ভারতে ৫ হাজার বছর পূর্বে দেবতাদের রাজত্ব ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণ ব্যতীত অন্য কারো রাজ্য ছিল না। অন্য কোনও খন্ড ছিল না। অতএব এখন ভারতবাসীদের এই কথা অবশ্যই জানা উচিত যে লক্ষ্মী-নারায়ণ পূর্ব জন্মে কিরূপ কর্ম করেছেন। যেমন বলা হবে বিড়লা কি কর্ম করেছিল যে এত ধনী হয়েছে। অবশ্যই বলা হবে পূর্ব জন্মে দান-পুণ্য করেছিল নিশ্চয়ই। কারো কাছে অনেক ধন আছে, কারো কাছে খাবার নেই কারণ কর্ম এমন করেছে। কর্মকে তো স্বীকার করো। কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি গীতার ভগবান বলেছিলেন। যাঁর মহিমা শুনলে। শিব হলেন একমাত্র ভগবান। মানুষকে ভগবান বলা হবে না। এখন বাবা কোথায় এসেছেন ! তিনি বুঝিয়ে বলেন সামনে মহাভারতের যুদ্ধ তাই অতি মিষ্টি বাবা বুঝিয়ে বলছেন, তাঁকে দুঃখে সবাই স্মরণ করে। দুঃখে স্মরণ সবাই করে .... শিববাবাকে দুঃখে সবাই স্মরণ করে। সুখে কেউ করে না। স্বর্গে তো দুঃখ ছিল না। সেখানে পিতার কাছে প্রাপ্ত হওয়া উত্তরাধিকার ছিল। ৫ হাজার বছর পূর্বে যখন শিববাবা এসেছিলেন তখন ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলেন। এখন হয়েছে নরক। বাবা এসেছেন স্বর্গ বানাতে। দুনিয়া তো জানেনা। তারা বলে আমরা অন্ধ। অন্ধের লাঠি প্রভু এসো, এসে চক্ষু প্রদান করো। তোমরা বাচ্চারা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছে। যেখানে আমরা আত্মারা বাস করি তার নাম শান্তিধাম। বাবাও সেখানেই থাকেন। তোমরা আত্মারা এবং আমি থাকি। এনার আত্মা দ্বারা বাবা বলেন - আমি তোমাদের অর্থাৎ সব আত্মাদের পিতা সেখানে থাকি। তোমরা পুনর্জন্মের পার্ট প্লে কর, আমি করি না। তোমরা বিশ্বের মালিক হও, আমি হই না। তোমাদের ৮৪ বার জন্ম নিতে হয়। তোমাদের বুঝিয়েছিলাম যে হে বাচ্চারা তোমরা নিজেদের জন্মের কাহিনী জানো না। ৮৪ লক্ষ জন্ম বলে দিয়েছে - এই হল মিথ্যে কথা। আমি জ্ঞানের সাগর পতিত-পাবন, আমি আসি তখন, যখন সবাই পতিত হয়। তখনই এসে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বুঝিয়ে ত্রিকালদর্শী বানাই। অনেকে জিজ্ঞাসা করে সর্বপ্রথমে মানুষ রচনা কীভাবে করেন ? ভগবান সৃষ্টি রচনা করেন কীভাবে ? একটি শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে - প্রলয় হয় তারপরে সমুদ্রে অশ্বখ পাতায় শিশু কৃষ্ণ এলেন। বাবা বলেন এমন কোনও কথা নেই, এই হল অসীম জগতের ড্রামা। দিন হল সত্যযুগ-ত্রৈতা, রাত হল দ্বাপর-কলিযুগ।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের অভিনন্দন জানান। বাবা বলেন - তৎস্বম্ (আমি যেমন তোমরাও তদনুরূপ হও)। তোমরাও একশো শতাংশ দুর্ভাগ্যশালী থেকে একশো শতাংশ সৌভাগ্যশালী হও। তোমরা ভারতবাসীরা ছিলে সেই রূপে কিন্তু তোমরা সে কথা জানো না। বাবা এসে বলেন। তোমরা নিজের জন্মের কাহিনী জানো না। আমি এসে বলি - তোমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ কর। বাবা তোমাদের সঙ্গমে সম্পূর্ণ সৃষ্টির খবরাখবর প্রদান করেন। সত্যযুগে তো বলবেন না। যে সময় সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্ত হয়নি, সেই বিষয়ে কীভাবে বোঝাবেন ? আমি আসি অন্ত সময়ে, কল্পের সঙ্গমযুগে। শাস্ত্রে লেখা আছে যুগে-যুগে, কৃষ্ণ ভগবানুবাচ - গীতায় লিখে দিয়েছে। সব ধর্মের মানুষ কৃষ্ণকে ভগবান রূপে স্বীকার করবে না। ভগবান তো হলেন নিরাকার তাইনা। তিনি হলেন সর্ব আত্মাদের পিতা। বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তোমরা সব আত্মারা হলে ভাই-ভাই। পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে দিলে তো ফাদারহুড হয়ে যায়। ফাদার কখনো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে কি ? উত্তরাধিকার সন্তানদের প্রাপ্ত হয়। তোমরা আত্মারা সবাই হলে সন্তান। পিতার উত্তরাধিকার অবশ্যই চাই। পার্থিব জগতের উত্তরাধিকার পেয়েও তোমরা খুশী থাকো না তাই আহবান কর - তোমার কৃপায় ঘন সুখের প্রাপ্তি হয়েছিল। এখন রাবণ দ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হয়েছে তাই আহবান করছে। সবার আত্মা-ই ভগবানকে ডাকছে, কারণ তারা দুঃখে আছে তাই স্মরণ করছে, বাবা এসে সুখ প্রদান করো। এখন এই জ্ঞানের দ্বারা স্বর্গের মালিক হও। তোমাদের সদগতি হয় তাই গায়ন আছে, সর্বজনের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র শিবপিতা। এখন সবাই দুর্গতিতে আছে পরে সকলের সদগতি হয়। যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল তখন তোমরা স্বর্গে ছিলে। বাকিরা সবাই মুক্তিধামে ছিল। এখন আমরা বাবার কাছে রাজযোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করি। বাবা বলেন কল্পের সঙ্গমে আমি তোমাদের পড়াই। মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করি। বাচ্চারা, এখন তোমাদের সম্পূর্ণ রহস্য বুঝিয়ে বলি। শিবরাত্রি কবে হয়েছিল, সে কথা তো জানা প্রয়োজন। কি হয়েছিল, শিববাবা কবে এসেছিলেন ? কিছুই তো জ্ঞান নেই। সুতরাং পাথরবুদ্ধি তাইনা। এখন তোমরা পারসবুদ্ধি বা স্পর্শবুদ্ধিতে পরিণত হচ্ছে। ভারত পারসপুরী গোন্ডেন এজ বা স্বর্গ যুগ ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান-ভগবতী বলা হয়। তাঁদের এই উত্তরাধিকার ভগবান দিয়েছিলেন, এখন আবার দিচ্ছেন। তোমাদের পুনরায় ভগবান-ভগবতী বানাচ্ছেন। এখন এই সময়টি হল তোমাদের অনেক জন্মের শেষ জন্ম। বাবা বলেন বিনাশ সামনে রয়েছে। একেই বলে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। ওই সবই হল ভৌতিক পদার্থের যজ্ঞ। এই হল জ্ঞানের কথা। এখানে বাবা এসে মানুষকে দেবতায় পরিণত করেন। তোমরা অভিনন্দন জানাও শিববাবার আগমনের। বাবা বলেন আমি একা তো আসি না। আমারও দেহের প্রয়োজন হয়। ব্রহ্মা দেহে আসতে হয়। সর্ব প্রথমে সূক্ষ্মবতন রচনা করতে হয় তাই এনার মধ্যে প্রবেশ করি, ইনি তো

পতিত ছিলেন। ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে পতিত হয়েছেন। সবাই আহবান করে। এখন বাবা বলেন বাচ্চারা, আমি পুনরায় তোমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে এসেছি। বাবা স্বয়ং ভারতকে উত্তরাধিকার প্রদান করেন। স্বর্গের রচয়িতা হলেন বাবা, নিশ্চয়ই স্বর্গের উপহার দেবেন। এখন তোমরা স্বর্গের মালিক হচ্ছে। এই হল পাঠশালা - ভবিষ্যতে মানুষ থেকে ২১ জন্মের জন্য দেবতা হওয়ার। তোমরা স্বর্গের মালিক হচ্ছে। ২১ বংশ তোমরা সুখ প্রাপ্ত করো। সেখানে অকালে মৃত্যু হয় না। যখন শরীরের আয়ু পূর্ণ হয় তখন সাক্ষাৎকার হয়। এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ হয়। সর্পের দৃষ্টান্ত আছে ... তাই তোমরা বাচ্চারা বাবাকে অভিনন্দন জানাও। বাবা আবার তোমাদের অভিনন্দন জানান। তোমরা এখন দুর্ভাগ্যশালী থেকে সৌভাগ্যশালী স্বরূপে পরিণত হও। পতিত মানুষ থেকে পবিত্র দেবতায় পরিণত হও। চক্র তো আবর্তিত হতেই থাকে। বাচ্চারা, এই কথা তো তোমাদের বোঝাতে হবে। পরে এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। সত্যযুগে জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। এখন তোমরা দুর্গতিতে আছো তবে এই জ্ঞানের দ্বারা সদগতি প্রাপ্ত কর। বাবা স্বয়ং এসে স্বর্গ স্থাপন করেন। সর্বজনের সদগুরু হলেন একজন ই। যদিও ভক্তিমাগের কর্মকান্ড দ্বারা কারো সদগতি হয় না। সবাইকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতেই হয়। ভারত সতোপ্রধান ছিল তারপরে ৮৪ জন্ম গ্রহণ করতে হয় এখন আবার তোমাদের উপরে উঠতে হয়। মুক্তিদাম নিজের ঘরে ফিরতে হয়। এখন নাটক পূর্ণ হয়েছে। এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। ভারতকে অবিনাশী খন্ড বলা হয়। বাবার জন্ম স্থান কখনও বিনষ্ট হয় না। তোমরা শান্তিধামে গিয়ে পুনরায় আসবে, এসে রাজত্ব করবে। পবিত্র ও পতিত ভারতেই হয়। ৮৪ বার জন্ম নিয়ে পতিত হও। যোগী থেকে ভোগী হয়েছে। এই হল ঘোর নরক। মহান দুঃখের সময়। এখন তো অনেক দুঃখ আসবে। এই হল রক্তরঞ্জিত খেলা। বসে-বসে বোমা এসে পড়বে। তোমরা কি অপরাধ করেছে? অথবা সকলের বিনাশ হবে। বিনাশের সাক্ষাৎকার তো বাচ্চারা করেছে। এখন তোমরা সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান জেনেছো। তোমাদের কাছে জ্ঞানের তলোয়ার, জ্ঞানের খড়্গ আছে। তোমরা হলে ব্রহ্মার মুখবংশী ব্রাহ্মণ। প্রজাপিতাও হলেন বাবা। কল্প পূর্বেও ব্রহ্মাবাবা মুখবংশী সন্তান জন্ম দিয়েছেন। বাবা বলেন আমি কল্প-কল্প আসি। এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের মুখবংশী বানাই। ব্রহ্মা দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করাই। স্বর্গে তো ভবিষ্যতে যাবে। অপবিত্র ছিঃ ছিঃ দুনিয়া তো শেষ হওয়া উচিত। অসীম জগতের পিতা তো আসেন নতুন দুনিয়া রচনা করতে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্য হাতের মুঠোয় স্বর্গ এনেছি। তোমাদের কোনও কষ্ট দিতে আসি না। তোমরা সবাই হলে দ্রৌপদী। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-\***

১) দেবতাদের চেয়েও উচ্চ আমরা হলাম সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ - এই আত্মিক নেশায় থাকতে হবে। জ্ঞান ও যোগের দ্বারা আত্মাকে স্বচ্ছ বানাতে হবে।

২) সবাইকে শিববাবার অবতরণের অভিনন্দন জানাতে হবে। বাবার পরিচয় দিয়ে পতিত থেকে পবিত্র করতে হবে। রাবণ রূপী শত্রু থেকে মুক্ত করতে হবে।

**\*বরদানঃ-\*** প্রতিটি সঙ্কল্প বাবার সম্মুখে অর্পণ করে দুর্বলতাগুলি দূর করতে সক্ষম সদা স্বতন্ত্র ভব দুর্বলতা গুলি দূর করার সহজ উপায় (সাধন) হল - যা কিছু সঙ্কল্পে আসে সেসব বাবাকে অর্পণ করে দাও। সব দায়িত্ব বাবাকে দিয়ে দিলে স্বয়ং স্বতন্ত্র হয়ে যাবে। শুধুমাত্র একটি দৃঢ় সঙ্কল্প রাখো যে আমি বাবার এবং বাবা আমার। যখন এই রূপ অধিকারী স্বরূপে স্থিত হবে তখন অধীনস্থ ভাব অটোমেটিক দূর হয়ে যাবে। প্রতিটি সেকেন্ড এই কথাটি চেক করো যে আমি বাবার মতন সর্ব শক্তির অধিকারী মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়েছি !

**\*স্লোগানঃ-\*** শ্রীমতের ইঙ্গিত অনুযায়ী সেকেন্ডে নির্লিপ্ত ও প্রিয় হওয়াই তপস্বী আত্মার লক্ষণ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে (ঈশ্বরীয়) পঠন-পাঠনের উপরে সম্পূর্ণ মনযোগ দাও, তাহলে কোনো ঝড়ঝঞ্ঝা আসতে পারবে না"

\*প্রশ্ন:- কোন একটি বিষয়কে খেয়াল রাখলে তোমাদের জীবন তরী পার হয়ে যাবে ?

\*উত্তর:- "বাবা, যথা আশ্রয়", এইভাবে সর্বদা বাবার হুকুম অনুযায়ী চলতে থাকলে তোমাদের জীবন তরী পার হয়ে যাবে। হুকুম অনুযায়ী যারা চলে, তারা মায়ার প্রহার থেকে রক্ষা পায়, বুদ্ধির তালা খুলে যেতে থাকে। অপার খুশীতে থাকে। কোনোভাবেই কোনো উল্টো কর্ম তার দ্বারা হয় না।

\*গীত:- তোমায় পেয়ে মোরা পুরো দুনিয়াকে পেয়ে গেছি, পৃথিবী তো বটেই আকাশও আমাদের হাতের মুঠোয়...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি সকল সেন্টারের বাচ্চারা গীত শুনেছে। সবাই জানে যে বেহদের (অসীম) বাবার থেকে পুনরায় আমরা ৫ হাজার বছরের মতোই বিশ্বের বাদশাহী নিচ্ছি। কল্প কল্প আমরা নিয়ে এসেছি। বাদশাহী নিয়েছি আবার হারিয়েছি। বাচ্চারা জানে যে, এখন আমরা বেহদের বাবার কোলে এসেছি বা ওঁনার বাচ্চা হয়েছি। এটা তো সত্যই। ঘরে বসে বসে বাচ্চারা পুরুষার্থ করে। বেহদের বাবার থেকে উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পঠন-পাঠন চলছে। তোমরা জানো যে, জ্ঞানের সাগর, পতিত - পাবন সকলের সঙ্গতি দাতা শিববাবাই আমাদের বাবাও, টিচারও, সঙ্গুরুও। তাঁর থেকে আমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার নইলে তার জন্য কতখানি পুরুষার্থ করা উচিত - উঁচু পদ প্রাপ্ত করবার জন্য ! অজ্ঞানকালেও যখন স্কুলে পড়তে তো নম্বর অনুযায়ী মার্কসের আধারে পাশ করে, নিজের পড়াশোনা অনুযায়ী। সেখানে এমন তো কেউ বলবে না যে, মায়ী আমাদের বিঘ্ন সৃষ্টি করে বা ঝড়ঝাপটা আসে। ঠিক মতো পড়াশোনা না করলে বা কুসঙ্গে পড়ে যায়। অথবা খেলাধুলায় বেশী মন হলে পড়ায় মন নেই। তখন পাশ করতে পারে না। একে কখনোই মায়ার ঝড় তো বলা যাবে না। আচরণ ঠিক না হলে টিচারও সার্টিফিকেটে লিখে দেয় এর আচার আচরণ ঠিক নয়। কুসঙ্গে পড়ে খারাপ হয়েছে। এতে মায়ী রাবণকে তো কেউ দোষী বলবে না। বড় বড় মানুষের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও কেউ কেউ খুবই ভালো হয় আবার কেউ কেউ পানাসক্ত হয়ে যায়। খারাপ পথে চলে গেলে বাবা মা'ও বলে কুপ্ত। ওই পড়াশোনাতে তৈরী অনেক প্রকারের সাবজেক্ট। এখানে তো এক প্রকারেরই পড়া। সেখানে মানুষ পড়ায়। এখানে বাচ্চারা জানে আমাদেরকে ভগবান পড়ান। আমরা ভালো ভাবে পড়াশোনা করলে আমরা বিশ্বের মালিক হতে পারব। বাচ্চা তো অনেক, তার মধ্যে কেউ কেউ পড়তেই পারে না সঙ্গদোষের কারণে। একে মায়ার ঝড় কেন বলবে ? না পড়তে পারলে নিজের বাড়িতে ফিরে যায়। 'এসব তো ড্রামানুসারে প্রথমে ভাঙিতে পড়ারই ছিল। এসে শরণ নিয়েছিল। কাউকে স্বামী মারধর করত, এত অত্যাচার করত যে বিরক্ত হয়ে বৈরাগ্য এসে গেছিল। বাড়িতে টিকতে পারছিল না, আবার কেউ কেউ এখানে এসেও আবার চলে গেছে। না পড়তে পেরে চাকরিবাকরি অথবা বিয়ে করে নেয়। এটা তো একটা বাহানা যে, মায়ার তুফানের কারণে পড়াশোনা করতে পারল না। এটা বুঝতে পারে না যে, সঙ্গদোষের কারণে এই হাল হয়েছে আর আমার মধ্যে বিকার বড় প্রবল ভাবে রয়েছে। এই কথা কেন বলা যে, মায়ার ঝড় কাবু করে ফেলেছে ? এ তো নিজের উপরেই নির্ভর করছে।

বাবা, টিচার, সঙ্গুরু থেকে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তার উপরেই চলতে হবে। যদি না চলে তবে নিশ্চয় খারাপ সঙ্গ আছে বা কামের নেশা আছে বা দেহ-অভিমানের নেশা আছে। সেন্টারের সবাই জানে যে আমি অসীম জগতের বাবার থেকে বিশ্বের রাজপদ প্রাপ্ত করার জন্য পড়ছি। নিশ্চয় না থাকলে তো বসবেই বা কেন, আরোও তো অনেক আশ্রম আছে। কিন্তু সেখানে তো কিছু প্রাপ্তি নেই। এইম অবজেক্ট নেই। সেসব হল ছোট-ছোট মঠ-পন্থ বা তার শাখা-প্রশাখা। বৃষ্ণের বৃদ্ধি তো হবেই। এখানে তো এই সব একটার সাথে আরেকটা যুক্ত । যে আত্মা এই মিষ্টি দৈবী বৃষ্ণের হবে, সে বেরিয়ে আসবে। সবথেকে মিষ্টি কে হবে ? যে সত্যযুগের মহারাজা-মহারানী হবে। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে প্রথম নম্বরে আসে, তাঁকে অবশ্যই ভালো পড়াশোনা করতে হয়েছে। সে-ই সূর্য বংশী পরিবারে যাবে। এইরকমও আছে, গৃহস্থ পরিবারে থেকেও অর্পণময় জীবন ব্যতীত করে। অনেক সেবা করছে। পার্থক্য তো আছে, তাই না। হয়ত এখানে থাকে কিন্তু পড়াতে পারে না, তো অন্য সার্ভিসে লেগে যায়। পিছনের দিকে অল্প কিছু পদ পাবে। দেখা যায় বাইরে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও অনেক তীব্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে পড়তে আর পড়াতে। সবাই তো গৃহস্থী নয়। কন্যা বা কুমারকে গৃহস্থী বলা যায় না আর যারা বাণপ্রস্থী, তারা ৬০ বছর পর পুনরায় সবকিছু বাচ্চাদেরকে দিয়ে নিজে কোনও সাধু সন্তদের সঙ্গ করে। আজকাল তো সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে, তাই মৃত্যুর সময় পরশুও ব্যবসাপত্র ইত্যাদি ত্যাগ করে না। আগে ৬০ বছর হয়ে গেলে

বাণপ্রস্থ অবস্থায় চলে যেত। বেনারসে গিয়ে থাকতো। এটা তো বাচ্চারা বুঝে গেছে যে, ফিরে কেউ যেতে পারবে না। সঙ্গতি পেতে পারবে না।

বাবাই হলেন মুক্তি-জীবনমুক্তি দাতা। যদিও সবাই জীবনমুক্তি পাবে না। কেউ কেউ মুক্তিতে চলে যায়। এখন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে, তারপর যে যতটা পুরুষার্থ করবে। সেখানেও কুমারীদের ভালো চান্স আছে। পারলৌকিক বাবার উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। এখানে তো সব বাচ্চাই বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার অধিকার রয়েছে। এখানে (লৌকিক জগতে) তো কন্যারা উত্তরাধিকারী হয় না। ছেলেদের (সম্পত্তি পাওয়ার) লোভ থাকে। আবার এমনও আছে যারা ভাবে এই অধিকারও নিই, ওটাও বা ছাড়ি কেন। দুই দিকেই পড়াশোনা করে। এই রকম নানান ধরনের বাচ্চারা রয়েছে। এখন এটাও বোঝে যে, যারা ভালো ভাবে পড়াশোনা করে, তারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে। প্রজাতে অনেকে বিত্তশালী হয়ে যায়। এখানে যারা থেকে যায়, সেখানেও তাদের (প্রাসাদের) ভিতরেই থাকতে হয়, দাস দাসী রূপে। তারপর ত্রেতার অস্তিমে ৩ - ৪ - ৫ জন্ম হয়ত রাজত্ব করতে পারবে। তাদের থেকে তো সেই সাহকাররা ভালো, যাদের সত্যযুগ থেকে শুরু করে তাদের সাহকারী কায়ম থাকে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে তাহলে সাহকারী পদ নেবে না কেন। চেষ্টা করে যাতে রাজার পদ প্রাপ্ত করা যায়। কিন্তু যদি পদস্বলন হয়ে যায়, তবে প্রজাতে যাওয়ার জন্য অন্তত ভালো করে পুরুষার্থ করা উচিত। এখানে যারা থাকে, তাদের থেকে বাইরে যারা রয়েছে, তারা অনেক উঁচু পদ পেতে পারে। সমস্ত কিছুই পুরুষার্থের উপরেই নির্ভর করছে। পুরুষার্থও লুকিয়ে থাকে না। প্রজার মধ্যেও যে অনেক বড় বড় সাহকার (বিত্তবান) হবে, তারাও লুকিয়ে থাকতে পারবে না। এমন নয় যে, যারা বাইরে রয়েছে, তারা নীচু পদ পাবে। অনেক পরে রাজত্ব পাওয়া ভালো নাকি প্রথম থেকেই প্রজাতে উঁচু পদ পাওয়া ভালো? গৃহস্থে যারা রয়েছে, মায়ার তুফান তাদের কাছে এত আসে না। এখানে যারা থাকে, তাদের কাছে অনেক অনেক তুফান আসে। সাহস সঞ্চয় করে সে শিববাবার শরণে বসতে চায়, কিন্তু সঙ্গদোষে পড়ে গিয়ে পড়াশোনা করে না। পরে সব বুঝতে পেরে যাবে। সাক্ষাৎকার হবে, কে কোন্ পদ পাবে। সকলে পড়াশোনা করে, নম্বর অনুসারে। কেউ কেউ তো সেন্টারকে নিজেই চালায়। কোথাও কোথাও তো সেন্টার যারা চালায় তাদের থেকেও অনেক এগিয়ে যায়। সব কিছুই পুরুষার্থের উপরে। এমন নয় যে মায়ার ঝড় ঝাপটা আসে। না। নিজের চলন ঠিক নেই। শ্রীমৎ অনুসারে চলে না। লৌকিকেও এমন হয়। টিচার বা মা - বাবার মতে চলে না (কথা শোনে না)। তোমরা তো এমন বাবার বাচ্চা হয়েছো, যার কোনো বাবাই নেই। বাইরের দুনিয়ায় তো অনেককেই খুব বিদেশেও যেতে হয়। কোনো কোনো বাচ্চা এমন সঙ্গদোষে পড়ে যায় যে পাশ করতে পারে না। অনেকের আবার লোভও থাকে। কারো মধ্যে ক্রোধ, কারো মধ্যে চুরি করার অভ্যাস, শেষ পর্যন্ত তো জানতেই পারা যায়। অমুকে অমুকে এই এই আচরণের কারণে (বাবার হাত ছেড়ে) চলে গেছে। বোঝা যায় যে, শূদ্র কুলের হয়ে গেছে। তাদেরকে তখন আর ব্রাহ্মণ বলা যাবে না। তখন গিয়ে শূদ্র হয়ে যায়। পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। এতটুকুও যদি জ্ঞান শোনে তবে প্রজাতে এসে যাবে। সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ অনেক বড়। কোথা কোথা থেকে যে বেরিয়ে এসেছে। দেবী দেবতা ধর্মের ছিল, অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে, তারাই এখন বেরিয়ে আসবে। অনেকে আসবে, সবাই অবাক হয়ে যাবে। অন্য ধর্মের লোকেরা মুক্তির বর্ষা তো নিতেই পারে, তাই না! এখানে যে কোনো ধর্মের লোকই আসতে পারে। নিজের ঘরানাতে উচ্চ পদ পেতে চাইলে তারাও এখান থেকে সেই লক্ষ্য নিয়ে যাবে। বাবা তোমাদেরকে সাক্ষাৎকার করিয়েছেন, তারাও এখানে এসে লক্ষ্য নিয়ে যাবে। এমন নয় যে এখানে থেকেই লক্ষ্যে টিকে থাকতে পারবে। যে কোনো ধর্মের লোকেরা এখান থেকে লক্ষ্য নিয়ে যেতে পারে। লক্ষ্য এটাই - বাবাকে স্মরণ করো। শান্তিধামকে স্মরণ করলে নিজের ধর্মে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। তারা জীবনমুক্তি তো পাবে না, না তারা আসবে। এখানে তাদের মন বসবে না। সত্যি সত্যি মন তাদেরই এখানে বসবে যারা এখানকার হবে। পরে তো আত্মারা সবাই তাদের প্রকৃত পিতাকে জেনে যাবে। অনেক সেন্টারে এমন অনেকেই আছে যাদের ঐশ্বরীয় পার্ঠের প্রতি অ্যাটেনশন নেই। তাতে বুঝতে পারা যায় যে, উচ্চ পদ পেতে পারবে না। নিশ্চয় যদি থাকে তবে বলবে না যে, সময় নেই। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে বলবে সময় নেই, অমুক কাজ আছে। ভাগ্যে থাকলে দিনরাত পুরুষার্থে উঠে পড়ে লেগে থাকবে। চলতে চলতে সঙ্গে পড়েও খারাপ হয়ে যায়। তাকে গ্রহের ফেরও বলতে পারো। বৃহস্পতির দশা বদলে গিয়ে মঙ্গলের দশা লেগে যায়। হয়ত বা পরে সেটা উঠে গেল। কারো কারো ক্ষেত্রে বাবা বলেন, রাহুর দশা লেগেছে। ভগবানের কথাও শোনে না। মনে করে এটা ব্রহ্মা বলছে। বাচ্চারা এটা বুঝতে পারে না যে, কে তিনি যিনি এই ডাইরেকশন দিচ্ছেন। দেহ-অভিমানের কারণে ভেবে বসে সাকার বাবা বলছেন। দেহী-অভিমानी হলে বুঝতে পারে যে, শিববাবা আমাদেরকে যেটা বলছেন, সেটা আমাকে করতে হবে। রেসপন্সিবিলিটি শিববাবার উপরে। শিববাবার মতে তো চলা উচিত, তাই না! দেহ-অভিমানে আসার ফলে শিব বাবাকে ভুলে যায়, তখন শিববাবা রেসপন্সিবল থাকেন না। তাঁর অর্ডার তো শিরোধার্য করা উচিত, তাই না! কিন্তু বুঝতেই পারে না যে, কে বোঝাচ্ছেন। তাও তো তিনি কোনো অর্ডার করেন না, কেবল বলেন, আমি তোমাদেরকে শ্রীমৎ প্রদান করি। এক তো আমাকে স্মরণ করো আর আমি যে জ্ঞান শুনিয়ে থাকি

সেগুলো নিজে ধারণা করে আর অন্যদেরকে ধারণ করাও। ব্যস্ এইটুকু কাজই করে। আচ্ছা বাবা যথা আঞ্জা। রাজাদের সামনে যারা থাকে, তারা এইভাবে বলে - "যথা আঞ্জা"। সেই রাজারা হুকুম করতেন। এ হল শিব বাবার হুকুম। বারে বারে বলা উচিত - "যথা আঞ্জা শিববাবা"। তাহলে তোমাদের মনে খুশীও থাকবে। মনে করবে যে, শিববাবা হুকুম করছেন। শিববাবার স্মরণ থাকলে বুদ্ধির তালাও খুলে যাবে। শিববাবা বলেন, এই প্র্যাকটিস হয়ে যাওয়া উচিত, তাহলে তোমাদের তরী পার হয়ে যাবে। কিন্তু এটাই হল ডিফিকাল্টি। বারে বারেই ভুলে যায়। তোমরা কেন বলো যে, মায়া ভুলিয়ে দেয়? আমরা ভুলে যাই, তাই তো উল্টো কাজকর্ম করতে থাকি।

অনেক কন্যাই এমন আছে, জ্ঞান তো ভালোই শোনায়, কিন্তু যোগ কম, যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। এই রকম অনেক ভালো ভালো বাচ্চারা রয়েছে, তাদের যোগ একেবারেই নেই। আচরণের দ্বারা বুঝতে পারা যায় যে, যোগে থাকে না, পাপ থেকে যায় আর ভুগতে হয়। এতে (মায়ার) তুফানের তো কোনো কথাই নেই। ভাববে আমার দ্বারাই কোনো ভুল হয়েছে, আমি শ্রীমতে চলি না। এখানে তোমরা এসেছো রাজযোগ শিখতে। এখানে প্রজা যোগ শেখানো হয় না। মাতা - পিতা তো আছেনই। তাঁদেরকে ফলো করো, তাহলে সিংহাসনে বসতে পারবে। এটা তো তাদের জন্য নিশ্চিত যে তাঁরাই লক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন। অতএব ফলো মাদার ফাদার। অন্য ধর্মের লোকেরা মাদার ফাদারকে ফলো করে না। তারা তো ফাদারকেই মানে। এখানে তো উভয়েই আছেন। গড তো হলেন ক্রিয়েটর। মাদারের বিষয়টি রহস্যযুক্ত। মা - বাবা পড়াতে থাকেন। তারা বোঝাতে থাকেন - এটা কোরো না, ওটা করো। টিচার কোনো শাস্তি দিলে সেটা স্কুলের মধ্যেই তো দেবেন, তাই না! বাচ্চারা কী তখন বলবে আমাকে অপমান করা হয়েছে? বাবা তো তার ৫ - ৬ টি সন্তানের সামনে থাপ্পড় মারেন, তাতে কি কেউ বলবে যে, ৫ - ৬ জন বাচ্চার সামনে আমাকে কেন মারল? বলবে না। এখানে তো বাচ্চাদেরকে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাও তারা চলতে পারে না। তা যদি করতে না পারো তবে বাড়িতে থাকো আর পুরুষার্থ করো। এখানে বসে যদি ডিস-সার্ভিস করো, তবে যেটুকু করেছো, সেটাও শেষ হয়ে যাবে। পড়তে না চাইলে ছেড়ে দাও যে, আমি চলতে পারছি না। গ্লানি কেন করবে! অনেক অনেক বাচ্চা রয়েছে, কেউ পড়বে, কেউ ছেড়ে দেবে। প্রত্যেককে তার পড়াশোনাতেই লেগে থাকতে হবে।

বাবা বলেন, একে অপরের থেকে সেবা নেবে না। কোনো অহংকার যেন চলে না আসে। অন্যদের কাছ থেকে সেবা নেওয়া, সেটাও হল দেহ অহংকার। বাবাকে তো বোঝাতেই হবে। নইলে যখন ট্রাইব্যুনাল বসবে তখন বলবে - এই সব নিয়ম কানুন আমি জানতাম নাকি। সেইজন্য বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে দেন, তারপর সাক্ষাৎকার করিয়ে সাজা দেবেন। ফ্রফ ছাড়া কী কখনো সাজা দেওয়া যায় নাকি! বাবা তো ভালো ভাবেই বোঝান, যেমন কল্প পূর্বে বুঝিয়েছিলেন। এরপর প্রত্যেকের ভাগ্যে যা আছে। কেউ কেউ সার্ভিস করে নিজের জীবনকে হীরে তুল্য বানায়, কেউ আবার নিজের ভাগ্যকে গন্ডি লাগিয়ে দেয়। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

#### \*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১) বাবা টিচার সন্ধুরর দ্বারা যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তার উপরে চলতে হবে। মায়াকে দোষ না দিয়ে নিজের ঘাটতি গুলিকে জাজ করে সেগুলিকে বের করে দিতে হবে।

২) অহংকারকে ত্যাগ করে নিজের পড়াশোনাতে (আনন্দে) ডুবে থাকতে হবে। কখনোই অন্যদের থেকে সেবা নেবে না। সঙ্গদোষের থেকে নিজেকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাঁচিয়ে চলতে হবে।

\*বরদান:-\* নিশ্চয়ের আধারে সদা একরস অচল স্থিতিতে স্থিত থেকে নিশ্চিন্ত ভব  
নিশ্চয়বুদ্ধির লক্ষণ হল সদা নিশ্চিন্ত। সে কোনো ব্যাপারেই বিচলিত হয় না। সদা অচল থাকে। সেইজন্য যেটাই ঘটুক চিন্তা করবে না, কী হল, কীকরে হল এ'সবের মধ্যে যাবে না। ত্রিকালদর্শী হয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। কেননা প্রতিটি কদমে কল্যাণ রয়েছে। যখন কল্যাণকারী বাবার হাত ধরেছো, তো তিনি অকল্যাণকেও কল্যাণে বদলে দেবেন। সেইজন্য সদা নিশ্চিন্ত থাকো।

\*স্নোগান:-\* যে সদা স্নেহী হয়, সে সকল কাজে স্বতঃতই সহযোগী হয়।

“মিষ্টি বাচ্চারা - উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হলে সত্য বাবার কাছে সর্বদা সত্য থাকো, কোনো ভুল হলেই বাবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নাও, নিজের মত অনুযায়ী চলো না”

\*প্রশ্ন:- কোন্ আদরের সন্তান কখনো লুকিয়ে থাকতে পারে না ?

\*উত্তর:- যাদের ঈশ্বরীয় পরিবারের প্রতি ভালোবাসা থাকে, যাদের রাত-দিন সার্ভিসেরই চিন্তা থাকে, এমন সার্ভিসে বেল, যারা অসুস্তাকারী (ফরমানবরদার) আর অনুগত হয়, কখনোই মনমতে চলে না, বাবার কাছে সত্য আর স্বচ্ছ হৃদয়ের হয়, তারা কখনো লুকিয়ে থাকতে পারে না।

\*গীত:- তুমিই হলে মাতা পিতা...

ওম্ শান্তি । গানে কিসের গ্যারান্টি ছিলো ? পিতা-মাতার সাথে বাচ্চাদের গ্যারান্টি আছে যে বাবা আমাদের তো এক আপনিই আছেন, দ্বিতীয় আর কেউ নেই। কতো উঁচু লক্ষ্য । এইরকম শ্রেষ্ঠ বাবার শ্রীমত অনুযায়ী কেউ চললে গ্যারান্টি থাকে, উত্তরাধিকার সূত্রে অবশ্যই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। কিন্তু বুদ্ধি বলে, অনেক উচ্চ লক্ষ্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । যা কোটির মধ্যে কেউ, আবার তাদের মধ্যেও বা কতিপয়ই মালার দানা হয়। বলেও যে তুমি মাতা-পিতা কিন্তু মায়া এতোটাই প্রবল যে, যে খুব কমই গ্যারান্টি দিয়ে চলতে পারে। প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে পারো যে সত্যি-সত্যি আমি কি মাতা-পিতার হয়েছি ? বাবা বলেন - না। খুব কমই আছে, তাই তো দেখো মালা কতো কমকে নিয়ে হয়। কতো কোটির মধ্যে শুধুমাত্র ৮ এর বৈজয়ন্তি মালা তৈরী হয়, কেউ বলে এক করে আরেক, সেইজন্য বাবাও বলেন-- দেখো কেমন আশ্চর্য! বাবা কতো ভালোবেসে বোঝান কিন্তু সুযোগ্য বাচ্চা খুব কমই মেলে (মালার দানা)। বাচ্চাদের মধ্যে এতো শক্তি নেই যে শ্রীমত অনুযায়ী চলতে পারবে, তো অবশ্যই রাবণের মত অনুযায়ী চলে, এইজন্য এতো পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। বিরলই কেউ মালার দানা হয়, সেই আদরের সন্তানও গুপ্ত থাকতে পারবে না। সে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকে। দিন রাত সার্ভিসেরই চিন্তা থাকে। ঈশ্বরীয় সম্বন্ধের প্রতি ভালোবাসা থাকে। তাদের বুদ্ধি বাইরে কোথাও যায় না। এইরকম ভালোবাসা দৈবী পরিবারের প্রতি রাখতে হবে। অসুস্তানতার সময়ও বাচ্চাদের বাবার প্রতি, ভাই-বোনেরদের নিজেদের মধ্যে খুবই ভালোবাসা থাকে। এখানে তো কারোর-কারোর কিঞ্চিত মাত্রও বাবার সাথে যোগ নেই। গ্যারান্টি তো অনেক করে। ভক্তি মার্গে গান গায়। এখন তো বাচ্চারা সামনে রয়েছে । ভেবে দেখো, ভক্তি মার্গে যখন গান গাইতে থাকে তখন কতো ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে থাকে ! এখানে তো স্মরণই করে না। বাবার হওয়ার কারণে মায়া শত্রু হয়ে যায়। বুদ্ধি বাইরে চলে গেলে তো মায়া ভালো করেই নীচে ফেলে দেয়। সে নিজে বুঝতে পারেনা যে আমি যা কিছু করছি সেসব নীচে নামার জন্যই করছি। নিজের মতে চলে নামতে থাকে। তার এটা জানা থাকে না যে আমি কি করছি! কিছু তো দুর্বলতা বাচ্চাদের মধ্যে আছে তাই না। বলে এক... করে অন্য...। নাহলে তো বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার রূপে কতো উঁচু প্রাপ্তি হয়। কতোই না সততার সাথে বাবার সেবাতে লেগে যাওয়া উচিত । কিন্তু মায়া অত্যন্ত প্রবল। কোটির মধ্যে কয়েকজনই বাবাকে সম্পূর্ণভাবে চিনতে পারে। বাবা বলেন, কল্প-কল্প এইরকমই হতে থাকে। সম্পূর্ণ অনুগত, অসুস্তাকারী না হওয়ার কারণে তাদের বেচারাদের পদ এইরকম হয়ে পড়ে। বলে, বাবা আমি রাজযোগ শিখে নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হবো। রাম-সীতা হবো না। হাতও তোলে কিন্তু চাল-চলনও তো এইরকম চাই, তাই না! অসীম জগতের বাবা অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করতে এসেছেন, তাহলে কতখানি না তাঁর শ্রীমতে চলা উচিত, তাই না ! অনেকেই আছে যারা প্রতিজ্ঞাই করেছে যে আমি শ্রীমতে চলবো না। তারা লুকিয়ে থাকতে পারে না। কারো যদি ভাগ্যে না থাকে তো প্রথমে দেহ-অভিমান থাপ্পড় লাগায় তারপর আসে কাম। কাম নেই তো ক্রোধ, লোভ আসে। সবকিছুই তো হল শত্রু। মোহও এমন জিনিস যা ক্ষতি করে দেয়। লোভও কম নয়। অতি প্রবল শত্রু। এক পয়সার জিনিসও চুরি করে নেয়। এটাও তো লোভ তাই না। চুরি করার খুব খারাপ অভ্যাস আছে। মনের মধ্যে এই অনুশোচনা আসা উচিত যে, আমি এতো পাপ করছি তো কি পদ পাবো। শিববাবার যন্তে এসে বাবার কাছে আমি এইরকম কাজ কি করে করতে পারি! মায়া অত্যন্ত উল্টো-পাল্টা কাজ করায়। যতই বোঝাও, তবুও অভ্যাস ছাড়তে পারে না। কেউ আবার নাম-রূপে ফেঁসে যায়। দেহ-অভিমানের কারণে নাম-রূপেও এসে যায়। প্রত্যেক সেন্টারের বিষয়ে বাবার সবকিছুই জানা থাকে তাই না। বাবাও কি করবেন, বোঝাতেও তো হয়। কতো সেন্টার রয়েছে ! বাবার কাছে কতোই না সংবাদ আসে। চিন্তা তো থাকে তাই না! পুনরায় বোঝাতে হয় যে, মায়া কম নয়। অনেক কষ্ট দেয়। ভালো-ভালো বাচ্চাদের বলতে হয় যে উচ্চপদের পাওয়ার জন্য অনেক দুঃখও ভোগ করতে হয় । এখানে তো দুঃখের কোনও কথাই নেই। জানে যে কল্প পূর্বেও এইরকম হয়েছিল। ঈশ্বরের

হয়ে পুনরায় মায়ার বশ হয়ে যায়। কোনও না কোনও বিকর্ম করে ফেলে, তাই বাবা বলেন, প্রতিজ্ঞা তো অনেক বাচ্চা করে যে, বাবা আমি আপনার শ্রীমতে অবশ্যই চলবো, কিন্তু চলে না, এইজন্য মালা দেখো কতো ছোট তৈরী হয়। বাকিরা সবাই হল প্রজা। কতো উঁচু লক্ষ্য, এক্ষেত্রে হৃদয় অতি স্বচ্ছ চাই। প্রবাদ আছে - সত্য যেখানে, আত্মা নাচবে সেখানে। যদি সত্যতার সঙ্গে বাবার সাথে চলতে থাকে তো সত্যযুগে কৃষ্ণের সাথে রাস করবে। সত্যযুগে কৃষ্ণের রাস বিখ্যাত। রাস লীলা, রাধা কৃষ্ণেরই দেখানো হয়। পরে রাম লীলা দেখানো হয়। কিন্তু প্রথম নম্বরে আছে রাধা-কৃষ্ণের রাস লীলা। কেননা এইসময় তারা বাবার কাছে অতি সৎ হয়, তাই কতো উঁচু পদ প্রাপ্ত করে। হাত তো অনেকে তোলে, কিন্তু মায়া কেমন আছে! প্রতিজ্ঞা করলে তো সেই প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে হবে তাই না। মায়ার ভূতগুলিকে দূর করে দিতে হবে। দেহ-অভিমানের পিছনে সব ভূত আটকে যায়। বাবা বলেন, দেহী-অভিমानी হয়ে বাবাকে স্মরণ করো। সেক্ষেত্রেও সকাল সকাল উঠে বার্তালাপ করো। বাবার মহিমা করো। ভক্তিমার্গে যদিও স্মরণ করে কিন্তু মহিমা তো কারোরই নেই। কৃষ্ণকে স্মরণ করবে। মহিমা করবে - মাখন চুরি করেছে, অপহরণ করেছে। অকাসুর, বকাসুরকে মেরেছে, এটা করেছে...। ব্যস্, আর কি বলবে। এইসব হল মিথ্যা। একটুও সত্য নয়। তারা আবার রাস্তা কিভাবে বলবে! মুক্তিকেই জানে না। এইসময় সমগ্র বিশ্বের উপর রাবণের রাজত্ব চলছে। সবাই এই সময় পতিত হয়ে গেছে। মানুষ ব্রষ্টাচারীর অর্থই বুঝতে পারে না। এটাও জানে না যে সত্যযুগে নির্বিকারী দেবতারা ছিলেন। গাইতেও থাকে যে সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ। কিন্তু আবার বলে দেয় - সেখানেও রাবণ, কংস, জরাসন্ধ ইত্যাদি ছিল। বলা হয় যে পবিত্র হও, তো তারা বলে যে দেবতাদেরও তো সন্তানাদি ছিল, তাই না। আরে, তোমরা গাইছো যে সর্বগুণ সম্পন্ন... সম্পূর্ণ নির্বিকারী তাহলে বিকারের কথা কিভাবে হতে পারে। তুমিও নির্বিকারী হও, তো বলবে সৃষ্টি কিভাবে বৃদ্ধি পাবে। বাচ্চা কিভাবে জন্ম নেবে। মন্দিরে গিয়ে মহিমা কীর্তন করে। ঘরে এসে সেই মহিমা ভুলে যায়। সব দিক তোমরা যাচাই করে দেখো না ! ঘরে গিয়ে বোঝাও তো মানবে না। যেখানকার কথা সেখানেই থেকে যায়। পবিত্র হওয়ার জন্য বলা তো বলবে বাঃ! এটা ছাড়া দুনিয়া কিভাবে চলবে। তাদের এটা জানাই নেই যে, নির্বিকারী দুনিয়া কিভাবে চলে।

বাচ্চারা গানও শুনেছে। প্রতিজ্ঞা করে - তোমার মতে চলবো, কেননা শ্রীমতে চললে কল্যাণ হবে। বাবা তো বলতে থাকেন যে শ্রীমতে চলো, নাহলে তো শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর সময় এসে যাবে। তখন ধর্মরাজের বিচার সভায় সব বলতে হবে। তুমি এই পাপ করেছে। নিজের মতে চললে কল্প কল্প এই দাগ লেগে যাবে। এইরকম নয় যে একবার ফেল হলে তো দ্বিতীয় তৃতীয় বর্ষে পড়বে। না। এখন ফেল হলে তো কল্প কল্প ফেল হতেই থাকবে, এইজন্য অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। প্রতিটি কদম শ্রীমৎ অনুসারে চলো। অন্তরে যেন একটুখানিও খারাপ কিছু না থাকে। হৃদয়কে শুদ্ধ করতে হবে। নারদকেও বলা হয়েছিলো না যে - আয়নায় নিজের মুখ দেখো। তখন দেখলো যে আমি তো বাঁদরের মতো। এটা হল একটা দৃষ্টান্ত। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আমি কতোখানি শ্রীমত অনুসারে চলছি। বুদ্ধির যোগ তো বাইরে কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে না তো ? দেহ-অভিমানে নেই তো ? দেহী-অভিমानी তো সেবায় ব্যস্ত থাকবে। সবকিছুই যোগের উপর নির্ভর করছে। ভারতের যোগ বিখ্যাত। সেটা তো নিরাকার বাবা-ই নিরাকার বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। একে বলা হয় সহজ রাজযোগ। লেখাও আছে যে নিরাকার বাবা সহজ রাজযোগ শিখিয়েছেন। কেবল কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। তোমরা জানো যে, আমাদেরকে এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে হবে। পূণ্য আত্মা হতে হবে। পাপের কোনও কথাই নেই। বাবার স্মরণে থেকে তাঁর সেবা করতে হবে। এতো উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে হলে কিছু তো পরিশ্রম করতে হবে, তাই না। সন্ন্যাসীরা তো বলে দেয় যে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমল পুষ্পের মতো থাকা, এটা হতেই পারে না। সম্পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে অনেকেই ফেল হয়ে যায়, কেননা স্মরণ করতে পারে না। এখন বাবা প্রাচীন যোগ শেখাচ্ছেন। বাবা বলছেন, যোগ তো আমি নিজেই এসে শেখাই, এখন আমাকে স্মরণ করো। তোমাদেরকে আমার কাছে আসতে হবে। এটাই হল স্মরণের যাত্রা। সেটাই হল তোমাদের সুইট সাইলেন্স হোম। এটাও জানে যে আমরা ভারতবাসীরাই আবার ভারতে আসবো আর সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো। তো বাবা বার-বার বোঝাচ্ছেন যে, প্রতিজ্ঞা পালন করো। ভুল হয়ে গেলে তো বাবার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

দেখো, এই বাচ্চা মুখ্যতঃ ক্ষমা চাওয়ার জন্য একদিনের জন্য বাবার কাছে এসেছে। অল্প একটু ভুল হয়েছে তো ছুটে চলে এসেছে, কেননা হৃদয়ে অনুশোচনা হচ্ছিল, তাই ভাবলো বাবাকে সম্মুখে গিয়ে বলবে। বাবার প্রতি কতটা শ্রদ্ধা আছে ! অনেক বাচ্চাই আছে যারা এর থেকেও অধিক বিকর্ম করতে থাকে, জানতেও পারা যায় না। আমি তো বলবো বাঃ বাচ্চা, খুব ভালো। অল্প একটু ভুল করার জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছে। বাবাকে সর্বদাই বলতে হয় যে, যা ভুল করেছে সেটা বলে ক্ষমা চেয়ে নাও। নাহলে তো সেই পাপ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। পুনরায় পড়ে যাবে। মুখ্যতঃ যোগের দ্বারাই বাঁচতে পারবে। যোগটাই কম হচ্ছে। জ্ঞান তো অনেক সহজ। এটা তো যেন একটা কাহিনী। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে কার রাজ্য ছিল, কিভাবে রাজত্ব করেছিলেন তারা। কত সময় ধরে রাজত্ব করেছিলেন তারপর কিভাবে রাজত্ব করতে করতে

বিকারে ফেঁসে গেল। কেউই (সিঁড়ি) আরোহণ করেনি। আরোহণ তো পরবর্তী কালে যখন বৈশ্য হল তখন হল। রাবণ তাঁদের থেকে রাজস্ব ছিনিয়ে নিয়েছিল। তোমরা পুনরায় রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে রাজ্য গ্রহণ করছো। এটাও খুব কম জনেরই বুদ্ধিতে ধারণ হয়। যারা বাবার অনুগত এবং আঞ্জাকারী হয়ে থাকে কেবল তাদেরই হয়। অঞ্জানকালেও কেউ অনুগত, আঞ্জাকারী হয়ে থাকে। কোনও কোনও চাকরও খুব সৎ হয়। লক্ষ টাকা পড়ে থাকলেও কখনো এক টাকাও ওঠায় না। বলে যে - মালিক আপনি চাবি ভুল করে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন, আমি আগলে নিয়ে বসে আছি। এইরকমও হয়। বাবা তো বাচ্চাদেরকে খুব ভালো ভাবে বোঝাতে থাকেন। তোমাদের বিবেক বলে যে এই কারণের জন্য মালার দানা হতে পারছি না। পুনরায় সেখানে গিয়ে দাস-দাসী হবো। পঠন-পাঠন না করলে তো অবশ্যই এইরকম হাল হবে। শ্রীমতে চলে না। বাবা বোঝাতে থাকেন, তোমাদের লক্ষ্য সব কিছু যোগের উপরেই নির্ভর করছে। মায়া একদম নাক দিয়ে ধরে যোগযুক্ত থাকতে দেয় না। যোগযুক্ত থাকলে তো সেবাও ভালো করবে। পাপের ভয় থাকে। যেরকম এই বাচ্চা তো খুবই ভালো। সৎ হও তো এইরকম। ভালো ভালো বাচ্চার থেকেও এর পদ অনেক ভালো। আর যারা সার্ভিস করতে থাকে তারা কোথাও না কোথাও ফেঁসে থাকে। কিছুই বলে না। তাদেরকে বললেও তারা ছাড়তে চায় না। গীত তো দেখো, প্রতিজ্ঞা করে যে, যাকিছুই হয়ে যাক কিন্তু এইরকম ভুল কখনও করবো না। মূল কথা হল দেহ-অভিমানের। দেহ-অভিমানের কারণেই ভুল হয়ে থাকে। অনেক ভুল করে, এইজন্য সাবধান করা হয়। বাবার কাজ হল বোঝানো। না বোঝালে তো বলবে আমাকে তো কেউ বোঝায়নি। এর উপর একটি কাহিনীও আছে। বাবাও বলেন, বাচ্চারা সাবধানে থাকো। নাহলে তো অনেক শাস্তি ভোগ করতে হবে। তারপর আবার এইরকম বলো না যে, আমাকে কেন বোঝানো হয়নি। বাবা পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে - অল্প একটু পাপ করলেও অনেক বৃদ্ধি হয়ে যাবে। তখন বাবার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতেও পারবে না। মিথ্যা বললে তো স্বীকার করে নিতে হবে। এইরকম ভেবো না যে শিববাবা কী আর আমাকে দেখতে পাচ্ছেন! আরে অঞ্জানতার সময়ও তিনি সব জানতেন, তাই তো পাপ আর পুণ্যের ফল দিচ্ছেন। পরিস্কার করে বলে দেন যে, তুমি পাপ করবে তো তোমার জন্য অনেক বড় কঠোর শাস্তি আছে। বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে এসেছো, তো তার বদলে দুই কান কাটানো তো উচিত নয়, তাই, না ! বলে এক, আর স্মরণ করে অন্যজনকে। বাবাকে স্মরণ করে না তো বলো তার গতি কি হবে ? শুদ্ধ খাবার খাওয়া, সত্য কথা বলা, সত্য বস্ত্র পরিধান করা... এটাও এখানকার কথা। যখন বাবা এসে শেখাচ্ছেন তো তাঁর কাছে প্রত্যেক কথাতে সত্য থাকতে হবে। আচ্ছা!

এইরকম সৎ অনুগত, আঞ্জাকারী (বফাদার, ফরমানবরদার) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা গুঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-\***

১ ) সততার সাথে বাবার সেবায় লেগে যেতে হবে। সম্পূর্ণ অনুগত, আঞ্জাকারী হতে হবে। ঈশ্বরীয় পরিবারের সাথে সত্যিকারের ভালোবাসা রাখতে হবে।

২ ) শ্রীমতে মনমত বা রাবণের মত মিশ্র করবে না। এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নেই, এই গ্যারান্টিতে পাক্কা

থাকতে হবে। হৃদয়কে শুদ্ধ পবিত্র বানাতে হবে।

**\*বরদানঃ-\*** এই হীরে তুল্য যুগে হীরে দেখতে থাকা আর হিরো'র ভূমিকা পালনকারী তীব্র পুরুষার্থী ভব যেরকম জহুরীদের দৃষ্টি সর্বদা হীরের প্রতি থাকে, তোমরা সবাই হলে অলংকার, তোমাদের দৃষ্টি পাথরের দিকে যেন না যায়, হীরেকে দেখো। প্রত্যেকের বিশেষত্বের প্রতি যেন দৃষ্টি যায়। সঙ্গম যুগ হলোই হীরেতুল্য যুগ। পাটও হিরো, যুগও হীরেতুল্য, তো হীরেই দেখতে থাকো, তবেই নিজের শুভ ভাবনার কিরণ চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে পারবে। বর্তমান সময়ে এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ অ্যাটেনশন চাই। এইরকম পুরুষার্থীকেই তীব্র পুরুষার্থী বলা হয়ে থাকে।

**\*স্লোগানঃ-\*** বায়ুমন্ডল বা বিশ্বকে পরিবর্তন করবার পূর্বে স্ব-পরিবর্তন করো।

### "সাইলেন্সের পাওয়ার জমা করার উপায় -

অন্তর্মুখী এবং একান্তবাসী স্থিতি"

আজ সর্বশক্তিমান বাপদাদা নিজের শক্তিসেনাকে দেখছেন। এই রুহানী শক্তি সেনা বিচিত্র সেনা। নাম রুহানী সেনা কিন্তু সাইলেন্সের বিশেষ শক্তি এবং শান্তিদায়ক অহিংসক সেনা। সুতরাং, আজ বাপদাদা প্রত্যেক শান্তিদেব বাচ্চাদের দেখছেন যে তারা সকলে শান্তির শক্তি কতখানি জমা করেছে! শান্তির এই শক্তি রুহানী সেনার বিশেষ অস্ত্র। অস্ত্রধারী তো সবাই, কিন্তু নশ্বর অনুক্রমে। শান্তির শক্তি সারা বিশ্বকে অশান্ত থেকে শান্ত বানায়, না শুধু মনুষ্যাত্মা, বরং প্রকৃতিকেও পরিবর্তন করে, শান্তির শক্তিকে আরও গভীরভাবে জানতে ও অনুভব করতে হবে। এই শক্তিতে তোমরা যত শক্তিশালী হবে, ততই শান্তির শক্তির গুরুত্ব এবং মহত্ব বেশি অনুভব করতে থাকবে। নিজের বাণীর শক্তি দ্বারা স্থূল সেবার সাধনের শক্তি অনুভব করছ এবং এই অনুভব দ্বারা সফলতাও প্রাপ্ত করছ। কিন্তু বাণীর শক্তি অথবা স্থূল সেবার উপকরণের থেকে সাইলেন্সের শক্তি বেশি এবং অতি শ্রেষ্ঠ। সাইলেন্সের শক্তির সাধনও শ্রেষ্ঠ। যেমন, বাণী-সেবার উপকরণ ছবি, প্রজেক্টর অথবা ভিডিও বানাও, সেরকম শান্তির শক্তির উপকরণ - শুভ সঙ্কল্প, শুভ ভাবনা আর নয়নের ভাষা। যেমন মুখের ভাষা দ্বারা বাবার বা রচনার পরিচয় দাও, সেইভাবে সাইলেন্সের শক্তির আধারে নয়নের ভাষায় নয়নে বাবার অনুভব করাতে পারো। যেমন, প্রজেক্টর দ্বারা ছবি দেখাও, সেরকম তোমার ললাটের মাঝে নিজের বা বাবার উজ্জ্বলতার ছবি স্পষ্টভাবে দেখাতে পারো। বর্তমান সময়ে যেভাবে বাণী দ্বারা স্মরণের যাত্রা অনুভব করাও, সেভাবে সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা তোমাদের মুখ স্মরণের ভিন্ন ভিন্ন স্টেজস নিজে থেকেই অনুভব করাবে। যারা অনুভবকারী তাদের সহজেই এটা অনুভূত হবে যে এই সময় বীজরূপ স্টেজের অনুভব হচ্ছে বা ফরিস্তা রূপের অনুভব হচ্ছে কিম্বা তোমাদের এই শক্তিশালী ফেস থেকে স্বতঃই বিভিন্ন গুণের অনুভব হতে থাকবে।

যেভাবে বাণী দ্বারা আত্মাদেরকে স্নেহের সহযোগের ভাবনা উৎপন্ন করাও, সেভাবে যখন তোমরা শুভ ভাবনা, স্নেহের ভাবনার স্থিতিতে স্বয়ং স্থিত হবে তখন তোমাদের ভাবনা যেমন হবে, সেরকম ভাবনা তাদের মধ্যেও উৎপন্ন হবে। তোমাদের শুভ ভাবনা তাদের ভাবনাকে প্রজ্জ্বলিত করবে। ঠিক যেমন একটা দীপ অন্য দীপকে প্রজ্জ্বলিত করে, সেরকম তোমাদের শক্তিশালী শুভ ভাবনা অন্যদের মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবনা সহজেই উৎপন্ন করাবে। যেমন বাণী দ্বারা এখন সব স্থূল কার্য করছ, একইভাবে সাইলেন্সের শক্তির শ্রেষ্ঠ বিধিতে তথা শুভ সঙ্কল্পের শক্তি দ্বারা তোমরা যেকোন স্থূল কার্যও সহজে করতে পারো বা করাতে পারো। সায়েন্সের শক্তির যেমন টেলিফোন, ওয়ারলেসের সুযোগ-সুবিধা আছে, তেমনই এই শুভ সঙ্কল্প সামনাসামনি কথা বলার বা টেলিফোন, ওয়ারলেস দ্বারা কার্য করানোর অনুভব করাবে। সাইলেন্সের শক্তির এমনই বিশেষত্ব। সাইলেন্সের শক্তি কম নয়। কিন্তু এখন বাণীর শক্তি, স্থূল উপকরণ কার্যে বেশি ব্যবহার করার কারণে তোমাদের তা' সহজ লাগে। সাইলেন্সের শক্তির সুযোগসুবিধা পরীক্ষামূলক ভাবে তোমরা প্রয়োগ করনি, সেইজন্য এর অনুভব নেই। অন্য উপায় তোমাদের সহজ লাগে আর এটা পরিশ্রম মনে হয়। যেমনই হোক, পরিবর্তনের সময় অনুসারে এই শান্তির শক্তির সাধন ব্যবহারে অবশ্যই আনতে হবে, অতএব, হে শান্তিদেব শ্রেষ্ঠ আত্মারা! শান্তির এই শক্তিকে অনুভব করো। যেমন, বাণীর প্রয়াক্টিস করতে করতে বাণীতে তোমরা শক্তিশালী হয়ে গেছ, একইভাবে, শান্তির শক্তিতেও অভ্যাস গড়ে তোল। অগ্রগতির হিসেবে বাণী বা স্থূল উপকরণের দ্বারা সেবার সময় তোমাদের কাছে থাকবে না। এমন সময়ে শান্তির শক্তির পন্থাই আবশ্যিক হবে, কারণ যতটা যা মহান শক্তিশালী তা' অতি সূক্ষ্ম হবে। সুতরাং বাণী থেকে শুদ্ধ সঙ্কল্প সূক্ষ্ম হয়, সেইজন্য সূক্ষ্মের প্রভাব শক্তিশালী হবে। তোমরা এখনও তা' অনুভব করো, যেখানে বাণী দ্বারা কার্য সফল করতে পারো না সেখানে সাইলেন্সের শক্তির সহায়তা শুভ সঙ্কল্প, শুভ ভাবনা, নয়নের ভাষা দ্বারা দয়া আর স্নেহের অনুভূতি কার্য সফল করতে পারে। যেমন, এখনও যদি কোনো তর্কপ্রবণ কেউ আসে, তাহলে বাণী দ্বারা আরও বেশি বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়, তখন তাকে স্মরণে বসিয়ে সাইলেন্সের শক্তিই তো অনুভব করাও, তাই না! যদি এক সেকেন্ডও স্মরণে সে শান্তির অনুভব করে, তাহলে তো নিজেই নিজের যুক্তিতর্কের বুদ্ধি সাইলেন্সের অনুভূতির সামনে সারেন্ডার করে দেয়। সুতরাং সাইলেন্সের এই শক্তি বাড়িয়ে যাও। এখন সাইলেন্সের এই শক্তির অনুভূতি অনেক কম। এখনো পর্যন্ত সাইলেন্সের শক্তি-রস মেজরিটি শুধু আঁজলামাত্র অনুভব করেছে। হে শান্তিদেব, তোমাদের ভক্তরা তোমাদের জড়-চিত্রের কাছে শান্তিই বেশি চায়, কারণ শান্তিতেই সুখ সমাহিত হয়ে আছে। তারা অল্পকালের জন্য অনুভবও করে।

তাইতো বাপদাদা দেখছিলেন কতো আত্মারা শান্তির শক্তির অনুভাবী, কতো আত্মা বর্ণন করে আর কতো প্রয়োগ করে ! সেইজন্য অন্তর্মুখী এবং একান্তবাসী হওয়ার আবশ্যিকতা আছে । বহির্মুখী হওয়া সহজ, কিন্তু অন্তর্মুখিতার অভ্যাস বর্তমান সময় অনুসারে খুব প্রয়োজন । কোনো কোনও বাচ্চা বলে, একান্তবাসী হওয়ার সময় তাদের নেই, অন্তর্মুখী-স্থিতির অনুভব করার সময় পায় না, কারণ সেবার প্রবৃত্তি এবং বাণীর শক্তির প্রবৃত্তি অনেক বেড়ে গেছে । কিন্তু তার জন্য একসঙ্গে আধ ঘন্টা বা একঘন্টা বের করার আবশ্যিকতা নেই । সেবার কাজকর্মের মধ্যে থেকেও মাঝে মধ্যে এতটা সময় পাওয়া যায় যাতে একান্তবাসী হওয়ার অনুভব করতে পারো ।

একান্তবাসী অর্থাৎ কোনও এক শক্তিশালী স্থিতিতে স্থিত হওয়া । হয় বীজরূপ স্থিতিতে স্থিত হও, অথবা লাইট-হাউস, মাইট-হাউস স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও অর্থাৎ বিশ্বকে লাইট-মাইট দেওয়ার অনুভূতিতে স্থিত হয়ে যাও, ফরিস্তা ভাবের স্থিতি দ্বারা অন্যদেরও অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করাও । এক সেকেন্ড বা এক মিনিট যদি এই স্থিতিতে একাগ্রতার সাথে স্থিত হতে পারো, তাহলে এই এক মিনিটের স্থিতি স্বয়ং তোমাকে এবং অন্যকেও অনেক প্রাপ্তি দিতে পারে । শুধুই এর প্র্যাক্টিস প্রয়োজন । এখন, এইরকম কে আছে যার এক মিনিটও ফুরসৎ হতে পারে না ? যেমন, প্রথমে যখন ট্র্যাফিক কন্ট্রলের প্রোগ্রাম হয়েছে তখন অনেকে ভাবত, এটা কীভাবে সম্ভব ! সেবার প্রবৃত্তি অনেক বড়, তোমরা বিজি থাকো, যাই হোক, তোমরা লক্ষ্য রেখেছ বলেই তো সম্ভব হয়েছে, সেই প্রোগ্রাম অব্যাহত রয়েছে, তাই না ! সেন্টার্স ট্র্যাফিক কন্ট্রলের এই প্রোগ্রাম থাকে তোমাদের, নাকি কখনো কখনো ট্র্যাফিক কন্ট্রোল মিস্ করো আর কখনো চলে ? ব্রাহ্মণ কুলের এটা একটা রীতি, নিয়ম । যেমন, অন্যান্য নিয়ম আবশ্যিক মনে করো, তেমনই এটাও স্ব-উন্নতির জন্য বা সেবার সফলতার জন্য, সেবাকেন্দ্রের বাতাবরণের জন্য আবশ্যিক । এইভাবে অন্তর্মুখী, একান্তবাসী হওয়ার অভ্যাসের লক্ষ্য রেখে তোমাদের আপন হৃদয়ে গভীর ভালোবাসা থেকে মাঝে মাঝে সময় বের করো । এর গুরুত্ব যারা জানে তারা আপনা থেকেই সময় পেয়ে যায় । গুরুত্ব নেই তো সময়ও পাওয়া যায় না । এক পাওয়ারফুল স্থিতিতে নিজের মনকে, বুদ্ধিকে স্থিত করাই একান্তবাসী হওয়া । যেমন সাকার ব্রহ্মা বাবাকে দেখেছ, সম্পূর্ণতার কাছাকাছি আসার লক্ষণ ছিল - সেবাতে থেকে, সমাচার শুনতে শুনতে একান্তবাসী হয়ে যেতেন । তোমরা তা' অনুভব করেছ, তাই না ! এক ঘন্টার সমাচারও তিনি পাঁচ মিনিটে সারে বুঝে নিতেন এবং বাচ্চাদেরও খুশি করতেন আর নিজের অন্তর্মুখী ও একান্তবাসী স্থিতিরও অনুভব করিয়েছেন । সম্পূর্ণতার লক্ষণ ছিল এটাই, চলতে ফিরতে, শুনতে শুনতে, কোনকিছু করতে করতে তিনি অন্তর্মুখী, একান্তবাসী স্থিতি অনুভব করেছেন । তাহলে ফলো ফাদার করতে পারো না ? ব্রহ্মা বাবার থেকে বেশি দায়িত্ব আর কারও আছে কি ? ব্রহ্মা বাবা কখনও বলেননি যে তিনি খুব বিজি আছেন, কিন্তু তিনি বাচ্চাদের সামনে এক্সাম্পল হয়েছেন । একইরকম ভাবে এখন সময় অনুসারে এই অভ্যাসের আবশ্যিকতা আছে । সেবার সব উপায় তোমাদের কাছে থাকা সত্ত্বেও, সাইলেন্সের শক্তির সেবা আবশ্যিক হবে, কারণ সাইলেন্সের শক্তি হলো অনুভূতি করানোর শক্তি । অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাণীর শক্তির তির মস্তিষ্ক অবধি পৌঁছায় আর অনুভূতির তির হৃদয়ে পৌঁছায় । সুতরাং সময়ানুসার, রব উঠবে - অন্ততঃ এক সেকেন্ডের অনুভূতি করাও । শুনতে শুনতে, বলতে বলতে শ্রান্ত হয়ে তারা আসবে । সাইলেন্সের শক্তির মাধ্যমে তোমরা এক নজরে তাদের ভরপুর করে দেবে । শুভ সঙ্কল্প দ্বারা শান্তির শক্তিতে আত্মাদের ব্যর্থ সঙ্কল্পকে সমাপ্ত করে দেবে । শুভ ভাবনা দ্বারা বাবার প্রতি তাদের স্নেহের ভাবনা উৎপন্ন করাবে । এইভাবে যখন সেই আত্মাদের শান্তির শক্তিতে সন্তুষ্ট করবে, তখনই তোমরা চৈতন্য শান্তিদেব আত্মাদের সামনে 'শান্তিদেব, শান্তিদেব', বলে মহিমা করবে । এই ট্রাফিক কন্ট্রোলও কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আর কতখানি প্রয়োজন তা' অন্য কোনো সময় বাবা তোমাদের শোনাবেন । সুতরাং শান্তির শক্তির মহত্বকে স্বয়ং জানো আর সেবায় প্রয়োগ করো । বুঝেছ ?

আজ পাঞ্জাব এসেছে, তাই না ! পাঞ্জাবেও সেবাতে গুরুত্বপূর্ণ সাইলেন্সের শক্তি । সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা যারা হিংসক বৃত্তির তাদের অহিংসক বানাতে পারো । যেমন স্থাপনের শুরুর সময়ে তোমরা দেখেছ, যারা হিংসক বৃত্তির তারা রুহানী শান্তির শক্তির সামনে পরিবর্তন হয়ে গেছে, তাই না ! সুতরাং শান্তির শক্তিই হিংসক বৃত্তিকে শান্ত বানায় । বাণী শুনতে তারা সম্মতই হয় না । যখন প্রকৃতির শক্তিতে গ্রীষ্ম বা শীতের তরঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে, তাহলে কি প্রকৃতিপতির শান্তির তরঙ্গ চারিদিকে ছড়াতে পারে না ? সায়েন্সের উপকরণও গ্রীষ্মকে শীতের বাতাবরণে পরিবর্তন করতে পারে, তাহলে অধ্যাত্ম শক্তি আত্মাদের পরিবর্তন করতে পারে না ? সুতরাং, পাঞ্জাব থেকে যারা আগত তারা কী শুনেছে ? সবাই যেন উপলব্ধি করে কোনও শান্তিপূজা শান্তির কিরণ দিচ্ছে । এইরকম সেবা করার সময় পাঞ্জাবকে দেওয়া হয়েছে । ফাংশন, প্রদর্শনী ইত্যাদি, তা' তো করেই থাকো, কিন্তু এই শক্তির অনুভব করো আর করাও । শুধু নিজের মনের একাগ্র বৃত্তি, শক্তিশালী বৃত্তি প্রয়োজন । লাইট হাউস যত শক্তিশালী হয়, ততই দূর পর্যন্ত লাইট পৌঁছাতে পারে । সুতরাং যারা পাঞ্জাব

থেকে তাদের ক্ষেত্রে এই শক্তি প্রয়োগ করার এটাই সময়। বুঝেছ ? আচ্ছা।

অন্ধপ্রদেশের গ্রুপও আছে ! তারা কী করবে ? তুফানকে শান্ত করবে। অন্ধ্রতে খুব তুফান আসে, তাই না ! তুফান শান্ত করার জন্যও শান্তির শক্তি প্রয়োজন। তুফানে মানুষ আত্মারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। সুতরাং, বিস্ময়বিমূঢ় আত্মাদের শান্তির ঠিকানা দেখানো, অন্ধ্রের ভাইবোনেদের জন্য বিশেষ সেবা। শারীরিক ভাবেও যদি কেউ বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, প্রথমে কিন্তু তার মন বিভ্রান্ত হয়, তারপরে শরীর। মনের উদ্দেশ্য তথা লক্ষ্য ঠিক হলে শরীরের ঠিকানার জন্যও বুদ্ধি কাজ করবে। যদি মনের লক্ষ্য না থাকে তাহলে শরীরের সাধনের জন্যও বুদ্ধি কাজ করে না, সেইজন্য সবার মন লক্ষ্যে স্থির করার জন্য এই শক্তিকে কার্যে প্রয়োগ করো। উভয়কে (পাঞ্জাব এবং অন্ধ্র) তুফান থেকে রক্ষা করতে হবে। ওখানে হিংসার তুফান আর ওখানে হল সমুদ্রের তুফান। পাঞ্জাবে হল ব্যক্তিদের আর ওখানে প্রকৃতির। কিন্তু তুফান দুদিকেই। যারা তুফান কবলিত তাদের শান্তির উপহার (তোহফা) দাও। তোহফা (উপহার) তুফানকে পরিবর্তন করে দেবে। আচ্ছা।

চারিদিকের শান্তিদেব শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, চারিদিকের অন্তর্মুখী মহান আত্মাদের, যারা সদা একান্তবাসী হয়ে কর্মে আসে, সেই শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী আত্মাদের, যারা সদা শান্তির শক্তির প্রয়োগ করে সেই শ্রেষ্ঠ যোগী আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দাদীজী রাজপিপলা (গুজরাট) মেলায় যেতে একদিনের ছুটি নিচ্ছেন -

বিশেষ আত্মাদের প্রতি কদমে পদম (লক্ষ-কোটি) উপার্জন। বড়দের সহযোগও ছত্রছায়া হয়ে চতুর্গুণ গৌরব বাড়িয়ে দেয়। যেখানেই যাও সেখানে সবাইকে প্রত্যেকের নামে-নামে স্মরণ-স্নেহ দিও। ভক্তিতে তো বাচ্চারা নামের মালা অনেক জপ করেছে। এখন যদি এই মালা বাবা শুরু করেন তাহলে মালা অনেক বড় হয়ে যাবে। সেইজন্য যেখানেই বাচ্চারা (বিশেষ আত্মারা) যায়, সেখানে উৎসাহ-উদ্দীপনা বিশেষভাবে বেড়ে যায়। বিশেষ আত্মাদের যাওয়া অর্থাৎ সেবায় আরও বিশেষত্ব আসা। এখান থেকে শুরু, কিন্তু তুমি ভূমিতে শুধু চরণ ছুঁয়ে যেও। চরণ ছোঁয়ান অর্থাৎ পরিক্রম করা। এখানে তোমরা সেবায় পরিক্রমায় যাও, আর ওখানে ভক্তিতে তারা ভূমিতে চরণ রাখার গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু শুরু তো সব এখান থেকেই হয়। তোমরা যদি আধঘন্টা একঘন্টার জন্যও কোথাও যাও, তাহলে সবাই খুশি হয়। কিন্তু এখানে সেবা হয়। ভক্তিতে শুধু চরণ রাখতেই খুশি অনুভব করে। সব স্থাপনা এখান থেকেই হচ্ছে। ভক্তি মার্গের পুরো ফাউন্ডেশন এখান থেকেই স্থাপিত হয়, শুধু রূপ পরিবর্তন হয়ে যাবে। সুতরাং যারাই মেলার সেবায় নিমিত্ত হয়েছে অর্থাৎ মিলন উদযাপনের সেবাতে নিমিত্ত হয়েছে, মেলার আগে তাদের সবার সাথে বাপদাদা মিলন-মেলা উদযাপন করছে। এই মেলা বাবা আর বাচ্চাদের মেলা, সেই মেলা সেবার। সুতরাং সবাইকে হৃদয়ের স্মরণ-স্নেহ। আচ্ছা। দুনিয়ায় তাদের নাইট ক্লাব থাকে, আর এখানে তোমাদের অমৃতবেলা ক্লাব আছে। (দাদীদের প্রতি) তোমরা সবাই অমৃতবেলা ক্লাবের মেম্বার্স। সবাই তোমাদের দেখে খুশি হয়। তারা বিশেষ আত্মাদের দেখেও খুশি হয়। আচ্ছা।

বিদায়কালে - সদগুরুবারের স্মরণ-স্নেহ (প্রাতঃ ৬টা) -

বৃক্ষপতি দিবসে বৃক্ষের আগে অমূল্য পত্রসমূহকে বৃক্ষপতি বাবার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার। বৃক্ষপতির দশা প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার উপরে আছে। রাহুর দশা আর অন্যান্য সব দশা সমাপ্ত হয়েছে। এখন সব ব্রাহ্মণ আত্মার উপরে শুধু একটাই দশা, সদা বৃক্ষপতির, বৃহস্পতির দশা থাকে। সুতরাং বৃহস্পতির দশাও আছে আর দিনও বৃহস্পতির এবং বৃক্ষপতি আপন বৃক্ষের আদি পত্রদের সাথে মিলন উদযাপন করছে। অতএব, সদা স্মরণ আছে আর সদা স্মরণ থাকবে। সদা ভালোবাসায় সমাহিত হয়ে আছ আর সদাই প্রিয় থাকবে। বুঝেছ ?

**\*বরদান:-\*** পাওয়ারফুল ব্রেক দ্বারা বরদানী রূপে সেবা করার লাইট মাইট হাউস ভবন বরদানী রূপে সেবা করার প্রথমে নিজের মধ্যে শুদ্ধ সঙ্কল্প প্রয়োজন তথা অন্য সঙ্কল্পকে সেকেন্ডে কন্ট্রোল করার বিশেষ অভ্যাস প্রয়োজন। সারাদিন শুদ্ধ সঙ্কল্পের সাগরে তরঙ্গিত হতে থাকো। আর যে সময়ে চাও শুদ্ধ সঙ্কল্পের সাগরতলে গিয়ে সাইলেন্স স্বরূপ হয়ে যাও, এর জন্য তোমাদের ব্রেক পাওয়ারফুল হওয়া প্রয়োজন, তোমার সঙ্কল্পের উপরে সম্পূর্ণ কন্ট্রোল এবং বুদ্ধি ও সংস্কারের উপরে সম্পূর্ণ অধিকার থাকতে হবে, তবেই লাইট মাইট হাউস হয়ে বরদানী রূপে সেবা করতে পারবে।

**\*স্লোগান:-\*** সঙ্কল্প, সময় আর বোলের ইকনমি করলে বাবার সহায়তা ক্যাচ করতে পারবে।



"মিষ্টি বাচ্চারা -- প্রত্যেকের পাপ শোষক ফার্স্টক্লাস ব্লটিং-পেপার হলো একমাত্র শিববাবা, ওঁনাকে স্মরণ করো তাহলেই পাপ সমাপ্ত হবে"

- \*প্রশ্ন:- আত্মায় সর্বাপেক্ষা গভীর কোন্ দাগ রয়েছে, তা মুছে ফেলার জন্য কিরকম পরিশ্রম করবে ?
- \*উত্তর:- আত্মায় দেহ-অভিমানের অতি সুগভীর দাগ পড়ে রয়েছে, প্রতিমুহূর্তে কোনো দেহধারীর নাম-রূপে আটকে পড়ে। বাবাকে স্মরণ না করে দেহধারীদের স্মরণ করতে থাকে। পরস্পরের হৃদয়ে দুঃখ দেয়। এই দাগ মুছে ফেলার জন্য দেহী-অভিমानी হওয়ার পরিশ্রম করো।
- \*গীত:- মুখ দেখে নে রে প্রানী নিজ দর্পণে / দ্যাখ কত পাপ, কত পুণ্য রয়েছে তোর জীবনে....

ওম্ শান্তি । সকল সেন্টারের মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা গান শুনেছে। এখন নিজেকে দেখে নাও যে কত পুণ্য করেছে আর কত পাপ খন্ডন করেছে। সমগ্র দুনিয়ার সাধু-সন্তাদিরা আহ্বান করে যে হে পতিত-পাবন, পতিত থেকে পবিত্র করেন একমাত্র বাবা-ই। আর সকলের মধ্যেই পাপ রয়েছে। এ তো তোমরা জানো যে, আত্মার মধ্যেই পাপ রয়েছে। পুণ্যও আত্মাতেই থাকে। আত্মাই পবিত্র, আত্মাই অপবিত্র হয়। এখানে সব আত্মাই অপবিত্র। পাপের দাগ লেগে থাকে তাই পাপাত্মা বলা হয়। এখন এই পাপ কিভাবে নিষ্কাশিত হবে ? যখন কোনো জিনিসের উপর কালি বা তেল পড়ে যায় তখন ব্লটিংপেপার রাখা হয়। সেটা সবকিছু শুষে নেয়। এখন সকল মানুষ স্মরণ করে অদ্বিতীয়-কে কারণ তিনিই ব্লটিংপেপার, পতিত-পাবন। কেবল সেই এক ব্যতীত আর কেউই ব্লটিংপেপার নয়। ওরা তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে গঙ্গা স্নান করে আরোই অপবিত্র হয়ে গেছে। অপবিত্রকে পবিত্র করেন সেই একমাত্র ব্লটিংপেপার-রূপী শিববাবা। তিনি হলেনই অতি ক্ষুদ্র এক বিন্দু। সকলের পাপ বিনাশ করেন। কোন্ যুক্তির দ্বারা ? তিনি শুধু বলেন -- ব্লটিংপেপার-রূপী আমায় স্মরণ করো। আমি তো চৈতন্য, তাই না! তোমাদের আর কোনো কষ্ট দিই না। তোমরাও আত্মা বিন্দু-স্বরূপ, বাবাও বিন্দু-স্বরূপ। তিনি বলেন -- কেবলমাত্র আমায় স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের সমস্ত পাপ দূর হয়ে যাবে। এখন প্রত্যেকেই নিজেদের হৃদয়কে প্রশ্ন করো যে, স্মরণের দ্বারা কতখানি পাপ দূর হয়েছে ? আর কতখানি আমরা (পাপ) করেছি ? কতখানি পাপ আর বাকি রয়ে গেছে ? তা কিভাবে জানা যাবে ? অন্যদেরও পথ বলে দিতে থাকো যে, একমাত্র ব্লটিংপেপারকেই স্মরণ করো। সকলকে এই পরামর্শ দেওয়া তো ভাল, তাই না! এও তো আশ্চর্যের, যাদের রায় দাও, সে তো বাবাকে স্মরণ করতে থাকে, আর রায় দানকারী স্বয়ং স্মরণ করে না, সেইজন্য পাপ খন্ডন হয় না। পতিত-পাবন তো এক-কেই বলা হয়। অনেক পাপ রয়ে গেছে। কাম-বিকারের পাপ, দেহ-অভিমানের পাপ তো প্রথম স্থানে, যা সবচেয়ে খারাপ। এখন বাবা বলেন, দেহী-অভিমानी হও। যত মামেকম্ অর্থাৎ একমাত্র আমাকেই স্মরণ করবে ততই তোমাদের মধ্যে যে খাদ পড়ে রয়েছে তা ভস্মীভূত হবে। স্মরণ করতে হবে। অন্যান্যদেরও এই পথ বলে দিতে হবে। যত অন্যদের বোঝাবে ততই তোমাদেরও ভাল হবে। এই কাজেই লেগে পড়ো। অন্যদেরও এটা বোঝাতে হবে যে, বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই পুণ্যাত্মা হয়ে যাবে। তোমাদের কাজ হলো অন্যদেরও এটা বলা যে পতিত-পাবন হলেন অদ্বিতীয়। যদিও তোমরা জ্ঞান-নদীরা হলে অনেক কিন্তু তোমরা সকলকে বলো যে, অদ্বিতীয়কেই স্মরণ করো। তিনিই হলেন একমাত্র পতিত-পাবন। ওঁনার অনেক মহিমা। জ্ঞানের সাগরও তিনিই। সেই অদ্বিতীয় পিতাকে স্মরণ করা, দেহী-অভিমानी হয়ে থাকা -- এই একটি কথাতেই(বিষয়েই) অসুবিধা রয়েছে। বাবা কেবল তোমাদের জন্যই বলেন না বরং বাবার চিন্তায় তো সমস্ত সেন্টারের বাচ্চারা রয়েছে। বাবা তো সব বাচ্চাদেরই দেখেন, তাই না! এ হলো শিববাবার ফুলের বাগিচা যেখানে ভাল সার্ভিসেবল বাচ্চারা থাকে, তাই না! যারা ভাল ফুলের বাগিচায় পরিণত হবে বাবা তাদেরকেই স্মরণ করবেন । কোনো ধনবান লোকের ৪-৫টি সন্তান হলে, তখন যে বড় সন্তান, তাকেই স্মরণ করবে। ফুল বিভিন্ন ধরনের হয়। তাই বাবাও নিজের বড় বাগানকে স্মরণ করেন। কাউকে এই পথ বলা সহজ, শিববাবাকে স্মরণ করো। তিনিই পতিত-পাবন। তিনি স্বয়ং বলেন, আমায় স্মরণ করলে তোমাদের পাপ ভস্মীভূত হবে। সমগ্র দুনিয়ার জন্য (ইনি হলেন) কত ফার্স্টক্লাস ব্লটিংপেপার। সকলেই ওঁনাকে স্মরণ করে। কাউকে এই পথ বলে দেওয়া সহজ যে, শিববাবাকে স্মরণ করো। বাবা যুক্তি বলে দিয়েছেন -- আমায় স্মরণ করলে তোমাদের উপর দেহ-অভিমানের যে দাগ রয়েছে তা মুছে যাবে। দেহী-অভিমानी হওয়াতেই পরিশ্রম। বাবাকে কেউ সত্য বলে না। কেউ-কেউ চার্ট লিখে পাঠায় পরে আবার ক্লান্ত হয়ে পড়ে। লক্ষ্য অনেক বড়। মায়া নেশা একদম ভেঙে দেয় তখন লেখাও ছেড়ে দেয়। দেহ-অভিমান হলো অর্ধেক কল্লের, তা ছাড়তে চায় না। বাবা বলেন -- কেবল এই কাষই করতে থাকো। বাবাকে স্মরণ করো আর অন্যদেরকেও করাও। ব্যস, এটাই হলো সর্বাপেক্ষা উচ্চ(শ্রেষ্ঠ) কর্ম। যে স্বয়ং স্মরণ করে না সে

এই কাজ করবেই না। বাবার স্মরণ -- এ হলো যোগাঙ্গি, যার দ্বারা পাপ ভস্মীভূত হয় সেইজন্য প্রশ্ন করা হয় যে কতখানি পাপ ভস্মীভূত হয়েছে ? যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই খুশীর পারদ চড়ে থাকবে। প্রত্যেকের হৃদয়কে জানতে পারা যায়। অন্যান্যদেরও তাদের সার্ভিসের মাধ্যমে জানতে পারা যায়। অন্যদের পথ বলে দেয় -- বাবাকে স্মরণ করো। উনি হলেন পতিত-পাবন। এখানে এ হলো পতিত তমোপ্রধান দুনিয়া। সকল আত্মারা এবং শরীর তমোপ্রধান। এখন ফিরে যেতে হবে। ওখানে সকল আত্মারাই পবিত্র থাকে। যখন পবিত্র হবে তখন ঘরে যাবে। অন্যান্যদেরও এই পথই দেখানো উচিত। বাবা যুক্তি তো অতি সহজ বলেন। শিববাবাকে স্মরণ করো। এই ব্লটিংপেপার-কেই সঙ্গে রাখো তাহলে সমস্ত পাপ শেষে যাবে। তোমাদের পাপ সমাপ্ত হয়ে যাবে। মুখ্য বড় কথা হলো পবিত্র হওয়া। মানুষ পতিত হয়ে গেছে তবেই তো আহ্বান করে -- হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র করে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। লেখাও রয়েছে। এখন সকল আত্মাদের পবিত্র করে নিয়ে যান তখন কোনো অপবিত্র আত্মা থাকে না। এও বুঝিয়েছেন যে, সর্বপ্রথমে স্বর্গবাসীরা আসবে। বাবা যে ওষুধ দেন -- তা সকলের জন্য। যাকেই পাওয়া যাবে তাকেই এই ওষুধই দিতে হবে। তোমরা ফাদারের কাছে যেতে চাও -- কিন্তু আত্মা অপবিত্র তাই যেতে পারবে না। পবিত্র হও তবেই যেতে পারবে। হে আত্মারা, আমায় স্মরণ করো তবেই আমি নিয়ে যাব, তারপর সেখান থেকে তোমাদের সুখে নিয়ে যাব, পুনরায় যখন দুনিয়া পুরোনো হয়ে যায় তখন তোমরা দুঃখ পেতে থাকো। আমি কাউকে দুঃখ দিই না। প্রত্যেকেই নিজেদের দেখো যে, আমি কি স্মরণ করি ? যত স্মরণ করবে ততই খুশীর পারদ উর্ধ্বমুখী হবে। কত সহজ ওষুধ। আর কোনো সাধু-সন্তাদি এই ওষুধের কথা জানে না। কোথাও লেখা নেই। এ হলো একদম নতুন কথা। পাপের খাতা(তালিকা) শরীরে কখনো লেগে থাকে না। এত ছোট বিন্দু-রূপী আত্মার মধ্যেই সমগ্র পার্ট ভরা রয়েছে। আত্মা অপবিত্র হলে জীবের(শরীরের) উপরেও এর প্রভাব পড়বে। যখন আত্মা পবিত্র হয়ে যায় -- তখন পবিত্র শরীরও পাওয়া যায়। দুঃখী বা সুখী আত্মা হয়। শরীরে চোট লাগলে আত্মা দুঃখ অনুভব করে। বলাও হয় যে, এ হলো দুঃখী আত্মা, এ সুখী আত্মা। এত ছোট আত্মা কত ভূমিকা পালন করে, বিস্ময়কর, তাই না! বাবা হলেনই সুখ প্রদানকারী, সেইজন্য ওঁনাকে স্মরণ করে। দুঃখ দেয় রাবণ। সবচেয়ে প্রথমে আসে দেহ-অভিমান। এখন বাবা বোঝান যে, তোমাদের আত্ম-অভিমानी হতে হবে, এতেই পরিশ্রম রয়েছে। বাবা জানেন, হৃদয়ের সততার দ্বারা যেসকল যুক্তিযুক্তভাবে স্মরণ করা উচিত, এইরূপ খুব কমই আছে যারা সেভাবে স্মরণ করে। এখানে থেকেও অনেকেই ভুলে যায়। যদি দেহী-অভিমानी হয় তবে কোনো পাপ করে না। বাবার আদেশ হলো -- হিয়ার নো ইভিল.....(এ'কথা) বাঁদরের জন্য তো নয়। এ হলো মানুষের জন্য। মানুষ বাঁদরের মতন তাই বাঁদরের চিত্র এঁকেছে। অনেকেই আছে যারা সারাদিন পরনিন্দা-পরচর্চা করতে থাকে। সে'জন্য বাবাকে বোঝাতে হয়। সব সেন্টারেই এরকম কেউ না কেউ থাকে যারা পরস্পরকে দুঃখ দিতেই থাকে। আবার কেউ-কেউ ভালও আছে যারা বাবার স্মরণেই থাকে। তারা মনে করে মন-বাণী-কর্ম কাউকে দুঃখ দেব না। বাণীর দ্বারাও যদি দুঃখ দেয় তাহলে দুঃখী হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমাদের সকলকে সুখ প্রদান করতে হবে। সকলকে বলতে হবে যে, দেহী-অভিমानी হও। বাবাকে স্মরণ করো আর কোনো পয়সার আদান-প্রদানের কথা নেই। কেবল প্রিয়(লাভলী) বাবাকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের বিকর্ম ভস্মীভূত হয়ে যাবে। তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। ভগবানুবাচ -- একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। পরস্পরকে আর কিছুই বলো না কেবল বাবাকে স্মরণ করো। অন্যের কল্যাণ করো। তোমাদের স্থিতি যেন এত মধুর হয় যাতে কেউ এসে দেখলে বলে যে বাবার বাচ্চারা তো ব্লটিংপেপারস্। এখনো সেরকম স্থিতি আসে নি। বাবাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলবেন -- ব্লটিংপেপার কি এখনও তো কেউ কাগজই তৈরী হয় নি। বাবা সব সেন্টারের বাচ্চাদের বোঝান। মুম্বই, কলকাতা, দিল্লী..... সব স্থানেই বাচ্চারা তো রয়েছে, তাই না! রিপোর্ট আসে যে বাবা অমুকে অত্যন্ত বিরক্ত করে। পুণ্যাত্মায় পরিনত করার বদলে আরোই পাপাত্মায় পরিনত করে দেয়। বাবার কাছে জিজ্ঞাসা করলে তৎক্ষণাৎ বলে দেবেন। শিববাবা তো সবকিছু জানেন। ওঁনার কাছে সব হিসেব-নিকেশ রয়েছে। এই বাবাও বলে দিতে পারেন। মুখ দেখলেই সব জানা যায়। এ বাবার স্মরণে নিমগ্ন, এর চেহারাই হাসি-খুশী, দেবতাদের মতন। আত্মা খুশী হলে শরীরও দেখতে তরতাজা লাগে। শরীর ব্যথা পেলে আত্মা দুঃখ অনুভব করে। একটি কথা সকলকে শোনাতে থাকো যে শিববাবা বলেন, আমায় স্মরণ করো তবেই তোমাদের পাপ সমাপ্ত হয়ে যাবে। ওরা লিখে দিয়েছে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ, কৃষ্ণকে তো অনেকেই স্মরণ করে কিন্তু পাপ তো দূর হয় না, আরোই পতিত হয়ে পড়েছে। এ তো জানাই নেই যে, কাকে স্মরণ করতে হবে, পরমাত্মার রূপ কি ? যদি সর্বব্যাপীও বলে তাহলেও তো যেমন আত্মা স্টার তেমনই পরমাত্মাও স্টার কারণ ওরা আত্মা তথা পরমাত্মা বলে দেয়, সেই হিসেবেও তো বিন্দুই, তাই না! ছোট একটি বিন্দু প্রবেশ করে। তিনি সকল বিন্দুদের বলেন -- বাচ্চারা, মামেকম্ স্মরণ করো। কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বলেন। কর্মেন্দ্রিয় ব্যতীত আত্মা তো আওয়াজ করতে পারে না। তোমরা বলতে পারো যে, আত্মা-পরমাত্মার রূপ তো এক, তাই না! পরমাত্মাকে বিশালাকৃতির লিঙ্গ বা অন্যকিছু বলতে পারা যায় না। বাবা বলেন -- আমিও এরকমই বিন্দু কিন্তু আমি পতিত-পাবন আর তোমাদের সকলের আত্মা পতিত। কত সোজা কথা। এখন দেহী-অভিমानी হয়ে আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো,

অন্যদেরকেও পথ বলে দাও। আমি বলিই দুটি শব্দ -- মন্মুনাভব। আবার একটু ডিটেলে বলি যে, এ হলো শাখা-প্রশাখা। প্রথমে সতোপ্রধান, সতঃ, রজঃ, তমঃ-তে..... আসে। পাপাত্মা হয়ে গেলে কত দাগ পড়ে যায়। এই দাগ কিভাবে দূর হবে। ওরা(অজ্ঞানী) মনে করে গঙ্গায় স্নান করলে পাপ দূর হয়ে যাবে। কিন্তু সে তো হলো শরীরের স্নান। বাবাকে স্মরণের মাধ্যমেই আত্মা পবিত্র হতে পারে। একেই স্মরণের যাত্রা বলা হয়। কত সহজ কথা, যা বাবা রোজ রোজ বুঝিয়ে থাকেন। গীতাতেও এর উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে -- "মন্মুনাভব"। উত্তরাধিকার তো পাবেই কেবল আমায় স্মরণ করো তবেই পাপস্বলন হবে। বাবা হলেন অবিনাশী ব্লটিংপেপার, তাই না! বাবা বলেন, আমায় স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাও পুনরায় রাবণ অপবিত্র করে দেয়, তাহলে এরকম বাবাকে স্মরণ করা তো উচিত, তাই না! এমনও আছে যে যারা স্মরণ করে না, তাদের কি অবস্থা হবে! বাবা বোঝান -- বাচ্চারা, আর সব কথা ছেড়ে দাও। কেবল একটি কথা -- দেহী-অভিমানী হও আর মামেকম্ স্মরণ করো। এ তো জানো যে আত্মা এক শরীর পরিত্যাগ করে অন্য ধারণ করে। আত্মাই দুঃখ-সুখ ভোগ করে। কখনো পরস্পরের হৃদয়কে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। পরস্পরের নিকট সুখ পৌঁছে দেওয়া উচিত। তোমাদের কাজই এই। অনেকেই আছে যারা পরস্পরকে দুঃখ দিয়ে থাকে। পরস্পরের দেহের মোহে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সারাদিন একে-অপরকে স্মরণ করতে থাকে। মায়াও তীক্ষ্ণ(সবল)। বাবার নাম স্মরণ করে না, তাই বাবা বলেন -- দেহী-অভিমানী ভব। জ্ঞান তো অতি সহজ। স্মরণই মুশকিলের। ওই নলেজ(লৌকিক) তো তবুও ১৫-২০ বছর ধরে পড়ে। কত সাবজেক্ট থাকে। এই নলেজ অতি সহজ। ড্রামাকে জানা-ই হলো একটি কাহিনী। মুরলী পাঠ করা কোনো বড় কথা নয়। স্মরণই অত্যন্ত অসুবিধাজনক। বাবা তবুও বলেন -- ড্রামা। তথাপি পুরুষার্থ করতে থাকো। বাবাকে স্মরণ করো তবেই যোগাঙ্গির দ্বারা তোমাদের পাপ ভস্মীভূত হবে। ভাল-ভাল বাচ্চারা এতে অনুত্তীর্ণ হয়ে যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

#### \*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-\*

১ ) কখনও কারোর হৃদয়কে দুঃখী করো না। সকলের কাছে সুখ পৌঁছে দিতে হবে। বাবার স্মরণে থাকতে হবে আর সকলকে স্মরণ করাতে হবে।

২ ) পাপের দাগ মুছে ফেলার জন্যে দেহী-অভিমানী হয়ে ব্লটিং পেপার-রূপী বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এমন মধুর অবস্থা তৈরী করতে হবে যার ফলে সকলের কল্যাণ হয়।

**\*বরদানঃ-\*** তোমার সহযোগিতার দ্বারা দুর্বল আত্মাদেরকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করানো বরদানী-মূর্তি ভব এখন বরদানী-মূর্তির দ্বারা সঞ্চলিত শক্তির সেবা করে দুর্বল আত্মাদের বাবার সমীপে নিয়ে এসে। অধিকাংশ আত্মাদের মধ্যে এই শুভ ইচ্ছা উৎপন্ন হচ্ছে যে আধ্যাত্মিক শক্তি যা কিছু করতে পারে তা আর কেউ করতে পারে না। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার পথে চলার জন্যে নিজেদের শক্তিহীন বলে মনে করে। নিজের শক্তির দ্বারা তাদেরকে সাহসের পা দিয়ে দাও, তবেই তারা বাবার সমীপে হেঁটে আসতে পারবে। এখন বরদানী-মূর্তি হয়ে তোমার সহযোগিতার দ্বারা তাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করাও।

**\*স্লোগানঃ-\*** স্ব-পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্পর্ক, বাণী এবং সম্বন্ধে সফলতা প্রাপ্তকারীই সফলতা-মূর্তি।

"মিস্টি বাচ্চারা - তোমাদের শিববাবার রচিত এই বুদ্ধ যজ্ঞের খুব ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, এ হলো স্বরাষ্ট্র লাভের জন্য অসীম জগতের যজ্ঞ"

\*প্রশ্নঃ - এই বুদ্ধ যজ্ঞের প্রতি রেসপেক্ট (সম্মান) কোন্ বাচ্চাদের থাকে ?

\*উত্তরঃ - যারা এর বিশেষভাবে জানে । তোমরা জানো যে, এই বুদ্ধ যজ্ঞ তোমরা কড়ি থেকে হীরেতে পরিণত হও, এতে সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া স্বাহা হয়ে যায়, এই পুরানো শরীরেরও স্বাহা করতে হবে । কোনো এমন ভুল কর্ম যেন না হয়, যাতে এই যজ্ঞে বিঘ্ন আসে । এই সচেতনতা যখন থাকবে, তখন তোমরা রেসপেক্ট রাখতে পারবে ।

\*গীতঃ- মাতা ও মাতা তুমিই ভাষ্য বিধাতা...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনেছে । যারা এই গীত লিখেছে, সেই বেচারারা তো মাতাকে জানেও না । তারা নাম শুনেছে, জগৎ অম্মা, কিন্তু তিনি কে ছিলেন, কি করে গিয়েছিলেন, তোমরা বাচ্চারা ছাড়া এ কেউই জানে না । জগৎ অম্মা যখন আছেন, তখন অবশ্যই বাবাও আছেন । পুত্ররাও যেমন আছে, তেমনই পুত্রীরাও আছে । যারা জগদম্বার কাছে যায়, তাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান নেই, তারা কেবল মূর্তি পূজারী । দেবীর সামনে গিয়ে তারা প্রার্থনা করে । এখন এ হলো রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী বুদ্ধ জ্ঞান যজ্ঞ । এর রচয়িতা হলেন মাতা - পিতা, ততৎবম । তোমরাও হলে এই যজ্ঞের রচয়িতা । বাচ্চারা, তোমাদের সকলকে এই যজ্ঞের দেখভাল করতে হবে । এই যজ্ঞের জন্য তোমাদের অনেক সম্মান রাখা উচিত । এই যজ্ঞকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা হয় । এ হলো হেড অফিস, এর আরো ব্রাঞ্চ(শাখা) আছে । মাম্মা - বাবা আর তোমরা বাচ্চারাও এই যজ্ঞের দ্বারা নিজেদের ভাষ্য হীরে তুল্য তৈরী করছো । তাই এমন যজ্ঞকে কতভাবে রক্ষা এবং সম্মান করতে হবে । তোমাদের কতো ভালোবাসা থাকা উচিত যে, এ হলো আমাদের মাম্মা জগদম্বার যজ্ঞ । মাম্মা - বাবার যজ্ঞ, তাই এ আমাদেরও যজ্ঞ । এই যজ্ঞের বৃষ্টি করতে হয় যাতে অনেক বাচ্চারা নিজের বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে । যদি নিজে নিতে না পারো, সময় যদি না পাও, তাহলে আচ্ছা, অন্যদের নিমন্ত্রণ দেওয়া উচিত । এর নামই হলো রাজস্ব অশ্বমেধ জ্ঞান যজ্ঞ, যাতে স্বরাষ্ট্র লাভ করা যায় । এই যজ্ঞে পুরানো শরীরকেও স্বাহা করতে হয় । তোমাদের বাবার হয়ে যেতে হবে । এই যজ্ঞে কোনো একটি বাড়ী নয়, এ হলো অসীম জগতের কথা । যেই যজ্ঞে সম্পূর্ণ বিশ্বকে স্বাহা হতে হবে । এর পরের দিকে তোমরা দেখবে, এই যজ্ঞের কতো সম্মান করা হবে । এখানে তো অনেকেরই যজ্ঞের প্রতি কোনো সম্মান নেই । এতো সব যজ্ঞের সন্তান । বাচ্চা জন্ম নিতে থাকে, তাই তাদের যজ্ঞের কতো সম্মান করা উচিত, কিন্তু এমন অনেকেই আছে, যারা কোনো কদর করে না । এ এতো বড় যজ্ঞ, যেখানে মনুষ্য হীরে থেকে কড়ি তুল্য, ভ্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী তৈরী হয়, তাই বাবা বলেন, তোমরা যেমন যজ্ঞে রচনা করো, এতে একজনও যদি শ্রেষ্ঠাচারী তৈরী হয় তাহলে 'অহো সৌভাগ্য' ! এতো লাখ - লাখ মন্দির ইত্যাদি আছে, সেখানে কেউই শ্রেষ্ঠাচারী তৈরী হয় না । এখানে তো কেবল তিন পদ পৃথিবী চাই । কেউ এলে তার জীবনের পরিবর্তন হয়ে যাবে । এই যজ্ঞের কতো সম্মান হওয়া উচিত । অনেকেই বাবাকে লেখে যে, বাবা আমি আমার ঘরে পাঠশালা খুলবো কি ? আচ্ছা বাচ্চারা, তোমরা যদি যজ্ঞভূমি বানাও, তাহলে কারোর না কারোর কল্যাণ হয়ে যাবে । এই যজ্ঞের অনেক মহিমা । এ হলো যজ্ঞভূমি যেখানে পুত্রীরা অন্যদের কল্যাণ করতে থাকে । এই যজ্ঞকে খুব সম্মান করা উচিত কিন্তু অনেকের সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকার কারণে এই যজ্ঞকে সম্মান করতে পারে না । অনেকেই আছে, যারা যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করে । এ হলো শিববাবার যজ্ঞ । তাই মাতা - পিতা এখানে একত্ৰিত । এই মাম্মা - বাবার থেকে তো কিছুই পাওয়া যায় না । অসীম জগতের পিতার কাছেই সবকিছু পাওয়া যায় । তিনি হলেন এক । মাম্মা - বাবা বলা হয় শরীরধারীদের । নিরাকারের তো আর কোনো শরীর নেই । তাই বাবা বলেন, তোমরা সাকারের অনুগত হয়ো না । মাম্মেকম (আমাকে) স্মরণ করো । এই বাবাও আমাকেই স্মরণ করেন । চিত্রতে দেখানো হয়, রাম, কৃষ্ণ, ব্রহ্মা আদি সবাই তাঁকেই স্মরণ করে । এমন কিন্তু নয় । ওখানে তো কেউ স্মরণ করে না । তাঁরা প্রালব্ধ পেয়ে যায় । তাই তাঁদের স্মরণ করার কি দরকার ? আমরা পতিত হয়েছি, তাই আমাদের পবিত্র হওয়ার জন্য স্মরণ করতে হবে । মহিমা কিন্তু একজনেরই । সেই একজনের জন্মই এঁদের এতো মহিমা । তোমরা কোনো দেহধারীকেই স্মরণ করবে না । দেহধারীর থেকে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু স্মরণ তাঁকেই করতে হবে । এই বাবাও দেহধারী, তিনি সব পরিচয় দেন, কিন্তু এমন অনেক অবুঝ বাচ্চা আছে, যারা বলে, আমরা তো প্রত্যাশকভাবে শিববাবার থেকে স্মরণের দ্বারা জ্ঞান অর্জন করতে পারি । এমন যদি সম্ভব হতো, তাহলে এই রথে তাঁর আসার কি প্রয়োজন ছিলো ? এমনও অনেক আছে, যারা মনে করে, এই সাকারকে দিয়ে আমাদের কি কাজ ? বাবা বলেন - মন্মনাভব । তাঁকে স্মরণ করো কিন্তু মাধ্যম তো এনােকেই বলা হয়, তাই না । তাই নম্বরের ক্রমানুসারে সম্মানও করে । তারাই সম্মান করবে, যারা নম্বরের ক্রমানুসারে গদিতে বসবে । মাম্মা - বাবা প্রথমে রাজগদিতে বসবেন । তারপর তাঁদের অনুসরণ করবে । অনেক প্রজা তৈরী হবে । পদও অনেক উঁচু । এখানে ভয় পাওয়ার কোনো কথা নেই । এরোপ্পেনে যখন কেউ নতুন চড়ে, তখন ভয় পায় । আবার কাউকে তো দেখো, চাঁদেও চলে যায় । এ তো অভ্যাসের ব্যাপার, তাই না কিন্তু এতে কোনো লাভ নেই, সে তোমরা জানো । ওরা মনে করে, চাঁদেও রাজধানী বানাবে কিন্তু এসব কিছুই হয়

না । পতন হয় তো । পতন আর উত্থানকেও বাচ্চারা বুঝতে পারে । এমন চিত্রও আছে যে এই লক্ষ্মী - নারায়ণ রাজত্ব করতেন ।

আজ তো দেখো, ভারত কতো গরীব । এ তো সত্য কথা । ইনি তো নিজেই লিখেছেন, তাই সিঁড়িতে এও দেখানো উচিত । ওখানে হীরের মহল ঝলমল করে, এখানে আবার কড়ির দেখানো উচিত । আগে কড়ি চলতো । গুরুদ্বারে কড়ি রাখা হতো । এখন তো কেউ পয়সাও রাখবে না । সিঁড়ির চিত্র তো খুবই সুন্দর, এখানে অনেককিছুই লিখতে পারো । মাম্মা বাবার সঙ্গে যেন বাচ্চাদেরও চিত্র থাকে আর উপরে আত্মাদের বৃক্ষও । নতুন - নতুন চিত্র তৈরী হতে থাকবে । এতে বোঝাতেও সহজ হবে যে কিভাবে পতন হয়, আবার উত্থান কিভাবে হয় । আমরা নিরাকারী দুনিয়াতে গিয়ে আবার সাকার দুনিয়াতে আসি, এ বোঝানো খুবই সহজ । যদি বুঝতে না পারে তখন মনে করা হয় যে ভাষ্যে নেই । ড্রামাকে সাক্ষী হয়ে দেখা হয় । বাচ্চাদের এই যজ্ঞের প্রতি অনেক সম্মান থাকা উচিত । যজ্ঞের একটি পয়সাও জিজ্ঞেস না করে নেওয়া, বা মাতা - পিতার অনুমতি ছাড়া কাউকে দেওয়া, এ অনেক বড় পাপ । তোমরা তো সন্তান, তাই যে কোনো সময় যে কোনো জিনিসই পেতে পারো । বেশী নিয়ে কেন রাখবে ? মনে করে কেউ জানতে পারবে না, কিন্তু ভিতরে চেপে রেখে দিলে মনে অনুতাপ হয় কেননা এ অম্ব্যয় কাজ । জিনিস তো তোমরা যে কোনো সময়ই পেতে পারো । বাবা বলেছেন যে, অন্তকালে হঠাৎ যে কোনো ব্যক্তিরই মৃত্যু হতে পারে । তাই অন্তিম সময় যে পাপ করবে, সেই আৰ্জনা সব সামনে আসবে, তাই বাবা সবসময় বোঝাতে থাকেন, অন্দরে কোনো স্থিধা থাকা উচিত নয় । হৃদয় যদি স্বচ্ছ থাকে তাহলে অন্তিম মুহূর্তে কিছুই সামনে আসবে না । যজ্ঞ থেকে তো সবকিছুই মিলতে থাকে । অনেক বাচ্চা আছে যাদের কাছে অনেক অর্থ আছে । তাদের বলা হয়, যখন প্রয়োজন হবে তখন চেয়ে নেওয়া হবে । তারা বলে - বাবা, কখনো যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা আছি । যদিও তারা পবিত্র থাকে না । তারা খাওয়াদাওয়ারও শূন্যতা রাখে না কিন্তু তারা এই পণ করে যে - বাবা, আমাদের কাছে অনেক টাকা আছে, এমনিতেই তা শেষ হয়ে যাবে । মাঝে এই টাকা অন্য কেউ নিয়ে নেবে, তাই যখন লাগবে নিয়ে নিন । বাবা বলেন - আমিইবা কি করবো । বাড়ী বানাতে হলে সেই টাকা কোথাও না কোথাও থেকে এসেও যায় । তাই অনেক বাচ্চা নিজেদের ঘরে বসে আছে । এই বাচ্চারাও অনেক উঁচু পদ প্রাপ্তি করে । প্রজাতেও তো কম পদ নেই । রাজাদের থেকেও কোনো কোনো সাহুকার অনেক ধনবান হয়, তাই এমন কোনো কথা অন্তরে আসা উচিত নয় । তোমাদের প্রতিজ্ঞা হলো - বাবা, তুমি যা খাওয়াবে তাই খাবো... এরপর এই কথা যদি না রাখো তখনই তোমাদের দুর্গতি হয়ে যায় । বাবা তোমাদের সদগতি দিতে এসেছেন । যদি উচ্চ পদ না পাও, তাহলে তো দুর্গতি বলা হবে, তাই না । ওখানেও অনেক বিত্তবান থাকবেন, কেউ কম পদের, কেউ আবার উচ্চ পদের তো থাকবেন, তাই না । বাচ্চাদের শ্রীমৎ অনুযায়ী পুরুষাৰ্থ করতে হবে । নিজের মতে চললে নিজেকে ধোকা দিয়ে দেয় । এ হলো শিববাবার রচিত জ্ঞান যজ্ঞ । এর নামই হলো - রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী বৃন্দ জ্ঞান যজ্ঞ । শিববাবা এসে স্বরাজ্যের দান করেন । কারোর যদি ভাষ্যে না থাকে, নাম যদি উজ্জ্বল না করে, তাহলে তাদের মুখ থেকে ভালো ভালো পয়েন্টস বের হয় না । কাউকে না বোঝাতে পারলে বলবে - এর নাম হতে অনেক দেরী, যেই কারণে বোঝানোর সময় মুখ্য - মুখ্য পয়েন্টস ভুলে যায় । তোমাদের এও বোঝানো উচিত যে - স্বরাজ্য লাভের জন্ম এ হলো রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী বৃন্দ জ্ঞান যজ্ঞ । তোমরা বোর্ডের উপরও লিখতে পারো । এই যজ্ঞে পুরানো দুনিয়া সব স্বাহা হয়ে যায়, যার জন্ম এই মহাভারতের লড়াই উপস্থিত । বিনাশের পূর্বে এই স্বরাজ্য পদ নিতে হলে এসে নিয়ে যাও । তোমরা তো বোর্ডে অনেককিছুই লিখতে পারো । এখানে এইম অবজেক্টও যেন এসে যায় । নীচে লেখা উচিত - এখানে স্বরাজ্য পদ লাভ হয় । যতটা সম্ভব পরিস্কার ভাবে লেখা উচিত, যাতে কেউ পড়লেই বুঝতে পারে । বাবা নির্দেশ দেন - তোমরা এইভাবে বোর্ড তৈরী করো । এই অক্ষর অবশ্যই লেখো । ভবিষ্যতে এই যজ্ঞের অনেক প্রভাব হবে । ঝড় তো অনেকই আসবে । বলা হয় - সত্যের নৌকা দোল খেলেও তা ডুববে না । তোমাদের কবীর সাগরের দিকে যেতে হলে বিষয় সাগরের দিকে মন দেওয়া উচিত নয় । যারা জ্ঞান শোনে না, তাদের পিছনে থেকে সময় নষ্ট করা উচিত নয় । এই বোঝানো তো খুবই সহজ ।

তোমরাই পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলে, এখন পূজারী হয়েছো । এখন বাবা বলছেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের খাদ দূর হয়ে যাবে । এতে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে, আর অন্য কোনো উপায় নেই । এই হলো প্রকৃত উপায় । অনেকে যোগে থাকে না, তাদের দেহ বোধও অনেক । দেহ বোধ দূর হলে তবেই যোগে থাকতে পারবে, তাহলেই পরে কর্মমীত অবস্থা হবে । শেষে অন্য কোনো জিনিসই স্মরণে আসা উচিত নয় । কোনো কোনো বাচ্চার কোনো জিনিসের প্রতি এতো মোহ এসে যায় যে, সেকথা আর জিজ্ঞেসা করো না । তারা শিববাবাকে কখনোই স্মরণ করে না । এমন বাবাকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করতে হবে । বলা হয় - হাতে কাজ আর হৃদয়ে স্মরণ....খুব কমেই এইরূপ স্মরণ থাকে । তাদের আচরণ দেখেই বুঝতে পারা যায় । তারা যজ্ঞকে রেসপেক্ট করে না । এই যজ্ঞের খুব ভালোভাবে সুরক্ষা করা উচিত । এই সুরক্ষা করা অর্থাৎ বাবাকে খুশী করে দেওয়া । প্রতিটি বিষয়ের সুরক্ষার প্রয়োজন । গরীবের পাই - পয়সা এই যজ্ঞে আসে যাতে তারা পক্ষপতি হয় । মাতারা, যাদের কাছে কিছুই নেই, যারা এক বা দুই টাকা, আট আনা এই যজ্ঞে দেয়, তারাও পক্ষপতি হয়ে যায়, কেননা তারা অনেক বড় ভাবনার সাথে, খুশীর সাথে নিয়ে আসে । বাবা বলেন - আমি হলামই গরীবের ভগবান । বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্মই এসেছি । কেউ আবার আট আনা নিয়ে এসে বলে - বাবা, বাড়ী তৈরীর সময় একটা ইট লাগিয়ে দিও । কখনো দুই মুঠি আনাজও নিয়ে আসে । তাদের তো অনেক বৃদ্ধি পায় । কণা মাত্র জিনিসও মোহর সমান হয়ে যায় । এমন তো নয় যে, তোমাদের বসে গরীবদের দান করতে হবে । গরীবদের তো ওরা দান করে । এমনিতে তো এই দুনিয়াতে অনেক গরীব আছে । সবাই যদি এখানে এসে বসে যায় তাহলে একে অন্যের মাথা খারাপ করে দেবে । এমন তো অনেকই বলে, আমি যজ্ঞে সমপিত হবো, কিন্তু খুব সাবধানে বুঝে নিতে হয়

। এমন যেন না হয় যে, যজ্ঞেঃ এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলো । যজ্ঞেঃ তো খুব পুণ্য আত্মা হওয়া উচিত । খুব সুরক্ষার প্রয়োজন । যেই ঈশ্বরীয় যজ্ঞেঃ থেকে আমরা নিজের শরীর নির্বাহ করি, সেই যজ্ঞেঃর জন্ম রেসপেকট থাকা উচিত । যজ্ঞেঃর অর্থ অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়া অনেক বড় পাপ । এই অর্থ তাদের জন্ম যারা কড়ি থেকে হীরের মতো তৈরী হয়, যারা ঈশ্বরীয় সেবাতে আছে । বাকি গরীবদের দান করা, এই দান - পুণ্য তো জন্ম - জন্মান্তর ধরে করে এসেছো । এতে নামতে নামতে পাপ আত্মা হয়ে গেছো ।

বাচ্চারা, তোমরা সবাইকে বাবার পরিচয় দেওয়ার জন্ম ছোটো - ছোটো প্রামে প্রদর্শনী করতে থাকো । একজন গরীবও যদি এর থেকে আসে, সেও ভালো, এতে তো কোনো খরচ নেই । লক্ষ্মী - নারায়ণ যে এই রাজত্ব পেয়েছিলেন, কি খরচ করেছিলেন । কিছুই নয় । এই বিশ্বের বাদশাহী লাভের জন্ম কিছুই তো খরচ করেন নি । ওরা তো নিজেদের মধ্যে কতো লড়াই করে । বারুদ ইত্যাদিতে কতো খরচ করে । এখানে তো খরচের কোনো কথাই নেই । কোনো কড়ি খরচ না করে তোমরা এক সেকেন্ডে বিশ্বের বাদশাহী নাও । তোমরা অল্ফকে (আল্লাহ) স্মরণ করো । বে অর্থাৎ বাদশাহী তো আছেই । বাবা বলেন, যতটা সম্ভব সংয হৃদয়ে সংয সাহেবকে ( বাবা ) খুশী করো, তাহলে সংযখন্ডের মালিক হতে পারবে । এখানে মিথ্যা চলবে না । তোমাদের স্মরণ করতে হবে । এমন নয় যে, আমরা তো বাবার বাচ্চাই । এই স্মরণ করাতেই খুব পরিশ্রম । কোনো বিকর্ম করলে অনেক কষতি করে ফেলবে, তখন বুদ্ধি স্থির হবে না । বাবা তো অনুভাবী, তাই না । তাই বাবা বলতে থাকেন । কোনো কোনো বাচ্চা নিজেকে অতি চালাক মনে করে, কিন্তু বাবা বলেন, এখানে অনেক পরিশ্রম । মায়া অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুস্বভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

\*ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-\*

১ ) নিজেদের এই বুদ্ধি যজ্ঞেঃর অত্যান্ত রেসপেকট রাখতে হবে । যজ্ঞেঃর পরিবেশ খুব শুদ্ধ এবং শক্তিশালী করার জন্ম সহযোগী হতে হবে । খুব ভালোবেসে এর রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে ।

২ ) নিজের কাছে কিছুই লুকিয়ে রাখবে না । স্বচ্ছ হৃদয় থাকলে লক্ষ্য পূরণ হবে । এই যজ্ঞেঃর এক একটি কড়ি অমূল্য, তাই একটি কড়িও বর্ষথ নষ্ট করবে না । এর বৃদ্ধিতে সহযোগ দিতে হবে ।

\*বরদানঃ-\*

কারণকে নিবারণে পরিবর্তন করে সদা এগিয়ে গিয়ে সর্মথী স্বরূপ ভব  
জ্ঞান মার্গে যত এগোতে থাকবে, মায়া তত ভিন্ন - ভিন্ন রূপে পরীক্ষা নিতে আসবে, কেননা এই পরীক্ষাই হলো এগিয়ে যাওয়ার উপাদান (সাধন), নীচে নামানোর নয় । কিন্তু নিবারণের পরিবর্তে যদি কারণ নিয়ে চিন্তা করো, তাহলে সময় এবং শক্তি বর্ষথ নষ্ট হবে । কারণের পরিবর্তে যদি নিবারণ নিয়ে চিন্তা করো আর এক বাবার স্মরণের একাগ্রতায় মগ্ন থাকো, তাহলে সর্মথী স্বরূপ হয়ে নিবিঘ্ন হয়ে যাবে ।

\*স্লেগানঃ-\*

সে-ই মহাদানী, যে নিজের দৃষ্টি, বৃত্তি এবং স্মৃতির শক্তির দ্বারা শান্তির অনুভব করাবে ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান সাগর বাবার দ্বারা তোমরা মাস্টার জ্ঞান সাগর হও, তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত কর, তাই তোমরা হলে ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী এবং ত্রিলোকীনাথ”

\*প্রশ্ন:- তোমরা বাচ্চারা ব্যতীত বিশ্বের রুহানী সেবা কেউ করতে পারে না - কেন ?

\*উত্তর:- কারণ তোমরাই সুপ্রিম আত্মার (শিববাবার) শক্তি প্রাপ্ত কর। প্রথমে আত্মাদের অর্থাৎ তোমাদের জ্ঞান ইনজেকশন লাগানো হয়, যার দ্বারা তোমরা ৫ বিকারের উপরে নিজেও বিজয় লাভ কর এবং অন্যদেরও জয় লাভ করাও। এমন সেবা অন্য কেউ করতে পারে না। কল্প-কল্প তোমরা বাচ্চারা এই রুহানী অর্থাৎ আত্মিক সেবা কর।

ওম্ শান্তি। বাবার স্মরণে বসবে অন্য কোনো দেহধারীর স্মরণে নয়। নতুন যারা আসে বাবাকে তো তারা জানে না। তাঁর নাম তো খুব সহজ শিববাবা। বাবাকে বাচ্চারা জানে না, কতখানি ওয়ান্ডার। শিববাবা হলেন উঁচু থেকে উঁচুতে, সর্বের সদগতিদাতা। সর্ব পতিতদের পবিত্র করেন তিনি, সর্বের দুঃখ হরণ কর্তাও তিনি কিন্তু তিনি কে, সেই কথা কেউ জানে না, একমাত্র তোমরা বি.কে.রা জানো। তোমরা হলে তাঁর নাতি নাতনি। তাহলে তো নিশ্চয়ই নিজের পিতা এবং তাঁর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের কথা জানবে। বাবার দ্বারা আত্মারূপী বাচ্চারা সবকিছু জানতে পারে। এই হল পতিত দুনিয়া। সর্ব কলিযুগী পতিতদের সত্যযুগী পবিত্র কীভাবে বানাতে হয় তা একমাত্র বি.কে. রা জানে দুনিয়ায় আর কেউ জানে না। কলিযুগী দুর্গতি থেকে মুক্তি দেন, সত্যযুগী সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। শিব জয়ন্তীও ভারতেই পালন হয়। নিশ্চয়ই তিনি আসেন কিন্তু এসে কি দেন ভারতকে, সে কথা ভারতবাসী জানে না। প্রতি বছর শিব জয়ন্তী পালন হয় কিন্তু জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র নেই তাই পিতার পরিচয় জানা নেই।

গীত:- নয়নহীন কে পথ দেখাও প্রভু .....

এই গীত মানুষের তৈরি করা যে আমরা সবাই হলাম নয়নহীন অর্থাৎ অন্ধ। এই দৈহিক স্থূল নয়ন তো সবারই আছে কিন্তু নিজেকে নয়নহীন বা দৃষ্টিহীন কেন বলে ? বাবা বসে বোঝান যে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র কারো কাছে নেই। বাবার পরিচয় না জানা অর্থাৎ এই হল অজ্ঞান অথবা জ্ঞানহীন। বাবার পরিচয় বাবার দ্বারা প্রাপ্ত করা একেই জ্ঞান বলা হয়। বাবা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করেন, যার দ্বারা তোমরা সম্পূর্ণ রচনার আদি মধ্য অন্তকে জানো। জ্ঞান সাগরের সন্তান তোমরা মাস্টার জ্ঞান সাগর হয়ে যাও। তৃতীয় নেত্র অর্থাৎ ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকীনাথ হয়ে যাও। ভারতবাসী এই কথা জানে না যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগের মালিক ছিলেন, এই উত্তরাধিকার তারা পেলেন কীভাবে? কবে এসেছিলেন ? পরে কোথায় গেলেন ? পুনরায় রাজ্য কীভাবে পেলেন ? কিছুই জানে না। দেবতারা হলেন পবিত্র তাইনা। পবিত্র তো অবশ্যই বাবা করবেন। তোমরা ভারতবাসী, বাবা বসে তোমাদের বোঝান। যারা দেবতাকে, শিবকে বিশ্বাস করে। শিবের জন্ম হয় ভারতে। উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান। শিব জয়ন্তীও এখানেই পালন হয়। জগৎ অম্বা, জগৎ পিতা ব্রহ্মা এবং সরস্বতীরও জন্ম এখানেই। ভারতেই পালন হয়। আচ্ছা, লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্মও এখানেই হয়, তারাই হলেন রাধে কৃষ্ণ। এই কথাও ভারতবাসী জানে না। তারা বলে পতিত-পাবন এসো অর্থাৎ নিশ্চয়ই সবাই পতিত হয়েছে। সাধু সন্ন্যাসী ঋষি মুনি ইত্যাদি সবাই আহবান করে যে আমাদের পবিত্র করতে এসো। অন্য দিকে কুস্তু মেলায় স্নান করতে যায় পাপ নষ্ট করতে। ভাবে গঙ্গা হল পতিত-পাবনী। আহবান করে পতিত-পাবন এসো তাহলে মানুষ পবিত্র করবে কীভাবে? বাবা বোঝান তোমরা প্রথমে দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলে তখন সবাই পবিত্র ছিল। এখন পতিত হয়েছে। বলে যে পথ বলে দাও প্রভু। কোথাকার পথ ? তারা বলে বাবা জীবনমুক্তির পথ বলে দাও। আমাদের মধ্যে ৫-টি বিকার আছে। বাবা আমরা যখন সবাই স্বর্গে ছিলাম তখন নির্বিকারী ছিলাম। এখন বিকারী পতিত হয়েছে, এই বিষয়ে কিছু রহস্য বুঝিয়ে দাও। এই সব কোনো পুরাতন কাহিনী নয়। বাবা বোঝান - শ্রীমৎ ভাগবত গীতা অথবা পরমাত্মা দ্বারা উচ্চারিত গীতা। পতিতদের পবিত্র করেন নিরাকার ভগবান। মানুষকে ভগবান বলা হয় না। বাবা বলেন - এই যে এত বড় বড় গুরু আছে তা সত্ত্বেও ভারত এমন পতিত কড়ি তুল্য হয়েছে কেন। গতকালের কথা ভারত স্বর্গ ছিল। বাবা ভারতকে স্বর্গের উপহার দিয়েছিলেন। ভারতবাসী পতিতদের এসে রাজযোগ শিখিয়ে পবিত্র বানিয়েছিলাম। এখন বাবা আবার এসেছেন বাচ্চাদের কাছে সেবাধারী রূপে। বাবা হলেন আত্মিক সেবাধারী। বাকি সব মানুষ মাত্রই হল দৈহিক সেবাধারী। সন্ন্যাসীরাও হল

পার্শ্ব দেহের সেবাধারী। তারা বসে বই ইত্যাদি পাঠ করে শোনায়। বাবা বলেন আমি নিরাকার সাকার সাধারণ বৃদ্ধ দেহে প্রবেশ করে বাচ্চাদের এসে বোঝাই। হে ভারতবাসী বাচ্চারা, দেখো আত্মিক পিতা আত্মাদের বসে বোঝাচ্ছেন। ব্রহ্মা জ্ঞান শোনাচ্ছেন না বরং নিরাকার পিতা এই দেহের আধার নিয়েছেন। শিবের নিজস্ব দেহ তো নেই। শালিগ্রাম আত্মাদের তো নিজস্ব দেহ আছে। আত্মারা পুনর্জন্মের চক্রে এসে পতিত হয়। এখন তো সম্পূর্ণ দুনিয়াই হল পতিত। পবিত্র একজনও নেই। তোমরা সতোপ্রধান ছিলে তারপরে খাদ পড়ে সতো থেকে রজো তমোতে এসেছো। তোমরা ভারতবাসী, তোমাদের কাছে শিববাবা এসে শরীর ধারণ করেন যাকে ভাগীরথী বলা হয়। মন্দিরে শঙ্করের চিত্র দেখানো হয় কারণ তারা তো শিব শঙ্কর একই ভেবে নিয়েছে। এই কথা বোঝে না যে শিব তো হলেন নিরাকার, শঙ্কর হলেন আকারী। শিব শঙ্কর একই বলে কীভাবে। আত্মা, তারপরে বলদের উপরে যাত্রা করে কে। শিব অথবা শঙ্কর? সূক্ষ্মবতনে বলদ আসে কোথা থেকে? শিব থাকেন মূলবতনে, শঙ্কর থাকেন সূক্ষ্মবতনে। মূলবতনে সবাই আত্মা রূপে বাস করে। সূক্ষ্ম বতনে কেবল ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর আছে, সেখানে পশু ইত্যাদি নেই। বাবা বলেন আমি সাধারণ বৃদ্ধ দেহে প্রবেশ করে তোমাদের বোঝাই। তোমরা বাচ্চারা নিজেদের জন্মের কাহিনী জানো না। সত্যযুগ থেকে তোমরা কত গুলি জন্ম নিয়েছো? ৮৪ জন্ম। এখন এই জন্ম টি হল শেষ জন্ম। ভারত যে অমরলোক পবিত্র ছিল, সেই ভারত এখন মৃত্যুলোক পতিত হয়েছে। সর্বজনের সদগতি দাতা তো হলেন একজন তাইনা। রুদ্র মালা হল পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার শিবের। শ্রী শ্রী ১০৮ রুদ্র মালা বলা হয়। সবাই হল শিবের গলার হার। বাবা তো হলেন সর্বের সদগতি দাতা, সর্বকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন। লৌকিক পিতার কাছে দৈহিক জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় যাকে সন্ত্যাসীরা কাগ বিষ্ঠা সম সুখ বলে। বাবা বলেন যথাযথভাবে তোমাদের এই সুখ কাগ বিষ্ঠা সম সুখ। বাবা স্বয়ং এসে পতিতদের পবিত্র করেন অথবা কাঁটাদের ফুলে পরিণত করেন জ্ঞানের দ্বারা। এই হল গীতা জ্ঞান। এই জ্ঞান কোনো মানুষ বোঝাতে পারে না। কেবলমাত্র জ্ঞানের সাগর পতিত-পাবন বাবা এই জ্ঞান বোঝাতে পারেন। বাবার কাছেই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় যা তোমরা নিচ্ছে। তোমরা ই সদগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছ। এখন তোমরা আছো সঙ্গমে, তারা তো কলিযুগে আছে। এখন হল কলিযুগের অন্ত সময়। মহাভারতের যুদ্ধ সামনে রয়েছে। ৫ হাজার বছর পূর্বেও যখন তোমরা রাজযোগ শিখেছিলে তখন সম্পূর্ণ জগতে আগুন লেগেছিল। এখন তোমরা রাজযোগ শিখছো, লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার জন্য। বাকি সবই হল ভক্তিমার্গ। বাবা যখন আসেন তখন এসে স্বর্গের দ্বার খুলে দেন। বাবা বলেন এই শিব শক্তি ভারতমাতা রা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করে শ্রীমতের দ্বারা। তোমরা হলে শিব শক্তি ভারত মাতা, যারা ভারত কে স্বর্গ বানাও। তোমরাই হলে শিবের সন্তান, তাঁকেই তোমরা স্মরণ কর। শিবের কাছে শক্তি নিয়ে ৫ বিকার রূপী শত্রুদের জয় কর। তোমরা বাচ্চারা ৫ হাজার বছর পূর্বেও ভারতের রুহানী সেবা করেছিলে। তারা সোশ্যাল সেবা করে সে হল পার্থিব দেহের সেবা। এই হল রুহানী অর্থাৎ আত্মিক সেবা। সুপ্রিম আত্মা এসে আত্মাদের ইনজেকশন লাগিয়ে দেন, পড়ান। আত্মা ই শোনে। তোমরা হলে আত্মা। তোমরাই ৮৪ জন্ম নাও। এক শরীর ত্যাগ করে অন্য টি ধারণ করো। ৮৪ জন্ম নিয়ে ৮৪ মাতা পিতা পেয়ে যাও। সত্য যুগ ত্রেতায় তোমরা স্বর্গের সুখ পাও, এখন পুনরায় অসীম জগতের পিতা দ্বারা সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। যথাযথভাবে ভারতের এই উত্তরাধিকার ছিল। ভারতে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। সেখানে দৈত্য ইত্যাদি কিছু ছিল না। তোমরা জানো এখন এই পুরানো দুনিয়ায় আগুন লাগবে। আমি এসে জ্ঞান যন্তু রচনা করি। তোমরা সবাই পবিত্র দেবতায় পরিণত হও। হাজার জন আছে যারা দেবতা হওয়ার পুরুষার্থ করছে। বাবা এসেছেন সদগতি করতে। বাচ্চারা তোমাদেরকে কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করেছেন। তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করেছেন যাতে তোমরা সম্পূর্ণ ড্রামার বিষয়ে, শিববাবা কিরূপ পাঁচ প্লে করেন, সব জানতে পারো। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কি কানেকশন, সেসবও জানতে পারো। তারা দেখায় বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে ব্রহ্মা উদয় হয়েছেন। ব্রহ্মা গিয়ে বিষ্ণু রূপে পরিণত হন। ব্রাহ্মণ রা পরিণত হয় দেবতায়। বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা হতে সময় লাগে ৫ হাজার বছর। এই জ্ঞান তোমাদের আছে। তোমরা ব্রাহ্মণ, তোমাদের নাভি কমল থেকে বিষ্ণুপূরী প্রকট হচ্ছে। তারা তো চিত্র তৈরি করেছে যে বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মার উদয় হয়। তারপরে সর্ব বেদ শাস্ত্রের সার বলেন। এখন তোমরা ব্রহ্মা দ্বারা সম্পূর্ণ সার বুঝেছো। বাবা বলেন মুখ্য ধর্ম-শাস্ত্র হল ৪-টি, প্রথম দৈব ধর্মের শাস্ত্র হল গীতা। গীতা গায়ন করেন কে? শিববাবা। জ্ঞান-সাগর, পতিত-পাবন, সুখের সাগর হলেন শিববাবা। তিনি বসে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেছেন, কৃষ্ণ নয়। কৃষ্ণ তো আমার দ্বারা জ্ঞান শ্রবণ করে পরে কৃষ্ণ হয়েছে। অর্থাৎ এই কথাটি গুপ্ত কথা তাইনা। নতুন আত্মা রূপী বাচ্চারা এই সব কথা বুঝবে না, একেই বলা হয় নরক। আসন্ন সময়টিকে বলা হয় স্বর্গ। শিববাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন, সেইখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজ্য করতেন। এখন তোমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছে। বাবা বলেন এই মৃত্যুলোক, দুঃখধামে এই হল তোমাদের শেষ জন্ম। ভারত অমরলোক ছিল। সেখানে দুঃখের নাম ছিল না। ভারত পরিস্থান ছিল, এখন কবর খানায় পরিণত হয়েছে, পুনরায় পরিস্থান হবে। এই সব কথা বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে হবে। এই হল মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পাঠশালা। এই থানে কোনো সন্ত্যাসীদের সংসঙ্গ নেই, যেখানে বসে শাস্ত্র পাঠ করে শোনানো হয়। এইসব কথা কোনো নতুন আত্মা বুঝবে না যতক্ষণ না সে ৭ দিনের কোর্স করছে। এইসময় সব মানুষ

মাত্রই হল ভক্ত, তাদের আত্মাও স্মরণ করে। একমাত্র প্রিয়তম পরমাত্মার সবাই হল প্রিয়তমা।

বাবা এসে সত্যখন্ড গঠন করেন। অর্ধকল্প পরে রাবণ এসে মিথ্যা খণ্ডে পরিণত করে। এখন সঙ্গম। এইসব কথাই বুঝতে হবে। আত্মা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

১) বাবার শ্রীমৎ অনুসারে ভারতের প্রকৃত রহানী সেবা অর্থাৎ আত্মিক সেবা করতে হবে। সর্ব শক্তিমান বাবার থেকে শক্তি নিয়ে ৫-টি বিকার রূপী শত্রুদের জয় করতে হবে।

২) মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য পবিত্র নিশ্চয়ই হতে হবে। জ্ঞান ধারণ করে কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হতে হবে এবং পরিণত করতে হবে।

**\*বরদান:-\*** শ্রীমৎ দ্বারা সদা খুশী বা হালকা অনুভব করে মনমত ও পরমত থেকে মুক্ত ভব  
যে বাচ্চাদের প্রতিটি পদক্ষেপ হয় শ্রীমৎ অনুযায়ী তাদের মন সদা সন্তুষ্ট হবে, মনে কোনো রকম দোলাচল থাকবে না, শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে ন্যাচারাল খুশী বজায় থাকবে, হালকা অনুভব হবে, তাই যখনই মনে অস্থিরতার অনুভব হবে, খুশীর মাত্রা একটুও কম হবে তখন চেক করো - নিশ্চয়ই শ্রীমতের অবগুণ্ডা হয়েছে তাই সূক্ষ্ম চেকিং করে মনমত বা পরমত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নাও।

**\*স্নোগান:-\*** বুদ্ধি রূপী বিমান দ্বারা বতনে (পরমধামে) পৌঁছে জ্ঞান সূর্যের আলো অনুভব করাই হল শক্তিশালী যোগ।

**\*মাতেশ্বরী দেবীর অনুপম মহাবাক্য\***

\*1) আত্মা পরমাত্মায় তফাৎ, পার্থক্য :-\* আত্মা ও পরমাত্মা দূরে ছিল বহুকাল ধরে, সুন্দর মেলার আয়োজন হয় যখন সদগুরু আসেন মাধ্যম হয়ে .... যখন আমরা এই শব্দ বলি তখন এর যথার্থ অর্থ হল যে আত্মা, পরমাত্মা বহু কাল ধরে দূরে ছিল। বহু কালের অর্থ হল - অনেক খানি সময় আত্মা, পরমাত্মা থেকে দূরে ছিল, অর্থাৎ এই শব্দটি প্রমাণ করে যে আত্মা ও পরমাত্মা দুটি পৃথক বস্তু, দুইয়ের আন্তরিক পার্থক্য আছে কিন্তু দুনিয়ার মানুষ সেসব কথা না জানার কারণে তারা এই শব্দের অর্থ বলে দেয় আমি আত্মা ই হলম পরমাত্মা, কিন্তু আত্মার উপরে মায়ার আবরণ থাকে যার ফলে আত্মা নিজের প্রকৃত স্বরূপ ভুলে গেছে, তারা বলে যখন মায়ার আবরণ খুলে যাবে তখন সেই আত্মা ই হল পরমাত্মা। সুতরাং তারা আত্মার দূরে থাকার অর্থ এইভাবে বলে এবং অন্যরা বলে আমি আত্মা ই সেই পরমাত্মা, কিন্তু আত্মা নিজেকে ভুলে যাওয়ার দরুন দুঃখে আছে। যখন আত্মা পুনরায় নিজেকে চিনতে পেরে শুদ্ধ হয় তখন আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ এক হয়েই যাবে। অতএব আত্মাকে এই অর্থে দূরে ছিল বলা হয় কিন্তু আমরা তো জানি আত্মা ও পরমাত্মা দুটি পৃথক বস্তু। আত্মা, পরমাত্মা হতে পারে না এবং পরমাত্মায় মিলিত হয়ে এক হতেও পারে না এবং পরমাত্মার উপরে কখনও মায়ার আবরণ পড়ে না।

\*2) " মনের অশান্তির কারণ - কর্ম বন্ধন এবং শান্তির আধার হল কর্মাতীত স্থিতি" \* বাস্তবে প্রত্যেকটি মানুষের অবশ্যই এই চাহিদা থাকে যে আমি মনের শান্তি প্রাপ্ত করি তাই অনেক চেষ্টা করে চলেছে কিন্তু এখনও মনের শান্তি প্রাপ্ত হয় নি, এর যথার্থ কারণ কি ? এর জন্য প্রথমে এই চিন্তন করা উচিত যে মনের অশান্তির প্রথম মূল কি ? মনের অশান্তির মুখ্য কারণ হল - কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। যত ক্ষণ মানুষ এই পাঁচটি বিকারের কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ মানুষ অশান্তি থেকে মুক্তি পাবে না। যখন কর্মবন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় তখন মনের শান্তি অর্থাৎ জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করতে পারে। এখন ভাবতে হবে - এই কর্ম বন্ধন বিচ্ছিন্ন হবে কীভাবে ? এবং কে এই বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদান করতে পারে ? এই কথা তো আমরা জানি যে কোনো মনুষ্য আত্মা অন্য কোনো মনুষ্য আত্মাকে মুক্তি দিতে পারে না। এই কর্মবন্ধনের হিসেব-নিকেশ শেষ করতে পারেন একমাত্র পরমাত্মা, তিনি এসে এই জ্ঞান যোগ বলের দ্বারা কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত করেন তাই পরমাত্মাকে সুখ প্রদানকর্তা বলা হয়। যত ক্ষণ পর্যন্ত এই জ্ঞান নেই যে আমি এক আত্মা, প্রকৃত রূপে কার সন্তান, আমার সত্য গুণগুলি কি

? যখন এই জ্ঞান বুদ্ধিতে এসে যায় তখনই কর্মবন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে। এই জ্ঞান কেবল পরমাত্মার কাছেই আমরা প্রাপ্ত করি সুতরাং পরমাত্মার সাহায্যে কর্ম বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

"মিস্টি বাচ্চারা - স্মরণে থেকে অন্যদেরকে স্মরণ করবার অভ্যাস করাও, যে যোগ করাবে তার বুদ্ধি যেন এদিক ওদিক ছুটোছুটি না করে"

\*প্রশ্নঃ - কোন বাচ্চাদের উপরে অনেক বড় রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে ? তাদের কীসের প্রতি মনযোগ দেওয়া অত্যন্ত জরুরী ?

\*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা নিমিত্ত টিচার হয়ে অন্যদেরকে যোগ করায়, তাদের উপরে অনেক বড় রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে। যোগ করাবার সময় বুদ্ধি যদি এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে, তবে সেটা সাভিসের পরিবর্তে ডিস-সাভিস হয়ে যাবে। সেইজন্য এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, আমার দ্বারা যাতে পুণ্যের কাজ হয়।

\*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি। বাবা সব বাচ্চাদেরকে সবার প্রথমে এখানে বসে লক্ষ্যকে স্থিত করবার জন্য দৃষ্টি দিতে থাকেন যে, আমি যেমন শিব বাবার স্মরণে বসে আছি, তোমরাও শিব বাবার স্মরণে বসো। প্রশ্ন এটাই ওঠে যে, সামনে যিনি নেষ্ঠা অর্থাৎ ধ্যান করাবার জন্য বসেছেন, তিনি নিজে সারাদিন শিব বাবার স্মরণে থাকেন, যাতে অন্যদের মধ্যেও (বাবার প্রতি) আকর্ষণ হয় ? স্মরণে থাকলে খুব শান্তিতে থাকবে। অশরীরী হয়ে শিব বাবার স্মরণে যদি থাকে, তবে অন্যদেরকেও শান্তিতে নিয়ে যাবে, কারণ টিচার হয়ে বসেছো যে। যদি টিচারই ঠিক মতো স্মরণে না থাকে, তবে অন্যরাও থাকতে পারবে না। প্রথমে তো এই খেয়াল রাখতে হবে যে, আমি কি ওই প্রিয়তম বাবার আশিক (প্রিয়তমা), ওঁনার স্মরণে বসে আছি ? প্রত্যেকে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করো। বুদ্ধি যদি অন্যদিকে ছুটোছুটি করে, দেহ-অভিমাণে এসে গেলে তখন আর সেটা সাভিস থাকে না, ডিস-সাভিস করে বসে। এটা তো ভালো ভাবে বুঝতে হবে। কোনো সাভিস তো হল না, এমনিই বসে থাকলে, তবে তো কষতিই করে বসল। টিচারের বুদ্ধিযোগ যদি ছুটোছুটি করে, তবে সে সাহায্য কী করবে ? যারা টিচার হয়ে বসেছো তারা নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে, আমি কি পুণ্যের কাজ করছি ? যদি পাপ কর্ম করি তবে তো অসীম দুর্গতি রয়েছে। পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি এইরকম কাউকে তুমি গদিতে বসাও, তবে তার জন্য তুমি রেসপন্সিবল থাকবে। শিবাবা তো সবাইকে জানেন। এই বাবাও সবার অবস্থাকে (স্থিতিকে) জানেন। শিবাবা বলবেন যিনি টিচার হয়ে বসেছেন, তার বুদ্ধিযোগ তো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকে। এ অন্যদেরকে সাহায্য করবে কীকরে ? তোমরা বরাহ্মণ বাচ্চারা নিমিত্ত হয়েছো শিববাবার হয়ে ওঁনার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। বাবা বলেন, হে আত্মারা মামেকম্ স্মরণ করো। টিচার হয়ে বসলে আরও ভালো ভাবে ওই অবস্থাতে বসো। এমনিতে তো সবাইকেই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্টুডেন্ট নিজেই নিজের অবস্থাকে বুঝতে পারে। নিজেই বুঝতে পারে যে আমি পাশ করব কি করব না। টিচারও জানেন। যদি প্রাইভেট টিচার রাখে, তিনিও বুঝতে পারেন। ওই পড়াশোনাতে যদি কেউ প্রাইভেট টিচার রাখতে চায় তো রাখতে পারে। এখানে কেউ যদি বলে আমাকে যোগে (নিষ্ঠা/নেষ্ঠা) বসাও, তখন বাবার স্মরণে বসতে হবে। বাবার ফরমানই (আদেশ) হল, বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা হলে আশিক (প্রেমিকা), চলতে ফিরতে প্রিয়তমকে স্মরণ করো। সন্ধ্যাসী বরহ্মকে স্মরণ করে। তারা মনে করে আমরা বরহ্মতে লীন হয়ে যাব। যারা খুব বেশী স্মরণ করবে তাদের স্থিতি খুব ভালো হবে। প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু ভালো তো আছেই, তাই না ! বলা হয় যে, স্মরণের যাত্রায় থাকো। নিজেকেও বাবার স্মরণে রাখতে হবে। বাবার কাছে সৎ মানুষেরা যেমন আছে আবার তেমন উল্টোটাও। নিজে নিরন্তর স্মরণে থাকা খুবই কঠিন। কেউ কেউ এমন আছে যারা বাবার কাছে একদম সৎ থাকে। এই বাবাও নিজের অনুভব বাচ্চারা তোমাদের বলেন যে, কিছু সময় স্মরণে থাকি, তারপর আবার ভুলে যাই। কেননা এই বরহ্মার উপরে অনেক দায়িত্বের বোঝা রয়েছে। এত এত বাচ্চা। তোমরা তো এটাও জানতে পারো না যে, এই মুরলীতে শিবাবা বলছেন নাকি বরহ্মা বলছেন, কেননা দু'জনেই একসাথে আছেন। ইনিও (বরহ্মা) বলেন যে, আমিও শিববাবাকে স্মরণ করি। এই বাবা বাচ্চাদেরকে নেষ্ঠা করান। ইনি বসলে তোমরা দেখতে পাও চারিদিক কেমন নিস্তব্ধ হয়ে যায়। অনেকের তখন আকর্ষণ হয়। তিনি বাবা যে। বলেন - বাচ্চারা, স্মরণে থাকো। নিজেও থাকতে হবে। কেবল পন্ডিত হলে হবে না। স্মরণে না থাকলে অন্তিম সময়ে ফেল হয়ে যাবে। বাবা আর মাম্মার তো উচ্চ পদ, এছাড়া মালা তো এখনো তৈরী হয়নি। মালার একটি দানাও কমপ্লিটলি তৈরী হয়নি। পূর্বে মালা বানানো হত বাচ্চাদের (পুরুষাথে) লিফ্ট দেওয়ার জন্য। কিন্তু দেখা গেল যে মায়া অনেককেই শেষ করে দিল। সমস্ত কিছুই সাভিসের উপরেই নির্ভর করছে। অতএব যে সামনে নেষ্ঠা করাতে বসবে তাকে বোঝাতে হবে যে, আমি সত্যিকারের টিচার হয়ে বসছি। নইলে বলতে হবে যে বুদ্ধি এদিক ওদিক ছুটে বেড়াতে থাকে। আমি এখানে বসার যোগ্য নই। নিজের থেকেই বলে দেওয়া উচিত। এমন যেন না হয় যে, যার ইচ্ছা সে-ই এসে বসে গেল। এমনও কেউ কেউ আছে, যে মুরলী হয়ত শোনায় না, কিন্তু স্মরণে থাকে। কিন্তু এখানে তো দুটোতেই তুখোর হতে হবে। সজন তো অতীব লভলী, তাঁকে তো খুব বেশী স্মরণ করতে হবে। এতেই পরিশ্রম রয়েছে। বাকি প্রজা হওয়া তো সহজ। দাস দাসী হওয়া বড় ব্যাপার নয়। তারা জ্ঞানকে ধারণ করতে পারে না। যেমন যজ্ঞের ভান্ডারীকে দেখো। সকলকে কেমন খুশী করে। কাউকেই দুঃখ দেয় না, সবাই তার প্রশংসা করে। তো বাঃ শিববাবার ভান্ডারী তো নম্বর ওয়ান। অনেকের মনকে খুশী করে দেয় সে। বাবাও বাচ্চাদের মনকে খুশী করে আসছেন। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো আর এই সৃষ্টিচক্রকে বুদ্ধিতে রাখো। এখন প্রত্যেককে নিজের কল্যাণ করতে হবে। প্রতিটি হাড় দিয়ে সেবা করতে হবে। তোমাদের খুবই দয়ালু

হওয়া উচিত । মানুষ মুক্তি জীবনমুক্তির জন্ম এদিক ওদিক অনেক বিভ্রান্ত হতে থাকে । সন্দ্বিতির বিষয়ে কারোরই জানা নেই । মনে করে যেখান থেকে এসেছি সেখানেই ফিরে যেতে হবে । এও বোঝে যে এটা হল সৃষ্টি নাটক, কিন্তু সেটাকে মেনে চলে না । দেখো, কলাসে কখনো কখনো মুসলমানরাও আসে । তারা বলে আমরা আসল দেবী দেবতা ধর্মের, মুসলিম ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছি । আমরা ৮৪ জন্ম ভোগ করেছি । সিংধেও ৫ - ৬ জন মুসলমান আসতেন । এখনও আসে, তারপর আগে চলতে পারবে কি পারবে না, সেটা তো পরে দেখা যাবে । কেননা মায়াও তো পরীক্ষা নেয় । কেউ কেউ পাকাপোক্ত ভাবে রয়ে যায়, কেউ আবার পারে না । যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ ধর্মের হবে, যারা ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকবে, সে কখনো নড়চড় করবে না । বাকিরা তো কোনো কারণে বা অকারণে চলে যাবে । দেহ-অভিমানও খুব এসে যায় । বাচ্চারা, তোমাদের অনেকের কল্যাণ করতে হবে । নাহলে কী পদ পাবে ? তোমরা বাড়ি ঘর ছেড়েছো নিজের কল্যাণের জন্ম । বাবাকে অনুগ্রহ করবার জন্ম নয় । বাবার হয়েছো, তবে সাভিসও সেই রকমই করা উচিত । তোমাদের তো রাজত্বের মেডেল প্রাপ্ত হয়, ২১ জন্ম সদা সুখের রাজত্ব প্রাপ্ত হয় । মায়ার উপরে কেবল বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে আর অন্যদেরকেও শেখাতে হবে । অনেকে ফেলও হয়ে যায় । ভাবে বাদশাহী নেওয়া তো খুবই কঠিন ব্যাপার । বাবা বলেন, এমন ভাবটা হল দুর্বলতা । বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করা তো খুবই সহজ । বাচ্চাদের মধ্যে সাহস আসে না রাজত্ব নেওয়ার, তখন কাপুরুষের মতো বসে যায় । না নিজেরা নেয়, না অন্যদেরকে নিতে দেয় । তাহলে পরিণাম কী হবে ? বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান যে, রাত দিন সাভিস করো । কংগ্রেসীরাও তো পরিশ্রম করেছিল । কত সংগ্রামের পরে ফরেনারদের থেকে রাজত্ব নিয়ে নিয়েছিল । তোমাদেরকে রাবণের থেকে রাজত্ব নিয়ে নিতে হবে । সে হল সকলের শত্রু । জগতবাসী জানে না যে, আমরা রাবণের মতো চলছি, তাই তো দুঃখী । কারো সত্যিকারের স্থায়ী আন্তরিক সুখ আছে কি ? শিবাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে সদা সুখী বানাতে এসেছি । এখন স্রীমতে চলে তোমাদের স্নেহ হতে হবে । ভারতবাসীরা সবাই নিজের ধর্মকে ভুলে গেছে । যথা রাজা রানী, তথা প্রজা । এখন বাচ্চারা, তোমাদের এই বোধ প্রাপ্ত হয় - সৃষ্টির চক্র কীভাবে পরিক্রমা করে । সেটাও মাঝে মাঝেই ভুলে যায় । বুদ্ধিতে বসেই না । ব্রাহ্মণ তো অনেকেই হয়, কিন্তু কেউ কাঁচা থেকে যাওয়ার কারণে বিকারে চলে যায় । নিজেকে বি. কে. বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু বি.কে বলা যাবে না । বাদবাকি যারা সম্পূর্ণ বাবার ডাইরেকশন অনুযায়ী চলে, নিজ সম বানাতে থাকে, তারাই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে । বিঘ্ন তো পড়বে । অমৃত পান করতে করতে তারপর গিয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করে । এও কথিত আছে । তারা কী পদ পাবে ? অনেক কন্সারা বিকারের কারণে মারও খায় । তারা বলে, এইটুকু কষ্ট সহ্য করে নেবো । আমাদের প্রিয়তম যে শিবাবা । মার খাওয়ার সময়ও আমরা শিবাবাকে স্মরণ করি । তারা খুবই খুশীতে থাকে । এই আন্তরিক খুশীতেই থাকা উচিত । বাবার থেকে আমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার নিচ্ছি, অন্যদেরকেও আমরা আমাদের মতো বানাতে থাকি ।

বাবার বুদ্ধিতে তো এই সিঁড়ির চিত্র সব সময় থাকে । এটাকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দেন । বাচ্চারা যখন বিচার সাগর মন্থন করে এমন এমন চিত্র বানায়, তখন বাবাও তাদেরকে ধন্যবাদ জানান । কিম্বা এটা বলা যায়, বাবা সেই বাচ্চার বুদ্ধিতে টাচ করিয়েছেন । সিঁড়ির চিত্র খুবই সুন্দর বানানো হয়েছে । ৮৪ জন্মকে জানলে সৃষ্টির আদি - মধ্য - অন্তকে জেনে গেলে । এটা একেবারে ফার্স্টক্লাস চিত্র । ত্রিমূর্তি গোলার (সৃষ্টিচক্র) চিত্রের থেকেও এই সিঁড়ির চিত্র নলেজ অনেক বেশী রয়েছে । এখন আমরা সিঁড়ি চড়ছি । কত সহজ এ'সব । বাবা এসে লিফ্ট দেন । শান্তিতে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছে । সিঁড়ি এইজন্ম খুবই ভালো । (জিঞ্জিগাসুকে) বোঝাতে হবে, তুমি কী হিন্দু, তুমি তো হলে দেবী দেবতা ধর্মের । আর যদি বলে যে, আমি কী ৮৪ জন্ম নিয়েছি নাকি ? আরে কেন বুঝতে পারছ না যে, আমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছিলাম । তারপরে যদি স্মরণ করো তবে প্রথম নম্বরে এসে যাবে । তোমাদের কুলের হলে এই রকম প্রশ্ন করবে না যে, সবাই খোড়াই ৮৪ জন্ম নেবে নাকি ! আরে তুমি এমন কেন ভাবছো যে আমি তো দেরিতে এসেছি । বাবা, তোমাদেরকে, সব বাচ্চাদেরকে বলেন যে, তোমরা ভারতবাসীরা ৮৪ জন্ম নিয়েছো । এখন পুনরায় নিজের উত্তরাধিকার নাও, স্বর্গে চলো । বাচ্চারা, তোমরা তো যোগে বসো, সিঁড়ির স্মরণ করো, দেখবে খুব আনন্দ অনুভব হবে যে - আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি ! এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি । কতখানি খুশী হতে থাকে ! সাভিস করবারও উদ্দীপনা থাকা চাই । বোঝানোর জন্মও অনেক অনেক উপায় এখন তোমরা পেয়ে যাচ্ছে । সিঁড়ির ওপরে বোঝাও । সব চিত্রই থাকা চাই । বাবা তো বলেনই, তোমরা আমার ভক্তদের কাছে যাও, তাদেরকে এই জ্ঞান শোনাও । তাদেরকে তোমরা মন্দিরে পাবে । মন্দির গুলিতে গিয়ে এই সিঁড়ির চিত্রের ওপরে তোমরা বোঝাতে পারো । সারাদিন ধরে বুদ্ধিতে এটাই যেন থাকে সকলকে বাবার পরিচয় দিই, মানুষের কল্যাণ করি । দিনে দিনে তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলতে থাকবে । যাদের উত্তরাধিকার পাওয়ার তারা আসবে, প্রতিদিন শিখতেও থাকবে । কারো কারো উপরে গ্রহের দশা লেগে গেলে বাবাকে তখন বোঝাতে হয় । তারা বুঝতে পারে না যে, আমাদের উপরে গ্রহের দশা লেগেছে, সেইজন্ম আমার দ্বারা সাভিস হচ্ছে না । সমস্ত রেসপন্সিবিলিটি বাচ্চারা, তোমাদের উপরে । নিজ সম ব্রাহ্মণ বানাতে থাকো । সাভিসে থাকলে মন সব সময় খুশীতে থাকে, অনেকের কল্যাণ হয় । বাবার মুম্বইতে সেবা করতে খুব ভালো লাগতো । নতুন অনেকে আসতো । বাবার তো খুব ইচ্ছা হত যে সাভিস করি । বাচ্চাদেরও এইরকম দয়ালু হওয়া চাই । সাভিসে লেগে পড়া উচিত । মনের মধ্যে সব সময় এটাই যেন হতে থাকে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কাউকে নিজ সম বানাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্ন গ্রহণ করব না । আগে পুণ্য তো করি । পাপ আত্মাকে পুণ্য আত্মা বানিয়ে তবেই খাবার খাব । নিজের মতো ব্রাহ্মণ বানানোর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত । বাচ্চাদের জন্ম স্মাগাজিন বেরোয়, কিন্তু বি. কে. রা এত পড়ে না । ভাবে আমাদের জন্ম না, এ তো বাইরের লোকদের জন্ম । বাবা বলেন বাইরের লোকেরা তো কিছুই বুঝবে না যতক্ষণ না টিচাররা বোঝাচ্ছে । এ'সব হল ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের জন্ম, তাই পড়ে রিফ্রেশ হও । কিন্তু তারা পড়ে না । সব সেন্টারের বাচ্চারা, তোমরা সমস্ত স্মাগাজিন

পড়ো ? পড়ে কী মনে হয় ? কেমন লাগছে ? যারা শ্যাগাজিন বের করছে তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা উচিত যে আপনারা খুব সুন্দর সুন্দর লেখা দিয়েছেন। আপনাদেরকে ধন্যবাদ। পরিশ্রম করতে হবে, শ্যাগাজিন পড়তে হবে। এ'সব হল বাচ্চাদের রিফ্রেশ হওয়ার জন্ম। কিন্তু বাচ্চারা পড়ে না। শ্যাতনামাদেরকে সবাই ডাকতে থাকে যে, বাবা অমুককে আমাদের এখানে পাঠান। বাবা তখন বোঝান যে, নিজেরা ভাষণ করতে পারে না বলে অন্যদেরকে ডাকতে থাকে। তাহলে সাভিসেবলদেরকে কতখানি রিগার্ড দেওয়া উচিত ! আচ্ছা !

মিস্টি-মিস্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঊঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-\*

১ ) রাজত্বের মেডেল নেওয়ার জন্ম সবার মনকে খুশী করতে হবে। অতঃন্ত দয়ালু হয়ে নিজের আর সকলের কল্যাণ করতে হবে। প্রতিটি হাড় দিয়ে সেবা করতে হবে।

২ ) দেহ-অভিমাণে এসে ডিস্-সাভিস করবে না। সর্বদা পুণ্য কর্ম করবে। নিজ সম বরাহ্মণ বানানোর সেবা করতে হবে। সাভিসের রিগার্ড রাখতে হবে।

\*বরদানঃ-\*

স্মরণ আর সেবার ডবল লকের দ্বারা সদা সেফ, সদা আনন্দিত আর সদা সন্তুষ্ট ভব  
সারাদিন সংকল্প, বোল আর কর্ম বাবার স্মরণ আর সেবাতে নিয়োজিত থাকবে, প্রতিটি সংকল্পে বাবার স্মরণ থাকবে, বোলের দ্বারা বাবার দেওয়া সম্পদ (খাজানা) অন্যদেরকে দাও, কর্মের দ্বারা বাবার চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করো। যদি এইরকম স্মরণ আর সেবাতে সদা বিজি থাকো, তবে ডবল লক লেগে যাবে। তখন মায়া কখনোই আসতে পারবে না। যারা এই স্মৃতির দ্বারা পাকাপোকত লক লাগায়, তবে সে সদা সেফ, সদা আনন্দিত আর সদা সন্তুষ্ট থাকে।

\*স্লেগানঃ-\*

"বাবা" শব্দের ডায়মন্ড চাবী যদি সদা থাকে, তবে সকল খাজানার অনুভূতি হতে থাকবে।

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই পড়া হলো সোর্স অফ ইনকাম, এর দ্বারা তোমরা মানুষ থেকে দেবতা তৈরী হচ্ছে, ২১ জন্মের জন্ম সত্যিকারের  
উর্পাজন হয়ে যায়”

\*প্রশ্নঃ - বাবা যে মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনান সেগুলির ধারণা কবে হবে ?

\*উত্তরঃ - যখন বুদ্ধির উপর পরমত বা মনমতের প্রভাব পড়বে না। যে বাচ্চা অপরের শোনানো কথার উপর চলে, তার বুদ্ধিতে ধারণা হতে পারেনা। জ্ঞানের কথা ছাড়া অন্য কিছু কেউ যদি শোনায তাহলে সে হল শত্রুর সমান। মিথ্যা কথা শোনানোর জন্ম অনেকে আছে, এইজন্ম হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল, মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্ম এক বাবার স্রীমতেই চলতে হবে।

\*গীতঃ- আমাদের তীর্থ হল পৃথক...

ওম্ শান্তি । এই গানের মধ্যে যেন নিজেরই মহিমা করে। নিজের মহিমা বাস্তবে করা যায় না। এইসব তো হল বোঝার বিষয়, যে ভারতবাসী অনেক সুবুদ্ধিমান ছিলো, তারা এখন নির্বোধ হয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন ওঠে যে বুদ্ধিমান কারা ছিল ? এটা তো কোথাও লেখা নেই। তোমরা হলে গুপ্ত। কতইনা আশ্চর্যপূর্ণ কথা। এক তো বাবা বলেন যে আমার দ্বারাই বাচ্চারা আমাকে জানতে পারে। পুনরায় আমার দ্বারাই সবকিছু জেনে যায়। সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের যে খেলা, সেটাও বুঝতে পারে। আর কেউই জানেনা আর একটি মুখ্য ভুল করে ফেলে যে নিরাকার পরমপিতা পরমাৎমা শিবের বদলে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দেয়। প্রথম নম্বর শাস্ত্রর যাকে স্রীমৎ ভগবত গীতা বলা হয়, সেটাই মিথ্যা হয়ে যায়। এই জন্ম সর্বপ্রথম এটাই প্রমাণ করতে হবে যে ভগবান হলেন এক। তারপর জিজ্ঞাসা করতে হবে গীতার ভগবান কে ? ভারতেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। যদি নতুন ধর্ম বলে তো ব্রাহ্মণ ধর্মই বলবে। প্রথমে মাথার অগ্রভাগ হল ব্রাহ্মণ, তারপর দেবতারা। উঁচুর থেকেও উঁচু হল ব্রাহ্মণ ধর্ম। যে ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মার দ্বারা পরমপিতা পরমাৎমা রচনা করেন, সেই ব্রাহ্মণেরাই পুনরায় দেবতা হয়। মুখ্য কথা হল ভগবান হলেন সকলের বাবা, নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। অবশ্যই নতুন দুনিয়া রচনা করবেন, তাই না। নতুন দুনিয়াতে নতুন ভারত হয়। জন্মও ভারতেই নেন। ব্রহ্মার দ্বারা ভারতকেই স্বর্গ তৈরী করছেন। তোমাদেরকে নিজের আপন বানিয়ে মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার শিক্ষা দিচ্ছেন। পূর্বে তোমরা শূন্য বর্ণের ছিলে, এখন এসেছ ব্রাহ্মণ বর্ণে, তারপর দৈবী বর্ণে। পরে বৃদ্ধি হতে থাকে। এক ধর্ম থেকে অনেক ধর্ম হয়ে যায়। সব ধর্মেরই শাখা-প্রশাখা তৈরী হয়ে যায়, প্রত্যেক ধর্ম থেকেই বের হয়। তিনটি শাখা আছে না ! এগুলি হল মুখ্য। প্রত্যেকের থেকেই নিজের নিজের শাখা নির্গত হয়। মুখ্য হল ফাউন্ডেশন তারপর তিন শাখা হল মুখ্য। কান্ড হল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। যারা এখন সবাই রাজযোগ শিখছে। দিলওয়াড়া মন্দির খুব সুন্দর তৈরী হয়ে আছে, তাতেই সবকিছু বোঝানো আছে। বাচ্চারা এখানে বসে আছে, কল্প পূর্বেও তোমরা রাজযোগের তপস্যা করেছিলে। যেরকম যিশু খ্রীস্টের স্মরণিক খ্রীস্টান দেশেতে আছে। সেইরকম বাচ্চারা তোমরা এখানে তপস্যা করেছিলে তাই তোমাদেরও স্মরণিক এখানেই আছে। খুবই সহজ বিষয় কিন্তু কেউই জানেনা। সন্ধ্যাসীরা তো বলে দেয় যে এইসব হল কল্পনা, যেরকম যে কল্পনা করে। তোমাদের ক্ষেত্রেরও বলে যে এইসব চিত্র ইত্যাদি সবই কল্পনা করে তৈরী করেছে। যতক্ষণ না বাবাকে জানতে পারে ততক্ষণ তো কল্পনাই মনে করবে। নলেজফুল তো হলেন এক বাবা তাই না। তাই মুখ্য হল বাবার পরিচয় দেওয়া। সেই বাবা স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করছেন, কল্প পূর্বেও দিয়েছিলেন। তারপর ৮৪ জন্ম নিতে হয়। ভারতবাসীদেরই ৮৪ বার জন্ম হয়। পুনরায় সজাময়ুগে বাবা এসে রাজধানী স্থাপন করেন। বাচ্চারা তোমরা বাবার দ্বারাই বুঝেছো। যখন ভালোভাবে বুঝতে পারবে, বুদ্ধিতে ধারণা হবে, তখন খুশীতে থাকবে।

এই পড়া হল বড় সোর্স অফ ইনকাম। পড়াশোনা করেই মানুষ ব্যারিস্টার ইত্যাদি তৈরী হয়। কিন্তু এই পড়া হল মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার। স্রাপ্তি অনেক বেশী। এর মতো স্রাপ্তি আর কেউই করতে পারবে না। স্রস্তে গাওয়া হয়েছে - মানুষ থেকে মুহূর্তের সময় লাগে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি চলে না। অবশ্যই সেই বুদ্ধি প্রায়ঃলোপ হয়ে গেছে, তবেই তো লেখে যে মানুষ থেকে দেবতা হয়। দেবতার সৎযুগে ছিলেন। তাঁদেরকে অবশ্যই ভগবান সজাম যুগেই রচনা করছিলেন। কিভাবে রচনা করেছিলেন? এটা জানে না। গুরু নানকও পরমাৎমার মহিমা গান করেছেন। তাঁর মতো মহিমা আর কেউ করেনি এইজন্ম স্রস্তগুলি ভারতেই পড়া হয়। কলিযুগে গুরুনানকের অবতার হয়ে থাকে। তিনি হলেন ধর্ম স্থাপক। রাজত্ব তো পরে হয়েছে। বাবা তো এই দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেছেন। বাস্তবে তো নতুন দুনিয়া ব্রাহ্মণদেরই বলা যায়। মাথার শীর্ষ ভাগ যদিও ব্রাহ্মণদের আছে কিন্তু রাজধানী দেবী-দেবতাদের থেকে শুরু হয়। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, বাবার দ্বারা রচিত। তোমাদের রাজধানী নেই। তোমরা নিজেদের জন্ম রাজধানী স্থাপন করছো। বড়ই আশ্চর্যপূর্ণ কথা। মানুষ তো কিছুই জানেনা। সবাই প্রথমে নিজেকে বুঝতে পারবে তো নিজের দ্বারা অন্যদেরও বোধগম্য হয়। তোমরা শূন্য থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছো। বাবার দ্বারা ব্রহ্মারও এখন বোধগম্য হয়েছে। একজনকে বললে তো বাচ্চাদেরকেও বলতে হয়। তাঁর শরীরের দ্বারা শিব বাবা বাচ্চারা তোমাদেরকে বসে বোঝাচ্ছেন। এটা

হল অনুভবের কথা। শাস্ত্রের দ্বারা তো কেউ কিছু বুঝতে পারে না। বাবা বলছেন যে সমগ্র কল্পের মধ্যে এক-ই বার এইভাবে এসে বোঝাই। আর অনেক ধর্মের বিনাশ, এক ধর্ম স্থাপন করি। এটা হল পাঁচ হাজার বছরের খেলা। বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমরা ৮৪বার জন্ম নিয়েছি। বিষ্ণুর নাভী থেকে ব্রহ্মাকে দেখানো হয়েছে। ব্রহ্মা আর বিষ্ণু এঁনারা কার সন্তান? দুজন বাচ্চাই শিবের। তিনি হলেন রচয়িতা, তারা হল রচনা। এই কথাগুলি কেউ বুঝতে পারেনা। একদমই নতুন কথা। বাবাও বলছেন এগুলি নতুন কথা। কোনও শাস্ত্রের এসব কথা হতে পারেনা। জ্ঞানের সাগর হলেন বাবা, তিনিই হলেন গীতার ভগবান। ভক্তিমার্গে শিবজয়ন্তীও পালন করে সৎযুগ ত্রেতাতে পালন করেনা। তো অবশ্যই তাঁকে সজ্ঞা যুগেই আসতে হবে। এসব কথা তোমরা বুঝতে পারছো আর অন্যদেরকেও বোঝাচ্ছে। যিনি বোঝাচ্ছেন সেই বাবার যে মহিমা, সেই মহিমা বাচ্চাদেরও হওয়া চাই। তোমাদেরকেও মাষ্টার জ্ঞানের সাগর হতে হবে। প্রেমের সাগর, সুখের সাগর এখানেই হতে হবে। কাউকে দুঃখ দিও না। অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে। তোমরা একদম বিষের মতো ছিলে, সেই তোমরাই এখন নিবিকারী ব্রাহ্মন হচ্ছ। ঈশ্বরের সন্তান হচ্ছ। বিকারী থেকে নিবিকারী দেবতা হচ্ছ। অধিক কল্প ধরে পতিত হতে হতে এখন একদমই জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত করেছে। যেরকম পুরানো জরাজীর্ণ কাপড়কে পিটাই করে কাঁচলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, সেইরকম এখানেও জ্ঞানের পিটাই লাগাও তো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ো যায়। কোনও কোনও কাপড় এতই ময়লা যে পরিস্কার করতে অনেক সময় লেগে যায়। পুনরায় সেখানেও কম পদ পেয়ে যায়। বাবা হলেন ধোপা। সাথে তোমরাও হলে সহায়তাকারী। ধোপাদের মধ্যেও নম্বরের করম আছে। এখানেও নম্বরের করম আছে। ধোপা যদি ভালো করে কাপড় না কাচে তাহলে বলবে যে এ তো যেন নাপিত, এই হয়তো কাপড় কাচা শিখছে। আগে প্রামে তো অনেক ময়লা কাপড় কেঁচে পরিস্কার করা হতো। এই দক্ষতাও বিদেশ থেকে এসেছে। বিদেশের লোকেরা অল্প হলেও সম্মান দেয়। পয়সা দিয়ে সাহায্য করে। জানে যে এরা হল অনেক বড় বংশের। এখন নিচে নেমে গেছে। যারা পরে যায় তাদের প্রতি করুণা হয় তাই না। বাবা বলছেন যে তোমাদের কতই না ধনবান বানিয়েছিলাম। মায়া কি অবস্থা করে দিয়েছে। তোমরা এখন বুঝে গেছে যে আমরা বিজয় মালার ছিলাম, পুনরায় ৮৪ জন্ম নিয়ে কি হয়েছি! আশ্চর্যের বিষয় তাই না! তোমরা বোঝাতে পারো যে, তোমরা ভারতবাসীরা তো স্র্গবাসী ছিলে। ভারতই স্র্গ ছিল, পুনরায় নীচে নামতে নামতে নরকবাসীও হয়ে গেছে। এখন বাবা বলছেন যে - পবিত্র হয়ে স্র্গবাসী হও। "মন্মানভব"। শিব ভগবানুবাচ - "মামেকম্ স্মরণ করো"। স্মরণের যাত্রাতে তোমাদের সব পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। শাস্ত্রতে লেখা আছে - কৃষ্ণ নারীদের অপহরণ করেছিল রাণী বানানোর জন্ম। কিন্তু এই কথাগুলিকে কেউ বুঝতে পারে না। এখন বাবা এসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। বাবা বলছেন - আমি কল্প-কল্প তোমাদেরকে বোঝাতে আসি তো প্রথমে ভগবান হল এক - এটা প্রমাণ করো তারপর বলো গীতার ভগবান কে। রাজযোগ কে শিখিয়েছিলেন? ভগবানই ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন করেন আর বিনাশ এবং পরে পালন করেন। এখন যারা ব্রাহ্মণ হয়েছে তারাই পুনরায় দেবতা হয়। এসব কথা তারাই বুঝতে পারবে যারা কল্প পূর্বেও বুঝেছিল। সেকেন্ড প্রতি সেকেন্ড য হয়েছে এই সময় পর্যন্ত, বুঝতে পারবে। ভ্রামাতে তোমাদেরকে অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। এটা তো বাচ্চারা বুঝে গেছে যে এখন আমাদের সেই অবস্থা নেই। সময় লাগবে। কর্মাতীত অবস্থা হয়ে গেলে তো পুনরায় সবাই প্রথম নম্বরে পাশ হয়ে যাবে, তারপর তো লড়াইও শুরু হয়ে যাবে। নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ চলতেই থাকবে। তোমরা জানো যে যেখানেই দেখো যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুতি চলছে। সবদিকেই প্রস্তুতি চলছে। তোমরা যা কিছু দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলে সেইসব কিছু এখন এই চোখ দিয়ে দেখতে হবে। বিনাশের সাক্ষাৎকার করেছে, পুনরায় সেইরকমই এই চোখ দিয়ে দেখবে। স্থাপনারও সাক্ষাৎকার করেছে পুনরায় প্রাকটিক্যালের রাজত্বও দেখবে। বাচ্চারা তোমাদের তো অনেক খুশী হওয়া চাই। এটা তো হল পুরানো শরীর। যোগের দ্বারা আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। তারপর এই পুরানো শরীরকেও ছেড়ে দিতে হবে। ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হচ্ছে পুনরায় অবশ্যই সকলের নতুন শরীর প্রাপ্ত হবে। এটাও বোঝার জন্ম খুব সজ্ঞা কথা। বোঝাতেও পারো যে, কলিযুগের পর সৎযুগ অবশ্যই হবে। অনেক ধর্মের বিনাশ অবশ্যই হবে। পুনরায় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপনের জন্ম বাবাকে আসতে হবে। এখন তোমরা দেবতা হওয়ার জন্ম ব্রাহ্মণ হয়েছে। অন্য কেউ হতে পারবে না। তোমরা জানো যে আমরা শিববাবার হয়েছি, শিববাবা আমাদেরকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করছেন।

শিব জয়ন্তী মানেই ভারতের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া। শিববাবা এসেছেন, এসে কি করেছেন। ইসলামী, বৌদ্ধী ইত্যাদি এসে তো নিজেদের ধর্ম স্থাপন করেছে। বাবা এসে কি করেছেন? অবশ্যই স্র্গের স্থাপনা করেছেন। কিভাবে স্থাপনা করেছেন, কিভাবে স্থাপন হয় সেটা তোমরা এখন জেনে গেছো। পুনরায় সৎযুগে এইসব ভুলে যাবে। এটাও বুঝে গেছো যে ২১ জন্মের অবিনাশী উত্তরাধিকার এখন আমরা প্রাপ্ত করছি। এটাও ভ্রামার মধ্যে পূর্ব নির্দিষ্ট আছে। যদিও সেখানে বুঝতে পারবে যে, ইনি হলেন বাবা, এরা হলো বাচ্চা। বাচ্চাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই প্রাপ্তি হল এখনকার। সত্যিকারের উপার্জন করে ২১ জন্মের জন্ম তোমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। ৮৪ বার জন্ম তো নিতেই হয়। সত্যপ্রধান থেকে পুনরায় সত্য রজো তমোতে আসবে। এটা ভালো ভাবে স্মরণ করলে তোমরা খুশীতেও থাকবে। বোঝানোর ক্ষেত্রে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। যখন বুঝে যায় তখন তার অনেক খুশী হয়। যে বাচ্চা ভালো ভাবে বুঝতে পারে, সে আবার অনেক জনকে বোঝাতে থাকে। কাঁটাকে ফুল বানাতে থাকে। এটা হল অসীম জগতের পড়াশোনা। উত্তরাধিকারও অসীম জগতের প্রাপ্ত হয়। আবার এখানে ত্যাগও করতে হয় অসীম জগতের। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে সমগ্র দুনিয়াকে ত্যাগ করতে হয়, কেননা তোমরা জানো যে এই পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে। এখন নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে এইজন্ম অসীম জগতের সন্ধ্যাস করাচ্ছেন। সন্ধ্যাসীদের হল লৌকিকের সন্ধ্যাস আর তাদের হল হঠযোগ। এখানে হঠকারিতার কোনও কথাই থাকে না। এটা তো হল

পড়াশোনা। পাঠশালাতে পড়তে হবে, মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্ম। শিব ভগবানুবাচ - কৃষ্ণ হতে পারে না। কৃষ্ণ কখনও নতুন দুনিয়া তৈরী করতে পারে না। তাকে হেভেনলি গড ফাদার বলা যাবে না। হেভেনলি প্রিন্স বলবে তো কত মিষ্টি মিষ্টি কথা বোঝার আর ধারণ করার আছে। দৈবী লক্ষণও চাই। কখনও শোনা কথার উপর লেগে যেও না। ব্যাসের লেখা কথার উপর লাগতে লাগতে খারাপ গতি হয়েছে তাই না। ঙ্গণের কথা ছাড়া কিছু শোনাতে তো বুঝবে যে এ আমার শত্রু। দুর্গতিতে নিয়ে যায়। কখনও পরমতে লেগে যেও না। মনমত, পরমতে চলা তো এখানে মরা। বাবা বোঝাচ্ছেন যে মিথ্যা কথা বলার লোক তো অনেক আছে। তোমাদেরকে কেবল বাবার থেকেই শুনতে হবে। হিয়ার নো ইভিল, সি নো ইভিল... বাপদাদা এসেইছেন মানুষ থেকে দেবতা তৈরী করতে, তাই তাঁর শ্রীমতে চলতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ\*

১) এখানে বাবার সমান সুখের সাগর, প্রেমের সাগর হতে হবে। সর্বগুণ ধারণ করতে হবে। কাউকেই দুঃখ দেওয়া যাবে না।

২) অপরের শোনানো কথা কখনো বিশ্বাস করবে না, পরমতে চলবে না। হিয়ার নো ইভিল, সি নো ইভিল...

\*বরদানঃ\*

বরাহমণ জীবনের নীতি আর রীতি অনুসারে সর্বদা চলে বর্যথ সংকল্প মুকত ভব

যে বরাহমণ জীবনের নীতি, রীতি অনুসারে চলে সর্বদা শ্রীমতের আঙুগা স্মৃতিতে রাখে আর সারাদিন শূন্য প্রবৃত্তিতে বযস্ত থাকে, তার উপর বর্যথ সংকল্পরূপী রাবণ আক্রমণ করতে পারে না। বুদ্ধির প্রবৃত্তি হলো শূন্য সংকল্প করা, বাণীর প্রবৃত্তি হলো বাবার দ্বারা যেটা শুনছো সেটা অপরকে শোনানো, কর্মের প্রবৃত্তি হলো কর্মযোগী হয়ে প্রত্যেক কর্ম করা - এই প্রবৃত্তিতে যে বযস্ত থাকতে পারে, সেই বর্যথ সংকল্প থেকে নিবৃত্তি প্রাপ্ত করে নেয়।

\*স্লেগানঃ\*

নিজের প্রত্যেক নতুন সংকল্পের দ্বারা, নতুন দুনিয়ার নতুন বালকের সাক্ষাৎকার করাও।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের ধান্ধা হলো মানুষকে সজাগ করা, রাস্তা বলে দেওয়া, যত তোমরা দেহী-অভিমানী হয়ে বাবার পরিচয় শোনাবে ততই কল্যাণ হবে"

\*প্রশ্ন:- গরীব বাচ্চারা নিজেদের কোন্ বৈশিষ্ট্যের আধারে বিত্তশালীদের থেকে এগিয়ে যায় ?

\*উত্তর:- গরীবদের মধ্যে দান- পুণ্যের বিষয়ে খুব শ্রদ্ধা থাকে। গরীব ভক্তিও মনের টানে করে। সাক্ষাৎকারও গরীবদের হয়। বিত্তশালীদের নিজেদের ঐশ্বর্যের নেশা থাকে। তাদের দ্বারা পাপ বেশী হয়, সেইজন্য গরীব বাচ্চারা এগিয়ে যায়।

\*গীত:- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি । তুমি মাতা-পিতা আমরা বালক তোমার.... এ তো নিশ্চয়ই পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা গাওয়া হয়েছে। এইটা তো হলো ক্লীয়ার মহিমা কারণ তিনি হলেন রচয়িতা। লৌকিক বাবা - মাও বাচ্চাদের রচয়িতা। পারলৌকিক বাবাকেও রচয়িতা বলা হয়। বন্ধু, সহায়ক.... অনেক মহিমা গায়। লৌকিক বাবার এতো মহিমা নেই। পরমপিতা পরমাত্মার মহিমাই হলো আলাদা। বাচ্চারাও মহিমার করে - তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল। ওঁনার মধ্যে সমগ্র জ্ঞান নিহিত আছে। এই নলেজ কোনো শরীর নির্বাহ করার পঠন-পাঠন নয়। ওঁনাকে জ্ঞানের সাগর নলেজফুল বলা হয়। তো অবশ্যই ওঁনার কাছে জ্ঞান আছে - কিন্তু কোন্ জ্ঞান ? এই সৃষ্টি চক্র কীভাবে আবর্তিত হয় তার জ্ঞান। তাই তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর পতিত-পাবন। কৃষ্ণকেও জ্ঞানের সাগর বা পতিত-পাবন বলা যাবে না। ওঁনার মহিমা একদম আলাদা। দু'জনই হলেন ভারতবাসী। শিববাবারও মহিমা ভারতে। শিব জয়ন্তীও ভারতে পালন করা হয়। কৃষ্ণের জয়ন্তীও পালন করা হয়। গীতারও জয়ন্তী পালন করা হয়। ৩ জয়ন্তী হলো মুখ্য। এখন প্রশ্ন ওঠে প্রথমে কার জয়ন্তী হবে ? শিবের না কৃষ্ণের ? মানুষ তো বাবাকে একদমই ভুলে গিয়েছে। কৃষ্ণের জয়ন্তী খুবই ধুমধাম করে করে, ভালোবেসে পালন করা হয়। শিব জয়ন্তীর ব্যাপারে কারোর এতো জানা নেই, না প্রচার আছে যে শিব এসে কি করেছেন ? ওঁনার বায়োগ্রাফি কারোর জানা নেই। কৃষ্ণের ব্যাপারে তো অনেক কথা লিখে দিয়েছে। গোপীরা তার বাঁশীর টানে বাইরে ছুটেছে, এই ঐ করেছে। কৃষ্ণের চরিত্রের উপর বিশেষ একটি ম্যাগাজিনও বের করে। শিবের চরিত্র ইত্যাদি কিছু নেই। কৃষ্ণের জয়ন্তী কবে হয়েছে তারপর গীতার জয়ন্তী কবে হয়েছে ? কৃষ্ণ যখন বড় হবে তখন তো জ্ঞান শোনাবে। কৃষ্ণের বাল্যকালকে তো দেখানো হয়, ঝুড়িতে করে অন্য পারে নিয়ে গিয়েছিলো। বড় অবস্থায় দেখানো হয়, রথের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। চক্র চালাচ্ছেন। ১৬--১৭ বছরের হবে। আর সব চিত্র ছোটোবেলার দেখানো হয়েছে। এখন গীতা কখন শুনিয়ে ছিলেন ? সেই সময় তো শোনাতে পারেন না। যখন লেখে অমুককে অপহরণ করেছেন, এই করেছেন। ঐ সময় তো জ্ঞান শোনানো শোভাও পায় না। যখন বৃদ্ধ হবে তখন তো জ্ঞান শোনাবে। গীতাও কিছু সময় পরে শুনিয়েছিলেন। এখন শিব কি করেছিলেন কিছু জানা নেই। অজ্ঞান নিদ্রাতে নিদ্রিত হয়ে আছে। বাবা বলেন আমার বায়োগ্রাফি কারোর জানা নেই। আমি কি করেছি ? আমাকে তো পতিত-পাবন বলে। আমি যখন আসি তখন সাথে গীতা রয়েছে। আমি সাধারণ বৃদ্ধ অনুভাবী দেহে আসি। শিব জয়ন্তী তোমরা ভারতেই পালন করো। কৃষ্ণ জয়ন্তী, গীতা জয়ন্তী এই তিন হলো মুখ্য। রামের জয়ন্তী তো পরে হবে। এই সময় যা কিছু হয় পরে সেইটা পালন করা হয়। সত্যযুগ ত্রেতাতে জয়ন্তী ইত্যাদি হয় না। সূর্যবংশী থেকে চন্দ্রবংশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করে আর কারোর মহিমাই নেই। শুধু রাজাদের করোনেশন বা অভিশেক পালিত হয়। আজকাল তো সব বার্থ-ডে পালন করে। সে সব তো হলো কমন ব্যাপার। কৃষ্ণ জন্ম নিলেন, বড় হয়ে রাজধানী পরিচালনা করলেন, এর মধ্যে তো মহিমার কোনো ব্যাপারই নেই। সত্যযুগ - ত্রেতাতে সুখের রাজ্য চলে এসেছে। সেই রাজ্য কখন - কীভাবে স্থাপন হয়েছিল ! এ'সব বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি প্রতি কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে আসি। কলিযুগের অন্ত হলো পতিত দুনিয়া। সত্যযুগ ইত্যাদি পবিত্র দুনিয়া। আমি বাবাও। আমি বাচ্চাদের অবিনাশী উত্তরাধিকারও প্রদান করবো। পূর্ব কল্পেও তোমাদের উত্তরাধিকার দিয়েছিলাম, সেইজন্য তোমরা উৎসব পালন করে আসছো। কিন্তু নাম ভুলে যাওয়ার কারণে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছো। শিব অনেক বড়, তাই না! প্রথমে তো যখন ওঁনার জয়ন্তী হবে তখন তারপর সাকার মানুষের হবে। আত্মারা তো বাস্তবে উপর থেকে নামতে থাকে। আমারও অবতরণ হয়। কৃষ্ণ মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছেন, লালিত পালিত হয়েছিল। সবাইকে পূর্নজন্মে আসতেই হবে। শিববাবা পূর্নজন্ম গ্রহণ করেন না। কিন্তু তিনি আসেন ! তাই বাবা বসে এই সব বোঝান। ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর ত্রিমূর্তি দেখানো হয়। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, কারণ শিবের তো নিজের শরীরই নেই। নিজে বসে বলতে থাকেন আমি এঁনার বৃদ্ধ দেহে আসি। ইনি নিজের জন্মকে জানেন না। এঁনার

অনেক জন্মের শেষে এই জন্ম। তাই সর্বপ্রথম বোঝাতে হবে। শিব জয়ন্তী বড় না শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী বড় ? যদি কৃষ্ণ গীতা শুনিয়ে থাকেন তবে গীতা জয়ন্তী তো শ্রীকৃষ্ণের অনেক বছর পরে হতে পারে, যখন কৃষ্ণ বড় হয়। এই সব বোঝার ব্যাপার আছে যে না! কিন্তু বাস্তবে শিব জয়ন্তীর একদম পরেই হয় গীতা জয়ন্তী। এই পয়েন্টসও বুদ্ধিতে রাখতে হবে। নোট (লিখে) করে না রাখলে মনে থাকবে না। বাবা এতো কাছে আছেন, ঊঁনার রথ আছে, তিনিও বলেন সব পয়েন্টস ঠিক সময়ে মনে এসে যাওয়া, কঠিন হয়। বাবা বুঝিয়েছেন সবাইকে দুই বাবার রহস্য বোঝাও। শিববাবার জয়ন্তী পালন করে, তিনি অবশ্যই আসেন। যেমন ক্রাইস্ট, বুদ্ধ ইত্যাদি এসে নিজের ধর্ম স্থাপন করেন। সেই আত্মাও এসে প্রবেশ করে ধর্ম স্থাপন করে। তিনি হলেন হেভেনলী গড - ফাদার, সৃষ্টির রচয়িতা। তাই অবশ্যই নূতন সৃষ্টি রচনা করবেন। নূতন সৃষ্টিকে স্বর্গ বলা হয়, এখন হলো নরক। বাবা বলেন আমি প্রতি কল্পের সঙ্গমে এসে বাচ্চারা তোমাদের রাজযোগের জ্ঞান প্রদান করি। এ হলো ভারতের প্রাচীনতম যোগ। কে শিখিয়েছেন ? শিববাবার নাম তো লুপ্ত করে দিয়েছে। এক তো বলে গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর বিষ্ণু ইত্যাদির নাম দিয়ে দেয়। শিববাবা রাজযোগ শিখিয়েছেন। কারোর জানা নেই। শিব জয়ন্তী নিরাকারের জয়ন্তীই দেখানো হয়। তিনি কীভাবে এসেছিলেন, এসে কি করেছিলেন ? তিনি তো হলেন সকলের সঙ্গতি দাতা, লিবারেটর, গাইড। এখন সব আত্মাদের গাইড চাই। পরমাত্মা, তিনিও হলেন আত্মা। যেমন মানুষের গাইডও মানুষ হয়, সেইরকম আত্মাদের গাইডও আত্মাই চাই। তাঁকে তো সুপ্রীম আত্মাই বলা হবে। সব মানুষই তো পূর্নজন্ম নিয়ে অপবিত্র হয়। আবার পবিত্র করে কে ফিরিয়ে নিয়ে যান ? বাবা বলেন আমিই এসে পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দিই। তোমরা আমাকে স্মরণ করো। কৃষ্ণ তো বলতে পারেন না যে দেহের সম্বন্ধ ত্যাগ করো। তিনি তো ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেন। সকল সম্বন্ধে আসেন। বাবার (শিব) নিজের শরীর নেই। তোমাদের এই আত্মিক যাত্রা বাবা শেখান। এইটা হলো আত্মাদের পিতার আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি আত্মিক নলেজ। কৃষ্ণ কি কারোর আত্মিক পিতা কখনো হতে পারে ! সকলের আত্মিক পিতা হলো আমি। আমিই গাইড হতে পারি। লিবারেটর, গাইড, রিসফুল, পীসফুল, এভার-পিওর সব আমার উদ্দেশ্যেই বলে। এখন তিনি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের নলেজ দিচ্ছেন। বাবা বলেন, আমি এই ব্রহ্মার শরীর দ্বারা তোমাদের দিচ্ছি। তোমরাও শরীর দ্বারা নলেজ গ্রহণ করছো। তিনি হলেন গড ফাদার। ঊঁনার রূপ কেমন সেও বলা হয়েছে। আত্মা যেমন বিন্দু সেইরকম পরমাত্মাও হলেন বিন্দু। এটা তো প্রাকৃতিক না! বাস্তবে তো এইটা হলো ভীষণ রকম প্রাকৃতিক। এতো ছোটো স্টারের ৮৪ জন্মের পার্ট আছে। এই হলো প্রকৃতির নিয়ম। বাবার পার্টও ড্রামাতে আছে। ভক্তি মার্গে তোমাদের সার্ভিস করেন। তোমাদের আত্মাতে ৮৪ জন্মের পার্ট অবিনাশী, একে বলা হয় প্রাকৃতিক, এর বর্ণনা করবে কীভাবে। আত্মা হলো এতো ছোটো। এই কথা শুনেই অবাক হয়ে যায়। আত্মা হলও স্টারের মতো। ৮৪ জন্ম অ্যাকুরেট ভোগ করে। সুখও সে অ্যাকুরেট ভোগ করবে। এটাই হলো প্রকৃতির নিয়ম। বাবাও হলেন আত্মা, পরম আত্মা। ঊঁনার মধ্যে সমগ্র নলেজ সমাহিত, যা বাচ্চাদের বোঝান। এ হলো নূতন ব্যাপার, নূতন মানুষ শুনে বলবে ঊঁনার জ্ঞান কোনো শাস্ত্র ইত্যাদিতে তো নেই। তবুও যারা পূর্ব কল্পে শুনেছে, উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছে, তারাই বুদ্ধি পেতে থাকে। টাইম লাগে। অনেক প্রজা হয়। ওটা তো সহজ। রাজা হতে গেলে পরিশ্রম আছে। যে সব মানুষেরা অনেক ধন দান করে তারা রাজ- পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে। গরীবরাও যারা নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী যা কিছু দান করতে থাকে তারাও রাজা হয়। যারা সম্পূর্ণ ভক্ত হয় তারা দান-পূণ্যও করে। বিত্তশালীদের দ্বারা পাপ বেশী হয়। গরীবদের মধ্যে অনেক শ্রদ্ধা থাকে। তারা খুবই ভালোবাসার সাথে সামান্য যা কিছু দান করে তো অনেক প্রাপ্তি হয়। গরীব ভক্তিও অনেক করে। দর্শন দাও না হলে আমি নিজের গলা কেটে ফেলব। বিত্তশালী যারা তারা এমন বলবে না। সাক্ষাৎকারও গরীবদের হয়। তারাই দান - পূণ্য করে, রাজাও তারাই হয়। পয়সাওয়ালাদের অহঙ্কার থাকে। এখানেও গরীবদের ২১ জন্মের সুখ প্রাপ্ত হয়। গরীব বেশী আছে। বিত্তশালীরা পরে আসে। ভারত এত উষ্ণ ছিল তবে এতো গরীব কি করে হলো, তোমরা বুঝতে পারো। আর্থকোয়েক ইত্যাদিতে সব প্রাসাদ ইত্যাদি নষ্ট হয়ে গেলে তো গরীব হয়ে যাবেই। রাবণ রাজ্য হওয়ার ফলে হাহাকার হয়ে যায়, তাই তারপর আর এইসব জিনিস থাকতে পারে না। প্রতিটি জিনিসেরই তো নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে, তাই না! সেখানে যেমন মানুষের আয়ু দীর্ঘ হয় তেমনই গৃহেরও আয়ু দীর্ঘ হয়। সোনার, মার্বেলের বড়-বড় অট্টালিকা তৈরী হতে থাকে। সোনার তো আরোই মজবুত হবে। নাটকেও দেখানো হয় না! - যুদ্ধ হল, বাড়ী ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আবার তৈরী হয়ে যায়। ওইসব সেইভাবেই তৈরী হয়। এই যে স্বর্গের প্রাসাদ ইত্যাদি তৈরী করবে, এরকম তো দেখাবে না যে মিস্ট্রীরা কি করে প্রাসাদ তৈরী করে। হ্যাঁ বোঝা যায় সেই প্রাসাদই হবে। যত দিন যাবে তোমাদের সাক্ষাৎকার হবে। বিবেক এই রকম বলে। এই সবার সাথে বাচ্চাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বাচ্চাদের তো পড়াশোনা করতে হবে। স্বর্গের মালিক হতে হবে। স্বর্গ আর নরক অনেক বার পাস হলো (অতিক্রম হলো)। এখন দুটোই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন হল সঙ্গম। সত্যযুগে এই নলেজ থাকবে না। এই সময় বাচ্চারা, তোমাদের সম্পূর্ণ নলেজ আছে লক্ষ্মী-নারায়ণকে এই রাজ্য কে দিয়েছিলেন ? বাচ্চারা, এখন তোমাদের জানা আছে এরা এই উত্তরাধিকার কার থেকে প্রাপ্ত করলো। এখানে পড়াশোনা করে স্বর্গের মালিক হয়। তারপর সেখানে গিয়ে প্রাসাদ ইত্যাদি তৈরী করে। সার্জেন কী করে ? বড় বড় হসপিটাল তৈরী করে না ! বাচ্চারা, বাবা তোমাদের প্রতিদিন ক্রমাগত

ভালো ভালো পয়েন্টস শোনাচ্ছেন। তোমাদের ধান্ধাই হলো মানুষকে সজাগ করা, রাস্তা বলে দেওয়া। যেমন বাবা বসে কতো ভালোবেসে বোঝান। দেহ - অভিমানের প্রয়োজন নেই। বাবার কখনো দেহ - অভিমান হতে পারে না। দেহী - অভিমানী হওয়ার জন্য তোমাদের সমস্ত পরিশ্রম করতে হয়। যারা দেহী - অভিমানী হয়ে বসে বাবার পরিচয় দেয়, অর্থাৎ তারা অনেকের কল্যাণ করে। প্রথমে দেহ - অভিমান আসে তার জন্য আবার অন্যান্য বিকার আসে। লড়াই করা, ঝগড়া করা, নবাবী চালে চলা-- এই সব দেহ- অভিমান। যদিও আমাদের রাজযোগ আছে, সেই কারণে তারা খুবই সাধারণ থাকে। কিন্তু সামান্য ব্যাপারে অহঙ্কার এসে যায়। ফ্যাসানেবেল ঘড়ি দেখলে মন হয় সেইটা পড়ার। মনের মধ্যে ইচ্ছা হতে থাকে। একে দেহ - অভিমান বলা হয়। ভালো ধরনের জিনিস হলে সামলে সাবধানে রাখতে হয়। হারিয়ে গেলে সেটার বিষয়েই ভাবতে থাকবে। শেষ সময় অন্য কোনো কিছু স্মরণে এলেই পদব্রষ্ট হয়ে যাবে। এ হল দেহ - অভিমানের অভ্যাস। তারপর অবশ্যই সার্ভিসের পরিবর্তে অবশ্যই ডিস্ - সার্ভিস করবে। রাবণ তোমাদের দেহ - অভিমানী বানিয়ে দিয়েছে। বাবাকে দেখো তো কতো সাধারণ ভাবে থাকেন। প্রত্যেকের সার্ভিস দেখা হয়। মহারথী বাচ্চাদের নিজেদের (বাবাকে প্রত্যক্ষ করাবার) শো করাতে হয়। মহারথীদেরই লেখা হয় তুমি অমুক জায়গায় এসে ভাষণ দাও। দুয়েকজনকে ডাকা হয়। কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে দেহ - অভিমান অনেক থাকে। যদিও বক্তৃতা দিতে পারে ভালো কিন্তু নিজেদের মধ্যে আত্মিক স্নেহ নেই। দেহ - অভিমান লবণাক্ত করে দেয়। কোনো কথায় সাথে সাথে বিগড়ে যাওয়া, এটাও হওয়া উচিত নয়, সেইজন্য বাবা বলেন কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হলে বাবাকে এসে জিজ্ঞাসা করো। কেউ বলে বাবা আপনার কতো জন বাচ্চা আছে ? সেক্ষেত্রে তো বলবো বাচ্চা তো অগণিত আছে, কিন্তু কেউ কুপুত্র কেউ কেউ আবার সুপুত্র ভালো-ভালো বাচ্চাও আছে। এইরকম বাবার আঙুলাকারী (ফরমানবরদার) বিশ্বস্ত হওয়া উচিত, তাই না! আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

#### **\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

১ ) দেহ- অভিমানে এসে কোনো ধরনের ফ্যাশান করবে না। কোনো কিছুর বেশী শখ রাখবে না। খুবই সাধারণ ভাবে চলতে হবে।

২ ) নিজেদের মধ্যে খুবই আত্মিক স্নেহ রেখে চলতে হবে, কখনোই লবণাক্ত হতে নেই। বাবার সুপুত্র হতে হবে। কখনো অহঙ্কারে আসবে না।

**\*বরদান:-\*** সমর্পণ ভাবের দ্বারা বুদ্ধিকে স্বচ্ছ বানিয়ে নিয়ে সকল সম্পদে (খাজানাতে) সম্পন্ন ভব জ্ঞানের, শ্রেষ্ঠ সময়ের সম্পদ জমা করা বা সম্পদকে এক থেকে লক্ষ গুণ বানানো অর্থাৎ জমা করা -- এই সব সম্পদে সম্পন্ন হওয়ার আধার হল স্বচ্ছ বুদ্ধি আর সত্য হৃদয়। কিন্তু বুদ্ধি স্বচ্ছ তখনই হয় যখন বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে জেনে, সেই বুদ্ধিকেও বাবার কাছে সমর্পণ করে দাও। শূদ্র বুদ্ধিকে সমর্পণ করা অর্থাৎ দেওয়াও দিব্য বুদ্ধিকে নেওয়া।

**\*স্লোগান:-\*** "এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়" এই বিধির দ্বারা সদা বুদ্ধিকে প্রাপ্ত করতে থাকো।

### "সহায়-সাগর থেকে পদমণ্ডন সহায়তা নেওয়ার বিধি"

আজ বাপদাদা চারিদিকে নিজের সাহসী বাচ্চাদের দেখছেন। শুরু থেকে এখন পর্যন্ত প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মা মানসিক দৃঢ়তার আধারে বাপদাদার সহায়তার পাত্র হয়েছে এবং 'সাহসী বাচ্চা, সহায় বাবা' - এই বরদান অনুসারে পুরুষার্থে নম্বর অনুক্রমে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চাদের এক কদমের সাহস আর বাবার পদম কদমের সহায়তা প্রত্যেক বাচ্চার প্রাপ্ত হয়, কারণ বাপদাদার এটা প্রতিজ্ঞা বলা, বা অবিনাশী উত্তরাধিকার, তা' সকল বাচ্চার জন্য এবং এই শ্রেষ্ঠ সহজ প্রাপ্তির কারণেই ৬৩ জন্মের নির্বল আত্মারা বলবান হয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণ জন্ম নেওয়ার সাথে সাথেই কোন সাহসিকতা তোমরা প্রথম ধারণ করেছ? প্রথমে ছিল আত্মপ্রত্যয় (হিম্মত), তোমরা অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছ, পবিত্রতার বিশেষত্ব ধারণ করেছ। মনোবল (হিম্মত) দ্বারা দৃঢ় সঙ্কল্প করেছ, আমাদের পবিত্র হতেই হবে, আর বাবা তোমাদের পদমণ্ডন সহায়তা প্রদান করেছেন - তোমরা আত্মারা ছিলে অনাদি-আদি পবিত্র, অনেকবার পবিত্র হয়েছে আর হতেও থাকবে। কোনও নতুন ব্যাপার নয়। অনেকবারের শ্রেষ্ঠ স্থিতিকে আরও একবার শুধু রিপিট করছ। এখনও তোমরা সব পবিত্র আত্মার ভক্তরা তোমাদের জড়-চিত্রের সামনে পবিত্রতার শক্তি চাইতে থাকে, তোমাদের পবিত্রতার গীত গাইতে থাকে। সেইসঙ্গে তোমাদের পবিত্রতার লক্ষণ হিসেবে তারা তোমাদের প্রত্যেক পূজ্য আত্মার উপরে এক লাইটের তাজ তথা জ্যোতির্বলয় দেখায়! এইরকম স্মৃতি দ্বারা তিনি তোমাদের শক্তিশালী বানিয়েছেন অর্থাৎ বাবার সহায়তায় তোমরা নির্বল থেকে বলবান হয়েছে। এত বলবান হয়েছে যে বিশ্বের সামনে এই চ্যালেঞ্জ করার নিমিত্ত হয়েছে, আমরা বিশ্বকে অবশ্যই পবিত্র বানিয়ে দেখাব! নির্বল থেকে এত বলবান হয়েছে যে দ্বাপরের ঋষি-মুনি মহান আত্মারা যে বিষয়কে সবসময় খন্ডিত করেছে যে প্রবৃত্তিতে থেকে পবিত্র থাকা অসম্ভব এবং আজকালকার সময় অনুসারে স্বয়ং নিজেদের জন্যও কঠিন মনে করে, সেখানে তোমরা তাদের সামনে স্বাভাবিকভাবেই (ন্যাচারাল ভাবে) বর্ণন করো যে এতো আত্মার অনাদি, আদি নিজরূপ, এর মধ্যে কঠিন কী আছে! একেই বলে, সাহসী বাচ্চা, বাবা সহায়। অসম্ভব, সহজ অনুভব হয়েছে এবং হচ্ছে। তারা যতই অসম্ভব বলে, ততই তোমরা অতি সহজ বলা। সুতরাং বাবা নলেজের শক্তির সহায়তা আর স্মরণ দ্বারা আত্মার পবিত্র স্থিতির অনুভূতির শক্তির সহায়তা প্রদান করে তোমাদের পরিবর্তন করে নিয়েছেন। এটাই আত্মপ্রত্যয়, (হিম্মত) প্রথম কদম এবং বাবার পদমণ্ডন সহায়তা।

সে'রকমভাবে, মায়াজিত হওয়ার ক্ষেত্রেও, যতই মায়া আঘাত করতে আসুক, আদি থেকে এখনো ভিন্ন ভিন্ন রূপে আসছে, কখনো রয়্যাল রূপে আসে, কখনো খ্যাতির রূপে আসে, কখনো আসে গুপ্ত রূপে আর কখনো আর্টিফিশিয়াল ঈশ্বরীয় রূপে আসে। ৬৩ জন্ম মায়ার সাথী হয়ে থেকেছ। এইরকম জবরদস্ত সাথীকে ছেড়ে দেওয়াও কঠিন হয়, সেইজন্য বিভিন্ন রূপে সেও জোরজার ঝটকা দেয় আর এখানে তোমরা জোরদার। এত আঘাত হওয়া সত্ত্বেও যারা সাহসী বাচ্চা, বাবার পদমণ্ডন সহায়তা নেওয়ার যোগ্য পাত্র, তারা এই সহায়তার কারণে মায়ার আঘাতকে চ্যালেঞ্জ করে বলে, তোমার কাজ আসা আর আমাদের কাজ বিজয় প্রাপ্ত করা। যেকোন আঘাতকেই তোমরা খেলা মনে করো, মায়ার ব্যাপ্তরূপকে তোমরা পিঁপড়ে মনে করো। কারণ তোমরা জানো যে এটা মায়ার রাজ্য এখন সমাপ্ত হতে চলেছে আর অনেকবারের আমরা বিজয়ী আত্মাদের বিজয় শতকরা একশ' ভাগ নিশ্চিত, সেইজন্য এই 'নিশ্চিত'-এর নেশা বাবার থেকে পদমণ্ডন সহায়তার অধিকার প্রাপ্ত করায়। সুতরাং যেখানে সাহসী বাচ্চা সর্বশক্তিমান বাবা সহায়, সেখানে অসম্ভবকে সম্ভব করা কিম্বা মায়াকে, বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করা কোনও বড় বিষয় নয়। এইরকমই তো মনে করো, তাই না?

বাপদাদা এই রেজাল্ট দেখছিলেন যে আদি থেকে এখন পর্যন্ত সব বাচ্চা আত্মাবিশ্বাসের (হিম্মত) আধারে সহায়তা নেওয়ার সুযোগ্য হয়ে, সহজ পুরুষার্থী হয়ে কতখানি এগিয়েছে, কতদূর পৌঁছেছে! তাহলে কী দেখেছেন? বাবার সহায়তা অর্থাৎ দাতার উপহার, বরদাতার বরদান তো সাগরের সমান। কিন্তু সাগরের থেকে নিয়ে কিছু বাচ্চা তো সাগর সমান ভরপুর হয়ে অন্যদেরও সে'রকম বানাচ্ছে, অথচ অন্য কিছু বাচ্চা সহায়তা নেওয়ার বিধি না জানার কারণে সহায়তা নেওয়ার বদলে কখনো কখনো নিজেদের পরিশ্রমে তীব্রগতি হওয়ার খেলায় আর কখনো কখনো নিরুৎসাহিত হওয়ায় সংশয়াপন্ন হয়ে যাচ্ছে। অন্য কিছু বাচ্চা কখনো সহায়তা নেয় আর কখনো তাদের পরিশ্রমে থাকতে হয়! বহু সময়ই তারা সহায়তা নেয়, কিন্তু কোথাও কোথাও অমনোযোগী হওয়ার কারণে সহায়তা নেওয়ার বিধি তারা নিজেদের প্রয়োজনের সময় ভুলে যায় এবং মনোবল বজায় রাখার পরিবর্তে বেথিয়ালে অভিমান বশে ভাবে যে তারা তো সদাই পবিত্র, বাবা তাদের

সহায়তা করবেন না তো কা'কে করবেন, বাবা বেঁধে আছেন ! এই অভিমানের কারণে আত্মপ্রত্যয় দ্বারা সহায়তা নেওয়ার বিধি তারা ভুলে যায় । অযথা গর্বিত হওয়ার অভিমান এবং নিজের প্রতি অ্যাটেনশন না দেওয়ার অভিমান সাহায্য নেওয়া থেকে তাদের বঞ্চিত করে দেয় । মনে করে, তারা অনেক যোগ লাগিয়েছে, এখন তারা 'স্ত্রানী তু আত্মাও হয়ে গেছে, যোগী তু আত্মাও হয়ে গেছে, সুপরিচিত সেবাধারীও হয়ে গেছে, সেন্টার্স ইনচার্জও হয়ে গেছে, সেবার রাজধানীও তৈরি হয়ে গেছে, প্রকৃতিও সেবা যোগ্য হয়েছে, তারা আরামে জীবন কাটাচ্ছে ।' এগুলো সবই অ্যাটেনশন রাখায় অমনোযোগী ভাব । অতএব, যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাক, ততদিন পর্যন্ত পঠন-পাঠন এবং সম্পূর্ণ হওয়ার অ্যাটেনশন এবং অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির ক্ষেত্রে তোমাদের যে অ্যাটেনশন দিতে হবে, তা' তোমরা ভুলে যাও । ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা দেখেছ, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁর অন্তিম, সম্পূর্ণ কর্মজীবন স্থিতিতে পৌঁছেছেন, তিনি নিজের প্রতি এবং সেবাতে, অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তিতে স্টুডেন্ট লাইফের রীতিতে অ্যাটেনশন দিয়ে নিমিত্ত হয়ে দেখিয়েছেন, সেইজন্য আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কঠিন কর্ম সম্পাদনের সাহস বজায় রেখেছেন, সাহস দেওয়ার নিমিত্ত হয়েছেন । সুতরাং তিনি বাবার সহায়তার নম্বর ওয়ান পাত্র হয়ে নম্বর ওয়ান প্রাপ্তি-লব্ধ হয়েছেন । ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও অমনোযোগী হননি । সদা নিজের তীব্র পুরুষার্থের অনুভব অন্ত পর্যন্ত বাচ্চাদের শুনিয়ে গেছেন । সহায়-সাগরে এমনভাবে সমাহিত হয়েছেন যে এখনও অব্যক্ত রূপে বাবা সমান তিনি সব বাচ্চার সহায়ক । একেই বলে, এক কদমের সাহস আর পদমণ্ডল সহায়তার যোগ্য হওয়া ।

তাইতো বাপদাদা দেখছিলেন যে কোনো কোনো বাচ্চা সহায়তার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও সহায়তা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, কেন ? এর কারণ বাবা শুনিয়েছেন, মানসিক শক্তির বিধি ভুলে যাওয়ার কারণে অভিমান হয়, অর্থাৎ অমনোযোগ আর নিজের উপরে অ্যাটেনশনের অভাব । বিধি যথার্থ না হ'লে বরদান থেকে তোমরা বঞ্চিত হয়ে যাও । সাগরের বাচ্চা হয়েও ছোট ছোট জলাশয়ে পরিণত হও । জলাশয়ে জল যেমন বদ্ধ হয়ে থাকে, ঠিক সে'রকমই তারা তাদের পুরুষার্থের মাঝেই নিশ্চল হয়ে যায়, সেইজন্য কখনো পরিশ্রম, আর কখনো খেয়াল-খুশিতে থাকে । আজ যদি খুব আনন্দে আছে, তো কাল দেখ ছোট পাথর সরানোর কারণে পরিশ্রমে লেগে আছে । পাহাড়ও নয়, ছোট পাথর ! হচ্ছে মহাবীর পাণ্ডব সেনা, অথচ ছোট কাঁকর-পাথরও পাহাড় হয়ে যায় । সেই পরিশ্রমেই লেগে যায় । তারপরে খুব হাসায় । যদি কেউ তাদের বলে এতো খুব ছোট কাঁকর, তাহলে হাসির কথা কী বলে ? 'তুমি কী বুঝবে ! তোমার সামনে এলে তবে তো বুঝবে ! বাবাকে বলে - আপনি তো নিজেই নিরাকার, আপনিই বা কী বুঝবেন ! ব্রহ্মা বাবাকেও বলে, আপনার তো বাবার লিষ্ট আছে, আপনি কী জানবেন !' খুব ভালো ভালো কথা বলে । কিন্তু এর কারণ একটা ছোট ভুল । সাহসী বাচ্চা, বাবা সহায় - এর গুটার্থকে ভুলে যায় । ড্রামাতে কর্মের এ এক গুহ্য গতি । সাহসী বাচ্চার ঈশ্বর সহায় । যদি তা' বিধি নিয়মে না হতো তাহলে সবাই বিশ্বের প্রথম রাজা হয়ে যেত । একই সময়ে সবাই সিংহাসনে বসবে কি ? নম্বর অনুক্রমে হওয়ার নিয়ম এই বিধির কারণেই হয় । নয়তো, সবাই বাবাকে অভিযোগ করবে ব্রহ্মাকেই কেন প্রথম নম্বর বানিয়েছেন, আমাকেও তো বানাতে পারতেন ! সেইজন্য ঈশ্বরীয় এই বিধান ড্রামা অনুসারে হয়েছে । নিমিত্ত মাত্র এই বিধান আগে থেকেই লেখা হয়ে আছে যে এক কদম মানসিক ইচ্ছার তথা আত্মিক ইচ্ছার, আর পদমণ্ডল সহায়তার । সহায়-সাগর হওয়া সত্ত্বেও বিধানকর্তার এই বিধি ড্রামা অনুসারে লিপিবদ্ধ হয়েছে । সুতরাং যতটা সম্ভব আত্মবিশ্বাস বজায় রাখা আর সহায়তা নাও । এতে বাবা কোনো অভাব রাখেন না । তা' সে এক বছরের বাচ্চা হোক, বা পঞ্চাশ বছরের হোক, সারেন্ডার (সমর্পিত) হোক, বা গৃহস্থ হোক - অধিকার সমান । যতই হোক, বিধির দ্বারা প্রাপ্তি । সুতরাং ঈশ্বরীয় বিধান বুঝেছ তোমরা, তাই না ?

তোমাদের মনোবল খুব ভালোভাবে বজায় রেখেছ । এখান পর্যন্ত পৌঁছানোর ইচ্ছাশক্তিও জাগিয়ে রেখেছ, তবেই তো এখানে পৌঁছেছ, তাই না ! বাবার হয়েছে, এক্ষেত্রেও মনোবল কায়ম রেখেছ, তবেই হয়েছে । সদা আত্মপ্রত্যয়ের বিধিতে সহায়তার পাত্র হয়ে চলা আর কখনো কখনো বিধি দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত করা - এতে ফারাক হয়ে যায় । সদা প্রতি কদমে সাহসিকতার সাথে সহায়তার যোগ্য হয়ে নম্বর ওয়ান হওয়ার লক্ষ্য প্রাপ্ত করো । ব্রহ্মা একা নম্বর ওয়ান হবেন, কিন্তু ফার্স্ট ডিভিশনে তো সংখ্যা অনেক, সেইজন্য বাবা নম্বর ওয়ান বলেন । বুঝেছ ? ফার্স্ট ডিভিশনে তোমরা তো আসতে পারো, পারো না ? একেই বলে, নম্বর ওয়ানে আসা । অন্য কোনো সময়ে বাবা বাচ্চাদের অমনোযোগী হওয়ার কার্যকলাপ (লীলা) সম্বন্ধে বলবেন । খুব ভালোই লীলা করে ! বাপদাদা তো সদা বাচ্চাদের লীলা দেখতে থাকেন । কখনো তীব্র পুরুষার্থের দিব্য লীলাও দেখেন কখনো অমনোযোগীর কৌতুকপ্রদ লীলাও দেখেন । আচ্ছা ।

যারা কর্ণাটক থেকে তাদের বিশেষত্ব কি ? প্রতিটা জোনের নিজ নিজ বিশেষত্ব আছে । কর্ণাটক থেকে আগত তোমাদের নিজেদের খুব ভালো ভাষা আছে - ভাবনার ভাষায় তোমরা সজাগ । এমনিতে তো হিন্দি কম বুঝতে পারে, কিন্তু

কর্ণাটকের বিশেষত্ব ভাবনার ভাষায় তারা নম্বর ওয়ান, সেইজন্য ভাবনার ফল সদা লাভ করো, তোমরা অন্য কিছু হয়তো বলো না, কিন্তু সদা বাবা বাবা বলতে থাকো। ভাবনার এই শ্রেষ্ঠ ভাষা তোমরা জানো। ধরিগ্ৰীই তো ভাবনার, তাই না ! আচ্ছা।

চারিদিকের অসমসাহসী বাচ্চাদের, সদা বাবার সহায়তা প্রাপ্তকারী যোগ্য আত্মাদের, সদা কর্তব্য-নির্দেশ (বিধান) জেনে বিধি দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্তকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা ব্রহ্মা বাবা সমান অন্ত পর্যন্ত পঠন-পাঠন আর পুরুষার্থের বিধিতে চলে, বাবা সমান শ্রেষ্ঠ, মহান বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পাটিদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার

১) নিজেদের ডবল লাইট ফরিস্তা অনুভব করো ? ডবল লাইট স্থিতি ফরিস্তা ভাবের স্থিতি। ফরিস্তা অর্থাৎ লাইট। যখন বাবার হয়ে গেছ তো সমস্ত বোঝা বাবাকেই তো দিয়ে দিয়েছ, তাই না ? যখন বোঝা দেওয়া হয়ে গেছে তখন তো ফরিস্তা হয়েই গেছ। বাবা এসেছেনই বোঝা সমাপ্ত করার জন্য। তাহলে বাবা যখন বোঝা সমাপ্ত করবেন তখন তোমরা সবাই বোঝা সমাপ্ত করেছ, তাইনা ? কোনো ছোট পুঁটলি লুকিয়ে রাখনি তো ? সবকিছু দিয়ে দিয়েছ, নাকি সময় সময়ের জন্য একটু একটু রেখে দিয়েছ ? পুরানো সংস্কার অল্প অল্প আছে, নাকি সেটা শেষ হয়ে গেছে ? পুরানো স্বভাব কিম্বা পুরানো সংস্কার, এও তো ভান্ডার, তাই না ! এটাও দিয়ে দিয়েছ ? যদি সামান্যও থেকে থাকে তাহলে উপর থেকে নিচে নিয়ে আসবে, ফরিস্তা হয়ে উড়তি কলার অনুভব করতে দেবে না। কখনো উঁচুতে তো কখনো নিচে এসে যাবে, সেইজন্য বাপদাদা বলেন, সব দিয়ে দাও। এই প্রপাটি রাবণের, তাই না ! রাবণের প্রপাটি নিজের কাছে রাখলে দুঃখই পাবে। ফরিস্তা অর্থাৎ রাবণের প্রপাটি সামান্যতমও না থাকা, পুরানো স্বভাব-সংস্কার তো ঝাঁপিয়ে পড়ে, পড়ে না ? তোমরা তো এটাই বলো যে এইরকম হোক আমি চাইনি, কিন্তু হয়ে গেছে ! করে নাও, নাকি হয়ে যায় ! সুতরাং এর থেকেই প্রমাণ হয় যে ছোট-খাটো পুরানো পুঁটলি নিজের কাছে রেখে দিয়েছ। ছাইপাঁশের পুঁটলি ! সুতরাং সদাসর্বদার জন্য ফরিস্তা হওয়াই ব্রাহ্মণ জীবন। পাস্ট শেষ হয়ে গেছে, পুরানো হিসেব ভস্ম করে দিয়েছ। এখন নতুন বিষয়, নতুন হিসেব। যদি একটুও পুরানো ঋণ থাকে তাহলে সদাই মায়ার ব্যাধি লাগতে থাকবে, কারণ ঋণগ্রস্তকে ব্যাধিগ্রস্ত বলা হয়ে থাকে। অতএব, সমস্ত হিসেব সমাপ্ত করো। নতুন জীবন যখন প্রাপ্ত হয়েছে তখন পুরানো সব সমাপ্ত।

২) সদা 'বাহ্ বাহ্'র গীত গাও তোমরা, তাই না ? 'হায় হায়'-এর গীত সমাপ্ত হয়ে গেছে আর মন থেকে তোমরা 'বাহ্ বাহ্'র গীত গেয়ে যাও।

যে কোনো শ্রেষ্ঠ কর্ম যখন করো, তখন মন থেকে কী বের হয় ? বাহ্ আমার শ্রেষ্ঠ কর্ম ! অথবা বাহ্ তোমাকে, যে আমায় তুমি শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে শিখিয়েছ ! কিম্বা বাহ্ শ্রেষ্ঠ সময়, শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে আমায় সমর্থ বানিয়েছ ! তাহলে তোমরা সদা 'বাহ্ বাহ্'র গীত গাইয়ে আত্মা, তাই না ? কখনো ভুল করেও 'হায়' শব্দ বের করা উচিত নয়। কাল 'হায় হায়'-এর গীত গাইতে আর আজ 'বাহ্ বাহ্'র গীত গাও। এতই তফাৎ হয়ে গেছে ! এই শক্তি কার ? বাবার নাকি ড্রামার ? (বাবার) বাবাও তো ড্রামার কারণে এসেছেন, তাই না ! সুতরাং ড্রামাও শক্তিশালী। যদি ড্রামাতে পার্ট না থাকত, তবে বাবা কী করতেন ! বাবাও শক্তিশালী আর ড্রামাও শক্তিশালী। সুতরাং উভয়ের গীত গাইতে থাকো - বাহ্ ড্রামা বাহ্ ! যা তোমাদের স্বপ্নেও ছিল না, সেটাই বাস্তবে হয়ে গেছে। ঘরে বসেই সব পেয়ে গেছ। ঘরে বসে এত ভাগ্যপ্রাপ্তি হওয়া - একেই বলে ডায়মন্ড লটারী।

৩) সঙ্গমযুগী স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা হয়েছে ? সব কর্মেন্দ্রিয়ের উপরে আপন শাসন কায়ম আছে ? কোনও কর্মেন্দ্রিয় প্রভারণা করে না তো ? কখনো সঙ্কল্পেও পরাজয় হয় না তো ? কখনো ব্যর্থ সঙ্কল্প চলে ? 'স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা'-এই নেশা আর নিশ্চয়ের সাথে সদা শক্তিশালী হয়ে মায়াজিত তথা জগৎজিত হয়ে যাও। স্বরাজ্য অধিকারী আত্মারা সহজ যোগী, নিরন্তর যোগী হতে পারে। স্বরাজ্য অধিকারীর নেশা আর নিশ্চয়ের সাথে অগ্রচালিত হও। মাতারা মোহ থেকে মুক্ত হয়েছে নাকি মোহ আছে ? পাণ্ডবদের কখনো ক্রোধের লেশমাত্র উত্তেজনা হয় ? কখনো কেউ সামান্য বিচলিত করার যদি চেষ্টা করে, তোমাদের ক্রোধ আসবে ? সেবার চান্স যদি সামান্য কম পাও, আর অন্যরা বেশি পায়, তাহলে বোনের প্রতি সামান্য হলেও কি

রাগ আসবে - 'ইনি কি করছেন ?' খেয়াল রেখো, পেপার আসবে কারণ সামান্যও দেহ-অভিমান যদি আসে তখন উত্তেজনা

বা ক্রোধ সহজেই এসে যায়, সেইজন্য সদা স্বরাজ্য অধিকারী অর্থাৎ সদাই নিরাহঙ্কারী, সদাই নম্র সেবাধারী হও ।  
মোহ-বন্ধনও শেষ । আচ্ছা ।

**\*বরদান:-\*** বাবা সমান নিজের প্রতিটা বোল ও কর্মের স্মরণিক বানিয়ে হৃদয়-সিংহাসনাসীন তথা রাজ্য-সিংহাসনাসীন  
ভব  
ঠিক যেমন বাবার থেকে যে বোলই বের হয় তা স্মরণিক হয়ে যায়, সেইরকমই যে বাবা সমান সে যে  
বোলই বলে সেটা সবার হৃদয়ে সমাহিত হয়ে যায় অর্থাৎ স্মারকচিহ্ন থেকে যায় । সে যে আত্মার প্রতি সঙ্কল্প  
করে সেটা সেই আত্মার হৃদয় স্পর্শ করে । তার বলা দুটো কথাও হৃদয়কে আশ্বস্ত করে, তার সাথে  
নৈকট্যের অনুভব হয়, সেইজন্য তাকে সবাই আপন মনে করে । এইরকম সমান বাচ্চাই হৃদয়-  
সিংহাসনাসীন তথা রাজ্য-সিংহাসনাসীন হয় ।

**\*শ্লোগান:-\*** নিজের উড়তি কলার দ্বারা সব সমস্যাকে বিনা বাধায় অতিক্রম করে উড়ন্ত বিহঙ্গ হও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞানী আত্মারাই বাবার প্রিয়, সেইজন্য পিতা-সম মাস্টার জ্ঞানসাগর হও"

\*প্রশ্ন:- কল্যাণকারী যুগে বাবা সকল বাচ্চাদের কোন্ স্মৃতি স্মরণ করান ?

\*উত্তর:- বাচ্চারা, ৫ হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তোমরা নিজেদের ঘর ছেড়ে এসেছো। তোমরা ৫ হাজার বছরে ৮৪-বার জন্ম নিয়েছো, এখন এ হলো অন্তিম জন্ম, বাণপ্রস্থ অবস্থা, তাই এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হয়ে বাবাকে স্মরণ করো।

\*গীত:- সভায় জ্বলে উঠেছে বহ্নিশিখা .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এ'কথা বুঝেছে যে ভগবান এক, গড ইজ ওয়ান। সকল আত্মাদের পিতাই এক। ওঁনাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। সৃষ্টির রচয়িতা হলেন একজনই। অনেক হতেই পারে না। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মানুষ নিজেদের ঈশ্বর বলতে পারে না। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সেবায় নিমিত্ত হয়েছো। ঈশ্বর নতুন দুনিয়া স্থাপন করছেন, যাকে সত্যযুগ বলা হয়, এরজন্যই তোমরা যোগ্যতাসম্পন্ন হচ্ছে। সত্যযুগে কেউই অপবিত্র থাকে না। এখন তোমরা পবিত্র হতে চলেছো। তিনি বলেন -- আমি পতিত-পাবন আর বাচ্চারা, আমি তোমাদের এই শ্রেষ্ঠ মত প্রদান করি যে আমায় অর্থাৎ নিজেদের নিরাকার পিতাকে স্মরণ করলে তোমরা পতিত তমোপ্রধান থেকে পবিত্র সতোপ্রধান হয়ে যাবে। স্মরণ-রূপী যোগাগ্নির দ্বারা তোমাদের পাপনাশ হয়ে যাবে। সাধু প্রভুতিরা তো বলে যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। একদিকে বলে ঈশ্বর অদ্বিতীয় আবার এখানে অনেকেই আছে যারা নিজেদের ঈশ্বর বলে। শ্রী-শ্রী ১০৮ জগৎগুরু বলে। এখন জগতের গুরু তো একমাত্র বাবা-ই। সমগ্র জগৎকে পবিত্র করেন যিনি, সে-ই অদ্বিতীয় পরমাত্মা সমগ্র দুনিয়াকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। তিনিই দুঃখহরণকারী - সুখপ্রদানকারী। মানুষের উদ্দেশ্যে একথা বলা যেতে পারে না। এও তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো। এ হলোই অপবিত্র দুনিয়া। সকলেই পতিত। পবিত্র দুনিয়ায় যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা হয়। সত্যযুগে থাকে পূজ্য মহারাজা-মহারানী। ভক্তিমার্গে পুনরায় পূজারী হয়ে যায়। সত্যযুগে যারা মহারাজা-মহারানী থাকে, তাদের যখন দুই কলা কম হয়ে যায় তখন তাদের রাজা-রানী বলা হয়। এ'সমস্ত হলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা(কথা)। তা নাহলে এক সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি। বাবা বোঝান যে, অবশ্যই গৃহস্থী জীবনে থাকো কিন্তু এই অন্তিম জন্ম পবিত্র হয়ে থাকো। এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা। বাণপ্রস্থ বা শান্তিধাম একই কথা। সেখানে আত্মারা ব্রহ্মতত্ত্বে নিবাস করে, যাকে ব্রহ্মান্দ বলা হয়। বাস্তবে আত্মারা কোনো ডিম্বাকৃতি-বিশিষ্ট নয়। আত্মা হলো নক্ষত্র। বাবা বুঝিয়েছেন যে, এই ড্রামায় যত আত্মারা রয়েছে সকলেই অভিনেতা। যেমন অভিনেতার নাটকে পোশাক বদল করে, বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা পালন করে, এও অলৌকিক ঈশ্বরীয় জগতের(বেহদ) নাটক। আত্মারা এই সৃষ্টিতে পঞ্চতত্ত্বে নির্মিত শরীরে প্রবেশ করে ভূমিকা পালন করে -- (সৃষ্টির) প্রারম্ভ থেকে। পরমাত্মা এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর সকলেই অভিনেতা। নাটকে ভূমিকা পালন করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের পোশাক পাওয়া যায়। ঘরে সকল আত্মারা শরীরবিহীনই থাকে। পুনরায় যখন পাঁচতত্ত্বের শরীর তৈরী হয়, তখন তারমধ্যে প্রবেশ করে। ৮৪ টি শরীর প্রাপ্ত হয় তাহলে এতগুলি নামও পরিবর্তন হয়। আত্মার নাম তো এক। এখন শিববাবাই তো হলেন পতিত-পাবন। ওঁনার নিজের শরীর নেই। শরীরের আধার নিতে হয়। তিনি বলেন, আমার নাম শিব। যদিও পুরোনো শরীরে আসি। ওঁনার(ব্রহ্মা) শরীরের নাম ওঁনার নিজের। ওঁনার ব্যক্ত নাম আছে, আবার অব্যক্ত নামও দেওয়া হয়েছে। এক ধর্মাবলম্বী যখন অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয় তখন তার নাম পরিবর্তন হয়। তোমরাও শূদ্র ধর্ম থেকে পরিবর্তিত হয়ে ব্রাহ্মণ ধর্মে এসেছো, তাই নাম পরিবর্তন হয়েছে। তোমরা লেখো যে, শিববাবা ৩ ব্রহ্মা। শিববাবা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, ওঁনার নাম পরিবর্তন হয় না। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন। যা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। যারা পবিত্র পূজনীয় ছিল তারাই পতিত পূজারী হয়ে গেছে। ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছে। এখন পুনরায় দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। গায়ন রয়েছে, পরমপিতা পরমাত্মা এসে ব্রহ্মার দ্বারা পুনরায় স্থাপনা করান তাই ব্রাহ্মণ অবশ্যই চাই। ব্রহ্মা আর ব্রাহ্মণ কোথা থেকে আসে ? শিববাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডপ্ট (দওক) করেন। তিনি বলেন -- তোমরা আমার। শিববাবার সন্তান তো হওই আবার ব্রহ্মার দ্বারা পৌত্র-পৌত্রীও হয়ে যাও। সমগ্র প্রজাদের পিতা হলেন একজনই। এত-এত বাচ্চা অর্থাৎ কুমার-কুমারীরা রয়েছে। শিববাবা তাদের ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডপ্ট করেন। মানুষ কি (একথা) জানে নাকি! বাবা এসে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। এমনও তো নয় যে নতুন করে আসতে থাকেন। যেমন দেখানো হয় যে প্রলয় হয়ে গেছে তারপর পাতায় করে সাগরে ভেসে আসে.....। এ'সমস্ত কাহিনী তৈরী করা হয়েছে। ওয়ার্ল্ডের এই হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। আত্মা অমর।

তার ভূমিকাও অমর। সেই ভূমিকা (পাট) কখনো মুছে যায় না। সত্যযুগে সেই লক্ষ্মী-নারায়ণের সূর্যবংশীয় রাজ্যই চলতে থাকে। এর কখনো অদল-বদল হয় না। দুনিয়া নতুন থেকে পুরানো, পুরানো থেকে নতুন হতে থাকে। প্রত্যেকেই অবিনাশী পাট প্রাপ্ত করেছে। বাবা বলেন -- ভক্তিমার্গে ভক্তরা যেমন-যেমন ভাবনায় ভক্তি করে, তেমনই সাষ্ণাংকার করাই। কাউকে হনুমানের, গনেশেরও সাষ্ণাংকার করাই। তাদের সেই শুভ-ভাবনা পূর্ণ করি। এও ড্রামায় নির্ধারিত। তবুও মানুষ মনে করে যে, ভগবান সকলের মধ্যেই রয়েছে তাই সর্বব্যাপী বলে দেয়। ভক্তমালাও আছে। পুরুষের মধ্যে নারদ শিরোমণির গায়ন হয়, নারীদের মধ্যে মীরা। ভক্তমালা আলাদা, রুদ্রমালা আলাদা, আর জ্ঞানের মালা আলাদা। ভক্তমালার পূজা কখনো হয় না। রুদ্রমালা পূজিত হয়। উপরে হলো ফুল তারপর মেরুদানা..... তারপর বাচ্চারা যারা রাজসিংহাসনে বসেন। রুদ্রমালাই বিষ্ণুর মালা। ভক্তদের মালার কেবল গায়ন হয়। এই রুদ্রমালার জপ তো সকলেই করে। তোমরা ভক্ত নও, তোমরা জ্ঞানী। বাবা বলেন -- জ্ঞানী আত্মারাই আমার প্রিয়। বাবা-ই জ্ঞানের সাগর। বাচ্চারা, তোমাদের জ্ঞান দান করছেন। তোমাদের মালাই পূজিত হয়। অষ্ট রত্নের পূজা হয় কারণ তারা জ্ঞানী আত্মা তাই ওনাদের পূজা হয়। আংটি তৈরী করে পড়ে কারণ এরা ভারতকে স্বর্গে পরিনত করে। পাস উইথ অনার হয় সেইজন্য তাদের গায়ন করা হয়। মধ্যভাগে নবম দানায় শিববাবাকে রাখা হয়। সেটিকে বলা হয় নবমতম রত্ন। এ হলো বিস্তারিতভাবে (ডিটেলে) বোঝানো। বাবা তো কেবল বলেন -- বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে তারপর তোমরা চলে যাবে। অপবিত্র আত্মারা পবিত্র দুনিয়ায় যেতে পারে না। এখানে সকলেই পতিত। দেবতাদের শরীর তো পবিত্র নির্বিকারী। তারা হলেন পূজনীয়, যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজাও পূজ্য হয়। এখানে সকলেই পূজারী। ওখানে দুঃখের কোন কথাই নেই। ওইটিকে বলা হয় স্বর্গ, সুখধাম। সেখানে সুখ, সম্পত্তি, শান্তি সব ছিল। এখন কিছুই নেই তাই এটিকে নরক, ওটিকে স্বর্গ বলা হয়। আমরা অর্থাৎ আত্মারা শান্তিধামের অধিবাসী। ওখান থেকে আসি ভূমিকা পালন করতে। ৮৪ জন্ম পুরোপুরি ভোগ করতে হয়। এখন দুঃখধাম পুনরায় আমরা যাই শান্তিধামে তারপর সুখধামে আসবো। বাবা সুখধামের মালিক করার জন্য, মানুষ থেকে দেবতায় পরিনত করার জন্য পুরুষার্থ করছেন। এ হলো তোমাদের সঙ্গমযুগ। বাবা বলেন -- আমি কল্পের সঙ্গমযুগে আসি, যুগে যুগে নয়। আমি সঙ্গমযুগে একবারই সৃষ্টি পরিবর্তন করতে আসি। সত্যযুগ ছিল, এখন কলিযুগ পুনরায় সত্যযুগ আসা উচিত, এ হলো কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ। সকলের কল্যাণ হবে, তিনি সকলকে রাবণের কারাগার থেকে মুক্ত করে দেন। ওঁনাকে দুঃখ হরণকারী-সুখপ্রদানকারী বলা হয়। এখানে সকলেই দুঃখী। তোমরা পুরুষার্থ করো সুখধামে যাওয়ার জন্য। সুখধামে যেতে হলে প্রথমে শান্তিধামে যেতে হবে। পাট অর্থাৎ ভূমিকা পালন করতে করতে তোমাদের ৫ হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। বাবা বোঝান যে, ৫ হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে তোমরা নিজেদের ঘর পরিত্যাগ করেছে। এর মাঝে তোমরা ভারতবাসীরা ৮৪ জন্ম নিয়েছো। এখন তোমাদের অন্তিম জন্ম, সকলের বাণপ্রস্থ অবস্থা। সকলকেই যেতে হবে। গায়নও রয়েছে, জ্ঞানের সাগর বা রুদ্র। এ হলো শিব জ্ঞান যন্ত্র। পতিত-পাবন হলেন শিব, পরমাত্মাও হলেন শিব। রুদ্র নাম ভক্তরা রেখেছে। ওঁনার আসল নাম একমাত্র শিব। শিববাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করান। ব্রহ্মা একজনই। ইনি পতিত, পরে তিনিই পবিত্র হলে ফরিস্তা হয়ে যান। যাঁকে সূক্ষ্মলোকে দেখানো হয় তিনি অন্য ব্রহ্মা নন।

ব্রহ্মা একজনই। ইনি ব্যক্ত, উনি অব্যক্ত। ইনি সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে গেলে তখন সূক্ষ্মলোকে দেখা যাবে। ওখানে হাড় ইত্যাদি(শরীর) থাকে না। যেভাবে বাবা বুঝিয়েছিলেন -- যেসকল আত্মারা শরীর পায় না তারা এদিক-ওদিক বিচরণ করে বেড়ায়। তাদেরকে ভূত বলা হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত শরীর ধারণ করতে পারে ততক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। তাদের মধ্যে কেউ ভাল হয়, আবার কেউ মন্দও হয়। সেইজন্যই বাবা প্রত্যেকটি কথা বুঝিয়ে দেন। তিনি জ্ঞানের সাগর সে'জন্য অবশ্যই বোঝাবেন, তাই না! এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। অল্ক(আল্লাহ) এবং বে (রাজহ)-কে স্মরণ করো তাহলেই সেকেন্ডে জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। কত সহজ।

এর নামই হলো সহজ রাজযোগ। ওরা মনে করে, ওটাই ভারতের যোগ ছিল। কিন্তু এ হলো সন্ন্যাসীদের হঠযোগ। আর এ তো একদমই সহজ। যোগের অর্থ স্মরণ। ওদের হলো হঠযোগ। এ হলো সহজ। বাবা বলেন -- আমাকে এইভাবে স্মরণ করো। কোনো লকেটাডি পড়ার দরকারই নেই। তোমরা তো বাবার বাচ্চা। কেবল বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা এখানে (নিজেদের) ভূমিকা পালন করতে এসেছো। এখন সকলকে ফিরে যেতে হবে পুনরায় সেই ভূমিকাই পালন করতে হবে। ভারতবাসীরাই সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয়, বৈশ্যবংশীয়, শূদ্রবংশীয় হয়। এর মধ্যবর্তী সময়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও আসে। ৮৪ জন্ম তোমরা নাও। পুনরায় তোমাদের প্রথম স্থানে আসতে হবে। তোমরা পুনরায় সত্যযুগে আসবে আর সকলে শান্তিধামে থাকবে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কোনো বর্ণপ্রথা নেই। বর্ণপ্রথা ভারতেই রয়েছে। তোমরাও সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় হয়েছিলে। এখন ব্রাহ্মণ বর্ণে রয়েছে। ব্রহ্মা-বংশীয় ব্রাহ্মণ হয়েছো। এ'সব কথা বাবা বসে

বোঝান। যাদের বুদ্ধি ধারণ করতে পারে না তাদেরকে বলা হয় কেবল বাবাকে স্মরণ করো। যেমন বাবাকে জানলেই বাচ্চারা জেনে যায় যে, এটা হলো উত্তরাধিকার। কন্যারা তো উত্তরাধিকার পায় না। এখানে তোমরা সকলেই শিববাবার সন্তান, তোমাদের অধিকার আছে। পুরুষ অথবা নারী সকলেরই অধিকার রয়েছে। সকলকে শেখাতে হবে -- শিববাবাকে স্মরণ করো। যত স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে, পতিত থেকে পবিত্র হবে। আত্মায় যে খাদ পড়ে রয়েছে তা নিষ্কাশিত হবে কিভাবে? বাবা বলেন -- যোগের দ্বারাই তোমাদের খাদ সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই অপবিত্র শরীর তো এখানেই পরিত্যাগ করতে হবে। আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। সকলে মশার ঝাঁক-সদৃশ যাবে। বুদ্ধিও বলে যে সত্যযুগে অনেক অল্পসংখ্যকই থাকে। এই বিনাশে কত মানুষ মারা যাবে। অল্পসংখ্যক বাকি থাকবে। অল্পসংখ্যক রাজারাই থাকবে, বাকি সত্যযুগে ৯ লক্ষ প্রজা থাকে। এর উপর গায়নও করা হয় -- ৯ লক্ষ নক্ষত্র অর্থাৎ প্রজা। বৃক্ষ প্রথমে ছোট হয় পরে বৃদ্ধি পায়। এখন তো কত আত্মা। বাবা আসেন, সকলের পথপ্রদর্শক(গাইড) হয়ে নিয়ে যান। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

১ ) যোগাঙ্গির দ্বারা বিকর্মের খাদকে ভস্মীভূত করে পবিত্র হতে হবে। এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা তাই ঘরে ফেরার জন্য সম্পূর্ণরূপে সতোগ্রহণ হতে হবে।

২ ) এই কল্যাণকারী যুগে বাবার সমান দুঃখ হরণকারী - সুখ প্রদানকারী হতে হবে।

**\*বরদান:-\*** সাধারণত্বকে সমাপ্ত করে মহানতার অনুভবকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী ভব যে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী বাচ্চা, তার প্রতিটি সঙ্কল্প মহান হবে। কারণ তার প্রতিটি সঙ্কল্পে, শ্বাস-প্রশ্বাসে স্বততঃ-ই বাবার চিন্তা থাকবে। ভক্তিতে যেমন বলা হয় -- অশ্রুত শব্দও যেন শোনা যায়, অজপাজপ (নিরবচ্ছিন্ন জপ) যেন চলতে থাকে -- এমনই পুরুষার্থী নিরন্তর চলতে থাকলে তাকেই বলা হয় শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী। স্মরণ করা নয়, সর্বদাই যেন স্মরণে আসতে থাকে, তবেই সাধারণত্ব সমাপ্ত হয়ে যাবে আর মহানতা আসতে থাকবে -- এটাই হলো এগিয়ে যাওয়ার লক্ষণ।

**\*স্লোগান:-\*** মনন-শক্তির দ্বারা সাগরের তলদেশে অভিযানকারীই রত্ন-ভান্ডারের অধিকারী।

"মিষ্টি বাচ্চারা --- প্রকৃত স্যালভেশন (পরিত্ৰাতা) আমি হয়ে সবাইকে এই পাপের দুনিয়া থেকে পুণ্যের দুনিয়ায় নিয়ে যেতে হবে, সকলের ডুবন্ত নৌকাকে পারে লাগাতে হবে"

\*প্রশ্নঃ - কোন নিশ্চয় প্রত্যেক বাচ্চার বুদ্ধিতে নম্বরের ক্রমে বসে ?

\*উত্তরঃ - পতিত পাবন হলেন আমাদের অতি প্রিয় বাবা, তিনি আমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করছেন, এই নিশ্চয় সকলের বুদ্ধিতেই নম্বরের ক্রমে বসতে থাকে । এমনও হয় যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কারোর এসে গেছে, তখনো মায়া সামনে এসে উপস্থিত হয়, ফলে বাবাকে ভুলে যায় আর ফেল করে যায় । যাদের নিশ্চয় এসে যায় তারা পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করতে থাকে । তাদের বুদ্ধিতে থাকে যে, এখন তো ঘরে ফিরে যেতে হবে ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের সুপ্রভাত, শুভ দিন, সবকিছুই শুভ, শুভ রাত্রি, সবকিছু শুভই শুভ । এখানে তো না শুভ দিন, না শুভ রাত । সবথেকে অশুভ হলো রাত । তাহলে সবথেকে ভালো কি ? প্রভাত । যাকে অমৃতবেলা বলা হয় । তোমাদের প্রতিটি সময় শুভই শুভ । বাচ্চারা জানে যে, এই সময় আমরা যোগ - যোগেশ্বর আর যোগ - যোগেশ্বরী । ঈশ্বর, যিনি তোমাদের বাবা, তিনি এসেই যোগ শেখান, অর্থাৎ বাচ্চারা, তোমাদের এক ঈশ্বরের সঙ্গেই যোগ । বাচ্চারা, তোমরা যোগেশ্বরের পরে জ্ঞান জ্ঞানেশ্বর বাবাকে জানতে পেরেছো । তোমরা যোগযুক্ত হলে, তারপর বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্রের রহস্য বোঝান, যাতে তোমরাও জ্ঞান জ্ঞানেশ্বর হয়ে যাও । ঈশ্বর বাবা এসে বাচ্চাদের জ্ঞান আর যোগ শেখান । কোন ঈশ্বর ? নিরাকার বাবা । এখন বুদ্ধির দ্বারা নির্ণয় করো । গুরুদের তো অনেক মত । কেউ বলবে, কৃষ্ণের সঙ্গে যোগযুক্ত হও, তারপর তাঁর চিত্রও দেবে । কেউ সাঁই বাবা, কেউ মহিষি বাবা, কেউ মুসলমানদের, কেউ পাসিদের, সবাইকে বাবা - বাবা বলতে থাকে । বলবে সবাই ভগবানই - ভগবান । এখন তোমরা জানো যে, মানুষ কখনো ভগবান হতে পারে না । এই লক্ষ্মী - নারায়ণকেও ভগবান - ভগবতী বলা যাবে না । ভগবান তো হলেন এক নিরাকার । তিনি হলেন তোমাদের মতো সমস্ত আত্মাদের বাবা, তাঁকে বলা হয় শিববাবা । তোমরাই জন্ম - জন্মান্তর ধরে সৎসজা করে এসেছো । কোথাও না কোথাও সন্ধ্যাসী - গুরু - পন্ডিত ইত্যাদি অবশ্যই থাকবে । মানুষ জানে যে, এঁরা আমাদের গুরু । আমাদের এনারা কথা শোনাচ্ছেন । সৎযুগে কথা ইত্যাদি হয় না । বাবা বসে বোঝান, কেবলমাত্র ভগবান বা ঈশ্বর বললেই রসনা তৃপ্ত হয় না । তিনি তো বাবা, তাই বাবা বললেই সম্পূর্ণ স্নেহপূর্ণ হয়ে যায় । তোমরা জানো যে, আমরা বাবা - মাম্মার সন্তান হয়েছি, যাতে তোমরা স্বর্গ সুখ পাও । এমন কোনো সৎসজা নেই, যারা বুঝিয়েছে যে, আমরা এই সৎসজা থেকে মনুষ্য থেকে দেবতা বা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হই । তোমাদের এখন সৎ বাবার সঙ্গে সজা, আর সকলের অসৎয়ের সঙ্গে সজা বলা হয় । এমন গায়নও আছে যে সৎ সজা উদ্ভার করে, আর দেহের সজা পতিত করে । বাবা বলেন যে, তোমরা আত্ম - অভিমানী, দেহী - অভিমানী হও । আমি তোমাদের মতো বাচ্চাদের অর্থাৎ আত্মাদের শেখাই । এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান সুপ্রীম আত্মা এসে আত্মাদের দেন । বাকি সবই হলো ভক্তি মার্গ । ওগুলো কোনো জ্ঞান মার্গ নয় । বাবা বলেন যে, আমি সমস্ত বেদ, শাস্ত্র এমনকি সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানি । আমিই হলাম অথরিটি । ওরা হলো ভক্তিমার্গের অথরিটি । অনেক শাস্ত্র যাঁরা পাঠ করেন, তাঁদের শাস্ত্রের অথরিটি বলা হয় । বাবা এসে তোমাদের সৎ কথা শোনান । তোমরা এখন জানো যে, সৎয়ের সজা উদ্ভার করে, আর মিথ্যা সজা ডুবিয়ে দেয় । বাবা এখন তোমাদের মতো বাচ্চাদের দ্বারা ভারতের পরিত্ৰাণ করছেন । তোমরা হলে আধ্যাত্মিক পরিত্ৰাণকারী সেনা । তোমরা পরিত্ৰাণ করো । বাবা বলেন, যে ভারত একদিন স্বর্গ ছিলো, তা এখন নরক হয়ে গেছে । ভারত এখন ডুবে গেছে । বাকি সাগরের নীচে এমন কিছু নেই । তোমরা সতাপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়ে গেছো । সৎযুগ আর ত্রেতাযুগে তোমরা সতাপ্রধান ছিলে । এ হলো বড় স্টিমার । তোমরা স্টিমারে বসে আছো । এ হলো পাপের নগরী, কারণ এখানে সবাই পাপাত্মা । বাস্তবে গুরু হলেন একজন । তোমাদের কেউই জানে না । তারা সবসময় বলে - ও গড ফাদার । এমন বলে না যে, গড হলেন বাবা এবং গুরু । তা নয়, কেবল বাবা বলে । তিনি হলেন পতিত পাবন, তাহলে গুরুও তো হলেন । সকলের পতিত পাবন, সদগতিদাতা একজনই । এই পতিত দুনিয়াতে কোনো মানুষই সদগতিদাতা বা পতিত পাবন হতে পারে না । বাবা বলেন, এখানে কতো ভেজাল, কতো দুর্নীতি । এখন আমাকে কন্যাদের এবং মায়াদের দ্বারা সকলেরই উদ্ধার করতে হবে ।

তোমরা সকল ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা ভাই - বোন হয়ে গেছো । নাহলে ঠাকুরদাদার উত্তরাধিকার কিভাবে পাবে । দাদুর থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে পাওয়া যায় ২১ জন্মের অর্থাৎ স্বর্গের রাজত্ব । এই উপার্জন কতো বড় । এ হলো সৎ বাবার দ্বারা প্রকৃত উপার্জন । বাবা যেমন বাবাও, তেমনই শিক্ষকও, আবার সদগুরুও । তিনি প্রত্যেকভাবে করে দেখান । এমন নয় যে গুরুর মৃত্যু হলে তাঁর শিষ্য গদির অধিকার পাবে । সে হলো লৌকিক গুরু । ইনি হলেন আত্মাদের গুরু । তোমাদের খুব ভালোভাবে এই কথা বুঝতে হবে, এ সম্পূর্ণ নতুন কথা । তোমরা জানো যে, আমাদের কোনো মানুষ পড়ান না, আমাদের শিববাবা, যিনি জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন, তিনিই এই শরীরের দ্বারা পড়ান । তোমাদের

বুধি শিববাবার প্রতি আছে । ওই সৎসজ্ঞো মানুষের প্রতি বুধি যাবে । সে সব হলো ভক্তিমার্গ । তোমরা এখন গাও.... তুমি মাতা - পিতা, আমি তোমার বালক.... এঁরা তো এক, তাই না, বাবা কিন্তু বলেন যে, আমি কিভাবে এসে তোমাদের আপন করবো । আমি তোমাদের পিতা । আমি এনার শরীরের আধার গ্রহণ করি । তাই এই বরহমা যেমন আমার স্ত্রীও, তেমনই সন্তানও । এনার দ্বারা শিববাবা বাচ্চাদের দত্তক নেন, তাই ইনি বড় মাম্মা হয়ে গেলেন । এনার কোনো মা নেই । সরস্বতীকে জগৎ অম্বা বলা হয় । তাঁকে তোমাদের দেখভাল করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে । সরস্বতী হলেন জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী, ইনি হলেন ছোটো মাম্মা । এ অনেক গুহ্য কথা । তোমরা এখন এই গুহ্য পড়া পড়ছো, তোমাদের সম্মানের সজ্ঞো পাস করতে হবে । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ সম্মানের সজ্ঞো পাস করেছেন । তাঁরা সবথেকে বড় স্কলারশিপ পেয়েছেন । তাঁদের কোনো সাজা ভোগ করতে হয় নি । বাবা বলেন, তোমরা যতটা সম্ভব আমাকে স্মরণ করো । একে ভারতের প্রাচীন যোগ বলা হয় । বাবা বলেন, আমি তোমাদের সমস্ত বেদ, শাস্ত্রের সার শোনাই । আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়েছিলাম, যাতে তোমরা প্রালব্ধ লাভ করেছিলে । এরপর জ্ঞান লোপ পেয়ে গিয়েছিলো, তখন এই পরম্পরা কিভাবে চলতে পারতো ? ওখানে কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি থাকে না, অন্য ধর্মের যারা, যেমন ইসলামী, বৌদ্ধ ইত্যাদি যারা আছে, তাদের জ্ঞান লোপ পায় না । তাদের পরম্পরা চলতে থাকে । সবাই তা জানে, কিন্তু বাবা বলেন, আমি তোমাদের যে জ্ঞান শোনাই, তা কেউই জানে না । ভারত দুঃখী হয়ে যায়, আমি এসে আবার সদা সুখী বানাই । বাবা বলেন - আমি সাধারণের শরীরে বসে আছি । তোমাদের বুধিযোগ যেন বাবার সজ্ঞো থাকে । আত্মাদের বাবা হলেন পরমপিতা পরমাৎমা । সকল বাচ্চাদের তিনি বাবা, সকলেই তো তাঁর সন্তান হলো, তাই না । সব আত্মাই এই সময় পতিত । বাবা বলেন - আমি এখন প্রত্যেকভাবে এসেছি । বিনাশ এখন সামনে উপস্থিত । তোমরা জানো যে, আগুন লাগবে । সকলের শরীরই শেষ হয়ে যাবে । সকল আত্মাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । এমন নয় যে, বরহমতে লীন হয়ে যাবে, অথবা জ্যোতিতে মিলিয়ে যাবে । বরাহম সমাজীরা আবার জ্যোতি জ্বালায় । তাকে বরহম মন্দির বলে দেয় । বাস্তবে হলো বরহম মহত্ব, যেখানে সমস্ত আত্মারা থাকে । আমাদের প্রথম মন্দির হলো ওটি । পবিত্র আত্মারা সেখানে থাকে । এই কথা কোনো মানুষই বুঝতে পারে না । বাচ্চারা, জ্ঞানের সাগর বাবা বসে তোমাদের বোঝান যে, তোমরা এখন হলে জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বর, এরপর তোমরা রাজ - রাজেশ্বর হও । তোমাদের বুধিতে এই কথা আছে যে, পতিত পাবন, অতি প্রিয় বাবা এসে আমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার দিচ্ছেন । কারোর - কারোর বুধিতে একথাও বসে না । এতো এখানে বসে আছে, এরমধ্যে একশো শতাংশ নিশ্চয় বুধির নেই । কেউ ৮০ শতাংশ, কেউ ৫০ শতাংশ, কেউ আবার তাও নয় । তারা তো একদম ফেলিওর । নম্বরের ক্রমানুসার অবস্থাই আছে । এমন অনেকেই আছে যাদের স্থির বিশ্বাস নেই । তারা চেষ্টা করে যাতে স্থির বিশ্বাস এসে যায় । আচ্ছা, যদিও নিশ্চয় এসে যায়, কিন্তু মায়া খুবই কড়া, ফলে বাবাকে ভুলে যায় । এই বরহমা নিজেই বলেন যে, আমি সম্পূর্ণ ভক্ত ছিলাম । ৬৩ জন্ম আমি ভক্তি করেছি, তত্ববম । তোমরাও ৬৩ জন্ম ভক্তি করেছিলে । ২১ জন্ম তোমরা সুখ ভোগ করেছিলে, তারপর ভক্ত হয়েছো । ভক্তির পরে হলো বৈরাগ্য । সন্ন্যাসীরাও এই অক্ষর বলে থাকে - জ্ঞান, ভক্তি এবং বৈরাগ্য । তাদের বাড়িঘরের প্রতি বৈরাগ্য আসে । একে বলা হয় লৌকিক জগতের বৈরাগ্য, আর তোমাদের হলো অসীম জগতের বৈরাগ্য । সন্ন্যাসীরা ঘরবাড়ি ত্যাগ করে জঙ্গলে চলে যেতো । এখন তো কেউ আর জঙ্গলে নেই । সব কুটিরই খালি পড়ে আছে, কেননা প্রথমে তারা সতাপ্রধান ছিলো, এখন তারা তমোপ্রধান হয়ে গেছে । এখন আর তাদের মধ্যে কোনো শক্তি নেই । লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজধানীতে যে শক্তি ছিলো, তাঁরা পূর্নজন্ম নিতে নিতে এখন দেখো কোথায় এসে পৌঁছেছে । এখন তাদের কোনো শক্তিতই নেই । এখানকার গর্ভনমেটও বলে, আমরা ধর্মকে মানি না । ধর্মতেই অনেক কষতি, লড়াই - ঝগড়া করে কনফারেন্স করতে থাকে, যাতে সব ধর্মের এক মত হয়ে যায়, কিন্তু তোমরা জিজ্ঞেস করো, কিভাবে এক হতে পারে ? এখন তো সবাই ফিরে যাবে । এখন বাবা এসেছেন, তাই এই দুনিয়া এখন কবরস্থান হয়ে যাবে । বাকি এখানে তো বিভিন্নতার বৃক্ষ । তাই এক কিভাবে হবে, কিছুই বুঝতে পারে না । ভারতে এক ধর্ম ছিলো, তাদের বলা হতো অশ্বৈত মতের দেবতা । শ্বৈত অর্থাৎ দৈত্য । বাবা বলেন, তোমাদের এই ধর্ম অনেক সুখ প্রদানকারী । তোমরা জানো যে, পূর্নজন্ম গ্রহণ করে আমাদের আবার ৮৪ জন্ম ভোগ করতে হবে । তোমাদের যেন এই বিশ্বাস আসে যে, আমরাই ৮৪ জন্ম ভোগ করেছি । আমাদেরই যেতে হবে আবার আসতেও হবে । ভারতবাসীদেরই বোঝানো হয় যে, তোমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছো । এখন এ হলো তোমাদের অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম । কেবল একজনকে বলেন না, পান্ডব সেনাদের বোঝান যে, তোমরা হলে পান্ডা । তোমরা আধ্যাত্মিক যাত্রা শেখাও, তাই তোমাদের পান্ডব সেনা বলা হয় । এখন রাজ্য না কৌরবদের আছে, আর না পান্ডবদের আছে । তারাও প্রজা আর তোমরাও প্রজা । বলা হয় কৌরব - পান্ডব ভাই - ভাই, পান্ডবদের দিকে হলেন পরমপিতা পরমাৎমা । বাবা এসেই তোমাদের মায়াকে জয় করতে শেখান । তোমরা আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের যাঁরা, তাঁরা হলো অহিংসক । অহিংসা পরম ধর্ম । মুখ্য বিষয় হলো কাম কাটারি চালাবে না । ভারতবাসী মনে করে গো হত্যা না করা - এই হলো অহিংসা, কিন্তু বাবা বলেন - একেই অনেক বড় হিংসা বলা হয় । সংযুগে না কাম কাটারি চলে, আর না লড়াই - ঝগড়া চলে । এখানে তো দুইই আছে । এই কাম বিকারই আদি - মধ্য - অন্ত দুঃখ দেয় । তোমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসো । তোমরা ভারতবাসীরাই ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছো । এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো, তারপর পূর্নজন্ম গ্রহণ করো । এক এক জন্ম হলো এক একটি বংশ । এখান থেকে তোমরা একদম উপরে লাফ দাও । এই ৮৪ জন্মের বংশ অতিক্রম করতে তোমাদের পাঁচ হাজার বছর লাগে, আর এখান থেকে তোমরা এক সেকেন্ডে উপরে উঠে যাও । সেকেন্ডে জীবনমুক্তি কে দেয় ? বাবা । এখন তো সবাই একদম নিচের পাটাতনে পড়ে গেছে । বাবা এখন বলেন - তোমরা কেবল আমাকে স্মরণ করো । বুধিতে এই কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে, আমাদের আবার ঘরে ফিরে যেতে হবে । আমাদের নিজের বাবাকে আর ঘরকে স্মরণ করতে হবে । তোমরা প্রথমে বাবাকে স্মরণ করো, তিনিই তোমাদের ঘরে যাওয়ার পথ বলে দেন

। বাবার স্মরণেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । বরহ্মকে স্মরণ করলে তোমাদের কোনো পাপই ভস্ম হবে না । পতিত পাবন হলেন পরমাৎমাই । তিনি কিভাবে পবিত্র বানান, এ'কথা দুনিয়ার কেউই বুঝতে পারে না । বাবাকে অবশ্যই এসে স্বর্গের স্থাপনা করতে হবে । বাবা এসেছেন, তাই তোমরা বাচ্চারা তাঁর জয়ন্তী পালন করো । কবে এসেছেন, তোমরা একথা বলতে পারো না যে, এই মুহূর্তে বা এই তিথি - তারিখে এসেছেন । শিববাবা কবে এসেছেন, কিভাবে বলতে পারবে । সাক্ষাৎকার অনেকই হয় । প্রথমে আমরা সর্বব্যাপী মনে করতাম, তাই একথা বলে দিতাম যে, আৎমাই পরমাৎমা । এখন তা যথার্থ জানতে পেরেছি । বাবা প্রতিদিন গুহ্য কথা শোনাতে থাকেন । তোমরা সাধারণ বাচ্চারা কতো বড় জ্ঞানের কথা পড়ছো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আৎমাদের পিতা তাঁর আৎমাবৃপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

\*ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-\*

১ ) উইথ রেসপেক্ট (সম্মানের সাথে) পাস করার জন্ম সাজা মুক্ত হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে । স্মরণে থাকলেই স্কলারশিপ নেওয়ার অধিকারী হতে পারবে ।

২ ) প্রকৃত পান্ডব হয়ে সবাইকে এই আধ্যাত্মিক যাত্রা করাতে হবে কোনো প্রকারের হিংসা করবে না ।

\*বরদানঃ-\*

মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্মৃতির দ্বারা মায়াজিৎ তথা জগৎজিৎ এবং বিজয়ী ভব

যে বাচ্চারা এমন অনেক চিন্তা করে যে, কি জানি মায়া কেন এসে গেলো, তখন মায়াও ঘাবড়ে যাওয়া দেখে আরো আঘাত করে, তাই চিন্তা করার পরিবর্তে সদা মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্মৃতিতে থাকো - তাহলে বিজয়ী হয়ে যাবে । বিজয়ী রত্ন বানানোর নিমিত্তই হলো এই মায়ার ছোটো - ছোটো রূপ, তাই নিজেকে মায়াজিৎ, জগৎজিৎ মনে করে মায়াকে বিজয় প্রাপ্ত করো, দুর্বল হয়ো না । ছালেজঃজকারী হও ।

\*স্লেগানঃ-\*

প্রত্যেক আৎমার থেকে শুভ আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে হবে, তাই অসীম জগতের শুভ ভাবনা এবং শুভ কামনায় স্থিত থাকো ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এই সময় বাবার সঙ্গে সেবায় সহযোগী হয়েছো, তাই তোমাদের নাম জপ করা হয়, পূজন নয়, কারণ তোমাদের শরীর হল অপবিত্র”

\*প্রশ্ন:- কোন্ নেশাটি বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে নিরন্তর থাকা উচিত ?

\*উত্তর:- আমরা শিববাবার সন্তান, তাঁর কাছে রাজযোগ শিখে স্বর্গে রাজত্ব করার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি, এই নেশা তোমাদের নিরন্তর থাকা উচিত। বিশ্বের মালিক হতে হবে, তাই খুব সজাগ দৃষ্টি রেখে পড়তে হবে এবং পড়াতে হবে। কখনও বাবার নিন্দে করাবে না। কারো সঙ্গে ঝগড়া ইত্যাদি করবে না। তোমরা কড়ি থেকে হীরা তুল্য হও, তাই ভালো ভাবে ধারণ করতে হবে।

\*গীত:- যে প্রিয়তমের সাথে আছে....

ওম্ শান্তি । আত্মারূপী বাচ্চারা বুঝেছে। যারা বাবার সঙ্গে আছে তারা বাপদাদার সঙ্গে আছে। এখন তো ডবল আছে তাইনা। এই কথাটি খুব ভালো করে বোঝানো হয় - ব্রহ্মার দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মা শিব স্থাপনা কীভাবে করবেন ? সে কথা তো জানেনা। তোমরা বাচ্চারাই জানো, তাঁর নিজস্ব দেহ নেই। কৃষ্ণের তো নিজস্ব শরীর আছে। এমন তো বলা যায় না যে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শরীর দ্বারা.... নয়। কৃষ্ণ তো হলেন সত্যযুগের প্রিন্স। পরম পিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করান তাই অবশ্যই ব্রহ্মা দেহে প্রবেশ করতে হয়। অন্য কোনো উপায় নেই। প্রেরণা ইত্যাদির কোনো কথা নেই। বাবা ব্রহ্মা দ্বারা সব বুঝিয়ে দেন। বিজয় মালা যাকে রুদ্র মালা বলা হয়। মানুষ যার পূজা করে, স্মরণ করে। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো এই রুদ্র মালা শুধু স্মরণ করা হয়। মেরু তো বলা হয় ব্রহ্মা সরস্বতীকে। বাকি মালা টি হল আত্মারূপী বাচ্চাদের। বিষ্ণুর মালা তো একটি, পূজনীয়। এই সময় তোমরা হলে পুরুষাৰ্থী। তোমাদের স্মরণ করা হয় শেষ সময়ে। আত্মাদের মালা নাকি জীবাত্মাদের মালা ? প্রশ্ন তো উঠবে তাইনা। বিষ্ণুর মালা বলা হবে চৈতন্য জীব আত্মাদের মালা। লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন পূজনীয়, কারণ লক্ষ্মী-নারায়ণের আত্মা ও শরীর দুই ই হল পবিত্র। রুদ্র মালা হল শুধু আত্মাদের, কারণ শরীর তো অপবিত্র। তারা তো পূজনীয় নয়। আত্মার পূজা হয় কীভাবে ? তোমরা বলো রুদ্র মালার পূজা করা হয়। কিন্তু না, পূজা হয় না। যখন নামই হল জপমালা স্মরণী। মালায় যে পুঁতি বা দানাগুলি আছে সেসব বাচ্চারা তোমাদের স্মরণ করার জন্য, যখন শরীরে অবস্থান কর। পুঁতি গুলি তো ব্রাহ্মণদের। কার জপ কার করে ? সে কথা তো কেউ জানেনা। এ হল ব্রাহ্মণ, যারা ভারতের সেবা করে। তাদের নাম জপ করে। জগৎ অশ্বা দেবীদের সংখ্যা তো অনেক, তাদের স্মরণ করা উচিত ? পূজনীয় তো লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। তোমরা নও, কারণ তোমাদের শরীর হল পতিত। আত্মা পবিত্র কিন্তু তবুও পূজনীয় নয়, স্মরণ করা যেতে পারে। কেউ যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করে তাই তোমাদের ভালো করে বুঝে নেওয়া উচিত। তোমরা হলে ব্রাহ্মণী। তোমাদের স্মরণিকা দেবীদের রূপে রয়েছে। তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে নিজেরা পবিত্র হও সুতরাং এই প্রথম মালা ব্রাহ্মণদের তারপরে দেবতাদের। বিচার সাগর মন্বন করলে রেজাল্ট বের হবে। যখন আত্মারা শালগ্রাম রূপে আছে তখন পূজা হয়। শিবের পূজা হয় তো শালগ্রামের পূজাও হয়। কারণ আত্মা হল পবিত্র, শরীর নয়। স্মরণ (নাম জপ) শুধু তোমাদের করা হয় কেন ? তোমরা শরীর দ্বারা সেবা কর। তোমাদের পূজা হওয়া সম্ভব নয় পরে যখন শরীর ত্যাগ কর তখন তোমরাও শিবের সঙ্গে পূজনীয় হও। বিচার করা হয় তাইনা। তোমরা এই সময় হলে ব্রাহ্মণ। শিববাবাও ব্রহ্মা দেহে আসেন সুতরাং ব্রহ্মা সাকারে আছেন। তোমরা পরিশ্রম কর। এই মালা যেমন সাকারী। ব্রহ্মা সরস্বতী এবং তোমরা গুণান গঙ্গারা। তোমরা ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছো, এই রুদ্র যন্তু রচনা করেছ। যারা পূজা করে তাতে শুধু শিব ও শালগ্রাম থাকে। তাতে ব্রহ্মা সরস্বতী অথবা বাচ্চারা তোমাদের নাম নেই। এখানে তো সবার নাম আছে। তোমাদের স্মরণ করে। কারা কারা গুণান গঙ্গা ছিল। উনি (শিববাবা) তো হলেন গুণান সাগর। ইনি ( ব্রহ্মা বাবা) হলেন ব্রহ্মপুত্র বিশাল নদী। ইনি হলেন ব্রহ্মা মাতাও। সাগর একটি, বাকিরা গঙ্গা তাই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়। নম্বর অনুযায়ী যার ভালো গুণান আছে, তাকে সরোবর বলা হয়। মহিমাও ভালো। বলা হয় মান সরোবরে স্নান করলে পরীর সন্তান হয়ে যায়। তাই তোমাদের মালা জপ করা হয়। জপ মালা স্মরণী বলা হয় তাইনা। স্মরণ করো, তারা তো শুধু রাম-রাম বলে। কিন্তু তোমরা জানো স্মরণ কার হবে ? যারা বেশী সার্ভিস করে। সর্ব প্রথমে বাবা হলেন ফুল তারপরে মেরু, যারা অনেক সার্ভিস করে তারপরে রুদ্র মালা হয়ে যায় বিষ্ণু মালা। তোমাদের আত্মার পূজন হয়। তোমরা এখন স্মরণ যোগ্য হয়েছো। জপ মালা স্মরণী হল তোমাদের। যদিও পূজা হয় না কারণ আত্মা পবিত্র, শরীর অপবিত্র। অপবিত্র বস্তুর পূজা কখনও হয় না। যখন রুদ্র মালা হওয়ার উপযুক্ত হও তখন শেষ কালে তোমরা শুদ্ধ হয়ে যাও। তোমাদের

সাক্ষাৎকার হবে পাস উইথ অনার কে-কে হয়েছে। সার্ভিস করলে সুনাম বৃদ্ধি হয়। সবাই জানতে পেরে যাবে - বিজয় মালায় নম্বর অনুযায়ী কে-কে আসবে! এইসব কথা হল খুবই গুহ্য কথা।

মানুষ তো শুধু রাম-রাম বলে। খ্রিষ্টানরা খ্রিষ্টকে স্মরণ করে। মালা কার হবে ? গড তো এক। বাকিরা যারা কাছে বসে আছে তাদের মালা তৈরি হবে। এই মালার কথা এখন শুধু তোমরা বুঝবে। নিজের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের মানুষ যদি না বুঝতে পারে তাহলে আর কীভাবে বুঝবে। সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র করেন কেবল একমাত্র বাবা। খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে এমন বলা হবে না তিনি পতিত থেকে পবিত্র করেন। তাকে জন্ম-মরণে এসে নীচে নামতেই হবে। বাস্তবে তাকে গুরুও বলা যাবে না কারণ সর্বের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। তাও যখন অন্ত সময় হবে, বৃষ্টির জর্জরিত অবস্থা হবে তখন বাবা এসে সর্বকে সদগতি প্রদান করবেন। আত্মা উপর থেকে আসে ধর্ম স্থাপন করতে। তাদের তো জন্ম-মরণে আসতে হয়। সদগুরু কেবল একজনই। উনি হলেন সকলের সঙ্গতি দাতা। প্রকৃত সঙ্গুরু কোনো মানুষ হতে পারে না। তারা কেবল আসে ধর্ম স্থাপন করতে, তাদের আসার পরে সবাই আসে পার্ট প্লে করতে। যখন সবাই তমোপ্রধান হয় তখন আমি এসে সর্বের সদগতি করি। সবাই ফিরে যায় তারপরে নতুন করে চক্র আরম্ভ হয়। তোমরা রাজযোগের শিক্ষা প্রাপ্ত কর। তারাই রাজস্ব লাভ করে, সে রাজা হোক বা প্রজা। প্রজা তো অসংখ্য তৈরি হয়। পরিশ্রম লাগে রাজার পদ প্রাপ্ত করতে। শেষ সময়ে সব জানতে পারবে। কে বিজয় মালায় স্থান পাবে। অশিক্ষিতরা শিক্ষিতদের সামনে মাথা নত করে থাকবে। সত্য যুগে আসবে কিন্তু দাস দাসী হতে হবে। এইসব কথা সবাই জানতে পারবে। যেমন পরীক্ষার সময় সবাই জানতে পারে কে কে পাস করবে। পড়াশোনাতে মন না থাকলে ফেল হয়ে যায়। তোমাদের এই হল অসীম জগতের (বেহদের) পড়াশোনা। ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় তো হল মাত্র একটি, যেখানে মানুষ থেকে দেবতা বানানো হয়, তাতে নম্বর অনুসারে পাস করে। পড়াশোনা একটি রাজযোগের, রাজা পদ প্রাপ্ত করতেই পরিশ্রম লাগে এবং সার্ভিসও করতে হয়। যারা রাজা হবে তাদের আবার নিজেদের প্রজাও বানাতে হবে। ভালো ভালো কন্যারা বড় বড় সেন্টারের ইনচার্জ থাকে, বিশাল প্রজা তৈরি করে। বাবা বলেন বিরাট বাগান বানাও তো বাবাও এসে দেখবেন। এখন তো খুব ছোট। মুম্বাইয়ে এই সংখ্যা লক্ষ হয়ে যাবে। সূর্যবংশী তো হয় সম্পূর্ণ কুল তাই অসংখ্য হয়ে যাবে। যারা পরিশ্রম করে তারা রাজা হয় বাকিরা প্রজা হবে। গায়নও আছে হে প্রভু তোমার সঙ্গতির লীলা। তোমরা বলা বাঃ বাবা! আপনার গতি মতি... সকলের সঙ্গতি করার শ্রীমং, এই শ্রীমং হল সবচেয়ে পৃথক। বাবা সঙ্গে নিয়ে যান, ছেড়ে চলে যান না। নিরাকারী, আকারী, সাকারী লোকের কথাও জানে না। শুধু সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের কথা জানা তো সম্পূর্ণ নলেজ নয়। প্রথমে তো মূলবতনের কথা জানতে হবে। যেখানে আমরা আত্মারা বাস করি। এই সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্রের কথা জানলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হও। এই সব হল বুঝবার কথা। তারা তো বলে দেয় শিব হলেন নাম-রূপ বিহীন। চিত্রও আছে তবুও বলে নাম-রূপ নেই। তারপরে বলে সর্বব্যাপী। একজন এম.পি. বলেছিল এই কথা আমি বিশ্বাস করি না যে ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। মানুষ যে একে অপরকে মারে, এইসব কি ঈশ্বরের কাজ ? ভবিষ্যতে এই কথা গুলি বুঝবে। যখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে। বাবা রাতেও বুঝিয়েছেন যারা নিজেদেরকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ভাবে তারা যেন এমন পত্র লেখে। এই সম্পূর্ণ জ্ঞান কি, তাদেরকে বোঝানো উচিত। তোমরা লিখতে পারো আমরা সম্পূর্ণ জ্ঞান দিতে পারি। মূলবতনের জ্ঞান প্রদান করতে পারি। নিরাকার পিতার পরিচয় দিতে পারি এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মা ও তার ব্রাহ্মণ ধর্মের বিষয়েও বোঝাতে পারি। লক্ষ্মী-নারায়ণ তারপরে রাম সীতা তাদের বংশ কীভাবে চলে, তাদের রাজস্ব কে কেড়ে নেয়, সেই স্বর্গ কোথায় গেল। যেমন বলা হয় নরক কোথায় গেল ? শেষ হয়ে গেল। স্বর্গও শেষ হয়ে যাবে। সেই সময় ভূমিকম্প ইত্যাদি হয়। সেসব হীরে জহরাতের মহল ইত্যাদি এমন ভাবে ভূমিগত হল যে কেউ বের করতে পারবে না। সোনা হীরে জহরাতের মহল কখনও মাটির তলা থেকে বের হয়নি। সোমনাথ ইত্যাদির মহল তো সব পরে তৈরি হয়েছে, তাদের ঘর তো এই মহল থেকেও অনেক উঁচু হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের ঘর কেমন হবে ? ওই সমস্ত সম্পত্তি কোথায় গেল ? এমন এমন কথা যখন বিদ্বান রা শুনবে তখন আশ্চর্য অনুভব করবে, এদের এই নলেজ খুব উচ্চ মানের। মানুষ তো কিছুই জানে না শুধু সর্বব্যাপী বলে দেয়। এই সব কথা বুঝতে হবে এবং বোঝাতে হবে। তোমরা ধন প্রাপ্ত কর সেসব আবার দান করতে হবে। বাবা তোমাদের দান করেন, তোমরাও দিয়ে যাও। এই হল অসীম খাজানা, সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করছে ধারণার উপরে। যত ধারণা করবে ততই উঁচু পদের অধিকারী হবে। বিচার করো কোথায় কড়ি, কোথায় হীরা। হীরের মূল্য সবচেয়ে বেশী। কড়ির মূল্য সবচেয়ে কম। এখন তোমরা কড়ি থেকে হীরায় পরিণত হচ্ছে। এইসব কথা কখনও কারো স্বপ্নেও আসে না। শুধু বুঝবে যথাযথভাবে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, যারা বাস করে গেছেন। এই রাজ্য কে কবে দিয়েছিল, সে কথা জানে না। রাজস্ব কে দিয়েছিল ? এখানে তো কিছুই নেই। রাজযোগের দ্বারা স্বর্গের রাজস্ব প্রাপ্ত হয়। এ হল আশ্চর্য, তাইনা। বাম্বাদের বুদ্ধিতে এই নেশা ভালো রকম থাকা উচিত। কিন্তু মায়া যদিও এই নেশা স্থায়ীভাবে থাকতে দেয় না। আমরা শিববাবার সন্তান। এই নলেজ প্রাপ্ত করে আমরা বিশ্বের মালিক হবো। এই কথা কখনও কারো বুদ্ধিতে আসে কি ! তাই বাবা বোঝান বাম্বাদের কতখানি

পরিশ্রম করা উচিত। গুরু যে নিন্দে করে তার কোনো ঠাই নেই। এই কথাটি এখানকার। তাদের তো কোনো লক্ষ্য নেই। তোমাদের তো মুখ্য উদ্দেশ্য আছে। বাবা তিন রুপেই আছেন তিনি হলেন টিচার গুরু এবং পিতা। তোমরা জানো এই পড়াশোনা দ্বারা আমরা বিশ্বের মালিক হই। কত সজাগ হয়ে পড়া উচিৎ এবং পড়ানো উচিত। এমন কিছু করবে না যাতে নিন্দে হয়। কারো সঙ্গে ঝগড়া লড়াই করবে না। সবার সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলবে। বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবা বলেন দাও দান মিটেবে গ্রহণ। এক নম্বর দান হল দেহ-অভিমান। এই সময় তো তোমরা আত্ম-অভিমानी হও এবং পরমাত্ম-অভিমानी হও। এই হল অমূল্য জীবন। বাবা বলেন কল্প-কল্প আমরা তোমাদের এইভাবে পড়াতে আসি আর তোমরা সেসব ভুলে যাও। এও ড্রামাতে ফিক্স আছে। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি, জ্ঞান রত্ন ধারণ করতে এবং সার্ভিস করতে সক্ষম বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

১ ) সকলের সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলতে হবে, এমন কোনো কথা বলবে না যাতে বাবার নিন্দে হয়। দেহ-অভিমান দান করে আত্ম-অভিমानी ও পরমাত্ম-অভিমानी হতে হবে।

২ ) জ্ঞান ধন যা প্রাপ্ত হয়, সেসব দান করতে হবে, পড়াশোনার দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই নেশায় স্থায়ী থাকতে হবে। মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে।

**\*বরদান:-\*** একাগ্রতার প্র্যাক্টিস দ্বারা অনেক আত্মাদের ইচ্ছা পূরণ করে বিশ্ব কল্যাণকারী ভব সর্ব আত্মাদের ইচ্ছে যে বিচরণকারী বুদ্ধি বা চঞ্চল মন যেন একাগ্র হয়ে যায়। অতএব তাদের এই ইচ্ছে পূরণ করার জন্যে তোমরা নিজেরা নিজের সঙ্কল্প গুলিকে একাগ্র করার প্র্যাক্টিস বাড়াও, নিরন্তর একরস স্থিতিতে বা একমাত্র বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়....এই স্থিতিতে স্থিত থাকো, ব্যর্থ সঙ্কল্পকে শুদ্ধ সঙ্কল্পে পরিবর্তন করো, তবে বিশ্ব কল্যাণকারী ভব এই বরদান প্রাপ্ত হবে।

**\*স্লোগান:-\*** ব্রহ্মা বাবার মতন গুণ স্বরূপ, শক্তি স্বরূপ এবং স্মরণ স্বরূপ যে হয়, সে হল প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

"মিষ্টি বাচ্চারা — যেমন বাবার ভূমিকা হলো সবার কল্যাণ করা, তেমনি তোমরাও বাবার মতো কল্যাণকারী হও,  
নিজের এবং সবার কল্যাণ কর"

\*প্রশ্ন:- — বাচ্চাদের কোন্ একটি বিশেষত্ব দেখে বাপদাদা খুশি হয়ে ওঠেন ?

\*উত্তর:- — গরিব বাচ্চারা বাবার যজ্ঞে ৮ আনা, এক টাকা পাঠিয়ে দিয়ে বলে, বাবা এর পরিবর্তে আমাদের মহল দিও। বাবা বলেন বাচ্চারা, এই একটা টাকাও শিববাবার খাজানায় জমা হয়ে গেছে। ২১ জন্মের জন্য তোমাদের মহল প্রাপ্ত হবে। সুদামার দৃষ্টান্ত আছে না ! বিনা কড়িতে বাচ্চারা তোমরা বিশ্বের বাদশাহী পেয়ে থাকো। বাবা বাচ্চাদের এই বিশেষত্ব দেখে খুব খুশি হয়ে ওঠেন।

\*গীত:- — তোমাকে পেয়ে আমরা সমস্ত দুনিয়া পেয়ে গেছি....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা বুঝেছে যে আমরা বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। বাচ্চারা বলে বাবা তোমার শ্রীমত অনুসারে চলে আবারও অনন্ত জগতের উত্তরাধিকার পেতে চলেছি। নতুন কোনো বিষয় নয়। বাচ্চারা নলেজ পেয়েছে , জানে যে সুখধামের উত্তরাধিকার আমরা কল্পে-কল্পে পেয়ে থাকি। কল্পে-কল্পে ৮৪ জন্ম নিতে হয়। আগের মতোই আমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার পেয়ে থাকি তারপর ধীরে-ধীরে হারাতে থাকি। বাবা বুঝিয়েছেন এই অনাদি ড্রামা আগে থেকেই তৈরী করা খেলা। তোমরা জান ড্রামায় অনন্ত সুখ। শেষে গিয়ে রাবণ দ্বারা তোমরা দুঃখ পেয়ে থাকো। এখন তোমরা সংখ্যায় অল্প, এগিয়ে যেতে-যেতে বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে ওঠো। অন্তর্মনে অবশ্যই অনুভব হবে যে আমরা কল্পে-কল্পে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকি। যারাই এসে এই নলেজ গ্রহণ করবে তারা বুঝবে যে জ্ঞানের সাগর বাবা দ্বারা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ পেয়েছি। বাবা জ্ঞানের সাগর, পতিতদের পবিত্র করেন অর্থাৎ মুক্তি-জীবনমুক্তিতে নিয়ে যান। এসব বিষয়ে তোমরা এখনই জানতে পার। গুরুতো অনেকেই করেছে না ! শেষ পর্যন্ত গুরুদের ছেড়েও এই নলেজ গ্রহণ করবে। তোমরাও এই নলেজ এখন পেয়েছে। তোমরা জান এর আগে অজ্ঞান (অন্ধকার) ছিলাম। সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘোরে, শিববাবা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর কে এসব কিছুই জানতাম না। এখন জেনেছি আমরাই বিশ্বের মালিক ছিলাম। সুতরাং তোমাদের বুদ্ধিতে উচ্চ নেশা (ঐশ্বরীয়) থাকা উচিত। বাবাকে আর সৃষ্টি চক্রকে স্মরণ করা উচিত। অক্ষ আর বে (ঐশ্বর এবং বাদশাহী)। বাবা জানেন তোমরা কিছুই জানতে না, না বাবাকে, না রচনাকে জানতে। সম্পূর্ণ সৃষ্টির মানুষ মাত্রই না বাবাকে, না রচনার আদি মধ্য-অন্তকে জানে। এখন তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছ। বাবা তাঁর বাচ্চাদের সাথে কথা বলছেন। অসংখ্য বাচ্চা, বাবার সেন্টারও অনেক । এখন তো আরও অনেক সেন্টার খুলবে। সুতরাং বাবা জানেন তোমরা কিছুই জানতে না, এখন নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী জানতে পেরেছ। এও জানো আমরা এখন বাবা দ্বারা পতিত থেকে পাবন হচ্ছি। বাকিরা তো ডেকেই চলেছে । তোমরা হচ্ছে গুপ্ত। ওরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলে কিন্তু অর্থ কিছুই জানেনা, যে কে এদের শিক্ষা প্রদান করেন ? শাস্ত্রেও কোথাও লেখা নেই। গীতার ভগবান শিব এসে বাচ্চাদের রাজযোগ শেখান । এ বিষয়ে তোমাদের বুদ্ধিতে তো আছে তাইনা। গীতাও তোমরা অবশ্যই পড়েছ । এটাও তোমরা বুঝেছ — জ্ঞান মার্গ সম্পূর্ণ আলাদা। শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে বিদ্বৎ মন্ডলী থেকে যে টাইটেল প্রাপ্ত করে থাকে সেসবই হলো ভক্তি মার্গের। এই ঐশ্বরীয় নলেজ ওদের মধ্যে নেই। বাবা এসেই রচনার আদি মধ্য-অন্তের নলেজ প্রদান করেন। বাবাই এসে তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে দেন।

তোমরা জান আমরা কি ছিলাম, এখন কি হয়েছি। বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র এসে গেছে। শুরুতে কিছুই জানতে না। প্রতিদিন একটু একটু করে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র খুলতে থাকে। এটাও কেউ জানেনা যে ভগবান কখন এসেছিলেন তিনি কে — যিনি এসে গীতা জ্ঞান শুনিয়েছিলেন।

তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ। বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান আছে। পরাজয়ের সময় কিভাবে তোমরা পাপের পথে এগিয়ে যাও এবং কিভাবে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসো, চিত্রের প্রত্যেকটি বিষয়কে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ৮৪ জন্মের সিঁড়ি। কিভাবে নেমে আস আবার অবতরণ কর, পতিত-পাবন কে ? কে তোমাদের পতিত বানিয়েছে ? এসবই এখন তোমরা জেনেছ। ওরা তো গাইতেই থাকে — পতিত-পাবন, জানেই না রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয় ? কবে থেকে পতিত হওয়া

শুরু হয় ? এই নলেজ হলো আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীদের জন্য। বাবা বলেন - আমিই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেছিলাম। ওয়ার্ল্ডের এই হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী বাবা ছাড়া আর কেউ বোঝাতে পারবে না। তোমাদের কাছে এটা যেন কাহিনী। তোমরা জান আমরা এখন ইতিহাস, ভূগোল অধ্যয়ন করছি, কীভাবে আমরা রাজ্য প্রাপ্ত করি এবং পুনরায় হারিয়ে ফেলি। এ হলো অলৌকিক বিষয়। আমরা ৮৪ চক্র কিভাবে ঘুরেছি, বিশ্বের মালিক ছিলাম আমরা তারপর রাবণ তা ছিনিয়ে নিয়েছে। এই নলেজ বাবাই এসে দিয়ে থাকেন। মানুষ দশহরা ইত্যাদি কত উত্সব পালন করে থাকে কিন্তু কোনো জ্ঞান নেই। যেমন তোমাদেরও এই নলেজ ছিল না, এখন তোমরা নলেজ পেয়েছ এবং খুশি অনুভব করছ। নলেজ খুশি দিয়ে থাকে। অলৌকিক ঈশ্বরীয় জ্ঞান খুশি প্রদান করে। বাবা এসে তোমাদের ঝুলি পরিপূর্ণ করে দিচ্ছেন। বলা হয় না — ঝুলি ভরে দাও। কাকে বলা হয় ? সাধু সন্ন্যাসীদের বলা হয় না। ভোলানাথ শিবকে বলে, তাঁর কাছেই ভিক্ষা প্রার্থনা করে। তোমাদের তো খুশির কোনও কিনারা নেই। তোমাদের অতিব খুশি হওয়া উচিত। বুদ্ধিতে কত নলেজ ধারণ হয়ে গেছে। অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছ। সুতরাং এখন নিজের এবং অন্যদেরও কল্যাণ করতে হবে। প্রথমেতো এক-দুজনের অকল্যাণই করতে কেননা আসুরি মত ছিল। এখন তোমরা শ্রীমত অনুসারে চল সুতরাং নিজেরও কল্যাণ করতে হবে। তোমাদেরও মনে হয় এই অলৌকিক ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন যেন সবাই করে, সেন্টার খোলে। বাচ্চারা বলে বাবা প্রদর্শনী দাও, প্রজেক্ট দাও আমরা সেন্টার খুলব। আমরা যে নলেজ পেয়েছি, যার মধ্যে অনন্ত খুশির পারদ বৃদ্ধি পেতেই থাকে তা অন্যদেরও অনুভব করা। ড্রামা অনুসারে পুরুষার্থ চলতেই থাকবে। বাবা এসেছেন পুনরায় ভারতকে স্বর্গ করে তুলতে। তোমরা জান প্রথমে আমরা নরকবাসী ছিলাম, এখন স্বর্গবাসী হতে চলেছি। এই চক্র তোমাদের বুদ্ধিতে সবসময় ঘোরা উচিত, যাতে খুশিতে থাক। অন্যদের বোঝানোর জন্যও যেন নেশা(আগ্রহ) থাকে। আমরা বাবার কাছ থেকে নলেজ গ্রহণ করছি। অন্যান্য ভাই-বোন যারা জানেনা তাদেরও পথ বলে দেওয়া তোমাদের ধর্ম। যেমন বাবার ভূমিকা সবার কল্যাণ করা, তেমনি আমাদের ভূমিকা সকলের কল্যাণকারী হয়ে ওঠা। বাবা আমাদের কল্যাণকারী বানিয়েছেন সুতরাং নিজের কল্যাণও করতে হবে অন্যদেরও করতে হবে। বাবা বলেন তোমরা অমুক সেন্টারে যাও, গিয়ে সার্ভিস কর। এক জায়গায় বসেই শুধু সার্ভিস ক'রো না। যে যত বিচক্ষণ হবে তার ইচ্ছা ততই আগ্রহ হবে যে সার্ভিস করব, অমুকে নতুন সেন্টার খুলেছে। এটা তো জানে কে কে সার্ভিসেবল, কারা আগ্রহকারী, বিশ্বাসযোগ্য। অজ্ঞানকালেও একজন পিতা তার অযোগ্য সন্তানদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। অসীম জগতের পিতা বলেন, আমি খুব সহজভাবে বুঝিয়ে বলি, এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যে করবে সে পুরস্কার পাবে। অভিশাপ দেওয়া অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না। বাবা বলছেন - কেন তোমরা ভালোভাবে সেবা করবে না, কেন নিজের এবং অন্যদের উপকার করবে না ? যত অন্যদের উপকার করবে বাবা ততই তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। বাবা দেখবেন বাগানের এই ফুল কত সুন্দর! এ সব হল ফুলের বাগান। বাগান দেখার জন্য বাচ্চারা বলে, বাবা আমি একটা সেন্টারে যাব, তারা কী ধরনের ফুল এবং কিভাবে পরিষেবা দিয়ে থাকে দেখব, গেলেই তা জানা যাবে। খুশিতে কিভাবে নৃত্য করে। ঘুরে এসে বাবাকে বলে - বাবা অমুককে বুঝিয়েছি। আজ আমার স্বামী, ভাইকে নিয়ে এসেছি, ওদের বুঝিয়েছি যে বাবা এসেছেন, তিনি কেমন হীরেতুল্য জীবন তৈরি করে দিচ্ছেন। তাদের শুনে মনে হয়েছে আমরাও গিয়ে দেখি। সুতরাং বাচ্চাদের মধ্যে যখন উত্সাহ জাগে, তখন তারা অন্যদেরও নিয়ে আসে। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফীকে জানা উচিত। তোমরা ভেবে দেখো ভারত সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিল, এখন তার কি অবস্থা। সত্যযুগ-ত্রৈতায় কত সুখ ছিল। এখন বাবা আবারও ভারতকে বিশ্বের মালিক বানাতে চলেছেন। তোমরা এটাও জান দুনিয়াতে অনেক হাঙ্গামা হতে চলেছে। লড়াই কখনও বন্ধ হয়না। কোথাও না কোথাও লেগেই থাকে। যদিকে দেখে সেখানেই ঝগড়া। সর্বত্র তোলপাড় হয়ে চলেছে। বিদেশেও কত কি হয়ে চলেছে। বোঝেই না যে আমরা কি করছি ! প্রচন্ড তুফানেও কত মানুষ মারা যায়। এই দুনিয়া কত দুঃখী। তোমরা বাচ্চারা জান এই দুঃখের দুনিয়া থেকে এবার যেতে চলেছি। বাবা তোমাদের ধৈর্য ধরতে শিখিয়েছেন। এই দুনিয়া ছিঃ ছিঃ হয়ে গেছে। অল্প কিছু সময় পরেই আমরা বিশ্বে শান্তিপূর্ণভাবে রাজ্য করব। এতে তো খুশি হওয়া উচিত না ! সেন্টার খোলা হচ্ছে। যখন নতুন সেন্টার খোলা হয়, বাবা বলেন সেখানে যেতে। বাবা তাদের নামও লেখেন যারা তাঁর অন্তরে বাস করে। অনেকের কল্যাণ হয়। অনেকেই এমন লেখে — বাবা আমরা তো বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছি। যদি সেন্টার খোলা হয় তবে অনেকেই এসে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। তোমরা জান সবই বিনাশ হয়ে যাবে তবে কেননা অনেকের কল্যাণার্থে অর্থকে কাজে লাগাই।

ড্রামাতেও ওদের এমনই ভূমিকা নিহিত রয়েছে। প্রত্যেকেই নিজ-নিজ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ওদের দেখে করুণা হয়। অন্যদেরও বন্ধন মুক্ত করতে কিছু তো সহযোগ দিই। ওরাও অবিনাশী উত্তরাধিকার পাবে। বাবাও তাই উদ্বিগ্ন কারণ সবাই কামচিড়ায় স্বলে মরে আছে। সম্পূর্ণ দুনিয়া কবর খানায় পরিণত হয়েছে। বলাও হয়ে থাকে — আল্লাহ কবরস্থান থেকে জাগিয়ে সবাইকে নিয়ে যায়। এখন বুঝতে পারে রাবণ কিভাবে পরাজিত করেছে। প্রথমে কিছুই জানত না। আমি

একজন কোটিপতি রত্নাকর এবং এতগুলো বাচ্চা। এসব নেশা তো ছিলই না। এখন বুঝেছি আমি (ব্রহ্মা বাবা) সম্পূর্ণ পতিত ছিলাম। পুরানো দুনিয়াতে যতই লক্ষপতি, কোটিপতি হোক না কেন এসবই কড়িভুল্য। মায়াও ভীষণ প্রবল। বাবা বলেন বাচ্চার সেন্টার খোলো, অনেকের কল্যাণ হবে। যারা গরিব তারা দ্রুত জেগে ওঠে, ধনবানরা খুব কমই জেগে ওঠে। ওরা নিজের খুশিতেই মত্ত থাকে। মায়া সম্পূর্ণ রূপে নিজ বশীভূত করে নেয়। বোঝালে বোঝে কিন্তু কিভাবে ছাড়বে? ওরা ভয় পায় এইভাবে যে এদের মতো সবকিছু ছাড়তে হবে। ভাগ্যে না থাকলে চালিয়ে যেতে পারে না। সুতরাং তাদের পক্ষে এ থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সময় মতো তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে বুঝবে এটা প্রকৃতপক্ষেই ছিঃছিঃ দুনিয়া। তারপর যেই কে সেই অবস্থাতেই রয়ে যায়। কোটির মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ আসবে। কয়েকশো মানুষ বন্ধেতে আসে তাদের মধ্যে কারো কারো ঐশ্বরীয় রঙ লেগে যায়। মনে করে ভবিষ্যতের জন্য কিছু করে নিই। কড়ির পরিবর্তে হীরে প্রাপ্ত করতে পারব। বাবা বলেন— ব্যাগ এন্ড ব্যাগেজ সব স্বর্গে ট্রান্সফার কর। ওখানে ২১ জন্মের জন্য তোমরা রাজ্য পাবে। কেউ-কেউ ১ টাকা, ৮ আনাও পাঠিয়ে দেয়। বাবা বলেন এই একটা টাকাও তোমাদের শিববাবার খাজানাতে জমা হয়। তোমাদের ২১ জন্মের জন্য মহল প্রাপ্ত হবে। সুদামার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এমন সব বাচ্চাদের দেখে বাবাও খুশি হন। বিনা খরচাতেই বাচ্চারা তোমরা বিশ্বের বাদশাহী পেয়ে থাকো। লড়াই ইত্যাদি কিছুই নেই। ওরাতো একটা টুকরোর জন্যও কত লড়াই করে। তোমাদের শুধু "মন্মনাভব"। এখানে বসে থাকার দরকার নেই, চলতে ফিরতে বাবাকে আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। খুশিতে থাক। পানীয়-ভোজনেও শুদ্ধতা রাখতে হবে। তোমরা জান আমার আত্মা কতটুকু পবিত্র হয়েছে, যে পরে প্রিন্স রূপে জন্ম গ্রহণ করবে। দুনিয়ার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে খারাপ হতে চলেছে। খাওয়ার জন্য আনাজ পাওয়া যাবে না। ঘাস খেতে হবে। তারপর এমন তো বলবে না যে মাখন ছাড়া চলে না। কিছুই পাওয়া যাবে না। এখনও মানুষ কত জায়গায় ঘাস খেয়ে দিন কাটায়। তোমরা তো আনন্দের সাথে বাবার ঘরে বসে আছ। ঘরে তো বাবাই প্রথমে বাচ্চাদের খাওয়ায়, তাইনা। দিনকাল খুব খারাপ। তোমরা এখানে খুশির সাথে বসে আছ। শুধু বাবা আর তার উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। নিজের এবং অন্যদেরও কল্যাণ করতে হবে। আরও অনেকেই পরে আসবে, ভাগ্য জাগাতে। জাগতে তো হবেই তাইনা। অসীম জগতের রাজধানী স্থাপন হতে চলেছে। প্রত্যেকেই কল্প পূর্বের মতো পুরুষার্থ করছে। বাচ্চাদের অতিব খুশিতে থাকা উচিত। বাপদাদার চিত্র দেখলেই খুশিতে রোমাঞ্চিত হওয়া উচিত। এই খুশির পারদ স্থায়ী হওয়া উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-\***

১) সবসময় অপার খুশিতে থাকার জন্য অলৌকিক নলেজকে বুদ্ধিতে রাখতে হবে। জ্ঞান রত্ন দ্বারা নিজের ঝুলি পরিপূর্ণ করে নিজের এবং সবার কল্যাণ করতে হবে। নলেজে বিচক্ষণ হতে হবে।

২) ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য অধিগ্রহণ করার জন্য নিজের ব্যাগ আর ব্যাগেজ সব ট্রান্সফার করে দিতে হবে। এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যুক্তি রচনা করতে হবে।

**\*বরদানঃ-\*** — প্রতিটি কর্ম রূপী বীজকে ফলদায়ক বানানো যোগ্য শিক্ষক ভব যোগ্য শিক্ষক তাকেই বলা হয় যে — স্বয়ং শিক্ষা স্বরূপ হয়ে ওঠে। কেননা শিক্ষা দেওয়ার সবচেয়ে সহজ সাধন হলো স্বরূপ দ্বারা শিক্ষা প্রদান করা। সে নিজের প্রতিটি পদক্ষেপে শিক্ষা দিয়ে থাকে, তার প্রতিটি শব্দ বাক্য নয় মহাবাক্য হয়ে ওঠে। তার প্রতিটি কর্ম রূপী বীজ ফলদায়ক হয়ে ওঠে, নিষ্ফল হয়না। এমনই যোগ্য শিক্ষকের সঙ্কল্প আত্মাদের নতুন সৃষ্টির অধিকারী বানিয়ে দেয়।

**\*স্লোগানঃ-\*** — 'মন্মনাভব' র স্মৃতিতে থাকলে অলৌকিক সুখ তথা মন-রস স্থিতির অনুভব হবে।

“মিস্টি বাচ্চারা – দেহ-অভিমান সবথেকে খারাপ ব্যাধি, এর জন্মই অধঃপতন হয়েছে, তাই এখন দেহী অভিমানী হও”

\*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, কখন তোমাদের কর্মমাতীত হবে ?

\*উত্তরঃ - যখন যোগবলের দ্বারা কর্মভোগের ওপর বিজয়ী হবে, সম্পূর্ণ দেহী-অভিমানী হবে। এই দেহের অভিমানের ব্যাধিটাই সবথেকে খারাপ। এর কারনেই দুনিয়াটা পতিত হয়েছে। দেহী-অভিমানী হলে, সেই খুশি আর নেশা বজায় থাকবে এবং আচার আচরণও শুধরে যাবে।

\*গীতঃ- হে নিশীথের পথিক, তুমি কলান্ত হয়েও না...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা পথিক শব্দের অর্থ জেনেছে। তোমাদের মতো বরহ্মার মুখ বংশাবলী বরাহমণরা ছাড়া অন্য কেউ তো বোঝাতে পারবে না। তোমরাই দেবী-দেবতা ছিলে। আসলে তো মানুষই ছিলে, তবে তোমাদের চরিত্র খুব ভালো ছিল। তোমরা সর্বগুণে সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলে। তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে। হীরাতুল্য থেকে কিভাবে কড়ি তুল্য হয়ে গেছে, সেই কাহিনী কোনো মানুষ জানে না। তোমরাও পুরুষার্থের করমানুসারে পরিবর্তিত হয়েছ। তবে তোমরা এখনো দেবতা হয়ে যাওনি। পুনরায় সেইরকম হচ্ছে। কারোর খুব সামান্য পরিবর্তন হয়েছে, কারোর ৫ শতাংশ হয়েছে, কারোর আবার ১০ শতাংশ হয়েছে...। চরিত্রের পরিবর্তন হয়। দুনিয়ার মানুষ তো জানেই না যে এই ভারতেই স্বর্গ ছিল। বলা হয়, যীশুখ্রিস্টের জন্মের ৩ হাজার বছর আগে ভারতে দেবী-দেবতারা ছিল। তাদের মধ্যে এমন গুণাবলী ছিল, যার কারণে তাদেরকে ভগবান-ভগবতী বলা হয়। এখন আর সেই গুণ অবশিষ্ট নেই। যে ভারত এতো ধনী ছিল, সেই ভারতের কিভাবে অধঃপতন হল, সেটা কোনো মানুষের বোধগম্য হয় না। সেটাও বাবা স্বয়ং বসে থেকে বোঝাচ্ছেন। তোমরাও বোঝাতে পারো। তোমাদের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। বাবা বলছেন – বাচ্চারা, তোমরা যখন দেবী-দেবতা ছিলে তখন তোমরা আত্ম-অভিমানী ছিলে। তারপর যখন রাবণের রাজত্ব শুরু হলো তখন দেহ-অভিমানী হয়ে গেলে। দেহ-অভিমানের এই সবথেকে খারাপ রোগে তোমরা আক্রান্ত হয়েছ। সত্বযুগে তোমরা আত্ম-অভিমানী ছিলে, অনেক সুখী ছিলে। কে তোমাদেরকে ঐরকম বানিয়েছিলেন ? এই কথাটা কেউই জানে না। বাবা এখন বসে থেকে বোঝাচ্ছেন যে তোমাদের অধঃপতন হয়েছে। নিজের ধর্মকেই ভুলে গেছ। সেই ভারত এখন একেবারে মূল্যহীন হয়ে গেছে। এর মূল কারণ কি ? দেহের অভিমান। এইভাবেই এই নাটকটা বানানো আছে। মানুষ জানে না যে কিভাবে ভারত এত ধনী থেকে গরিব হয়ে গেছে। আমরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ছিলাম, তারপর কিভাবে আমরা ধর্মভ্রষ্ট এবং কর্মভ্রষ্ট হয়ে গেলাম। বাবা বোঝাচ্ছেন, রাবণের রাজত্ব শুরু হওয়ার পর তোমরা দেহ-অভিমানী হয়েছ, তাই তোমাদের এই হাল হয়েছে। সিঁড়ির ছবিতেও দেখানো আছে যে কিভাবে অধঃপতন হয়েছে। এইরকম মূল্যহীন হয়ে যাওয়ার মূল কারণ হলো দেহের অভিমান। বাবা স্বয়ং বসে থেকে এইসব বোঝাচ্ছেন। শাস্ত্রের তো কল্পের আয়ুকে লক্ষ্য বছর বলে দিয়েছে। এখন খ্রিস্টানরাই সবথেকে বুদ্ধিমান। বলা হয় যীশুখ্রিস্টের জন্মের ৩ হাজার বছর আগে প্যারাদাইস বা স্বর্গ ছিল। কিন্তু ভারতবাসীরা বুঝতেই পারে না যে ভারতকেই স্বর্গ বা হেভেন বলা হত। এখন কেউই ভারতের সম্পূর্ণ ইতিহাস-ভূগোল জানে না। কিছু বাচ্চার মধ্যে সামান্য জ্ঞান থাকলেই দেহের অভিমান এসে যায়। মনে করে, আমার মতো আর কেউ নেই। বাবা বোঝাচ্ছেন যে কিভাবে ভারতের এত দুর্দশা হলো। বাপু গান্ধীজি বলত – হে পতিতপাবন, তুমি এসে রাম রাজ্য স্থাপন করো। নিশ্চয়ই আত্মারা আগে কখনো বাবার কাছ থেকে সুখ পেয়েছিল। সেইজন্যই পতিতপাবনকে স্মরণ করে।

বাবা বোঝাচ্ছেন, আমার যেসব বাচ্চারা শূন্য থেকে বরাহমণ হয়েছে, তারাও সম্পূর্ণ দেহী-অভিমানী হয়ে থাকে না। মুহূর্তের মধ্যে দেহের অভিমান এসে যায়। এটাই সবথেকে পুরাতন ব্যাধি যার কারণে আজ এই অবস্থা হয়েছে। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকা খুবই পরিশ্রমের কাজ। যত বেশি দেহী-অভিমানী হয়ে থাকবে, তত বাবাকে স্মরণ করবে। তখন খুব খুশিতে থাকবে। একটা গান আছে – বরহ্মতৎব নিবাসী পরমেশ্বরের দেখা পাওয়ার ইচ্ছে ছিল...। এখন তাঁকেই পেয়েছি, তাঁর কাছ থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। আর কি চাই ! তোমরা কেবল দেহী-অভিমানী হও আর কেবল আমাকেই ("মামেকম") স্মরণ করো। ঘর-গৃহস্থ থাকতে চাইলে থাকো। সমগ্র দুনিয়াটাই এখন দেহের অভিমানে ডুবে আছে। যে ভারত অত মহান ছিল, তার আজ এত অধঃপতন হয়েছে। প্রকৃত ইতিহাস-ভূগোল কেউই বলতে পারবে না। কোনো শাস্ত্রের এগুলো লিখিত নেই। দেবতারা আত্ম-অভিমানী ছিল। তারা জানত যে একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করতে হবে। তবে তারা পরমাত্ম-অভিমানী ছিল না। তোমরা যত বেশি বাবাকে স্মরণ করবে, দেহী-অভিমানী হয়ে থাকবে, ততই মিস্টি স্বভাবের হবে। দেহের অভিমান আসলেই লড়াই, ঝগড়া ইত্যাদি বাঁদরের মতো চালচলন প্রকাশ পায়। এগুলো বাবাই বোঝাচ্ছেন। এই বাবাও (বরহ্মাবাবা) বুঝছেন। দেহের অভিমান আসলে বাচ্চারা শিববাবাকে ভুলে যায়। অনেক ভালো ভালো বাচ্চারাও দেহের অভিমান থাকে, দেহী-অভিমানী হয় না। যেকোনো ব্যক্তিকেই তোমরা এই অসীম জগতের ইতিহাস-ভূগোল বোঝাতে পারো। বরাবর সূর্যবংশের এবং চন্দ্রবংশের রাজধানী ছিল। কেউই ড্রামার ব্যাপারে কিছু জানে না। ভারতের যে এতো অধঃপতন হয়েছে, এই ডাউন ফলের মূল কারণ হলো

দেহের অভিমান। বাচ্চাদের মধ্যেও দেহ-অভিমান এসে যায়। এটা বুঝতে পারে না যে কে আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। সর্বদাই মনে করো যে শিববাবা বলছেন। শিববাবাকে স্মরণ না করলেই দেহের অভিমান এসে যায়। যখন গোটা দুনিয়াই দেহ-অভিমानी হয়ে যায়, তখন বাবা বলেন – কেবল আমাকেই স্মরণ করো এবং নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করো। আত্মা এই দেহের দ্বারা শোনে, অভিনয় করে। বাবা কতো ভালো করে বোঝান। হয়তো খুব সুন্দর বক্তৃতা দিয়ে দাও, কিন্তু তার সঙ্গে চালচলনও তো শোধরাতে হবে, তাই না? দেহের অভিমান থাকার জন্মই ফেল হয়ে যায়। ততটা খুশি কিংবা নেশা থাকে না। তখন তার দ্বারা বড় বড় বিকর্ম হয়ে যায়, যার ফলে অনেক বড় শাস্তির ভাগিদার হয়ে যায়। দেহের অভিমান থাকলে অনেক কষ্ট হয়ে যায়। অনেক শাস্তি খেতে হয়। বাবা বলছেন, এটা তো ঈশ্বরীয় বিশ্ব সরকার, তাই না? আমি ঈশ্বর এবং ধর্মরাজ আমার ডান হাত। তোমরা ভালো কর্ম করলে তার ভালো পরিণাম পাও। খারাপ কর্ম করলে শাস্তি খাও। গর্ভজলেও সবাই শাস্তি খায়। এই বিষয়ে একটা গল্পও আছে। এগুলো সব এই সময়ের কাহিনী। মহিমা তো কেবল বাবার। অন্য কারোর কোনো মহিমা নেই, তাই লেখা হয় – ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তীর মূল্য হীরেতুল্য। অন্য সবকিছু কড়িতুল্য। কেবল শিববাবা ছাড়া অন্য কেউই পবিত্র করতে পারবে না। পবিত্র হয়ে যায়, কিন্তু রাবণ আবার পতিত করে দেয়। এর কারনেই সবাই দেহ-অভিমानी হয়ে গেছে। এখন তোমরা দেহী-অভিমानी হচ্ছে। ২১ জন্ম ধরে এই দেহী-অভিমानी অবস্থা থাকবে। তাই গান আছে – কেবল একজনেরই বলিহারি। শিববাবা ভারতকে স্র্গ বানিয়ে দেন। কিন্তু কেউই জানে না যে শিববাবা কখন আসেন। আগে তাঁর সম্বন্ধীয় ইতিহাস জানা দরকার। পরমপিতা পরমাৎমাকেই শিব বলা হয়।

তোমরা জানো যে, দেহের অভিমানের জন্মই অধঃপতন হয়। এইরকম হলেই বাবা ওপরে ওঠানোর জন্ম আসেন। উৎখান আর পতন, দিন এবং রাত। জ্ঞান সূর্যের উদয় আর অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ। এই দেহের অভিমান হলো সবথেকে বড় অজ্ঞান। আত্মার বয়াপারে কেউই কিছু জানে না। বলে দেয় আত্মাই পরমাৎমা। কতোই না পাপ আত্মা হয়ে গেছে, তাই এত অধঃপতন হয়েছে। ৮৪ বার জন্ম নিতে নিতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে। এইভাবেই খেলাটা বানানো আছে। ওয়ার্ল্ডের এই হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো, অন্য কেউ জানে না। কিভাবে বিশ্বের অধঃপতন হয়েছে। ওরা মনে করে যে বিজ্ঞানের দ্বারা অনেক উন্নতি হয়েছে। এটা বুঝতে পারে না যে দুনিয়া আরো পতিত নরক হয়ে গেছে। প্রচন্ড দেহের অভিমান আছে। বাবা বলছেন, এখন তোমাদেরকে দেহী-অভিমानी হতে হবে। অনেক ভালো ভালো মহারথী আছে। খুব ভালো ভাবে জ্ঞান শোনাতেও দেহের অভিমান পুরোপুরি যায়নি। দেহের অভিমান থাকার জন্ম কারোর কারোর মধ্যে ক্রোধের অংশ, মোহের অংশ ইত্যাদি কিছু না কিছু আছে। চরিত্র পরিবর্তন হওয়া দরকার। অত্যন্ত মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে। সেইজন্মই বাঘে গরুতে (ছাগলে) একসাথে জল খাওয়ার উদাহরণ দেওয়া হয়। ওখানে এইরকম কোনো জন্তু জানোয়ার থাকবে না যারা দুঃখ দেবে। খুব কমজনই এই কথাগুলো বুঝতে পারে। কর্মভোগ শেষ হয়ে কর্মাতীত অবস্থায় আসার জন্ম পরিশ্রম করতে হয়। অনেকেরই দেহের অভিমান এসে যায়। জানেই না যে কে আমাদেরকে এই উপদেশ দিচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা কিভাবে শ্রীমৎ পাওয়া যাবে। শিববাবা বলছেন, এনার মাধ্যম ছাড়া আমি শ্রীমৎ দেব কিভাবে? এটাই আমার স্থায়ী রথ। দেহের অভিমানের বশীভূত হয়ে উল্টোপাল্টা কর্ম করে বেকার নিজের সর্বনাশ করো না। নয়তো এর ফল কি হবে? খুব কম পদ পাবে। শিক্ষিতের সামনে অশিক্ষিতরা মাথা নত করবে। অনেকেই বলে যে ভারতের ইতিহাস ভূগোল যতটা সম্পূর্ণ হওয়া উচিত ছিল, ততটা নেই। ওদেরকে বোঝাতে হবে। তোমরা ছাড়া তো অন্য কেউ বোঝাতে পারবে না। কিন্তু দেহী-অভিমानी অবস্থা হতে হবে, সে-ই ভালো পদ রম্যাদার অধিকারী হবে। এখন তো কারোর কর্মাতীত অবস্থা হয়নি। এনাকে (ব্রহ্মাবাবা) অনেক ঝামেলা সামলাতে হয়। কত বিষয়ে পরিকল্পনা করতে হয়। যদিও এটা স্মরণে থাকে যে সবকিছু ড্রামা অনুসারেই হচ্ছে। তবুও বোঝানোর জন্ম যুক্তি খাটাতে হয়। তাই বাবা বলেন, তোমরা অনেক বেশি দেহী-অভিমानी হয়ে থাকার সুযোগ পাও। তোমাদের ওপর কোনো বোঝা নেই। বাবার ওপরে দায়িত্ব রয়েছে। ইনিই তো হেড (মুখ্য) – প্রজাপিতা ব্রহ্মা। কিন্তু কেউই জানে না যে এনার মধ্যে শিববাবা বসে আছেন। তোমাদের মধ্যেও খুব কমজনই এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে। সুতরাং, ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি তো জানা দরকার। ভারতে কখন স্র্গ ছিল, তারপর কোথায় গেল? কিভাবে অধঃপতন হলো? এইসব কেউই জানে না। যতক্ষণ তোমরা না বোঝাচ্ছে, ততক্ষণ কেউই বুঝতে পারবে না। তাই বাবা নির্দেশ দেন। যারা পড়াশুনা করে, তাদের উচিত স্কুলে এই হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বোঝানো। অধঃপতনের এই কাহিনী নিয়ে বক্তৃতা করতে হবে। ভারত একদিন হীরেতুল্য ছিল, তারপর কড়িতুল্য কিভাবে হয়ে গেল? কত বছর সময় লেগেছে? আমরা বুঝিয়ে বলব। এরোপ্লেন থেকে এইরকম হ্যান্ডবিল ফেলতে হবে। যে বোঝাবে, তাকেও খুব বুদ্ধিমান হতে হবে। গর্ভনমেন্ট যদি রাজি থাকে তবে গর্ভনমেন্টের হল (সভাগৃহ) বিজ্ঞান ভবনে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। খবরের কাগজেও ছাপাতে হবে। সবাইকে আমন্ত্রণ পত্র (কার্ড) পাঠাতে হবে। আপনাকে সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস-ভূগোল শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে বলব। ওরা নিজে থেকেই আসা যাওয়া করবে। কোনো টাকা পয়সার ব্যাপার নেই। মনে করো, কারোর সাথে দেখা হলো, সে যদি কিছু দিতে চায়, তবে আমরা সেটা নিতে পারি না। সেবার কাজে লাগানো যায়, কিন্তু আমরা নিতে পারি না। বাবা বলছেন, আমি তোমাদের থেকে এই দান নিয়ে কি করব যার বিনিময়ে ভরপুর করে দিতে হবে। আমি পাক্কা ব্যবসায়ী। আচ্ছা!

মিস্ট্রি-মিস্ট্রি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঙ্ণার আত্মা রূপী

সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

\*ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-\*

১ ) দেহ-অভিমানের বশীভূত হয়ে কোনো উল্টোপাল্টা কর্ম করা যাবে না । দেহী-অভিমानी হওয়ার জন্ম সম্পূর্ণ পুরুষাথ করতে হবে । নিজের চরিত্রকে শোধরাতে হবে ।

২ ) অত্যাশ্রিত মিষ্টি এবং শান্ত স্বভাবের হতে হবে । অন্তরে যে ক্রোধ আর মোহ রূপী ভূত রয়েছে, তাদেরকে বের করে দিতে হবে ।

\*বরদানঃ-\*

সময় রূপী শ্রেষ্ঠ সম্পত্তির সার্থক উপযোগ করে সর্বদা সকল ক্ষেত্রে সফলতার প্রতিমূর্তি ভব  
যে সন্তান সময় রূপী সম্পত্তিকে নিজের অথবা সকলের কল্যাণের জন্ম ব্যবহার করে, তার সকল সম্পত্তি স্বাভাবিক ভাবেই সঞ্চিত হয়ে যায় । যে সময়ের গুরুত্বকে বুঝতে পেরে তার সার্থক উপযোগ করে, সে সংকল্পের সম্পত্তি, খুশির সম্পত্তি, শক্তির সম্পত্তি, জ্ঞানের সম্পত্তি, শ্বাস-প্রশ্বাসের সম্পত্তি... ইত্যাদি সকল প্রকারের সম্পত্তি স্বাভাবিক ভাবেই জমা করে নেয় । কেবল অবহেলা না করে সময় রূপী সম্পত্তির সার্থক উপযোগ করলেই সর্বদা সকল ক্ষেত্রে সফলতার প্রতিমূর্তি হয়ে যাবে ।

\*স্লেগানঃ-\*

একাগ্রতার দ্বারা সাগরের তলদেশে গিয়ে অনুভব রূপী হীরে-মানিক প্রাপ্ত করাই হলো অনুভবের প্রতিমূর্তি হওয়া ।

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য :-

১) তমোগুণী মায়ার বিস্তার :- তিনটে শব্দ বলা হয়ে থাকে – সতোগুণী, রজোগুণী আর তমোগুণী । এদের অর্থ সঠিকভাবে জানা দরকার । মানুষ মনে করে যে এই তিন প্রকার গুণ একইসঙ্গে বিদ্যমান থাকে । কিন্তু বিবেক কি বলে ? তিনটে গুণ একইসাথে বিদ্যমান থাকে, নাকি আলাদা আলাদা যুগে আলাদা আলাদা গুণের ভূমিকা থাকে । বিবেক অবশ্যই বলবে যে এই তিন গুণ কখনোই একসাথে বিদ্যমান থাকতে পারে না, কারন সৎযুগে সতোগুণ থাকে, দ্বাপরে রজোগুণ থাকে, আর কলিযুগে তমোগুণ থাকে । যখন সতোগুণ থাকে তখন তমো কিংবা রজোগুণ থাকে না । সেইরকম যখন রজোগুণ থাকে, তখন সতোগুণ থাকে না । দুনিয়ার মানুষ তো এমনি এমনি মনে করে যে এই তিন গুণ একই সঙ্গে বিদ্যমান থাকে । কিন্তু এটা একেবারে ভুল । ওরা ভাবে, যখন মানুষ সত্যি কথা বলে, পাপ কর্ম করে না, তখন সে সতোগুণী হয় । কিন্তু বিবেক বলে - আমরা যে সতোগুণের কথা বলি, সেই সতোগুণের অর্থ সম্পূর্ণ সুখ, অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির সতোগুণী অবস্থা । তাই এটা বলা যাবে না যে কোনো ব্যক্তি সত্যি কথা বললে সে সতোগুণী, আর মিথ্যে কথা বললে সে কলিযুগের তমোগুণী । এইভাবেই দুনিয়া চলে আসছে । আমরা যে সৎযুগের কথা বলি, তার অর্থ হলো – সমগ্র দুনিয়ায় সতোগুণী সতোপ্রধান অবস্থা । কোনো সময়ে নিশ্চয়ই এমন সৎযুগ ছিল যখন সমগ্র সংসার সতোগুণী ছিল । এখন সেই সৎযুগ আর নেই । এখন তো এটা কলিযুগের দুনিয়া, সমগ্র দুনিয়ায় তমোপ্রধানতার রাজত্ব । এই তমোগুণী সময়ে সতোগুণ কোথা থেকে আসবে ! এখন চারিদিকে ঘন অন্ধকার, একেই বরহমার রাত বলা হয় । সৎযুগ হলো বরহমার দিন আর কলিযুগ হলো বরহমার রাত । তাই আমরা এই দুটোকে মিশিয়ে দিতে পারি না ।

২ ) কলিযুগের অসার সংসার থেকে সৎযুগের সারযুক্ত দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়ার কর্তব্য কেবল পরমাৎমাই করেন :- এই কলিযুগের সংসারকে অসার সংসার কেন বলা হয় ? কারণ এই দুনিয়ায় কোনো সার নেই, অর্থাৎ কোনো বস্তুর মধ্যেই সেই শক্তি নেই, অর্থাৎ সেই সুখ-শান্তি-পবিত্রতা নেই, যে সুখ-শান্তি-পবিত্রতা একটা সময়ে এই সৃষ্টিতে ছিল । এখন সেই শক্তি আর নেই, কারন এখন এই সৃষ্টিতে পাঁচ ভূত প্রবেশ করেছে । তাই এই সৃষ্টিকে ভয়ের সাগর বা কর্মবন্ধনের সাগর বলা হয় । সেইজন্যই মানুষ দুঃখী হয়ে পরমাৎমাকে আহ্বান করছে – হে পরমাৎমা, আমাদেরকে এই ভব সাগর থেকে মুক্ত করো । এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে নিশ্চয়ই কোনো ভয়হীন সংসার আছে, যেখানে মানুষ যেতে চায় । তাই এই সংসারকে পাপের সাগর বলা হয় যাকে অতিক্রম করে মানুষ পুন্য আত্মাদের দুনিয়ায় যেতে চায় । সুতরাং দুনিয়া দুই প্রকারের – ১) সৎযুগের সারযুক্ত দুনিয়া, ২) কলিযুগের অসার দুনিয়া । দুই প্রকারের দুনিয়া এই সৃষ্টিতেই হয় । এখন পরমাৎমা সেই সারযুক্ত দুনিয়া স্থাপন করছেন । আচ্ছা – ওম্ শান্তি ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের যাত্রাতে রেস্ (প্রতিযোগিতা) করলে পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে, স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্তি হবে"

\*প্রশ্ন: - ব্রাহ্মণ জীবনে যদি অতিন্দ্রিয় সুখের অনুভব না হয় তো কি বুঝতে হবে ?

\*উত্তর: - অবশ্যই সূক্ষ্ম ভাবেও কোনো না কোনো পাপ হয়। দেহ - অভীমানে থাকার জন্যই পাপ হয়, যে কারণে সেই সুখের অনুভূতি করতে পারা যায় না। নিজেকে গোপ- গোপিনী মনে করেও অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতির প্রকাশ হয় না, অবশ্যই কোনো ভুল হয় সেইজন্য বাবাকে সত্যি কথা বলে শ্রীমত গ্রহণ করতে থাকো।

ওম্ শান্তি । নিরাকার ভগবানুবাচ। এখন নিরাকার ভগবান বলাই হয়ে থাকে শিবকে, যদিও ভক্তি মার্গে তাঁর অনেক নাম রেখে দিয়েছে, অনেক নাম আছে - তাই তো এতো বিস্তার লাভ করেছে। বাবা নিজে এসে বলেন যে, হে বাচ্চারা, আমাদের অর্থাৎ নিজের পিতা শিবকে তোমরা স্মরণ করে এসেছো, হে পতিত- পাবন, নাম তো অবশ্যই একই হবে। অনেক নামের প্রচলন থাকতে পারে না। শিবায় নমঃ বললে তো একই শিব নাম হলো। রচয়িতাও একই হলো। অনেক নামের জন্য তো বিভ্রান্ত হতে হয়। যেমন তোমার নাম হলো পুষ্পা-- তার পরিবর্তে তোমাকে শীলা বললে কি তুমি রেসপন্স করবে ? না । মনে করবে অন্য কাউকে ডাকছে। এইটাও এমনই ব্যাপার হলো। ওঁনার নাম হলো এক, কিন্তু ভক্তি মার্গ হওয়ার কারণে, অনেক মন্দির তৈরী করার জন্য কতো রকমের নাম রেখে দিয়েছে। তা না হলে নাম প্রত্যেকের একটাই হয়। গঙ্গা নদীকে যমুনা নদী বলা যাবে না। যে কোনো কিছুরই একটাই নাম প্রসিদ্ধ হয়। এই শিব নামও হলো প্রসিদ্ধ। শিবায় নমঃ গাওয়া হয়েছে। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ-- বিষ্ণু দেবতায় নমঃ-- আবার বলে শিব পরমাত্মায় নমঃ, কারণ তিনি হলেন উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ। মানুষের বুদ্ধিতে গেঁথে গিয়েছে উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ নিরাকারকে বলা হয়। তাঁর নাম একটাই। ব্রহ্মাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণুকে বিষ্ণু-ই বলা হয়। অনেক নাম রাখলে বিভ্রান্ত হতে হয়। রেসপন্সই পাওয়া যায় না আর তাঁর রূপকেও জানা যায় না। বাবা এসে বাচ্চাদের সাথেই কথা বলেন। শিবায় নমঃ বললে তো একটা নাম ঠিক থাকে। শিব- শঙ্কর বলাও ভুল হয়ে যায়। শিব, শঙ্কর নাম হলো আলাদা আলাদা। যেরকম লক্ষ্মী-নারায়ণের নামও হল আলাদা-আলাদা। সেখানে নারায়ণকে তো লক্ষ্মী-নারায়ণ বলা হয় না। আজকাল তো নিজেদের দুটো করে নামও রাখে। দেবতাদের প্রতি এইরকম ডবল নাম ছিলো না। রাধার আলাদা, কৃষ্ণের আলাদা- এখানে তো একজনের নামই রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ রেখে দেয়। বাবা বসে বোঝান ক্রিয়েটর হলো একই, তাঁর নামও হলো এক। তাঁকেই জানতে হবে। বলা হয় আত্মা এক স্টারের মতো, জ্রুকুটির মধ্যবর্তী স্থানে ঝলমল করতে থাকে তারকা আবার বলে আত্মাই হলো পরমাত্মা। তাই পরমাত্মাও স্টার হলো যে না! এইরকম নয় যে আত্মা ছোটো বা বড় হয়। ব্যাপারটা হলো খুবই সহজ।

বাবা বলেন যে তোমরা ডাকতে, হে পতিত-পাবন এসো। কিন্তু তিনি পবিত্র করেন কীভাবে, এইটা কেউ জানে না। গঙ্গাকে পতিত-পাবনী মনে করে নেয়। পতিত-পাবন তো হলেন একমাত্র বাবা। বাবা বলেন আমি পূর্বেও বলেছিলাম-- মন্মনা ভব, মামেকম্ স্মরণ করো। শুধু নাম পরিবর্তন করে দিয়েছে। বাচ্চারা মনে করে যে বাবাকে স্মরণ করলে উত্তরাধিকার নিশ্চিত থাকে। মন্মনাভব বলারও দরকার হয় না। কিন্তু একদমই বাবাকে আর উত্তরাধিকারকে ভুলে গিয়েছে, তাই তো বলি আমাদের অর্থাৎ এই পিতাকে আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা- তাই অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করলেই আমাদের স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হবে। বাচ্চা জন্ম নিলো আর বাবা বলবেন উত্তরাধিকারী এলো। কন্যাদের জন্য এইরকম বলবে না। তোমরা আত্মারা হলে সবাই আমার বাচ্চা। বলাও হয় যে আত্মা হলো এক স্টার। তবে আগুলের মতো হতে পারে কি করে! আত্মা হলো এতো সূক্ষ্ম জিনিস, এই চোখে দেখা যায় না। হ্যাঁ, একে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখা যেতে পারে কারণ এইটা হলো অব্যক্ত জিনিস। দিব্য দৃষ্টি দ্বারা চৈতন্য দেখা যায় আবার হারিয়ে যায়। কিছুরই তো প্রাপ্তি ঘটে না, শুধু খুশী হয়ে যায়। একে বলা হয় ভক্তির অল্প সুখ। এই হল ভক্তির ফল। যারা অনেক ভক্তি করেছে, রীতি অনুযায়ী তাদের অটোমেটিক্যালি এই জ্ঞানের দ্বারা ফল প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা আর বিষ্ণু একত্রিত দেখানো হয়। ব্রহ্মা যে বিষ্ণু সে, ভক্তির ফল বিষ্ণুর রূপে প্রাপ্ত হয়, রাজস্বের। বিষ্ণু বা কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার তো অনেক হয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারা যায়-- বিভিন্ন নামে-রূপে ভক্তি করেছে। সাক্ষাৎকারকে জ্ঞান বা যোগ বলা যায় না। নোঁধা ভক্তির(নয়টি পর্যায়ে সম্পূর্ণ ভক্তি) দ্বারা সাক্ষাৎকার হয়েছে। এখন সাক্ষাৎকার না হলেও আপত্তি নেই। এইম্ অবজেক্ট হলোই মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার। তোমরা দেবী-দেবতা ধর্মের হতে চলেছো। এছাড়া পুরুষার্থ করানোর জন্য বাবা শুধু বলেন, অন্যান্য সঙ্গীর থেকে বুদ্ধির যোগ সরিয়ে ফেলো, দেহের থেকেও বুদ্ধির যোগ সরিয়ে বাবাকে স্মরণ করো। যেমন প্রিয়তম-প্রিয়তমা কাজও করতে থাকে

কিন্তু মন প্রিয়তমর প্রতি যুক্ত থাকে। বাবাও বলেন একমাত্র আমাকে স্মরণ করো-- তবুও বুদ্ধি অন্যান্য সব দিকে চলে যায়। এখন তোমরা জানো যে আমাদের নীচে নামতে এক কল্প লেগেছে। সত্যযুগ থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থেকেছে। একটু একটু করে খাদ পড়তে থেকেছে। সত্য থেকে তমো হয়ে যায়। এখন আবার তমো থেকে সত্য হওয়ার জন্য বাবা জাম্প করছেন। সেকেন্ডে তমোপ্রধান থেকে সত্যপ্রধান।

তাই মিষ্টি- মিষ্টি বাচ্চাদের পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা তো শিক্ষা দিতেই থাকেন। ভালো- ভালো সেন্সেবেল বাচ্চারা নিজেরা অনুভব করে-- বরাবর খুবই ডিফিকাল্ট। কেউ বলে, কেউ তো একদমই বলে না। নিজের অবস্থা বলা উচিত। বাবাকে স্মরণই করে না তো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে কি করে! ঠিক মতো স্মরণই করে না, মনে করে আমি তো হলামই শিববাবার। স্মরণ না করার জন্য নীচে নেমে যায়। বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করার ফলে খাদ বেরিয়ে যায়, অ্যাটেনশন দিতে হয়। যতক্ষণ শরীর আছে ততক্ষণ পুরুষার্থ চলতে থাকে। বুদ্ধিও বলে-- বারে বারে স্মরণ করতে ভুলে যাই। এই যোগবলের দ্বারা তোমরা বাদশাহী প্রাপ্ত করো। সবাই তো এক রকম দৌড়াতে পারে না, ল' তাই বলে না। রেস হলেও সামান্য পার্থক্য থাকে। নম্বর ওয়ান, তারপর প্লাসে এসে যায়। এখানেও বাচ্চাদের রেস হয়। মুখ্য ব্যাপার হলো স্মরণ করার। এইটা তো বোঝো যে আমরা পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মা হচ্ছি। বাবা ডায়রেকশন দিয়েছেন, এখন পাপ করলে সেইটা শত গুণ হয়ে যায়। অনেকে আছে যারা পাপ করে, বলে না। তারপর পাপ বৃদ্ধি হতে থাকে। শেষে আবার ফেল করে যায়। শোনাতে গেলে লজ্জা লাগে। সত্য না বলার কারণে নিজেকেই ধোঁকা দিতে থাকে। কারো তো আবার ভয় হয় যে, বাবা আমার এই কথা শুনে কি বলবেন! কেউ তো আবার ছোট ভুল করেও শোনাতে আসে। কিন্তু বাবা তাদেরকে বলছেন, বড় বড় ভুল তো খুব ভালো ভালো বাচ্চারা করে। ভালো ভালো মহারথীদেরও মায়া ছাড়ে না। মায়া শক্তিশালীদেরই চক্রব্যূহের মধ্যে নিয়ে আসে, এক্ষেত্রে বাহাদুর হতে হবে। মিথ্যা তো চলবেনা। সত্য কথা বললে হালকা হয়ে যাবে। বাবা কতো করে বোঝান, তথাপি কিছু না কিছু চলতেই থাকে। অনেক প্রকারের কথা হয়ে থাকে। এখন যেহেতু বাবার থেকে রাজ্য নিতে হবে তো বাবা বলছেন যে অন্যান্য দিক থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নাও। বাচ্চারা এখন তোমাদের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে, পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিল। তোমরা নিজেদের জন্ম সম্বন্ধেও জেনে গেছো। কারোর জন্ম অন্যরূপে (বিকলাঙ্গ রূপে) হয়, তাকে ডিফেক্টেড বলা হয়। নিজের কর্ম অনুসারে এইরকম হয়। এছাড়া মানুষ তো মানুষই হয়ে থাকে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে - এক তো পবিত্র থাকতে হবে, দ্বিতীয়ত - মিথ্যা, পাপ কিছু করা যাবে না। নাহলে তো অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। দেখো, একজনের অল্প একটু ভুল হয়েছিল, বাবার কাছে ছুটে এসেছে। বাবা ক্ষমা করে দিন। এইরকম কাজ আর কখনোও করবো না। বাবা বলছেন যে - এইরকম ভুল অনেকেরই হয়ে থাকে, তুমি তো সত্য কথা বলছো, কেউ তো আবার শোনায়েই না। কিছু কিছু প্রথম সারির বাচ্চা (কন্যারা) আছে, যাদের বুদ্ধি কখনও কোথাও যায় না। যেরকম মুম্বাইয়ের নির্মলা ডাক্তার হলেন প্রথম নম্বর। একদমই স্বচ্ছ বুদ্ধি, কখনও বুদ্ধিতে উল্টো-পাল্টা চিন্তা আসে না, এইজন্য সর্বদা বাবার হৃদয় জুড়ে অবস্থান করে থাকে। এইরকম আরও অনেক বাচ্চা আছে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে - কেবল সত্য হৃদয় দিয়ে বাবাকে স্মরণ করে। কর্ম তো করতেই হবে। বুদ্ধির যোগ বাবার সাথে জুড়ে থাকবে। হাত কাজের প্রতি, বুদ্ধি বাবার প্রতি। এই অবস্থা অস্তিম সময়ে হবে। যার জন্য গাইতে থাকে যে - অতীন্দ্রিয় সুখ গোপ-গোপীদেরকে জিজ্ঞাসা করো, যারা এই স্থিতিকে প্রাপ্ত করে। যে পাপ কর্ম করে তার এই স্থিতি প্রাপ্ত হয় না। বাবা খুব ভালোভাবেই জানেন তবেই তো ভক্তি মার্গেও ভালো বা খারাপ কর্মের ফল প্রাপ্ত হয়। দাতা তো হলেন বাবা তাই না। যে অন্যকে দুঃখ দেবে, সে অবশ্যই দুঃখ ভোগ করবে। যেরকম কর্ম করবে তো সেরকমই ফল ভোগ করতে হবে। এখানে তো বাবা নিজে হাজির হয়েছেন, বোঝাতে থাকছেন, তবুও গভর্নমেন্ট হওয়ার কারণে ধর্মরাজ তো আমার সাথেই আছে তাই না। এইসময় আমার থেকে কিছু লুকিয়ে না। এইরকম নয় যে, বাবা জানেন, আমি শিববাবার কাছে মনে মনে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি, কিছুই ক্ষমা হয় না। পাপ কখনও চাপা থাকে না। পাপ করার কারণে দিন-প্রতিদিন পাপাত্মা হতে থাকে। ভাগ্যে না থাকলে তো এইরকমই হতে থাকে। রেজিস্টার খারাপ হয়ে যায়। একবার মিথ্যা বলে, সত্য বলে না, বোঝা যায় এইরকম কাজ করতেই থাকে। মিথ্যা কখনও চাপা থাকে না। বাবা তবুও বাচ্চাদেরকে বোঝাতে থাকেন, এক পয়সার চোর সমান লক্ষ টাকার চোর বলা হয়ে থাকে, এইজন্য বলা চাই যে আমার দ্বারা এই ভুল হয়েছে। যখন বাবা জিজ্ঞাসা করেন তখন বলে ভুল হয়ে গেছে, নিজে থেকে আগে কেন বলে না। বাবা জানেন যে অনেক বাচ্চাই পাপ করে লুকিয়ে থাকে। বাবাকে শোনাতে শ্রীমত প্রাপ্ত হবে। কোথা থেকে চিঠি আসলে তো বলো কি উত্তর দেবো। শোনাতে শ্রীমত প্রাপ্ত হবে। অনেকের মধ্যেই খারাপ সংস্কার আছে - তাই সে লুকিয়ে থাকে। কারো তো লৌকিক ঘর থেকে সেই সংস্কার প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন যে যদি সেই সংস্কার ধারণ করো তো দায়িত্ব বাবার হয়ে যায়। স্থিতি দেখে কাউকে বলি যে যজ্ঞে পার্টিয়ে দাও। তোমাকে বদলী করে দিলে ভালো হবে, না হলে তো সে স্মরণে আসতে থাকবে। বাবা খুব সাবধান করে দেন। মার্গ অনেক উঁচু। প্রত্যেক কদমে সার্জনের রায় নিতে হবে। বাবা এই শিক্ষাই দেন যে, এইরকম ভাবে চিঠি লেখো তো তীর লেগে যাবে, কিন্তু

অনেকের মধ্যে দেহ-অভিমান আছে। শ্রীমতে না চলার কারণে নিজের খাতা খারাপ করে ফেলে। শ্রীমতে চললে প্রত্যেক ক্ষেত্রে লাভ আছে। রাস্তা কতোই না সহজ। কেবলমাত্র স্মরণের দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক তৈরী হচ্ছে। বয়স্কা মাতাদের জন্য বলছেন - কেবলমাত্র বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। প্রজা না তৈরী করলে তো রাজা-রাণীও হতে পারবে না। তবুও যে পাপ কর্ম করে লুকিয়ে থাকে, তার থেকে তো উঁচু পদ পেতে পারবে। বাবার কর্তব্য হল বোঝানো। যাতে কেউ এইরকম না বলে যে, আমি তো জানতাম না। বাবা সবরকম নির্দেশ দেন। ভুল করলে শীঘ্রই বলে দিতে হবে। এটা কোনও ব্যাপার নয়, তবে পুনরায় এই ভুল করো না। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। স্নেহের সাথে বোঝানো হয়। বাবাকে বললে কল্যাণ আছে। বাবা স্নেহের সাথে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন। নাহলে তো হৃদয় থেকে একদম ভেঙে পড়বে। এমন নয় যে আমি প্রত্যক্ষ ভাবে নিতে পারবো, কিছুই হবে না। যতটা বোঝানো হয় - বাবাকে স্মরণ করো, ততই বুদ্ধি বাইরের দিকে ছুটতে থাকে। এইসব কথা বাবা প্রত্যক্ষভাবে বসে বোঝাচ্ছেন, যেটা পরবর্তী কালে শাস্ত্রে পরিণত হয়। এগুলির মধ্যে গীতাই হল ভারতের সর্বোত্তম শাস্ত্র। গাওয়া হয়েও থাকে যে - সর্বশাস্ত্রময়ী শিরোমণী গীতা, যেটা ভগবান বলেছেন। অন্যান্য সব ধর্ম তো পরবর্তী কালে আসে। গীতা হয়ে গেল মাতা-পিতা আর অন্যান্য শাস্ত্রগুলি হল বাচ্চা। গীতাতেই ভগবানুবাচ আছে। কৃষ্ণকে তো দৈবী সম্প্রদায়ের বলা হবে। দেবতা তো হল ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর। ভগবান তো হলেন দেবতাদের থেকেও উঁচু। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর এই তিন দেবতারই রচয়িতা হলেন শিব। একদম ক্লিয়ার তাই না। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, এইরকম তো কখনও বলে না যে কৃষ্ণের দ্বারা স্থাপনা। ব্রহ্মার রূপ দেখানো হয়েছে। কিসের স্থাপনা? বিষ্ণুপুরীর। এই ছবি যেন হৃদয়ের মধ্যে ছেপে যাওয়া চাই। আমরা শিববাবার থেকে এনার দ্বারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। বাবা ছাড়া ঠাকুরদাদার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। যখন কারো সাথে মিলিত হও তো এটাই বলো যে বাবা বলেন - মামেকম স্মরণ করো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-\***

১) লক্ষ অনেক উঁচু এইজন্য প্রত্যেক কদমে বাবার থেকে রায় নিতে হবে। শ্রীমতে চললে লাভ আছে, বাবার থেকে কিছু লুকিয়ো না।

২) দেহ আর দেহধারীদের থেকে বুদ্ধির যোগ সরিয়ে এক বাবার সাথে জুড়তে হবে। কর্ম করতেও এক বাবার স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে।

**\*বরদানঃ-\*** শক্তিগুলির কিরণের দ্বারা দুর্বলতা এবং অপূর্ণতারূপী আবর্জনা গুলিকে ভষ্মকারী মাস্টার জ্ঞানসূর্য ভব। যে বাচ্চারা জ্ঞানসূর্যের সমান মাস্টার জ্ঞানসূর্য হয় তারা নিজের শক্তিগুলির কিরণের দ্বারা যেকোনও প্রকারের আবর্জনা অর্থাৎ দুর্বলতা বা অপূর্ণতা, সেকেন্ডে ভষ্ম করে দেয়। সূর্যের কাজই হল আবর্জনাকে এইরকম ভষ্ম করে দেওয়া যার নাম, রূপ, রঙ সদাকালের জন্য সমাপ্ত হয়ে যায়। মাস্টার জ্ঞানসূর্যের প্রত্যেক শক্তি অনেক কিছু করতে পারে কিন্তু সময় অনুসারে ব্যবহার করতে হবে। যে সময় যে শক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে সেই সময় সেই শক্তিকে কাজে লাগাও আর সকলের দুর্বলতাগুলিকে ভষ্ম করে দাও তখন বলা যাবে মাস্টার জ্ঞান সূর্য।

**\*শ্লোগানঃ-\*** গুণ মূর্তি হয়ে নিজের জীবনরূপী ফুলের তোড়াতে দিব্যতার সুগন্ধি ছড়িয়ে দাও।

### "বেহদের (অসীম জগতের) বৈরাগীই হল সত্যিকারের রাজাশ্বশি"

আজ বাপদাদা সর্ব রাজাশ্বশিদের দরবারকে দেখছেন। সমগ্র কল্পে রাজাদের দরবার অনেকবার বসে, কিন্তু এই রাজাশ্বশিদের দরবার এই সঙ্গমযুগেই কেবল বসে। রাজাও তোমরা আর শ্বশিও। এই বিশেষত্ব এই সময়ের এই দরবারের বিষয়েই গাওয়া হয়ে থাকে। এক তরফে রাজত্ব অর্থাৎ সর্ব প্রাপ্তির অধিকারী আর অন্য তরফে শ্বশি অর্থাৎ বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তিধারী। এক দিকে সর্ব প্রাপ্তির অধিকারের নেশা আর অন্যদিকে বেহদের বৈরাগ্যের অলৌকিক নেশা। যতখানি শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ততখানিই শ্রেষ্ঠ ত্যাগ। দুয়ের ব্যালেন্স। একেই বলা হয় রাজাশ্বশি। এইরকম রাজাশ্বশি বাচ্চাদের ব্যালেন্স দেখছিলেন বাপদাদা। এই এখনই অধিকারীত্বের নেশা, পর মুহূর্তেই বৈরাগ্য বৃত্তির নেশা - এই প্রত্যেকটিতে কতদূর স্থিত থাকতে পারো অর্থাৎ উভয় স্থিতিরই সমান সমান অভ্যাস কতখানি করতে পেরেছো - সেটাই চেক করছিলেন। অভ্যাসের বিষয়ে সব বাচ্চারাই নম্বরক্রমিক। কিন্তু সময়ানুসারে, এই দুয়ের অভ্যাসকে আরও বেশী বেশী করে বাড়াতে থাকো। বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তির অর্থই হল - বৈরাগ্য অর্থাৎ এড়িয়ে চলা নয়, বরং সর্ব প্রাপ্তি হওয়া সত্ত্বেও জাগতিক আকর্ষণ মনকে বা বুদ্ধিকে আকৃষ্ট করে নেবে না। বেহদ অর্থাৎ আমি হলাম সম্পূর্ণ সম্পন্ন আত্মা, বাবা সম সदा সকল কর্মেন্দ্রিয়ের রাজ্য অধিকারী। এই সূক্ষ্ম শক্তিগুলির, মন - বুদ্ধি - সংস্কার আমার অধিকারে। সংকল্পেও যেন অধীনতা না থাকে। একেই বলা হয় রাজাশ্বশি অর্থাৎ বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি। এই পুরোনো দেহ বা দেহের পুরোনো দুনিয়া বা ব্যক্ত ভাব, বৈভবের ভাব - এই সব কিছুই আকর্ষণ থেকে সदा আর সহজে যে দূরে থাকে।

যেমন সায়েন্সের শক্তি পৃথিবীর আকর্ষণ থেকে উর্ধ্ব নিয়ে যায়, তেমনই সাইলেন্সের শক্তি এই সব সীমিত জাগতিক আকর্ষণের থেকে দূরে নিয়ে যায়। একে বলা হয় - সম্পূর্ণ সম্পন্ন বাবা সম স্থিতি। তো এইরকম স্থিতির অভ্যাসী হয়েছো? স্থূল কর্মেন্দ্রিয় - এ তো অত্যন্ত স্থূল বিষয়। কর্মেন্দ্রিয় - জিৎ হওয়া, এ তো তবুও অনেক সহজ। কিন্তু মন - বুদ্ধি - সংস্কার, এই সূক্ষ্ম শক্তিগুলির উপরে বিজয়ী হওয়া - এ হল সূক্ষ্ম অভ্যাস। যে সময়ে যে সংকল্প, যে সংস্কার ইমার্জ (সামনে নিয়ে আসা) করতে চাও, সেই সংকল্পকেই, সেই সংস্কারকেই সহজেই গ্রহণ করতে পারা - একে বলা হয় সূক্ষ্ম শক্তিগুলির উপরে বিজয় অর্থাৎ রাজাশ্বশি স্থিতি। যেমন স্থূল কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে তোমরা অর্ডার করো যে, এটা করো কিম্বা এটা ক'রো না। হাত নীচে করো বা উপরে করো বললে উপরেই ওঠে, সেই রকম সংকল্প আর সংস্কার এবং নির্ণয় শক্তিকে অর্ডার করো যে, এখন একাগ্রচিত্ত হয়ে যাও, এক সংকল্পে স্থিত হয়ে যাও। তো রাজার অর্ডার সেই মুহূর্তেই সেইভাবেই মানা - এটা হল রাজ্য অধিকারীর লক্ষণ। এমন নয় যে, তিন চার মিনিটের অভ্যাসের পরে মন সেই অর্ডার মানলো অথবা একাগ্রতার পরিবর্তে চঞ্চলতার পরে একাগ্র হল, একে কী বলবে? অধিকারী বলবে? তো এইভাবে চেক করো। কেননা প্রথম থেকেই তোমাদেরকে বলে আসছি যে, অন্তিম সময়ে অন্তিম রেজাল্টের সময় এক সেকেন্ডের একটাই কোশ্চেন হবে। এই সূক্ষ্ম শক্তিগুলির অধিকারী হওয়ার অভ্যাস যদি না থাকবে, অর্থাৎ তোমার মন, রাজার অর্ডার এক সেকেন্ডের এল পরিবর্তে তিন সেকেন্ড পরে মানলো, তবে কি তাকে রাজ্য অধিকারী বলা যাবে নাকি সে এক সেকেন্ডের অন্তিম পেপারে পাশ করবে? কত মার্কস পাবে?

অনুরূপ ভাবেই বুদ্ধি অর্থাৎ নির্ণয় শক্তির উপরেও অধিকার থাকবে। অর্থাৎ যে সময়ে যে পরিস্থিতি সেই অনুসারে সেই মুহূর্তেই নির্ণয় নিতে পারা - একে বলা হয় বুদ্ধির উপরে অধিকার। এমন নয় যে, পরিস্থিতি বা সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, তারপর নির্ণয় নেওয়ার পরে দেখা গেল যে, এটা না হলে ভালো হত, এই নির্ণয় না নিলেই বেশী ভালো হত। তো সময় মতো আর যথার্থ নির্ণয় হওয়া - রাজ্য অধিকারী আত্মার এটাই হল লক্ষণ। অতএব চেক করো যে, সারাদিনে রাজ্য অধিকারী অর্থাৎ এই সূক্ষ্ম শক্তিগুলিকে অর্ডারে পরিচালনকারী কতদূর হয়েছো? রোজ নিজের কর্মচারীদের দরবার বসাও। চেক করো যে, স্থূল কর্মেন্দ্রিয়গুলি বা সূক্ষ্ম শক্তিগুলি - এই কর্মচারীরা কন্ট্রোলে আছে কি নেই? এখন থেকে রাজ্য অধিকারী হওয়ার সংস্কার অনেক জন্মের রাজ্য অধিকারী বানাতে। বুঝতে পেরেছো? এই ভাবে সংস্কার কখনো ধোঁকা দিয়ে দেয় না তো? আদি, অনাদি, সংস্কার; অনাদি শুদ্ধ শ্রেষ্ঠ পবিত্র সংস্কার। সর্ব গুণ স্বরূপ সংস্কার আর আদি দেব আত্মার রাজ্য অধিকারীত্বের সংস্কার হল সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপের সংস্কার, সম্পন্ন, সম্পূর্ণতার ন্যাচারাল সংস্কার। তো সংস্কার, শক্তির উপরে রাজ্য অধিকারী অর্থাৎ সदा অনাদি আদি সংস্কার যেন ইমার্জ হয়। ন্যাচারাল সংস্কার হবে। মধ্য অর্থাৎ দ্বাপর থেকে প্রবিস্ট হওয়া সংস্কার গুলি যেন আকৃষ্ট না করতে পারে। সংস্কার গুলির বশবর্তী হয়ে যেন অসহায় হয়ে যেও

না। যেমন তোমরা বল না যে, আমার পুরানো সংস্কার। বাস্তবে অনাদি আর আদি সংস্কারই হল পুরানো। এটা তো মধ্য, দ্বাপর থেকে আসা সংস্কার। তো পুরানো সংস্কার আদির হল নাকি মধ্যের ? যে কোনো সীমিত জগতের আকর্ষণের সংস্কার যদি আকৃষ্ট করে, তবে সংস্কার গুলির উপরে রাজত্ব করবে কীভাবে ? রাজত্বের মধ্যে একটি শক্তি বা একজন কর্মচারী 'কর্মেন্দ্রিয়'ও যদি অর্ডার মতো না থাকে, তবে তাকে সম্পূর্ণ রাজ্য অধিকারী বলা যাবে কী ? তোমরা সব বাচ্চারা চ্যালেঞ্জ করে থাকো যে, আমরা এক রাজ্য, এক ধর্ম, এক মত স্থাপন করতে চলেছি। এই চ্যালেঞ্জ সকল ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারী করে থাকো তাই না, তো সেটা কবে স্থাপন হবে ? ভবিষ্যতে স্থাপন হবে ? স্থাপনার নিমিত্ত কারা ? ব্রহ্মা না বিষ্ণু ? ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা হয়, তাই না ! যেখানে ব্রহ্মা আছে সেখানে ব্রাহ্মণও সাথে সাথেই আছে। ব্রহ্মার দ্বারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্থাপনা, সেটা করবে হবে ? সঙ্গমে নাকি সত্যযুগে ? সেখানে তো (প্রজা) পালন হবে (বিষ্ণুর দ্বারা), তাই না ! ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্থাপনা, এটা এখন হওয়ার। তো প্রথমে স্ব এর রাজ্যে দেখো যে, এক রাজ্য, এক ধর্ম (ধারণা), এক মত আছে ? একটি কর্মেন্দ্রিয়ও যদি মায়ার অন্য মতে চলে, তবে তো এক রাজ্য, এক মত বলা হবে না। তাহলে প্রথমে এটা চেক করো যে, এক রাজ্য, এক ধর্ম স্ব এর রাজত্বে স্থাপন করেছে ? নাকি কখনো মায়া সিংহাসনে বসে যায়, কখনো তুমি বসে যাও ? চ্যালেঞ্জকে প্র্যাকটিক্যালি এনেছো নাকি আনোনি - এটা চেক করো। চাইছো অনাদি সংস্কার ইমার্জ হোক কিন্তু মধ্যের সংস্কার ইমার্জ হয়ে গেল, এটা তো অধিকারীর সংস্কার হল না।

তো রাজস্বশি অর্থাৎ সব কিছুর রাজ্য অধিকারী। রাজ্য অধিকারী সদা আর সহজ তখনই হবে, যখন ঋষি অর্থাৎ বেহদের বৈরাগী বৃত্তির অভ্যাসী হবে। বৈরাগ্য অর্থাৎ আকর্ষণ মুক্ত। সদা বাবার প্রিয়। এই প্রিয় অবস্থাই নির্লিপ্ত (ন্যারা) বানায়। বাবার প্রিয় হয়ে, নির্লিপ্ত হয়ে কার্য ব্যবহারে আসা - একেই বলা হয় বেহদের বৈরাগী। বাবার প্রিয় নাহলে তবে নির্লিপ্তও হতে পারবে না, আসক্তিতে এসে যাবে। বাবার প্রিয় যে হবে, সে আর কোনো ব্যক্তি বা বৈভবের প্রিয় হতে পারে না। সে সদা আকর্ষণ থেকে উর্ধ্ব অর্থাৎ নির্লিপ্ত হবে। একেই বলা হয় নির্লেপ স্থিতি। কোনো প্রকারের সীমিত কিছুর আকর্ষণের লেপ তার মধ্যে লাগে না। রচনা বা সুযোগ সুবিধার উপকরণ গুলিকে নির্লিপ্ত হয়ে ব্যবহার করবে সে। এই রকম বেহদের বৈরাগী, সত্যিকারের রাজস্বশি হয়েছে ? এই রকম ভেবো না যে, কেবলমাত্র একটি বা দুটি দুর্বলতাই কেবল রয়ে গেছে। কেবল একটা সূক্ষ্ম শক্তি বা কর্মেন্দ্রিয় কম কন্ট্রোলে রয়েছে, বাকি গুলো ঠিক আছে। কিন্তু যেখানে একটাও দুর্বলতা থাকবে, তো সেটা হল মায়ার গেট। সেটা ছোট গেট হোক বা বড় গেট, কিন্তু গেট তো গেট, যদি খোলা থেকে যায়, তবে মায়াজিৎ জগৎজিৎ কীকরে হতে পারবে ?

একদিকে এক রাজ্য, এক ধর্মের সুবর্ণ দুনিয়ার আহ্বান করছে আবার সাথে সাথে দুর্বলতার অর্থাৎ মায়াকেও আহ্বান করছে, তবে রেজাল্ট কী হবে ? দ্বিধা দ্বন্দ্ব থেকে যাবে। সেইজন্য এটাকে কোনো ছোট বিষয় মনে করো না। সময় তো আছে, করে নেবো। অন্যদের মধ্যেও তো অনেক কিছু এখনও আছে, আমার মধ্যে তো কেবল এই একটা জিনিসই কেবল পড়ে আছে। অন্যদেরকে দেখতে দেখতে নিজেই থেকে যেও না। "সী ব্রহ্মা ফাদার" বলা হয়েছে, "ফলো ফাদার" বলা হয়েছে। সকলের সহযোগী, স্নেহী অবশ্যই হও, গুণগ্রাহী অবশ্যই হও, কিন্তু ফলো ফাদার। ব্রহ্মা বাবার লাস্ট স্টেজ রাজস্বশি দেখেছো তোমরা। বাচ্চাদের এত প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও, তাদেরকে সামনে দেখেও অনাসক্ত ভাবে দেখেছো না ! বেহদের বৈরাগ্য - এই স্থিতিই তোমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখেছো। কর্মভোগ থাকা সত্ত্বেও কর্মেন্দ্রিয়ের উপরে অধিকারী হয়ে অর্থাৎ রাজস্বশি হয়ে সম্পূর্ণ স্থিতির অনুভব করিয়েছেন। সেইজন্যই বলা হয় - 'ফলো ফাদার'। তো নিজের রাজ্য অধিকারীদেরকে, রাজ্য কারবারীদেরকে সদা দেখতে হবে। কোনো রাজ্য কারবারকারী কখনো ধোঁকা যেন না দিয়ে দেয়। বুঝতে পেরেছো ?

আজ বিভিন্ন স্থান থেকে তোমরা এক স্থানে এসে পৌঁছে গেছো। একেই বলা হয় নদী আর সাগরের মেলা। মেলাতে মিলনও হয় আর জিনিসপত্রও পাওয়া যায়। সেইজন্য সকলে মেলাতে এসে পৌঁছে গেছে। এটা হল নতুন বাচ্চাদের সীজনের লাস্ট গ্রুপ। পুরানোরাও নতুন বাচ্চাদের সাথে চান্স পেয়ে গেছে প্রকৃতিও এখনও পর্যন্ত খুব সুন্দর ভাবে সহযোগিতা দিচ্ছে। কিন্তু এর অ্যাডভান্টেজ (সুযোগ) নিও না। নইলে প্রকৃতিও কিন্তু খুব চালাক। আচ্ছা।

চতুর্দিকের সদা রাজস্বশি বাচ্চাদেরকে, সদা (স্ব) নিজের উপরে রাজত্বকারী সদা বিজয়ী হয়ে নির্বিল্ল ভাবে কাজকর্ম পরিচালনকারী রাজ্য অধিকারী বাচ্চাদেরকে, সদা বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তিতে থাকা সকল ঋষিকুমার - ঋষিকুমারীদেরকে, সদা বাবার প্রিয় হয়ে অনাসক্ত হয়ে কাজকর্ম সম্পাদনকারী অনাসক্ত আর প্রিয় বাচ্চাদেরকে, সদা ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করতে থাকা বিশ্বস্ত (বফাদার) বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

পাটিদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার :

১ ) অনেক বারের বিজয়ী আত্মা, এমন অনুভব করো ? বিজয়ী হওয়া কঠিন লাগে নাকি সহজ ? কেননা যেটা সহজ হয় সেটা সব সময়ই হতে পারে, কঠিন জিনিস সব সময় হওয়া সম্ভব নয়। যে কাজ অনেকবার করা হয়ে থাকে, সেটা স্বতঃতই সহজে হয়ে যায়। কখনো কোনো নতুন কাজ করতে গেলে প্রথমে সেটা কঠিন লাগে, কিন্তু করে ফেললে তখন সেই কঠিন কাজই খুব সহজ মনে হয়। তো তোমরা সবাই কেবল এই একবারের বিজয়ী হও, অনেকবারের বিজয়ী। অনেকবারের বিজয়ী অর্থাৎ সদা সহজে বিজয়ের অনুভবকারী। যে সহজ বিজয়ী, তার প্রতিটি কদমে এমনই অনুভব হবে যে, এই সব কাজ হয়েই আছে, প্রতিটি কদমে বিজয় হয়েই আছে। হবে কি হবে না - এই সংকল্পও উঠতে পারে না। যখন নিশ্চয় আছে যে, আমি অনেকবারের বিজয়ী, তখন বিজয়ী হব কি হব না - এই কোশ্চেনই নেই। নিশ্চয়ের লক্ষণ হল নেশা আর নেশার লক্ষণ হল খুশী। যার নেশা থাকবে, সে সদা খুশীতে থাকবে। জাগতিক বিষয়েও বিজয়ী হলে তখন কত খুশী হয় মনে ! মানুষ যখনই কোনো কিছুতে বিজয় প্রাপ্ত করে, তখন বাজনা বাজানো হয়, তাই না ! যার নিশ্চয় আর নেশা থাকবে, তবে খুশী অবশ্যই হবে। সে খুশীতে সদাই নাচতে থাকবে। শরীরের নৃত্য তো কেউ নাচতে পারে, কেউ পারে না। কিন্তু মনে মনে খুশীতে নাচতে থাকা - এ তো বিছানায় শুয়ে থাকা অসুস্থ মানুষও নাচতে পারে। সে যেমনই হোক না কেন, প্রত্যেকের কাছে এমন নাচ নাচা সহজ। কেননা বিজয়ী হওয়া অর্থাৎ স্বতঃত খুশীর বাজনা বাজা। যখন বাজনা বাজে, তখন পা নিজে থেকেই তাল দিতে শুরু করে দেয়। সে নাচতে না জানলেও সেও বসে বসেই নাচতে থাকবে। পা নড়বে, কাঁধ নড়বে। তাহলে তোমরা সবাই হলে অনেকবারের বিজয়ী - এই খুশীতে সদা এগিয়ে যেতে থাকো। জগতে সকলেরই খুশীর প্রয়োজন। তাদের কাছে যতই সব কিছু থাক, কিন্তু খুশীর প্রাপ্তি নেই। অতএব যে অবিনাশী খুশীর আবশ্যিকতা জগতের মানুষের রয়েছে, সেই খুশী সদা বিতরণ করতে থাকো।

২ ) নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে প্রতিটি কদমে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অনুভব করতে থাকো কী ? কেননা এই সময় বাবা ভাগ্যবিধাতা হয়ে ভাগ্য প্রদান করতে এসেছেন। ভাগ্যবিধাতা ভাগ্য বিতরণ করছেন। বিতরণ যখন হয়, তখন যে যতটা পারে নিয়ে নিতে পারে। সকলের অধিকার রয়েছে। যা নেবে যত খুশী নিতে পারে। তো এই রকম সময়ে কতখানি ভাগ্য বানিয়েছ, এটা চেক করো। কেননা এখন নয় তো কখনোই নয়। সেইজন্য প্রতিটি কদমে ভাগ্যের রেখা অঙ্কন করবার কলম বাবা সব বাচ্চাদেরকে দিয়েছেন। কলম তোমাদের হাতে আর যত খুশী রেখা আঁকতে থাকো - যত খুশী রেখা অঙ্কন করতে পারো ততই আঁকতে পারো। কত বড় সুযোগ বলতো ! তো সদা এই ভাগ্যবান সময়ের মহত্বকে জেনে এতটাই জমা করতে থাকো তো ? এমন যেন না হয় যে, চাইছিলে তো অনেক, কিন্তু করতে পারলে না, করার তো ছিল অনেক কিন্তু অল্পই পারলে। নিজের জন্য এই অনুশোচনা যেন না থেকে যায়। বুঝছো ? তো সদা ভাগ্যের রেখাকে শ্রেষ্ঠ বানাতে থাকো আর অন্যদেরকেও এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের খোঁজ দিতে থাকো। "বাঃ আমার ভাগ্য !" এই খুশীর গীত সদাই গাইতে থাকো।

৩ ) সদা নিজেকে স্বদর্শন - চক্রধারী শ্রেষ্ঠ আত্মা আমরা এমন অনুভব করো ? স্বদর্শন-চক্র অর্থাৎ সদা মায়ার অনেক চক্র থেকে মুক্তকারী। স্বদর্শন-চক্র সব সময়ের জন্য চক্রবর্তী রাজ্য ভাগ্যের অধিকারী বানিয়ে দেয়। এই স্বদর্শন-চক্রের জ্ঞান এই সঙ্গমযুগেই প্রাপ্ত হয়। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ আত্মা, সেইজন্য তোমরা হলে স্বদর্শন-চক্রধারী। ব্রাহ্মণদের (মাথার টিকি) শিখা দেখানো হয়। শিখা অর্থাৎ উঁচু। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সদা শ্রেষ্ঠ কর্ম যে করে। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সদা শ্রেষ্ঠ ধর্মে (ধারণা গুলিতে) থাকা - এই রকম ব্রাহ্মণ তোমরা, তাই তো ? নামধারী ব্রাহ্মণ না, কাজ করে দেখানো ব্রাহ্মণ। কেননা ব্রাহ্মণদের, এখন অস্তিমেও কত নাম ! তোমরা সত্যিকারের ব্রাহ্মণদেরই এই স্মরণিক এখনও পর্যন্ত চলছে। যে কোনো শ্রেষ্ঠ কাজ করার সময় ব্রাহ্মণকেই ডাকা হয়। কেননা ব্রাহ্মণই হল এতখানি শ্রেষ্ঠ। তো কোন্ সময় এতখানি শ্রেষ্ঠ হয়েছে ? এখনই হয়েছে, সেইজন্য এখনও পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ কার্যের স্মরণিক প্রচলিত রয়েছে। প্রতিটি সংকল্প, প্রতিটি বোল, প্রতিটি কর্ম যারা শ্রেষ্ঠ করে থাকে, এমন স্বদর্শন-চক্রধারী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তোমরা - সদা এই স্মৃতিতে থাকো। আচ্ছা।

**\*বরদান:-\*** নিজের পূজনের স্মৃতিতে থেকে প্রতিটি কর্মকে পূজনীয় বানানো পরমপূজ্য ভব বাচ্চারা, তোমাদের প্রতিটি শক্তির পূজা দেবী - দেবতার রূপে হয়ে থাকে। সূর্য দেবতা, বায়ু দেবতা, পৃথিবী দেবতা... এই রকমই নির্ভয়তার শক্তির পূজা কালী দেবী রূপে হয়। সম্মুখীন হওয়ার শক্তির পূজা দুর্গার রূপে হয়। সন্তুষ্ট থাকা আর সন্তুষ্ট করার শক্তির পূজা সন্তোষী মাতার রূপে হয়। বাতাসের মতো হাল্কা হওয়ার শক্তির পূজা পবন পুত্রের রূপে হয়। অতএব নিজেকে নিজের এই পূজনের স্মৃতিতে রেখে প্রতিটি কর্মকে পূজনীয় বানাও, তবেই পরমপূজ্য হবে।

**\*স্লোগান:-\*** জীবনে সন্তুষ্টতা আর সরলতার ভারসাম্য রাখাই হল সব থেকে বড় বিশেষত্ব।



"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে রূপ-বসন্ত, তোমাদের মুখ থেকে সদা জ্ঞান-রস্নাই নিঃসৃত হওয়া উচিত, যখনই নতুন কেউ আসবে তাকে বাবার পরিচয় দাও"

\*প্রশ্ন:- নিজের স্থিতিকে একরস করার উপায় (সাধন) কী ?

\*উত্তর:- সঙ্গ (নির্বাচন) সম্পর্কে সতর্ক হও, তাহলেই অবস্থা একরস হতে থাকবে। সর্বদা ভাল সার্ভিসেবেল বাচ্চাদের সঙ্গী করা উচিত। যদি কেউ জ্ঞান এবং যোগ ব্যতীত অন্য (উল্টোপাল্টা) কথা বলে, মুখে রস্নার পরিবর্তে প্রস্তুত নির্গত হয়, তবে তেমন সঙ্গ সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত।

\*গীত:- রাতের পথিক হয়ো না শ্রান্ত, দূর তো নয় ভোরের গন্তব্য.....

ওম শান্তি । জ্ঞান আর বিজ্ঞান। একে বলা হবে অল্ক (অদ্বিতীয়) আর বে (বাদশাহী)। বাবা অল্ক এবং বে-র জ্ঞান প্রদান করেন। দিল্লীতে বিজ্ঞান ভবন রয়েছে কিন্তু ওরা কোনো অর্থ জানে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো জ্ঞান আর যোগ। যোগের মাধ্যমে আমরা পবিত্র হই আর জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের পোশাক রঙ্গীন হয়। আমরা সম্পূর্ণ চক্রেই জেনে যাই। যোগের যাত্রার জন্যও এই জ্ঞান পাওয়া যায়। ওরা (অজ্ঞানী) কেউ যোগের জন্য জ্ঞান প্রদান করে না। তারা তো স্থূল ভাবে (শারীরিক) ড্রিল ইত্যাদি শেখায়। এ হলো সূক্ষ্ম এবং মূল কথা। গানও এর সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। বাবা বলেন -- হে বাচ্চারা, হে মূল-লোকের পথিক, পতিত-পাবন বাবা-ই সকলের সঙ্গতিদাতা। তিনিই সকলকে ঘরে ফিরে যাওয়ার পথ বলে দেবেন। তোমাদের কাছে মানুষ আসে বোঝবার জন্য। কার কাছে আসে ? প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের কাছে আসে, তাহলে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত -- তোমরা কার কাছে এসেছো ? মানুষ সাধু, সন্ত, মহাত্মার কাছে যায়। তাদের নামও থাকে -- অমুক মহাত্মাজী। এখানে তো নামই হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। বি. কে. তো অসংখ্য। তোমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত -- প্রজাপিতা ব্রহ্মা তোমাদের কে হন ? তিনি তো সকলেরই পিতা, তাই না! কেউ-কেউ বলে আপনাদের মহাত্মাজী, গুরুজীর দর্শন করবো। বলা যে, তোমরা গুরু কিভাবে বলা ! নামই রাখা হয়েছে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী তাহলে তিনি হলেন বাবা, তাই না! তিনি গুরু নন। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী মানেই এদের কোনো পিতা রয়েছে। তিনি তো অবশ্যই তোমাদেরও পিতা। বলা -- আমরা বি.কে.-দের বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাই। প্রজাপিতার নাম কখনও শুনেছো ? এত সন্তান-সন্ততি রয়েছে। বাবাকে জানবে, তবেই তো বুঝবে যে অসীম জগতের পিতা আছেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মারও অবশ্যই কোনো বাবা আছেন। তাই কেউ এলে জিজ্ঞাসা করো যে -- কার কাছে এসেছো ? বোর্ডে কি লেখা রয়েছে ? যখন এত অগণিত সেন্টার্স রয়েছে, এত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী রয়েছে তাহলে অবশ্যই বাবাও থাকবেন। তিনি গুরু হতে পারেন না। প্রথমে তো একথা বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে আসুক, বুঝুক যে এ হলো ঘর, কোনো পরিবারে এসেছি। আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান তাহলে তোমরাও অবশ্যই তাই হবে। আচ্ছা, তাহলে ওই ব্রহ্মা আবার কার সন্তান ? ব্রহ্মা-বিশ্ব-শংকরের রচয়িতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব। তিনি হলেনই বিন্দু। ওঁনার নাম শিব। তিনি হলেন আমাদের দাদু। তোমাদের আত্মাও ওঁনারই সন্তান। তোমরা ব্রহ্মারও সন্তান। তোমরা এ'ভাবে বলা যে, আমরা বাপদাদার সঙ্গে মিলিত হতে চাই। ওঁনাদের এ'ভাবে বোঝানো উচিত, যাতে তাদের বুদ্ধি বাবার দিকে চলে যায়। তারা বুঝতে পারে যে, আমরা কার কাছে এসেছি। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আমাদের পিতা। উনি(শিব) হলেন সমস্ত আত্মাদের পিতা। তাহলে প্রথমে এটাই বোঝ যে, আমরা কার কাছে এসেছি। এ'ভাবে যুক্তি সহকারে বোঝাতে হবে যাতে তারা জানতে পারে যে এরা শিববাবার সন্তান। এ হলো এক পরিবার। ওরা যেন বাবা আর দাদার পরিচয় পেয়ে যায়। তোমরা বোঝাতে পারো -- সকলের সঙ্গতিদাতা হলেন নিরাকার পিতা। তিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা সকলের সঙ্গতি করেন। ওঁনাকে সকলেই ডাকে। দেখো না ! -- কত বাচ্চা রয়েছে যারা এসে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। প্রথমে তারা বাবার পরিচয় পাক তখন বুঝতে পারবে যে আমরা বাপদাদার সঙ্গে মিলিত হতে এসেছি। বলা, আমরা ওঁনাকে বাপদাদা বলি। নলেজফুল, পতিত-পাবন তো সে-ই শিববাবাই, তাই না! পুনরায় বোঝানো উচিত -- ঈশ্বর হলেন সকলের সঙ্গতিদাতা নিরাকার, তিনি জ্ঞানের সাগর। ব্রহ্মার দ্বারা অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছে। তবেই তারা বুঝবে যে এই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা হলেন শিববাবার সন্তান, তিনিই সকলের পিতা। ভগবান এক। তিনিই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। তিনি স্বর্গের রচয়িতা, সকলের পিতাও, শিক্ষকও, গুরুও। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান অর্থাৎ ত্রিকালদর্শী করে দেন। যাদেরই দেখবে বুঝতে পারার মতন, তাদের বোঝানো উচিত। প্রথমে জিজ্ঞাসা করো -- তোমাদের পিতা ক'জন ? লৌকিক আর পারলৌকিক। বাবা তো সর্বব্যাপী হতে পারেন না। লৌকিক পিতার থেকে এই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়,

পারলৌকিকের থেকে এই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তাহলে ওঁনাকে সর্বব্যাপী কিভাবে বলা যেতে পারে। এই শব্দটি নোট করে ধারণ করো। এ'কথা অবশ্যই বোঝানো উচিত। বোঝাবে তো তোমরাই। এ হলো ঘর, আমাদের গুরু নয়। দেখো, এরা সকলে হলো ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। উত্তরাধিকার আমাদের নিরাকার শিববাবাই দিয়ে থাকেন যিনি সকলের সঙ্গতি দাতা। ব্রহ্মাকে সকলের সঙ্গতিদাতা, পতিত-পাবন, মুক্তিদাতা বলা যেতে পারে না। এ হলো শিববাবারই মহিমা, যারাই আসবে তাদের এটাই বোঝাও যে ইনি সকলের বাপদাদা। সে-ই বাবাই স্বর্গের রচয়িতা। ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরী স্থাপন করেন। এ'ভাবে তোমরা কাউকে বোঝালে তবেই তো বাবার কাছে আসার প্রয়োজনই পড়বে না। তাদের এই অভ্যাস রয়েছে, তারা বলবে গুরুজীর দর্শন করবো....। ভক্তিমার্গে গুরুর অত্যন্ত মহিমা করা হয়। বেদ, শাস্ত্র, যাত্রাদি সমস্ত গুরুই শিথিয়ে থাকেন। তোমাদের বোঝাতে হবে যে, মানুষ গুরু হতে পারে না। আমরা ব্রহ্মাকেও গুরু বলি না। সঙ্গুরু একজনই। কোনো মানুষ জ্ঞানের সাগর হতে পারে না। ওরা সকলেই ভক্তিমার্গের শাস্ত্র-পাঠ করে। একে বলা হয় শাস্ত্র-জ্ঞান, যাকে ফিলোসফিও বলা হয়। এখানে আমাদের জ্ঞান-সাগর বাবা পড়ান। এ হলো স্পিরিটুয়াল নলেজ। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে জ্ঞান-সাগর বলতে পারো না, তাহলে মানুষকে কিভাবে বলতে পারবে ? জ্ঞানের অথরিটি (সর্বময়কর্তা) মানুষ হতে পারে না। শাস্ত্রের অথরিটিও পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হয়। দেখানো হয়েছে, ব্রহ্মার মাধ্যমে পরমপিতা পরমাত্মা সমস্ত বেদ, শাস্ত্রের সার বোঝান। বাবা বলেন, আমায় কেউ জানেই না তাহলে উত্তরাধিকার কোথা থেকে পাবে। অসীমের উত্তরাধিকার অসীম জগতের পিতার কাছ থেকেই পাওয়া যায়। এখন এই বাবা কি করছেন ? এ হলো হোলী আর ধুরিয়া, তাই না! জ্ঞান-বিজ্ঞান হলো কেবল দুটি শব্দ। মন্মনাভব-রও জ্ঞান প্রদান করে। আমায় স্মরণ করো তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তাই এই জ্ঞান-বিজ্ঞান হলো -- হোলী এবং ধুরিয়া। মানুষের মধ্যে জ্ঞান না থাকার কারণে একে-অপরের মুখে ধূলো দেয়। হয়ও এমনই। গতি-সঙ্গতি কারোর জানা নেই। তারা ধূলোই মুখে ঢালে। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র কারোরই নেই। লোককথা শুনে এসেছে। একে বলা হয় অন্ধশ্রদ্ধা। এখন তোমরা আত্মারা জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছো। বাচ্চারা, তোমাদের বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্য পরামর্শ দিতে হবে, তবেই তারা জানতে পারবে। এই উত্তরাধিকার ব্রহ্মার দ্বারা প্রাপ্ত করছো, আর কারোর মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে না। সব সেন্টারেই এই নাম লেখা রয়েছে -- প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। যদি গীতা পাঠশালা লেখা হয় তবে তা সাধারণ কথা হয়ে যায়। এখন তোমরাও বি.কে লেখো তবেই তো বাবার পরিচয় দিতে পারবে। মানুষ বি.কে-দের নাম শুনে ভয় পেয়ে যায় তাই নাম লিখে রাখে গীতা পাঠশালা। কিন্তু এতে ভয় পাওয়ার মতন কোনো কথা নেই। তোমরা বলো, এ হলো ঘর। তোমরা জানো যে, কার ঘরে এসেছে ? এদের সকলের পিতা হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। ভারতবাসীরা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে মানে। খ্রিস্টানরাও মনে করে আদিদেবও এখানেই ছিলেন, যারই হলো এই মনুষ্য বংশ। কিন্তু তারা মানবে তো নিজেদের খ্রাইস্টকেই। খ্রাইস্টকে, বুদ্ধকে ফাদার মনে করে। বংশাবলী তো, তাই না! আসলে বাবা ব্রহ্মার দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেছেন। তিনি হলেন গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। ওরা বলে -- আমরা তোমাদের বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাদের বলো, উত্তরাধিকার শিববাবার থেকে পাওয়া যায়, ব্রহ্মাবাবার কাছ থেকে নয়। তোমাদের বাবা কে ? গীতার ভগবান কে ? আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা কে করেছেন ? 'বাবা' নামটি বললে সকলেই বুঝতে পারবে যে এরা সবাই ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, শিববাবার সন্তান। শিবের থেকে ব্রহ্মার মাধ্যমে গতি বা সঙ্গতির উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তিনি এইসময় আমাদের জীবনমুক্তি প্রদান করছেন। বাকিরা সকলে মুক্তিতে চলে যাবে। বাচ্চারা, এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। কেউ এলে তাকে বোঝাও, কাকে সাক্ষাৎ করতে চাও ? তিনি তো আমাদেরও আর তোমাদেরও বাবা। তিনি তো গুরু-গোঁসাই নন। এ তো তোমরা বোঝ। যেমনভাবে হোলী, ধুরিয়া করাও। তা নাহলে হোলী, ধুরিয়ার কোনো অর্থ হয় না। জ্ঞানের দ্বারা (শরীর-রূপী) বসন রাঙিয়ে দাও। আত্মা এই বসনের মধ্যে থাকে। এ (আত্মা) পবিত্র হলে শরীরও পবিত্র পাবে। এই শরীর তো পবিত্র নয়। এ তো শেষ হয়ে যাবে। গঙ্গা-স্নান শরীরকে করানো হয় কিন্তু পতিত-পাবন তো বাবা ছাড়া আর কেউই নয়। আত্মাই অপবিত্র হয় তাহলে আত্মা তো জলে স্নান করে পবিত্র হতে পারে না। এ'কথা কেউ-ই জানে না। ওরা তো আত্মাই পরমাত্মা বলে মনে করে। আত্মা অলিপ্ত(নির্লেপ)। এখন যারা সেন্সীবেল হয়েছে, তারাই ধারণ করতে এবং করাতে পারবে। যেসকল বাচ্চাদের মুখ থেকে সদা জ্ঞান-রত্ন নির্গত হয়, তাদের রূপ-বসন্ত বলা হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যতীত পরস্পরে যদি কিছু আদান-প্রদান করে তবে তো (পরস্পরকে) পাথরের আঘাতই করে। সার্ভিসের বদলে ডিসসার্ভিস করে ফেলে। ৬৩ জন্ম একে-অপরকে পাথর দিয়ে আঘাতই করে এসেছে। এখন বাবা বলেন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বলে তোমাদের মনকে(হৃদয়) আনন্দে রাখা উচিত। পরনিন্দা-পরচর্চার কথা শোনা উচিত নয়। এও তো জ্ঞান, তাই না! সমগ্র দুনিয়াই একে-অপরকে পাথর দিয়ে আঘাত করছে। বাচ্চারা, তোমরা হলে রূপ-বসন্ত। জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যতীত না কিছু তোমাদের শোনা উচিত, না শোনানো। যারা উল্টোপাল্টা কথা বলে তাদের সঙ্গই খারাপ। যারা প্রচুর সার্ভিস করে, তাদের সঙ্গই ভাল....কোনো ব্রাহ্মণ রূপ-বসন্ত, কেউ আবার ব্রাহ্মণ হয়ে উল্টোপাল্টা কথা বলে। এরকমের সঙ্গে থাকা উচিত নয় আরোই ক্ষতি করে দেবে। বাবা বারংবার সাবধান করেন।

পরস্পরের সঙ্গে কখনও উল্টোপাল্টা কথা বলা না। তা নাহলে নিজেরও সর্বনাশ, অন্যেরও সর্বনাশ হয়ে যায় তখন পদব্রষ্ট হয়ে পড়ে। বাবা কত সহজ করে শোনান। শখ থাকা উচিত, বাবা আমরা গিয়ে অনেককে এই জ্ঞান প্রদান করি। তারাই হলো বাবার সত্যিকারের সন্তান। সার্ভিসেবেল বাচ্চাদের মহিমা বাবাও করেন। তাদের সঙ্গ করা উচিত। কে ভাল স্টুডেন্টদের সঙ্গে থাকে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করো তাহলে বলে দিতে পারে, কাদের সঙ্গে থাকা উচিত। কারা বাবার হৃদয়ে বসে রয়েছে, বাবা তৎক্ষণাৎ বলে দেবেন। যারা সার্ভিস করে তাদের বাবাও সম্মান দেন। কেউ-কেউ তো সার্ভিসও করতে পারে না। এরকম অনেকের খারাপ সঙ্গের কারণে স্থিতি উপর-নীচে হয়ে

যায়। হ্যাঁ, কেউ যদি স্কুল সার্ভিসে ভাল হয় সেও ভাল উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। অল্ফ এবং বে-কে বোঝানো তো অতি সহজ। যেকোনোজনকে কেবল বলা -- বাবাকে আর উত্তরাধিকার-কে স্মরণ করো। ব্যস, শব্দই হলো দুটি -- অল্ফ আর বে। এ তো একদমই সহজ। কেউ এলে তাদের কেবল বলা -- বাবার আদেশ হলো, মামেকম্ স্মরণ করো, ব্যস। সবচেয়ে বড় আতিথেয়তা হলো এ'টাই। বাবা বলেন -- আমায় স্মরণ করো তাহলেই তোমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার পেয়ে যাবে। প্রতিটি সেন্টারেই এরকম নম্বরের অনুক্রম রয়েছে। কেউ তো ডিটলে বোঝাতে পারে। বোঝাতে না পারলে শুধু এ'কথা বলা। কল্প-পূর্বেও বাবা এ'কথা বলেছিলেন যে মামেকম্ স্মরণ করো, আর কোনও দেহধারী দেবতাদিকে স্মরণ করো না। এছাড়া পরনিন্দা-পরচর্চা, অমুকে এরকম করে, এই করে..... কিছু করো না। এই বাবা তোমাদের সঙ্গে হোলী আর ধুরিয়া(হোলিকাদহন বা নেড়াপোড়া) খেলেন। এছাড়া রঙ ইত্যাদি লাগানো এ'সব হলো আসুরীয় মানুষের কাজ। কেউ বসে-বসে যদি কারোর নিন্দা করে তবে তা শোনা উচিত নয়। বাবা কত ভাল কথা শোনায় -- "মন্মনাভব", "মধ্যাজীভব"। কেউ এলে তাকে বোঝাও -- শিববাবা সকলের পিতা, তিনি বলেন আমায় স্মরণ করো তাহলেই স্বর্গের উত্তরাধিকার পাবে। গীতার ভগবানও তিনি। মৃত্যু সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই বাচ্চারা, তোমাদের কাজ হলো সার্ভিস করা। বাবার কথা স্মরণ করানো। এ হলো মহামন্ত্র, যার ফলে রাজধানীর তিলক (রাজ-তিলক) পেয়ে যাবে। কত সহজ কথা, বাবাকে স্মরণ করো আর করাও তাহলেই তরী পার হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

#### \*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) সেন্সীবেল হয়ে সকলকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। মুখ থেকে কখনও কটুবাক্য (পাথর) বলে ডিস-সার্ভিস করে ফেলো না। জ্ঞান-যোগ ব্যতীত অন্য কোনো চর্চা করবে না।

২) যারা রূপ-বসন্ত, সার্ভিসেবেল কেবলমাত্র তাদের সঙ্গই করবে। যারা উল্টোপাল্টা কথা বলে তাদের সঙ্গী করবে না।

**\*বরদানঃ:-\*** পরাধীনতাকে সমাপ্ত করে সত্যিকারের স্বতন্ত্রতার অনুভাবী মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব বিশ্বকে সর্বশক্তির দান দেওয়ার জন্য স্বতন্ত্র আত্মা হও। সবচেয়ে প্রথম স্বতন্ত্রতা আসুক পুরোনো দেহের অভ্যন্তরের সম্বন্ধ-সম্পর্ক থেকে কারণ না চাইলেও দেহের পরাধীনতা অনেক বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয়। পরাধীনতা কেবলই নিম্নমুখে নিয়ে যায়। দুঃশ্চিন্তা বা নীরস স্থিতির অনুভব করায়। তারা স্পষ্টরূপে কোনো অবলম্বন খুঁজে পায় না। না দুঃখের অনুভূতি, না খুশীর অনুভূতি, যেন মাঝ-সমুদ্রে আটকে পড়েছে। সেইজন্য মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে সর্ববন্ধন থেকে মুক্ত হও, নিজের সত্যিকারের স্বাধীনতা দিবস পালন করো।

**\*স্লোগানঃ:-\*** পরমাত্ম-মিলনে সর্বপ্রাপ্তির আনন্দ অনুভব করে সন্তুষ্ট আত্মা হও।

#### \*হোলী এবং ধুরিয়া :-\*

'ধুরিয়া' হলো দোল পূর্ণিমার আগের দিন পালিত হোলিকা দহন বা নেড়াপোড়া উৎসব যা অশুভ শক্তির প্রতীক অর্থাৎ যা আত্মাকে দহন করে সেই অপবিত্র দেহ-অভিমানের খাদকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দাও।

'হোলী বা দোল' হলো পূর্ণিমার দিনে সকলকে রঙে রাঙিয়ে, আলিঙ্গন করে এবং মিষ্টিমুখ করিয়ে মধুর সম্পর্কে বেঁধে

ৰাখাৰ উৎসব যা শুভ শক্তিৰ প্ৰতীক অৰ্থাৎ আত্মা পবিত্ৰতাৰ ৰঙে ৰেঙে উঠুক, পৰস্পৰকে ৰাঙিয়ে দিক শুভভাবনা,  
শুভ কামনাৰ ৰঙে, প্ৰতিটি আত্মাৰ মধ্য গড়ে উঠুক এক মধুৰ সম্পৰ্ক।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের শ্রীমতে চলে তত্ত্ব সহ সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র করার সেবা করতে হবে, সবাইকে সুখ এবং শান্তির রাস্তা বলে দিতে হবে"

- \*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমরা তোমাদের দেহকে ভোলার পুরুষার্থ করো, তাই তোমাদের কোন্ জিনিসের প্রয়োজন নেই ?
- \*উত্তর:- চিত্রের । যখন এই চিত্রকে ( দেহকে ) ভুলতে হবে, তখন ওই চিত্রের কি প্রয়োজন ? নিজেকে আত্মা মনে করে বিদেশী বাবাকে আর সুইট হোমকে স্মরণ করো । এই চিত্র তো হলো ছোটো বাচ্চাদের জন্য অর্থাৎ নতুনদের জন্য । তোমাদের তো স্মরণে থাকতে হবে আর সবাইকে স্মরণ করাতে হবে । কাজকারবার করেও সতোপ্রধান হওয়ার জন্য স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করো ।
- \*গীত:- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা এই শব্দ শুনেছে আর সাথে সাথেই খুশীতে রোমাঞ্চিত হয়ে গেছে । বাচ্চারা জানে যে, তারা এখানে এসেছে নিজের সৌভাগ্য, স্বর্গের ভাগ্য নিতে । এমন আর অন্য কোথাও বলবে না । তোমরা জানো যে, আমরা বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিচ্ছি অর্থাৎ স্বর্গ বানানোর পুরুষার্থ করছি । কেবল স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য নয়, স্বর্গে উঁচুর থেকে উঁচু পদ পাওয়ার পুরুষার্থ করছি । স্বর্গের সাক্ষাৎকার করান যে বাবা, তিনি আমাদের পড়াচ্ছেন । বাচ্চাদের এই নেশাও চড়ে থাকা উচিত । এখন ভক্তি শেষ হয়ে যাবে । বলা হয়, ভগবান ভক্তদের উদ্ধার করতে আসেন, কেননা তারা রাবণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে আছে । অনেক মানুষের অনেক মত । তোমরা তো তা জেনে গেছো । সৃষ্টিচক্রের এই অনাদি খেলা তৈরী হয়ে রয়েছে । ভারতবাসীরা এও বুঝতে পারে যে, বরাবর আমরাই প্রাচীন নতুন দুনিয়ার অধিবাসী ছিলাম, এখন আমরা পুরানো দুনিয়ার অধিবাসী হয়েছি । বাবা স্বর্গের নতুন দুনিয়া তৈরী করেছেন, রাবণ আবার নরক তৈরী করেছে । তোমরা এখন বাপদাদার মতে চলে নিজেদের জন্য নতুন দুনিয়া তৈরী করছো । তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পড়ছো । তোমাদের কে পড়ান ? জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন যার মহিমা । এই এক ছাড়া আর কারোর মহিমার গায়ন হয় না । তিনিই হলেন পতিত পাবন । আমরা সকলেই হলাম পতিত । পবিত্র দুনিয়ার কথা কারোর মনে নেই । তোমরা এখন জানো যে, বরাবর পাঁচ হাজার বছর পূর্বে পবিত্র দুনিয়া ছিলো । এই ভারতেই ছিলো । বাকি সব ধর্মের আত্মারা শান্তিতে ছিলো । আমরা ভারতবাসীরা সুখধামে ছিলাম । মানুষ শান্তি চায়, কিন্তু এখানে তো কেউই শান্তিতে থাকতে পারে না । এ কোনো শান্তিধাম নয় । শান্তিধাম হলো নিরাকারী দুনিয়া, যেখান থেকে আমরা আসি । বাকি সত্যযুগ হলো সুখধাম, তাকে শান্তিধাম বলা হবে না । ওখানে তোমরা পবিত্রতা, সুখ, শান্তিতে থাকো । ওখানে কোনো হাঙ্গামা থাকে না । ঘরে যখন বাচ্চারা ঝগড়া আদি করে, তখন তাদের বলা হয়, শান্ত হয়ে থাকো । বাবা তাই বলেন, তোমরা আত্মারা ওই শান্তি দেশে ছিলে । এখন তোমরা এই ঝগড়ার দেশে এসে বসেছো । এই কথা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । তোমরা বাবার কাছে উঁচুর থেকে উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । এই স্কুল কম কিছু নয় । এ হলো গড ফাদারের ইউনিভার্সিটি । সম্পূর্ণ দুনিয়ায় এ হলো সবথেকে বড় ইউনিভার্সিটি । এখানে সবাই বাবার থেকে সুখ আর শান্তির উত্তরাধিকার পায় । এক বাবা ছাড়া আর কারোরই কোনো মহিমা নেই । ব্রহ্মারও কোনো মহিমা নেই । বাবা এই সময় এসে উত্তরাধিকার প্রদান করেন । তারপর তো সুখই সুখ । বাবাই সুখ - শান্তি প্রদান করেন । তাঁরই মহিমা । সত্যযুগ এবং ত্রেতাতে কারোর মহিমা হয় না ওখানে তো রাজধানী চলতে থাকে । তোমরা উত্তরাধিকার পাও, বাকি সব শান্তিধামে থাকে । মহিমা কারোরই নেই । যদিও ক্রাইস্ট ধর্ম স্থাপন করে, সে তো করতেই হবে । তিনি ধর্ম স্থাপন করেন, তবুও নীচে নামতে থাকেন । তাহলে মহিমা কি হলো ? মহিমা কেবল একজনেরই, যাঁকে পতিত পাবন, উদ্ধারকর্তা বলে ডাকা হয় । এমন তো নয় যে, ওদের ক্রাইস্ট, বুদ্ধ ইত্যাদিদের কথা স্মরণে আসবে । স্মরণ কেবলমাত্র একজনকেই করে - ও গড ফাদার । সত্যযুগে তো কারোর মহিমা হয় না । পরের দিকে এই ধর্ম শুরু হয়, তখন বাবার মহিমা করা হয় আর ভক্তি শুরু হয় । এই ড্রামা কিভাবে তৈরী হয়ে আছে । এই চক্র কিভাবে ঘোরে, তা যারা বাবার বাচ্চা হয়েছে, তারাই জানে । বাবা হলেন রচয়িতা । তিনি নতুন সৃষ্টি স্বর্গের রচনা করেন, কিন্তু সবাই তো আর স্বর্গে আসতে পারে না । এই ড্রামার রহস্যকেও বুঝতে হবে । বাবার থেকে সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় । এই সময় সকলেই দুঃখী । সকলকেই ফিরে যেতে হবে, আবার আসবে সুখের দুনিয়ায় । বাচ্চারা, তোমরা খুব সুন্দর পার্ট পেয়েছো । যেই বাবার এতো মহিমা, তিনি এখন এসে সম্মুখে বসে আছেন, আর বাচ্চাদের বোঝান । সকলেই তো বাচ্চা, তাই না । বাবা তো চির সুখী । বাস্তবে বাবার জন্য

একথা বলা যাবে না । তিনি যদি সুখী হন তাহলে তাঁকে অসুখীও হতে হবে । বাবা তো এই সবকিছুর থেকেই পৃথক । বাবার যা মহিমা, তাই এই সময় তোমাদের মহিমা এরপর ভবিষ্যতে তোমাদের মহিমা আলাদা হবে । বাবা যেমন জ্ঞানের সাগর, তোমরাও তেমনি । তোমাদের বুদ্ধিতে এই সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান আছে । তোমরা জানো যে, বাবা হলেন সুখের সাগর, তাঁর থেকে অপার সুখ পাওয়া যায় । এই সময় তোমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিষ্কো । বাবা এখন বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখাচ্ছেন । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ যেমন আগের জন্মে অবশ্যই কোনো ভালো কর্ম করেছেন, তাই এমন পদ পেয়েছেন । দুনিয়াতে এ কেউই বোঝে না যে, এনারা এই রাজ্য কিভাবে পেয়েছেন ?

বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা এখন এমন তৈরী হচ্ছে । তোমাদের বুদ্ধিতে এইকথা আসে যে, আমরা এমন ছিলাম, আবার এমন তৈরী হচ্ছে । বাবা বসে আমাদের কর্ম - অকর্ম এবং বিকর্মের গতি বোঝান, যাতে আমরা এমন তৈরী হই । বাবা শ্রীমৎ প্রদান করেন, তাই শ্রীমৎকে তো জানা চাই, তাই না । তিনি এই শ্রীমতের দ্বারা সম্পূর্ণ দুনিয়া, তত্ত্ব আদি সবকিছুকেই শ্রেষ্ঠ তৈরী করেন । সত্যযুগে সবকিছুই শ্রেষ্ঠ ছিলো । সেখানে কোনো হাঙ্গামা না তুফান হতো না । সেখানে না বেশী ঠান্ডা, আর না বেশী গরম । সর্বদাই সেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিরাজমান । সেখানে তোমরা কতো খুশী থাকো । ওরা এমন গানও গায় যে - খুদা স্বর্গ - হেভেন স্থাপনা করেন । তাই তাতে উঁচু পদ প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করা উচিত । সর্বদা এমন গায়ন হয় যে - মা - বাবাকে অনুসরণ করো । বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তারপর বাবার সঙ্গে আমরা আত্মারা একত্রিত হয়ে চলে যাবো । এই শ্রীমতে চলে তোমাদের প্রত্যেককে পথ বলে দিতে হবে ।

অসীম জগতের পিতা হলেন স্বর্গের রচয়িতা । এখন তো নরক । অবশ্যই তাহলে সেই নরকেই স্বর্গের উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন । এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়ে আসছে, তারপর আমাদের প্রথম জন্ম স্বর্গে গ্রহণ করতে হবে । তোমাদের এইম অবজেক্ট সামনে উপস্থিত । তোমাদের এমন হতে হবে । আমাদেরই এমন লক্ষ্মী - নারায়ণ হতে হবে, বাস্তবে এই চিত্রের কোনো প্রয়োজন নেই। যারা এখনো কাঁচা, প্রতি মুহূর্তে যারা ভুলে যায়, তাই তাদের জন্য এই চিত্র রাখা হয় । কেউ কৃষ্ণের চিত্র রাখে । কৃষ্ণকে না দেখে স্মরণ করতে পারে না । সকলের বুদ্ধিতেই তো চিত্র থাকে । তোমাদের কোনো চিত্র লাগাবার প্রয়োজন নেই। তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করো, তাই তোমাদের নিজের চিত্রও ভুলতে হবে । দেহ সহিত সর্ব সম্বন্ধ ভুলে যেতে হবে । বাবা বলেন - তোমরা হলে আশিক (প্রেমিকা ), এক মাশুকের (প্রেমিকের )। মাশুক বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করতে থাকো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । এমন অবস্থা হয়ে যাবে যে, যেই সময় এই দেহ চলে যাবে তখন মনে করবে, আমরা এই পুরানো দুনিয়া ত্যাগ করে এখন বাবার কাছে যাবো । ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হয়েছে, এবার যেতে হবে । বাবা আদেশ করেছেন যে, আমাকে স্মরণ করো । কেবলমাত্র বাবাকে আর সুইট হোমকে স্মরণ করো । আমাদের বুদ্ধিতে আছে, আমরা আত্মারা শরীর ছাড়া ছিলাম, তারপর এখানে অভিনয় করার জন্য শরীর ধারণ করেছি । অভিনয় করতে করতে এখন পতিত হয়ে গেছি । এই শরীর তো হলো পুরানো জুতো । আত্মা এখন পবিত্র হচ্ছে । শরীর তো এখানে পবিত্র হতে পারবে না । আমরা আত্মারা এখন ঘরে ফিরে যাবো । প্রথমে প্রিন্স - প্রিন্সেস হবো তারপর সম্রাটের পর লক্ষ্মী - নারায়ণ হবো । মানুষ তো জানেই না যে, এই রাধা - কৃষ্ণ কে ? এঁরা দুজন পৃথক রাজধানীতে ছিলো, তারপর তাঁদের সম্বন্ধ হয় । বাচ্চারা, তোমরা ধ্যানে সেই সম্বন্ধ দেখেছো । শুরুতে অনেক সাক্ষাৎকার হতো, কেননা পাকিস্থানে তোমাদের খুশীতে থাকার জন্য এইসব পাট চালানো হতো । পরের দিকে হলো মহামারী । ভূমিকম্প ইত্যাদি আরো অনেকই হবে । তোমাদের সাক্ষাৎকার হতে থাকবে । প্রত্যেকেই জানতে পারবে যে, আমরা কোন পদ পাবো । এরপর যারা কম পড়বে, তারা অনেক অনুতাপ করবে । বাবা বলবেন - তোমরা নিজে পড়ো নি, না অন্যদের পড়িয়েছো, না তোমরা স্মরণে থাকতে । স্মরণের দ্বারাই তোমরা সতোগ্রহণ হতে পারো । পতিত - পাবন তো হলেন বাবাই । তিনি বলেন, মামেকম্ ( আমাকে ) স্মরণ করো তাহলে তোমাদের খাদ দূর হয়ে যাবে । পুরুষার্থ করতে হবে - এই স্মরণের যাত্রার । কাজকারবার যতই করো, কর্ম তো করতেই হবে, তাই না কিন্তু বুদ্ধির যোগ যেন ওখানে থাকে । তমোগ্রহণ থেকে সতোগ্রহণ এখানেই হতে হবে । গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তখনই তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হতে পারবে । বাবা আর কোনো কষ্ট দেন না । তোমাদের তিনি খুব সহজ উপায় বলে দেন । সুখধামের মালিক হতে হলে মামেকম্ ( আমাকে ) স্মরণ করো । এখন তোমরা স্মরণ করো - বাবাও হলো তারার মতো । মনুষ্য তো মনে করে, তিনি সর্বশক্তিমান, বড় তেজবান । বাবা বলেন - আমি হলাম মনুষ্য সৃষ্টির চৈতন্য বীজরূপ । বীজ হওয়ার কারণে আমি এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানি । তোমরা তো বীজ নয়, আমি হলাম বীজ, তাই আমাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় । মনুষ্য সৃষ্টির চৈতন্য বীজ যখন, তখন তিনি তো অবশ্যই জানবেন যে, এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘোরে । ঋষি - মুনি কেউই এই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানে না । বাচ্চারা যদি জানতো, তাহলে তাঁর কাছে যেতে দেবী লাগতো না, কিন্তু বাবার কাছে যাওয়ার রাস্তা কেউই জানে না । পবিত্র দুনিয়াতে পতিত কিভাবে যেতে পারে,

তাই বাবা বলেন, তোমরা কাম মহাশত্ৰুকে জয় করো। এই তোমাদের আদি - মধ্য এবং অন্ত দুঃখ দেয়। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন। তোমাদের কোনো সমস্যা নেই। তোমাদের কেবল বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। বাবার স্মরণ অর্থাৎ যোগের দ্বারাই তোমাদের পাপ ভস্ম হবে। এক সেকেণ্ডে বাবার থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। বাচ্চারা যদিও স্বর্গে আসবে কিন্তু স্বর্গে উঁচু পদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। স্বর্গে তো যেতেই হবে। তোমরা অল্প শুনলেই বুঝতে পারবে যে, বাবা এসেছেন। এখনও তিনি বলেন, এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই। অবশ্যই বাবাই হবেন, যিনি বাচ্চাদের রাজযোগ শেখান। তোমরা সবাইকে জাগাতে থাকো। যারা অনেককে জাগাবে, তারা উচ্চ পদ পাবে। তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে। সবাই তো একরকম পুরুষার্থী হবে না। এই স্কুল হলো অনেক ভারী। এ হলো ওয়ার্ল্ডের ইউনিভার্সিটি। সম্পূর্ণ ওয়ার্ল্ডকে সুখধাম আর শান্তিধাম বানাতে হবে। এমন টিচার কোথাও আছে কি? ইউনিভার্স সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বলা হয়। বাবাই সম্পূর্ণ ইউনিভার্সের মনুষ্য মাত্রকে সতোপ্রধান বানান অর্থাৎ তিনিই স্বর্গ তৈরী করেন।

ভক্তিমার্গে যে উৎসব পালন করা হয়, সেই সবই এই সঙ্গম যুগের। সত্যযুগ এবং ত্রেতাতে কোনো উৎসব হয় না। ওখানে তো সবাই প্রালব্ধ ভোগ করে। উৎসব সব এখানে পালন করা হয়। হোলি আর ধুরিয়া এ হলো জ্ঞানের কথা। অতীতে যা হয়েছিলো, সেইসব ঘটনা উৎসব হিসাবে পালন করে আসছে। সবই এই সময়ের। হোলিও এই সময়েরই। এই ১০০ বছরের ভিতরেই সব কাজ হয়ে যায়। সৃষ্টিও নতুন তৈরী হয়ে যায়। তোমরা জানো যে, আমরা অনেকবার সুখের উত্তরাধিকার নিয়েছি, আবার হারিয়ে ফেলেছি। এমন খুশীও হয় যে, আমরা আবার বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। অন্যদেরও এই পথ বলে দিতে হবে। ড্রামা অনুসারে এই স্বর্গের স্থাপনা অবশ্যই হতে হবে। দিনের পরে যেমন রাত, আবার রাতের পরে দিন হয়, তেমনই কলিযুগের পর অবশ্যই সত্যযুগ হতে হবে। মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের বুদ্ধিতে খুশীর বাজনা বাজা উচিত। এখন সময় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, আমরা শান্তিধামে যাবো। এ হলো অন্তিম জন্ম। কর্মভোগও খুশীর কারণে হালকা হয়ে যায়। কিছু ভোগ করে, আবার কিছু যোগবলের দ্বারা হিসেব - নিকেশ শোধ হয়। বাবা বাচ্চাদের ধৈর্য প্রদান করেন, তোমাদের সুখের দিন আসছে। তোমাদের কাজকারবারও করতে হবে। শরীর নির্বাহের কারণে অর্থ তো চাই, তাই না। বাবা বুঝিয়েছেন যে, ব্যবসায়ী লোক ধর্মান্বিত হয়, তারা মনে করে, অনেক ধন যখন একত্রিত হবে, তখন অনেক দান করবো। এখানে বাবাও বোঝান, কেউ যদি এখানে দুই পয়সাও দেয়, তার পরিবর্তে ২১ জন্মের জন্য অনেককিছু পেয়ে যায়। আগে তোমরা যে দান - পূণ্য করতে তার রিটার্ন পরের জন্মে পেতে। এখন তো তোমরা এর রিটার্ন ২১ জন্মের জন্য পেয়ে যাও। আগে তোমরা সাধু - সন্ত ইত্যাদিদের দান করতে। এখন তো তোমরা জানো যে, এই সবই শেষ হয়ে যাবে। এখন আমি যখন তোমাদের সম্মুখে এসেছি তখন এই কাজে লাগাও। তাহলে তোমরা ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার পেয়ে যাবে। পূর্বে তোমরা পরোক্ষভাবে দান করতে, এখন এ হলো প্রত্যক্ষ। বাকি তোমাদের সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে। বাবা বলতে থাকেন - অর্থ থাকলে তোমরা সেন্টার খুলতে থাকো। এই অক্ষর লিখে দাও - প্রকৃত গীতা পাঠশালা। ভগবান উবাচঃ -- মামেকম্ ( আমাকে ) স্মরণ করো আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\***

১) বাবার তুল্য মহিমা যোগ্য হওয়ার জন্য বাবাকে অনুসরণ করতে হবে।

২) এ হলো অন্তিম জন্ম, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই মনে যেন খুশীর বাজনা বাজতে থাকে। কর্মভোগকে কর্মযোগের দ্বারা অর্থাৎ বাবার স্মরণে খুশীর সঙ্গে শোধ করতে হবে।

**\*বরদানঃ:-\*** নিজের স্মৃতির জ্যোতিতে ব্রাহ্মণ কুলের নাম উজ্জ্বল করে কুল দীপক ভব।

এই ব্রাহ্মণ কুল হলো অনেক বড়, এই কুলে তোমরা সবাই হলে দীপক। কুল দীপক অর্থাৎ সদা নিজের স্মৃতির জ্যোতির দ্বারা ব্রাহ্মণ কুলের নাম যারা উজ্জ্বল করে। অর্থও জ্যোতি অর্থাৎ সদা স্মৃতি স্বরূপ আর সমর্থ স্বরূপ। যদি স্মৃতি থাকে যে, আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান, তাহলে শীঘ্রই সমর্থ স্বরূপ হতে পারবে। এই অর্থও জ্যোতির স্মরণ তোমাদের জড় চিত্রের সামনে অর্থও জ্যোতি জ্বালায়।

**\*স্লোগান:-\*** যে সৰ্ব আত্মার প্রতি শুদ্ধ সঙ্কল্প রাখে, সে-ই হলো বরদানী মূর্ত ।

**\*হোলী এবং ধুরিয়া :-\***

'ধুরিয়া' হলো দোল পূর্ণিমার আগের দিন পালিত হোলিকা দহন বা নেড়াপোড়া উৎসব যা অশুভ শক্তির প্রতীক অর্থাৎ যা আত্মাকে দহন করে সেই অপবিত্র দেহ-অভিমানের খাদকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দাও।

'হোলী বা দোল' হলো পূর্ণিমার দিনে সকলকে রঙে রাঙিয়ে, আলিঙ্গন করে এবং মিষ্টিমুখ করিয়ে মধুর সম্পর্কে বেঁধে রাখার উৎসব যা শুভ শক্তির প্রতীক অর্থাৎ আত্মা পবিত্রতার রঙে রেঙে উঠুক, পরস্পরকে রাঙিয়ে দিক শুভভাবনা, শুভ কামনার রঙে, প্রতিটি আত্মার মধ্যে গড়ে উঠুক এক মধুর সম্পর্ক।

“মিষ্টি বাচ্চারা - একমাত্র বাবা হলেন নম্বর ওয়ান অ্যাক্টর যিনি পতিতদের পবিত্র করার অ্যাক্ট করেন, বাবার মতন অ্যাক্ট কেউ করতে পারে না”

\*প্রশ্নঃ - সন্ন্যাসীদের যোগ হল দৈহিক যোগ, আত্মিক যোগ কেবল বাবা শেখান, কীভাবে ?

\*উত্তরঃ - সন্ন্যাসী বরহম তৎবেবর সজ্ঞো যোগ করতে শেখান। সেটা হল নিবাস স্থান। সুতরাং তাদের ওটা হল দৈহিক যোগ। তৎবেবকে সুপ্রীম বলে না। তোমরা বাচ্চারা সুপ্রীম আত্মার সজ্ঞো যোগ যুক্ত হও তাই তোমাদের যোগ হল আত্মিক যোগ। এই যোগ কেবল বাবা শেখাতে পারেন, অন্য কেউ নয়। কারণ উনি হলেন তোমাদের আত্মিক পিতা।

\*গীতঃ- তুমি ভালোবাসার সাগর.....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা, অনেকে বলে ওম্ শান্তি অর্থাৎ নিজের আত্মার পরিচয় দেয়। কিন্তু নিজে বুঝতে পারে না। ওম্ শান্তির অনেক অর্থ বলে দেয়। কেউ বলে ওম্ অর্থাৎ ভগবান। কিন্তু তা নয়। এই আত্মা বলে ওম্ শান্তি। আমি আত্মার স্বর্ধর্ম হল শান্তি, তাই বলে আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ। এই আমার শরীর যার দ্বারা আমরা কর্ম করি। কতখানি সহজ। বাবাও বলেন ওম্ শান্তি। কিন্তু আমি সকলের পিতা হওয়ার দরুন, বীজ রূপ হওয়ার দরুন রচনা রূপী বৃক্ষটি যে আছে, কল্পবৃক্ষ, তার আদি-মধ্য-অন্তকে জানি। যেমন তোমরা কোনো বৃক্ষ দেখলে তার আদি মধ্য অন্তকে জানো, ওই বীজ তো হল জড়। অতএব বাবা বোঝান এ হল কল্প বৃক্ষ, এর আদি মধ্য অন্তকে তোমরা জানতে পারো, আমি জানি। আমাকে বলে জ্ঞানের সাগর। বাচ্চারা, আমি বসে তোমাদের আদি মধ্য অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছি। এই যে নাটক, যাকে ড্রামা বলা হয়, তোমরা যে নাটকের অভিনেতা বাবা বলেন আমিও অভিনেতা। বাচ্চারা বলে হে বাবা পতিত-পাবন অভিনেতা রূপে এসো, এসে পতিতদের পবিত্র করো। এখন বাবা বলছেন আমি এখন আমার ভূমিকা পালন করছি। আমার পটি শুধুমাত্র এই সজ্ঞামের সময়ে চলে। যদিও আমার নিজস্ব শরীর নেই। আমি এই শরীর (বরহমার দেহ) দ্বারা অভিনয় করি। আমার নাম শিব। আত্মারূপী বাচ্চাদেরকেই তো তিনি বোঝাবেন, তাইনা। পাঠশালা কখনো বানর বা পশুদের জন্ম হয় না। কিন্তু বাবা বলেন যে এই ৫- টি বিকারের জন্ম চেহারা তো মানুষের মতন কিন্তু কর্তব্য কর্ম হয়েছে বানর সম। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান যে পতিত তো সবাই নিজেকে বলে। কিন্তু এই কথা জানেনা যে কে পতিত বানিয়েছে এবং কে এসে পবিত্র করবেন? পতিত-পাবন কে? যাকে আহবান করে, কিছুই বুঝতে পারে না। এই কথাও জানেনা যে আমরা সবাই হলাম অ্যাক্টর। আমরা আত্মারা এই দেহ রূপী বস্তুর ধারণ করে পটি পেল করি। আত্মা পরমধাম থেকে আসে, এসে পটি পেল করে। ভারতের উদ্দেশ্যে এই পুরো খেলাটি তৈরি হয়েছে। ভারত পবিত্র, ভারত পতিত কে বানিয়েছে? রাবণ। গায়নও আছে রাবণের রাজত্ব লঙ্কায় ছিল। বাবা অসীমে জগতে নিয়ে যান। হে বাচ্চারা, এই সম্পূর্ণ সৃষ্টি হল অসীম জগতের ভূমি স্থল। ওটা হল পাখিব জগতের দেশ লঙ্কা। এই অসীম জগতের ভূমিতে রাবণের রাজত্ব আছে। প্রথমে রামরাজ্য ছিল এখন হল রাবণ রাজ্য। বাচ্চারা বলে, বাবা রামরাজ্য কোথায় ছিল? বাবা বলেন বাচ্চারা, সেই রাজ্য তো এখানেই ছিল, যাকে সবাই চায়।

তোমরা হলে ভারতবাসী আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের, হিন্দু ধর্মের নও। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি প্রিয় বাচ্চারা, তোমরাই সর্বপ্রথমে ভারতে ছিলে। তোমাদেরকে সেই সৎযুগের রাজ্য কে দিয়েছিল? নিশ্চয়ই হেভেনলি গডফাদার এই উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন। বাবা বোঝান যে কত বাচ্চারা অন্য ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেছে। যখন মুসলমানদের রাজ্য ছিল তখন অনেককে মুসলমান বানিয়েছে। খ্রিস্টানদের রাজ্যে অনেককে খ্রিস্টান বানিয়েছে। বৌদ্ধদের কখনো রাজ্য ছিল না তবু অনেককে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেছে। কনভার্ট করেছে নিজের ধর্মে। আদি সনাতন ধর্ম যখন প্রায় লুপ্ত হয় তখন তো সেই ধর্মের স্থাপনা হবে। অতএব তোমরা সবাই ভারতবাসী, তোমাদেরকে বাবা বলেন যে মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা সবাই ছিলে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছো। বরাহ্মণ, দেবতা, কৃষ্ণত্রিয়....বর্ণে এসেছো। এখন পুনরায় বরাহ্মণ বর্ণে এসেছো দেবতা বর্ণে যাওয়ার জন্ম। গায়নও আছে বরাহ্মণ দেবতায় নমঃ, প্রথমে বরাহ্মণদের নাম নেওয়া হয়। বরাহ্মণরাই ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে ছিল। এই হল ভারতের প্রাচীন যোগ। সর্ব প্রথমে রাজযোগ ছিল, যার বর্ণনা গীতায় আছে। গীতার যোগ কে শিখিয়েছে? সেই কথা ভারতবাসীরা ভুলে গেছে। বাবা বোঝান বাচ্চারা যোগ তো আমি শিখিয়ে ছিলাম। এই হল আত্মিক যোগ। বাকি সবই হল দৈহিক যোগ। সন্ন্যাসী ইত্যাদি দৈহিক যোগ শেখান যে বরহমার সজ্ঞো যোগ যুক্ত হও। সেটা তো হল ভুল। বরহম তৎবেব হল নিবাস স্থান (থাকবার জায়গা)। সেটি তো সুপ্রিম আত্মা নয়। বাবাকে ভুলে গেছে। তোমরাও ভুলে গিয়েছিলে। তোমরা নিজের ধর্মকে ভুলে গেছ। এইসবও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। বিদেশে যোগ ছিল না। হঠযোগ এবং রাজযোগ এখানেই আছে। ওই নিবৃত্তি মার্গের (সন্ন্যাস ধর্মের) সন্ন্যাসীরা কখনও রাজযোগের শিক্ষা দিতে পারে না। শেখাবে সে, যে জানবে। সন্ন্যাসীরা তো রাজত্বও ত্যাগ করে। গোপীচন্দ রাজার দৃষ্টান্ত আছে না। রাজত্ব ত্যাগ করে জঙ্গলে চলে যায়। তারও কাহিনী আছে। সন্ন্যাসীরা রাজত্ব ত্যাগ করিয়ে দেয়, তাহলে তারা রাজযোগ শেখাবে কীভাবে। এই সময়ে সম্পূর্ণ বৃক্ষটি হয়েছে জর্জরিত। পতনের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। যে কোনও বৃক্ষ যখন জর্জরিত অবস্থায় থাকে

তখন শেষ সময়ে বৃক্ষটি কেটে ফেলা হয়। তেমনই এই মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষটি হয়েছে তমোপ্রধান, এতে কোনও সার তৎব নেই। এরও বিনাশ অবশ্যই হবে। তার আগে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা এখানে করতে হবে। সৎযুগে কোনও দুর্গতি কারক কিছু থাকে না। তারা বিদেশে গিয়ে যোগ শেখায় কিন্তু সেই যোগ হল হঠযোগ (শারীরিক যোগ)। জ্ঞান একেবারে নেই। অনেক প্রকারের হঠযোগ আছে। এই হল রাজযোগ, যাকে আত্মিক যোগও বলা হয়। বাকি সব হল দৈহিক যোগ বা শারীরিক যোগ। মানুষ, মানুষকে শেখায়। বাবা আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে বোঝান যে আমি তোমাদের কেবলমাত্র একবার এই রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করি, অন্য কেউ কখনোই এই যোগ শেখাতে পারেনা। আত্মিক পিতা আত্মারূপী সন্তানদের শেখান যে, "মামেকম স্মরণ করো" তো তোমাদের সব পাপ বিনষ্ট হবে। হঠযোগী কখনোই এমন করে বলতে পারেনা। বাবা আত্মাদের বোঝান। এই হল নতুন কথা। বাবা তোমাদের এখন দেহী-অভিমানী বানাচ্ছেন। বাবার দেহ নেই। এনার (বরহমার) দেহে আসেন, এনার নাম পরিবর্তন করে দেন কারণ মরজীবা (জীবিত অবস্থায় মৃত স্বরূপ) হয়েছেন। যেমন গৃহস্থের মানুষ যখন সন্ন্যাসী হয় তখন মরজীবা হয়, গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করে নিবৃত্তি মার্গে গমন করে। অতএব মরজীবা হলে তোমাদের নামও বদল হয়। প্রথমে শুরুতে সবার নাম ছিল তারা আশ্রয় হয়ে শুনছে, বলেছে, ত্যাগ করে চলে গেছে তাই নাম রাখা বন্ধ করা হয়েছে তাই এখন বাবা বলেন যে আমি নাম দেবো আর সে পালিয়ে যাবে তো বেকার হয়ে যায়। প্রথমে যারা এসেছিল তাদের নাম রাখা হয়েছিল খুবই রমণীক। এখন আর রাখা হয় না। তাদের নাম রাখা হয় যারা স্থির থাকে। অনেকের নাম রাখা সৎবও বাবাকে ত্যাগ করে চলে গেছে তাই এখন নাম পরিবর্তন করা হয় না। বাবা বোঝান যে এই জ্ঞান খ্রিস্টানদের বুদ্ধিতে ঢুকবে। এই কথা বুঝবে যে ভারতের যোগ নিরাকার পিতা এসে শিখিয়ে ছিলেন। বাবাকে স্মরণ করলে পাপ ভস্ম হবে এবং আমরা নিজের ঘরে চলে যাবো। যারা এই ধর্মের হবে এবং কনভর্তি হয়েছে হবে তারা জ্ঞান ধারণ করবে। তোমরা জানো যে মানুষ, মানুষের সদগতি করতে পারে না। এই দাদা অর্থাৎ বরহমা বাবাও হলেন মানুষ, উনি বলেন আমি কারও সদগতি করতে পারি না। এই জ্ঞান তো শিববাবা আমাকে শেখান তোমারও সম্প্রতি স্মরণের দ্বারা হবে। বাবা বলেন বাচ্চারা, হে আত্মারা আমার সঙ্গে যোগযুক্ত হও তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা পূর্বে গোল্ডেন এজড পিওর ছিলে পরে তাতে খাদ পড়েছে। যারা পূর্বে দেবী দেবতা ২৪ কয়ারেট সোনা ছিল, এখন আয়রন এজে এসে পৌঁছেছে। এই যোগ কল্প-কল্প তোমাদের শিখতে হয়। তোমরা জানো তাতেও কেউ পুরোপুরি জানে, কেউ কম জানে। কেউ তো এমনি দেখতে আসে যে এখানে কি দেখানো হয়। বরহমাকুমার-কুমারী তো অসংখ্য বাচ্চারা আছে। নিশ্চয়ই প্রজাপিতা বরহমা ছিলেন যার কাছে এসেএতজন তার সন্তান হয়েছে, অবশ্যই কিছু তো হবে গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখো। প্রজাপিতা বরহমার কাছে তোমরা কি পেয়েছো? জিজ্ঞাসা করা উচিত তাইনা! কিন্তু এতখানি বুদ্ধিও নেই। বিশেষ করে ভারতের জন্ম বলা হয়। গায়নও আছে পাথরবুদ্দি -রাই হল পারসবুদ্দি। পারসবুদ্দিরাই পাথরবুদ্দির হয়ে যায়। সৎযুগ তেরতায় পারসবুদ্দি গোল্ডেন এজ ছিল তারপরে সিলভার এজ দুটি কলা কমে যায়, তাই নাম হয় চন্দ্রবংশী, কারণ ফেল হয়েছে। এইটিও হল পাঠশালা। ৩৩ নম্বর মার্কস থেকে যারা কম হয় তারা ফেল করে। রাম সীতা তারপরে তাদের কুল সম্পূর্ণ নয় তাই সূর্যবংশী হতে পারে না। ফেল তো কেউ হবেই, কারণ পরীক্ষাও হল বিশাল। পূর্বে গর্ভনমেন্টের আই. সী. এস. পরীক্ষাও তো কত বড় পরীক্ষা। সবাই পড়তে পারতো না। কোটিতে কেউ পাস করতো। কেউ যদি চায় আমরা সূর্যবংশী মহারাজা মহারানী হই তারজন্মে কঠোর পরিশ্রম চাই। মাম্মা বাবাও পড়ছেন স্ত্রীমৎ দ্বারা। তারা এক নম্বরে পড়াশোনা করেন এর পরে যারা মাতা পিতা কে ফলো করে তারাই তাদের সিংহাসনে বিরাজিত হবে। সূর্যবংশী ৮ ডিনায়স্টি চলে। যেমন অ্যাডওয়ার্ড দ্যা ফার্স্ট, দ্যা সেকেন্ড চলে। তোমাদের কানেকশন এই খ্রিস্টানদের চেয়ে বেশী। খ্রিস্টান কুল ভারতের রাজত্ব প্রাস করেছে। ভারতের অসীম ধন সম্পদ লুট করেছে তাহলে আবার বিচার করো যে সৎযুগে কিরূপ অসীম ধনরাশি থাকবে। সেখানকার তুলনায় এখানে তো কিছু নেই। সেখানে সব খনি ভরে থাকে। এখন তো প্রত্যেকটি জিনিসের খনি খালি হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় চক্র রিপিট হবে তখন সব খনি ভরে যাবে। মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা এখন রাবণের উপরে জয় লাভ করে রাজত্ব প্রাপ্ত করছো পুনরায় অর্ধকল্প পরে এই রাবণ আসবে তখন তোমরা এই রাজত্ব হারাবে। এখন ভারত বাসী কড়ি তুল্য হয়েছে। আমি তোমাদের হীরে তুল্য বানিয়েছি। রাবণ তোমাদের কড়ি সম করেছে। কেউ বুঝতে পারে না রাবণ কখন আসে? আমরা দহন করি কেন? তারা বলে এই রাবণ তো যুগ যুগ ধরে আছে। বাবা বোঝান যে অর্ধকল্প পরে এই রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয়। বিকারী হওয়ার দরুন নিজেকে দেবী দেবতা বলতে পারে না। বাস্তবে তোমরা দেবী দেবতা ধর্মে ছিলে। তোমাদের মতন সুখ অন্য কেউ অনুভব করে না। সবচেয়ে বেশি গরিব তোমরাই হয়েছো। অন্য ধর্মের মানুষ পরে বৃদ্ধি পায়। খ্রিস্ট এসেছিল, প্রথমে সংখ্যা তো কম ছিল। যখন অনেক হয়ে যায় তখন তো রাজত্ব নেবে। তোমরা সর্ব প্রথমে রাজত্ব প্রাপ্ত কর। এইসব হল জ্ঞানের কথা। বাবা বলেন হে আত্মারা আমি পিতা আমাকে স্মরণ করো। অর্ধকল্প তোমরা দেহ-অভিমানী থাকো। এখন দেহী-অভিমানী হও। কষণে কষণে এই কথাটি ভুলে যাও, কারণ অর্ধকল্প দাগ পড়েছে। এই সময় তোমরা হলে বরাহমণ শিখা। তোমরা ই হলে সবচেয়ে উঁচুতে। সন্ন্যাসীরা বরহমার সঙ্গে যোগ যুক্ত হয় তাতে বিকর্ম বিনাশ হয় না। প্রত্যেককে সতো রজো তমোতে অবশ্যই আসতে হবে। ফিরে কেউ যেতে পারে না। যখন সবাই তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন বাবা এসে সবাইকে সতোপ্রধান করেন অর্থাৎ সবার আত্মারূপী জ্যোতি জাগ্রত হয়ে যায়। প্রত্যেকের নিজস্ব পটি আছে। তোমরা হলে হিরো হিরোইন পটিধারী। তোমরা ভারতবাসী হলে সবচেয়ে উঁচুতে যারা রাজ্য প্রাপ্ত কর তারপরে হারাও অন্য কেউ এই রাজ্য প্রাপ্ত করে না। তারা রাজ্য নেয় বাহুবলের দ্বারা। বাবা বুঝিয়েছেন যারা বিশ্বের মালিক ছিল তারা ই মালিক হবে। সুতরাং প্রকৃত রাজযোগ বাবা বয়তীত কেউ শেখাতে পারে না। যারা শেখায় সেসব হল অযথার্থ যোগ। ফিরে তো কেউ যেতে পারে না। এখন হল শেষ সময়। সবাই দুঃখ থেকে মুক্ত হয় পুনরায় নম্বর অনুসারে আসতে হবে। প্রথমে সুখদর্শন পরে দুঃখদর্শন করতে হবে। এইসব কথা বুঝতে হবে। বলা হয় হাত থাকবে কর্মে, মন স্মরণে। কাজ করতে থাকো বুদ্ধি যোগ

বাবার সঙ্গে যুক্ত করো ।

তোমরা আত্মারা হলে প্রিয়তমা এক প্রিয়তমের । এখন প্রিয়তম এসেছেন । সব আত্মাদের (সজ্ঞীদের) গুল-গুল (ফুল) বানিয়ে নিয়ে যাবেন । এ হল অসীম জগতের সাজন অসীম জগতের সজ্ঞী । উনি বলেন আমি সবাইকে নিয়ে যাবো । তারপরে নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী গিয়ে পদ প্রাপ্ত করবে । গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো, সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করো । হে আত্মা তোমাদের মন বাবার দিকে রাখো । এই স্মরণের অভ্যাস করতে থাকো । বাচ্চারা জানে আমরা স্বর্গবাসী হই, বাবাকে স্মরণ করলে । স্টুডেন্টদের তো খুশীতে থাকা উচিত । এই হল খুব সহজ । ড্রামা অনুসারে সবাইকে পথ বলে দিতে হবে । কারো সঙ্গে তর্ক করার দরকার নেই । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । মানুষ রোগ মুক্ত হলে অভিনন্দন জানায় । এখানে তো সম্পূর্ণ দুনিয়া হল বুগী । কিছু সময়ের মধ্যেই জয়জয়কার হয়ে যাবে । আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঙ্গনার আত্মাবূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-\*

১ ) প্রকৃত সৎ প্রিয়তমা হয়ে হাতে কাজ করাকালীন বুদ্ধি দ্বারা প্রিয়তমকে স্মরণ করার প্র্যাকটিস করতে হবে । বাবার স্মরণ দ্বারা আমরা স্বর্গবাসী হচ্ছি, এই খুশীতে থাকতে হবে ।

২ ) সূর্যবংশী কুলে সিংহাসনে বিরাজিত হওয়ার জন্য মাতা-পিতাকে পুরোপুরি ফলো করতে হবে । বাবার মতন নলেজফুল হয়ে সবাইকে পথ বলে দিতে হবে ।

\*বরদানঃ-\*

অটুট কানেকশন দ্বারা কারেন্ট অনুভব করে সদা মায়াজিত, বিজয়ী ভব  
যেমন বিদ্যুতের শক্তি এমন কারেন্ট লাগায় যে মানুষ দূরে ছিটকে যায়, শক লাগে । তেমন ভাবে ঈশ্বরীয় শক্তি যেন মায়াকে দূরে সরিয়ে দেয়, এমন কারেন্ট হওয়া উচিত কিন্তু কারেন্টের আধার হল কানেকশন । চলতে ফিরতে প্রতি সেকেন্ড বাবার সঙ্গে কানেকশন যুক্ত রাখো । এমন অটুট কানেকশন থাকলেই কারেন্ট আসবে আর মায়াজিত, বিজয়ী হয়ে যাবে ।

\*স্লোগানঃ-\*

তপস্বী হল সে, যে ভালো এবং মন্দ কর্মের প্রভাবের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকে ।